মহাপ্রলয়-২

পরকাল

LIFE AFTER LIFE

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

পরকাল

শায়খ ড. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি
প্রভাষক, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

স্বত্ব : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনা
২৫ [পচিশ]

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৬

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ৫৬০ টাকা মাত্র

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

www.QuranerAlo.net

পাঠক সমীপে

আজ মুসলমান পরকালীন সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গেছে। তাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য কলম ধারণ করেছেন সৌদী আরবের প্রখ্যাত আলেম, বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী। মৃত্যু, কবর, হাশর, হিসাব, কেসাস, সিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে যেসব তথ্য কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায়, সেগুলো তিনি একত্র করেছেন অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে। গ্রন্থটির তিনি নাম দিয়েছেন 'আল-আলামুল আখীর'।

আমরা এর আগে ড. আরিফী'র বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে পাঠকের সামনে পেশ করেছি। পাঠকসমাজ আমাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। আমরা আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছি।

পূর্বের ধারাবাহিকতা অনুসারে এই গ্রন্থের অনুবাদ করার প্রয়োজন আমরা অনুভব করতে থাকি। পাঠক মহল থেকেও বেশ জোরালো আবদার আসতে থাকে। অবশেষে অনুবাদের কাজ শুরু করি।

আগে ধারণা করেছিলাম যে, খুব অল্প সময়েই অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করা যাবে; কিন্তু দেখা গেল না, তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রায় সাত মাস সময় ব্যয় হয়ে গেল। সময় লাগলেও অনুবাদ বেশ স্বচ্ছ হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

ড. আরিফী হাদীস উল্লেখ করে টিকায় তার সূত্র উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে হাদীসের মান বয়ান করেছেন। তবে তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাদীসগ্রন্থের পৃষ্ঠানম্বর, বা হাদীসনম্বর উল্লেখ করেননি। আমরা হাদীস উল্লেখ করে প্রত্যেকটি হাদীসের নম্বর উল্লেখ করে দিয়েছি। তবে আমরা হাদীসের মান উল্লেখ করেনি। কারণ, ড. আরিফী এই গ্রন্থে কোন অগ্রহণযোগ্য হাদীস উল্লেখ করেননি। অখ্যাত কোন গ্রন্থ থেকে হলেও কমপক্ষে 'হাসান' স্তরের হাদীস তিনি উদ্ধৃত করেছেন।

গ্রন্থকার অনেক সময় টিকা বা মূল পাঠে আয়াত অথবা হাদীসের কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। উক্ত আয়াত বা হাদীসের বাংলা অনুবাদ পেশ করার কারণে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে গেছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যার বাংলা অনুবাদ ছেড়ে দিয়েছি।

বন্ধুবর মাওলানা মুফতী আবদুল মালেক (মুহাদ্দিস, মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসা, মুন্সিগঞ্জ) শেষদিকের কিছু পৃষ্ঠা অনুবাদ করে সাহায্য করেছেন। তাঁর জন্য উত্তম জাযা কামনা করছি। তবে দুই অংশের অনুবাদ সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর অংশের উপর অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সম্পাদনার অসি চালিয়েছি। এজন্য আমি তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করছি, তিনি যেন মূল গ্রন্থের মত এই অনুবাদকে এবং গ্রন্থকারের মত অনুবাদককে কামিয়াব করেন। লেখক, অনুবাদক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এই গ্রন্থকে পরকালীন মুক্তির উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
হুদহুদ প্রকাশন, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
fb.com/mawlana muhammad abdul alim
তারিখ: ২২ রমাযানুল মুবারক, ১৪৩৭ হিজরী, ২৭ জুন, ২০১৬ ইং

www.QuranerAlo.net

একটি গল্প

তিনি আমার সাথে বার বার যোগাযোগ করছিলেন; কিন্তু ব্যস্ততা থাকার কারণে আমি জওয়াব দিতে বিলম্ব করছিলাম। তিনি আমার মোবাইলে অনেক বার্তাও পাঠাচ্ছিলেন।

আমি তার সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি শান্ত; তবে তার কণ্ঠ খুব বিষণ্ন শোনা গেল। তিনি আমাকে বললেন, শায়খ! আমরা মৃত্যুর পর কোথায় যাব?

আমি বললাম, আশ্চর্য ব্যাপার! আমরা মারা যাব; তারপর পুনরায় উঠব; হাশরে সমবেত হব এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব। ....

তিনি আমাকে বাধা দিয়ে ইতস্তত করে বললেন, আমি বিশ্বাস করি না! আমি বিশ্বাস করি না!!

তার কথাবার্তার ঢং থেকে বুঝলাম, তিনি একজন যুবক– উদ্ভট বইপুস্তক বা প্রবন্ধমালা পড়েছেন। অথবা ইন্টারনেটে এমন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেছেন, যা তাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। অথবা তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ ইলম ও দলিল-প্রমাণ ছাড়া নাস্তিকদের সাথে তর্কে জড়িয়েছেন এবং তারা তাকে পরাজিত করে ফেলেছে।

আমি বললাম, বাবাজী! আপনি কেন বিশ্বাস করেন না?

তিনি বললেন, জনাব! ইহকাল ও পরকাল নিয়ে আলোচনা করে, এমন কিছু ওয়েবসাইটে আমি প্রবেশ করেছি; কিছু লোকের সাথেও তর্কবিতর্ক করেছি। জান্নাত, জাহান্নাম, (পুল) সিরাত, হিসাব, একাব ইত্যাদি নিয়ে ভেবেছি। এগুলো কী?

আমি বললাম, বাবাজী! নিজের উপর অনুগ্রহ করুন। পর্যাপ্ত ইলম ছাড়া কোন বিষয় নিয়ে তর্ক করতে যাবেন না। যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই, তা ব্যক্ত কোরো না।[সুরা ইসরা: ৩৬]

যেকোন ব্যক্তি যখন এমন কোন বিষয়ে মুখ খুলবে, যা সে পরিপূর্ণ রূপে জানে না, সে পেরেশানীতে পড়বে; তার জন্য বিষয়টি ঘুলিয়ে যাবে এবং যারা তাকে বিপথগামী করতে চায়, অথবা তার চিন্তাচেতনা বিপর্যস্ত করতে চায়, তাদের লক্ষবস্তুতে পরিণত হবে।

বাবাজী! ঈমান এবং তাওহীদের আকীদা আমাদের চরিত্রের মূল উপাদান। এ ছাড়া হৃদয় স্বস্তিবোধ করে না। এজন্য দেখবেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু হ্রাস পায় না। সাধারণ মানুষ বাদেও এদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রীবর্গ।

জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব-কিতাবের বিশ্বাসসমৃদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করার জন্য তাদেরকে কীসে উদ্বুদ্ধ করেছে? কেউ তো তাদেরকে বাধ্য করেনি অথবা এতে প্রবেশ করলে বিনিময়ে কিছু দেওয়া হবে, এমন ওয়াদাও কেউ করেনি।

তাদের আকৃষ্ট হওয়ার কারণ একটিই– তাওহীদ ও ফিতরাত (প্রাকৃতিক ধর্ম)। এই তাওহীদই আত্মার প্রশান্তি, রূহের স্বস্তি ও হৃদয়ের আস্থা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক প্রাণ আমাদের পিতা আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর আমাদের মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর ওই দু'জন থেকে সৃষ্টি বিস্তৃত হয়েছে। আমরা এই দুনিয়াকে আবাদ করছি। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করছি। সুখ ও সৌভাগ্যের মধ্য দিয়ে আমরা জীবনযাপন করছি। এরপর আমরা মারা যাব। পরে আমাদেরকে আবার উঠানো হবে এবং আমাদের কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হবে। এই দাবির উপর ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক প্রমাণাদি রয়েছে। ...

আমি যখন একথাগুলো বলছিলাম, তখন প্রতিপক্ষ ব্যক্তি একেবারে নীরব ছিলেন। তার এমন শব্দহীন নীরবতার কারণে আমি ভাবছিলাম, হয়তো তিনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। এজন্য আমি একটু পরপর বলছিলাম, সঙ্গে আছেন তো? কথা কি ঠিক বলছি?

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির মত খুব ধীরস্থিরে তিনি হুঁ-হাঁ করছিলেন।

উপলব্ধি করলাম, ইনি ও এঁর মত ব্যক্তিদের জন্য পরকাল সম্পর্কে একটি গ্রন্থ দরকার, যা লিখিত হতে হবে আধুনিক ধাঁচে। সুতরাং 'পরকাল' নামের এই গ্রন্থ লেখা শুরু করলাম, যা এখন আপনার হাতে রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করি, তিনি একে উপকারী সাব্যস্ত করুন এবং একে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন। আমীন।

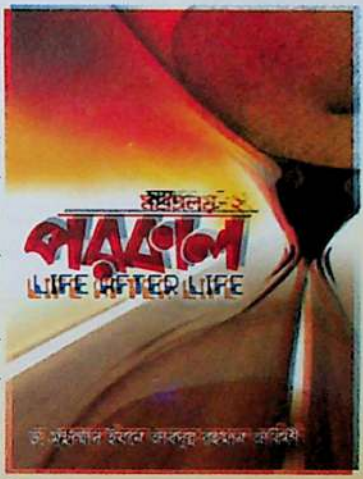

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী
অধ্যাপক, বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদী আরব
সদস্য, আন্তর্জাতিক মুসলিম উলামা পরিষদ
সদস্য, উচ্চতর মানব উন্নয়ন সংস্থা
৯ জিলহজ, ১৪৩২ হিজরী, ৫ নভেম্বর, ২০১১ ইং

www.QuranerAlo.net

সূচি

পরকাল কেন? ১৭
পরকাল বিশ্বাস করব কেন? ১৮
কিয়ামত ২২
ছোট কিয়ামত ২২
বড় কিয়ামত ২২
ছোট কিয়ামত ২৩
মৃত্য যাকে বলে ২৫
মৃত্যুর ঘনঘটা ২৭
আমাদের নবীর মৃত্যু ২৭
নবীজীর মৃত্যুব্যাধী ২৮
জামাতের সাথে নামায ৩০
নবীজীর মৃত্যুযন্ত্রণা ৩১
উমরের মৃত্যু ৩২
লোকজন কি নামায পড়েছে? ৩৩
উমরের প্রশংসায় ইবনে আব্বাস ৩৪
মৃত্যুশয্যায় উপদেশ ৩৫
্যকালে উপদেশ ৩৯
হারূনুর রশীদ ৩৯
আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৪০
আরও কয়েক প্রকারের মৃত্যু ৪১
মদ পানকারী ৪২
নামায বর্জনকারী ৪৩
মৃত্যুর উপর ঈমান ৪৫
মৃত্যু কী? ৪৫
মালাকুল মউত কে? ৪৬
মৃত্যুস্থান কোথায়, তা কেউ জানে না ৪৭
মৃত্যুর স্মরণ ৪৭
মৃত্যুর প্রস্তুতি ৪৯
মৃত্যুর পর উপকার দেয়, এমন কিছু আমল ৪৯
ওসিয়ত লিখন ৫০
রূহের সাথে মৃত্যুর সম্পর্ক ৫১
মৃতের বিধি-বিধান ৫২
মৃত্যুর কিছু লক্ষণ ৫২
দাফনের উদ্দেশ্যে জানাযা উত্তোলন ৫৩
মৃতের সঙ্গে যায় তিন জিনিস ৫৩
বারযাখী জীবন ৪৪
কবর ৫৭
একটি গল্প ৫৭
কবরে মানুষের অবস্থা ৫৯

www.QuranerAlo.net

মুমিনের অবস্থা ৫৯
কাফের ও ফাসেকের অবস্থা ৬১
রূহ ও দেহের মধ্যখানে ৬৪
নবীদের রূহ ৬৫
শহীদদের রূহ ৬৬
শহীদদের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ ৬৬
অন্যান্য মুমিনের রূহ ৭০
শহীদগণ ৭১
কবরের আযাব ও নেয়ামত ৭৩
কবরের আযাব ও সুখশান্তির দলিল ৭৩
কবরের নেয়ামত কার জন্য ৭৪
কবরের আযাব কার জন্য? ৭৫
হায়াতে বারযাখে মানুষের অবস্থা ৭৮
কবর-আযাবের কারণ ৮২
শিরক ও কুফর ৮২
প্রস্রাব থেকে পরিচ্ছন্ন না হওয়া ৮৩
চোগলখোরী ৮৩
গুলূল ৮৪
ইচ্ছা করে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা ৮৪
কবর-আযাব থেকে মুক্তি ৮৬
নামায ৮৬
যাকাত ৮৬
রোযা ৮৭
কল্যাণকর বিবিধ কাজ ৮৭
সদকা ও আত্মীয়তা রক্ষা ৮৭
সৎকাজ ৮৭
এহসানের আচরণ ৮৭
কবর-আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৮৮
কবর-আযাব থেকে মুক্ত ৮৯
শহীদ ৮৯
আল্লাহর রাস্তার প্রহরী ৯০
পেটের পীড়ায় মৃত ৯০
সূরা মুলক পাঠকারী ৯১
কিছু মাখলুক ধ্বংস হবে না ৯২
পুচ্ছ হাড় ৯২
রূহ ৯২
জান্নাত ও জাহান্নাম ৯৩
আরশ ৯৩
কুরসী ৯৩
হুরে ঈন ৯৩
লওহ ৯৪
কলম ৯৪
কবর সম্পর্কিত সাতটি মাসআলা ৯৫
শেষ বিচারের দিন ১০২

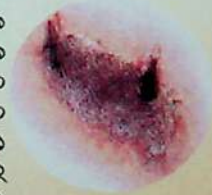

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

পরকালের প্রতি ঈমান ১০৪
আখেরাতের উপর ঈমান আনার অর্থ ১০৪
শেষ দিনের বৈশিষ্ট্যাবলি ১০৬
এই দিন সত্য, তার সংঘটন নিয়ে কোন সন্দেহ নেই ১০৬
কাফেরদের জন্য কঠিন দিন ১০৬
পরিপূর্ণ বদলা প্রদানের দিন ১০৭
আল্লাহর কাছে নির্ধারিত একটি দিন ১০৭
খুব নিকটবর্তী একটি দিন ১০৭
হঠাৎ এসে পড়বে দিনটি ১০৮
বিশাল দিন ১০৮
সূর্য থাকবে মানুষের খুব কাছে ১০৮
অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না ১০৯
সেদিন রাজত্ব থাকবে শুধু আল্লাহর ১০৯
বিরোধীদের লজ্জার দিন ১১০
কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে কবে? ১১১
এই দিনের দৈর্ঘ্য ১১৩
বিচার-দিনের বিভিন্ন নাম ১১৪
শিঙ্গায় ফুৎকার ১১৯
শিঙ্গায় ফুঁকদানকারী ১২১
শিঙ্গায় ফুৎকার সংক্রান্ত দলিল-প্রমাণ ১২২
ফুৎকারের সংখ্যা ১২২
প্রথম ফুঁক ১২২
দ্বিতীয় ফুঁক ১২৩
দুই ফুৎকারের ব্যবধান ১২৩
ফুঁক দেওয়া হবে কোন দিন? ১২৪
পয়লা ফুৎকার শ্রবণকারী প্রথম ব্যক্তি ১২৪
মুমিনদের প্রতি আল্লাহর রহমত ১২৫
পুনরুত্থান ১২৭
পুনরুত্থানের দলিল-প্রমাণ ১২৯
পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার যুক্তি-প্রমাণ ১৩০
বৃষ্টির মাধ্যমে মৃত জমীনের পুনর্জীবন ১৩০
সৃষ্টির সূচনার সাথে তুলনা ১৩১
কোন কোন মৃতকে দুনিয়াতেই জীবিতকরণ ১৩১
পরিপূর্ণ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, বিপরীত থেকে বস্তু উৎপাদন ১৩২
আসমান-জমীন সৃষ্টির ক্ষমতা ১৩৩
অদাফনকৃতদের অবস্থা ১৩৩
পুনরুত্থানের রূপরেখা ১৩৪
উদ্ভিদের মত মানবদেহের পুনর্গঠন ১৩৫
যার কবরের মাটি সবার আগে বিদীর্ণ হবে ১৩৭
পুনরুত্থান অস্বীকার করার বিধান ১৩৮
বিভীষিকাময় কিয়ামত ১৩৯
কিয়ামতের দিন আসমান-জমীনের অবস্থা ১৪১
আসমানসমূহ ১৪১
জমীন ১৪২
পাহাড়-পর্বতের বিচূর্ণন ১৪৩

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

সাগরের বিস্ফোরণ ও প্রজ্বলন ১৪৪
আসমানসমূহের ঘূর্ণন ও বিচূর্ণন ১৪৫
সে দিনকার আসমানের রং ১৪৫
সূর্যের নিষ্প্রভতা ১৪৬
চাঁদ ১৪৬
গ্রহ-নক্ষত্রের হাল ও দশা ১৪৭
হাশর ১৪৯
হাশরসংক্রান্ত দলিল-প্রমাণ ১৫২
হাশরের ময়দানের বিবরণ ১৫২
হাশরের ময়দানের স্থান ১৫২
হাশরের দিনের সময়সীমা ১৫৩
হাশরের প্রকারভেদ ১৫৪
প্রথম প্রকার: জীবিতদেরকে সমবেতকরণ ১৫৪
দ্বিতীয় প্রকার: মৃতদের হাশর ১৫৬
সৃষ্টিরাজির হাশরের বিবরণ ১৫৬
হাশরের ময়দানে নবীজীর ঝাণ্ডা ১৫৯
হাশরের ময়দানে মানুষের অবস্থা ১৬০
পরিস্থিতির ভয়াবহতা ১৬১
কিয়ামতদিবসে মুমিনদের অবস্থা ১৬২
কাফেরদের হাশরের প্রকৃতি ১৬৩
প্রথম যাকে বস্ত্র পরানো হবে ১৬৪
কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে ডাকা হবে ১৬৪
ভীতি উপশমক আমল ১৬৪
আল্লাহর জন্য পরস্পর মহব্বতকারীগণ ১৬৪
দরিদ্রকে অবকাশ দানকারী ব্যবসায়ী ১৬৬
অভাবীকে সুযোগ দানকারী ১৬৬
ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট ১৬৭
ন্যায় বিচারক ১৬৭
ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারী ১৬৮
মুয়ায্যিনসমাজ ১৬৯
ইসলামে যারা বার্ধক্যে উপনীত হয় ১৬৯
উযুকারী ১৭০
কুরআনের বাহক ১৭১
পরোপকারীগণ ১৭২
দুর্বলদের সাহায্যকারী ১৭২
কিয়ামতের দিন পাপীদের অবস্থা ১৭৩
যাকাত অস্বীকারকারী ১৭৩
অহঙ্কারী ১৭৫
কিছু কিছু অপরাধীর সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না ১৭৫
পুরোহিত, সাধক ও আলেম ১৭৫
গোড়ালীর নীচে কাপড় পরিধানকারী ১৭৬
মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকারী ১৭৬
খোটা-দানকারী ১৭৭
পানির ব্যাপারে কৃপণ ১৭৭
বাইআত ভঙ্গকারী ১৭৭

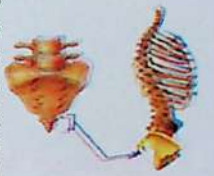

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

যেনাকার বৃদ্ধ ১৭৮
মিথ্যাবাদী শাসক ১৭৮
অহঙ্কারী ফকীর ১৭৯
কিছু অপরাধীর দিকে আল্লাহ তাকাবেন না ১৭৯
অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী ১৮০
মা-বাবাকে কষ্ট প্রদানকারী ১৮০
পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারিণী নারী ১৮১
দাইয়ূস ১৮১
পায়ুপথে স্ত্রীসহবাসকারী ১৮২
কিছু অপরাধীর মুখে লাগাম এঁটে দেওয়া হবে ১৮২
কিছু অপরাধীর ব্যাপারে আল্লাহ সে দিন ক্রুদ্ধ থাকবেন ১৮২
বিলাসী ধনকুবের ১৮৩
কিয়ামতের দিন প্রতারকের অবস্থা ১৮৩
গনীমতের অর্থ আত্মসাতকারী ১৮৫
ভূমি আত্মসাতকারী ১৮৭
সামর্থ্য থাকতেও যে ভিক্ষা করে ১৮৮
নামাযে অবহেলাকারী ১৮৮
গীবতকারী ও চোগলখোর ১৮৯
দু'মুখো ব্যক্তি ১৮৯
চিত্রকর ১৯০
আমলনামা বণ্টন ১৯১
একদলকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে ১৯৩
একদলের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে পেছন থেকে ১৯৪
উপস্থাপন ও হিসাব ১৯৫
হিসাবের অর্থ ১৯৭
পরকালে হিসাবের প্রকারভেদ ১৯৭
হিসাবের নীতিমালা ২০১
যেসব বিষয়ে বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে ২০৯
প্রথমত : বড় গুনাহ শিরক সম্পর্কে ২০৯
দ্বিতীয়ত : দুনিয়াতে কৃত আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে ২১০
তৃতীয়ত : নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে ২১১
চতুর্থত : প্রশ্ন করা হবে কান, চোখ ও হৃদয় সম্পর্কে ২১১
সবার আগে হিসাব হবে কোন্ জাতির ২১২
যে বিষয়ে ফায়সালা হবে সবার আগে ২১২
বিচার-ফায়সালার দিন মানুষের অবস্থা ২১৩
হক আদায়ের প্রকারভেদ ২১৫
আল্লাহর বিভিন্ন হক ২১৫
বান্দার বিভিন্ন হক ২১৬
জীবজন্তুর হকসমূহ ২১৯
কিয়ামতের আদালতে সাক্ষীগণ ২২০
নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত সাক্ষী ২২১
আমাদের নবী সাক্ষ্য দিবেন ২২২
প্রত্যেক রসূল তাঁর উম্মতের সাক্ষী ২২৩
পর্যবেক্ষক ফেরেশতা ২২৩

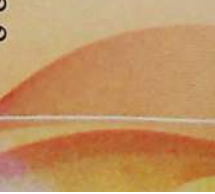

পারলৌকিক
LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

মানুষের নিজের সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি ২২৪
জমীনের সাক্ষ্য ২২৪
মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য ২২৫
পাথর ও গাছগাছালির সাক্ষ্য ২২৬
মিযানহ ২২৭
ওজনের যথার্থতার যুক্তি-প্রমাণ ২২৯
মিযানের আকৃতি ২২৯
অতিসূক্ষ্ম মিযান ২৩০
মিযানে কী রাখা হবে? ২৩০
আমল ওজনের পর মানুষের গন্তব্য ২৩৩
কাফেরদের আমল ২৩৪
মিযানে সবচেয়ে ভারি বস্তু ২৪১
সদ্ব্যবহার ২৪১
আল্লাহ তাআলার যিকির ২৪১
আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ ২৪৩
হাউজ ২৪৬
নবীজীর মিম্বার তাঁর হাউজের উপর ২৪৮
হাউজের স্থান ও শ্রেণিবিন্যাস ২৪৯
কাউসার ও হাউজের সাথে তার সম্পর্ক ২৪৯
হাউজের বৈশিষ্ট্যাবলি ২৪৯
হাউজে প্রথম আগমনকারী ২৫৩
ইয়ামানবাসীদের প্রাধান্য ২৫৩
হাউজে আগমনকারী ২৫৪
নবীজীর হাউজ, শুধু তার উম্মতের জন্য ২৫৫
শাফায়াত ২৫৭
শাফায়াতের সংজ্ঞা ২৫৯
শাফায়াতের শর্তাবলি ২৬০
শাফায়াতের গুরুত্ব ২৬১
প্রত্যেক নবীর দোআ ২৬১
শাফায়াতের প্রকারভেদ ২৬২
কিয়ামত-দিবসে সুপারিশকারী ২৬৪
নবী-রসূল ২৬৪
ফেরেশতা ও ঈমানদারগণ ২৭৮
শহীদগণ ২৭৮
নেককার ব্যক্তিবর্গ ২৭৯
আলকুরআন ২৭৯
মৃত শিশুসন্তান ২৮১
সন্তানাদির দোআ ২৮১
সিয়াম ২৮১
মাইয়েতের জন্য জানাযা-নামায আদায়কারী ২৮২
নবীজীর শাফায়াত লাভের উপায় ২৮৩
আযানের পর দোআ ২৮৩
নবীজীর উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ ২৮৩
অধিক পরিমাণে নফল নামায ২৮৪

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

মুসলমানের প্রয়োজন মেটানো ২৮৪
আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব ২৮৪
অধিক অভিশাপ শাফায়াতের অন্তরায় ২৮৫
শাফায়াত পেয়ে অধিক ভাগ্যবান ২৮৫
প্রত্যেক জাতি তার উপাস্যের অনুসরণ করবে ২৮৬
কাফেরদেরকে দোযখে সমবেতকরণ ২৯২
পুলসিরাত ২৯৭
পুলসিরাতের বৈশিষ্ট্যাবলি ২৯৯
পুলসিরাতের সময় ৩০০
মুশরিক পুলসিরাত পার হতে পারবে না ৩০০
মুনাফিক ও পুলসিরাত ৩০০
মুমিনের নূরের পরিমাণ ৩০১
পুলসিরাতে মুমিনদের দোআ ৩০২
পুলসিরাত অতিক্রমকারীদের প্রকারভেদ ৩০২
পুলসিরাত অতিক্রম করার গতি ৩০৩
সর্বপ্রথম পুলসিরাত অতিক্রমকারী ৩০৪
পুলসিরাতে নবীজী, উম্মতের জন্য দোআ করবেন ৩০৪
আত্মীয়তা ও আমানত পুলসিরাতের দুই পাশে ৩০৫
মুমিনদের প্রতিশোধ পুলসিরাতের পর ৩০৬
প্রতিশোধের পদ্ধতি ৩০৮
বাদী-বিবাদীকে সন্তুষ্টকরণ ৩০৯
আহলুল ফাতরাহ ৩১০
যার কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি ৩১২
জাহান্নাম ৩১৪
জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৩১৬
জাহান্নামের ভয় ৩১৭
দোযখের বিভিন্ন নাম ৩১৮
দোযখ থেকে মুক্তির আমল ৩২১
ইখলাসের সাথে কালিমায়ে শাহাদত ৩২১
আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ভালোবাসা ৩২২
সদকা ৩২২
নফল রোযা ৩২৩
জামাতের সাথে নামাযের পাবন্দী ৩২৩
জামাতের সাথে ফজর ও আসর ৩২৪
সকাল-সন্ধ্যার যিকির ৩২৪
দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৩২৪
যোহরের আগে ও পরে চার রাকাত ৩২৪
আল্লাহর রাস্তায় পায়ে ধুলা লাগানো ৩২৬
আল্লাহর ভয়ে কান্না ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ৩২৬
গোলাম আযাদকরণ ৩২৬
ইসলামের রুকনসমূহ আদায় করা ৩২৭
মুসলমানের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিবাদ করা ৩২৭
অসুখ : জ্বর ৩২৮
সদ্ব্যবহার ৩২৮

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

ইনসাফের কথা ও অতিরিক্ত বস্তু দান ৩২৮
সন্তানের মৃত্যুর সময় সবর ৩২৯
মেয়ে প্রতিপালনে সবর ৩২৯
দোযখ থেকে মুক্তির বিবিধ আমল ৩৩০
যিকিরের বিভিন্ন মজলিস ৩৩১
স্থায়ী নেক আমল ৩৩২
দোযখের প্রহরী ৩৩৩
দোযখের প্রহরীদের সংখ্যা ৩৩৩
দোযখের প্রহরীদের কাজ ৩৩৪
দোযখের প্রহরীদের নেতা ৩৩৪
দোযখের দরজাসমূহ ৩৩৬
দোযখের দরজার সংখ্যা ৩৩৬
দোযখের দরজা একটির উপর আরেকটি ৩৩৭
দোযখের দরজাসমূহ রুদ্ধ ৩৩৭
দোযখের জ্বালানী ৩৩৯
তাপ ও শীতের প্রচণ্ডতা ৩৪২
দোযখের ছায়া ৩৪৩
সবসময় জ্বলমান ৩৪৩
তীব্র তাপ দোযখের প্রশ্বাস ৩৪৪
দোযখের প্রকাণ্ডতা ও গভীরতা ৩৪৫
দোযখীদের আযাবের ব্যবধান ৩৪৮
মুসলিম অপরাধীদের ব্যবধান ৩৪৮
কাফেরদের প্রকারভেদ ও বিভিন্ন স্তর ৩৪৯
সবচেয়ে কম আযাবের দোযখী ৩৪৯
দোযখীদের লজ্জা ৩৫০
দোযখীদের পানীয় ৩৫১
দোযখীদের আহার ৩৫৪
দোযখীদের পোশাক ও বিছানাপত্র ৩৫৭
দোযখীদের পোশাকের তারতম্য ৩৫৭
দোযখীদের বিছানা ও চাদর ৩৫৮
দোযখীদের আকার-আকৃতি ও দুর্দশা ৩৫৯
দোযখীদের রং ৩৬০
আযাবের আরও কয়েকটি প্রকার ৩৬১
নারী জান্নাতে অধিক, না কি জাহান্নামে ৩৭০
দোযখীদের বিবাদ ৩৭২
না-ফরমানদের অভিসম্পাত ৩৭২
সরদার ও নেতৃবর্গ ৩৭২
জাহান্নামের উদ্বোধন ৩৭৪
কিছু অপরাধের প্রতিশ্রুতি জাহান্নাম ৩৭৭
নবীজীর উপর মিথ্যারোপ ৩৭৮
না-হক খুন ৩৭৮
সুদ খাওয়া ৩৭৯
অন্যের সম্পদ হরণ ৩৭৯
জালেমদের পক্ষপাত ৩৭৯

www.QuranerAlo.net

জীবজন্তুর প্রতি নিপীড়ন ৩৮০
কাপড় পরেও নগ্নতা ও মানুষকে প্রহার ৩৮০
আত্মহত্যা ৩৮১
নিষ্ঠাহীন ইলম অর্জন ৩৮১
সোনা-রূপার বরতনে পানাহার ৩৮১
কিবির/অহংকার ৩৮২
সর্বশেষ দোযখ থেকে মুক্ত ৩৮৩
কিছু লোক দোযখে যাবে, পরে আবার বের হবে ৩৮৫
চিরস্থায়ী জাহান্নামী ৩৮৫
জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পারস্পরিক সম্বোধন ৩৮৬
কিয়ামতের দিন ইবলীসের গন্তব্য ৩৯০
শয়তানের কাহিনীর সূচনা ৩৯০
শয়তানের সাথে আমাদের শত্রুতা ৩৯২
শয়তান সৃষ্টির হেকমত ৩৯২
জান্নাত ৩৯৮
জান্নাতের নামসমূহ ৪০০
জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান ৪০২
জান্নাতের পথসমূহ ৪০৫
১. আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ৪০৫
২. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ৪০৬
৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ ৪০৭
৪. ইসলামের বিভিন্ন কষ্টসাধ্য কাজ ৪০৭
সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ৪০৮
সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী জাতি ৪০৮
এই উম্মতের সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ৪০৯
ফকীর মুহাজিররা আগে আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন ৪১০
জান্নাতে আগে প্রবেশকারীদের বিবরণ ৪১১
জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিনব্যক্তি ৪১২
জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী ৪১৩
জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারীর ঘটনা ৪১৩
সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী ৪১৬
জান্নাতী পুরুষদের সরদার ৪১৭
পৌঢ় বয়সী জান্নাতীদের সরদার ৪১৭
জান্নাতী যুবকদের সরদার ৪১৮
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশব্যক্তি ৪১৮
জান্নাতী নারীদের সরদার ৪২০
উম্মুল মুমিনীন খাদিজা ৪২০
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ৪২১
ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ৪২১
মারইয়াম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মুযাহিম ৪২২
জান্নাতে প্রবেশের বিবরণ ৪২৪
জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা ৪২৪
দরজা দিয়ে প্রবেশের বিবরণ ৪২৫
জান্নাতের দরজাসমূহ ৪২৫

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

প্রবেশকালে জান্নাতীদের বয়স ৪২৬
চিরযুবক ৪২৭
জান্নাতীদের দৈর্ঘ্য ৪২৭
জান্নাতের বিভিন্ন স্তর ৪২৮
জান্নাতে শত স্তর ৪২৯
জান্নাত বহু সংখ্যক ৪৩০
জান্নাতের রক্ষীগণ ৪৩১
রক্ষীদের সংখ্যা ৪৩২
প্রহরীদের দায়িত্ব ৪৩২
জান্নাতের ভূমি ও বাড়ি ৪৩৩
জান্নাতের বালাখানা ৪৩৩
জান্নাতের কক্ষ ও তাঁবুসমূহ ৪৩৫
প্রাসাদরাজির বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্য ৪৩৬
জান্নাতের তাঁবুসমূহ ৪৩৭
জান্নাতের কুরসী ও পালঙ্ক ৪৩৮
জান্নাতের ঘ্রাণ ৪৩৯
যারা জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না ৪৩৯
জান্নাতের গাছগাছালি ও ফলফলাদি ৪৪৩
জান্নাতীদের খাদ্য ৪৪৫
জান্নাতের ফল ৪৪৫
তাসবীহের এলহাম ৪৪৬
জান্নাতীদের প্রথম খাবার ৪৪৬
প্রস্তুতকৃত খাদ্য ৪৪৮
নাম অভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন ৪৪৮
চিরস্থায়ী খাদ্য সরবরাহ ৪৪৯
জান্নাতীদের পানীয় ৪৫০
তারা প্রবাহিত করবে ৪৫০
মিশ্রিত পানীয় ৪৫১
পবিত্র পানীয় ৪৫১
জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ ৪৫১
জান্নাতের নদনদী ৪৫৩
প্রবাহিত পানি ৪৫৩
নহরের প্রকারভেদ ৪৫৪
কোত্থেকে প্রবাহিত হবে এসব নদী? ৪৫৫
দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি নদী ৪৫৫
জান্নাতের সবচেয়ে বড় নদী! ৪৫৭
কাউসার নদীর বৈশিষ্ট্য ৪৫৭
দুই পাড়ে ফাঁপা মুক্তার খিমা ৪৫৮
মণি-মুক্তার উপর প্রবাহিত হবে ৪৫৮
কাউসারের পাখি ৪৫৯
জান্নাতের বাসন ৪৬০
বরতন ঘুরে বেড়াবে ৪৬০
পানপাত্রের প্রকারভেদ ৪৬১
পাত্রের ধরন ৪৬১

www.QuranerAlo.net

সূচি

জান্নাতীদের পোশাক ৪৬২
পোশাকের ধরন ৪৬২
কাপড় পুরান হবে না ৪৬৩
জান্নাতের বিছানা ৪৬৩
মুমিনদের শিশুরা জান্নাতে ৪৬৫
জান্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ৪৬৭
মুসলিম উম্মাহর কত ভাগ জান্নাতী? ৪৭০
উক্কাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী ৪৭১
আশি কাতার ৪৭১
জান্নাতের সেবক ৪৭৩
জান্নাতে নারী সম্প্রদায় ৪৭৫
১. জান্নাতের নারীগণ সুন্দরী-রূপসী ৪৭৬
২. পূর্ণযৌবনা ৪৭৭
৩. ঋতুস্রাব হবে না ৪৭৭
৪. তারা সবচেয়ে সুদর্শন মনে করবে স্বামীকে ৪৭৮
৫. দৈহিক সৌন্দর্য ৪৭৮
৬. স্বামীদের প্রতি নমনীয় ৪৭৮
৭. কুমারী ৪৭৮
৮. মণিমুক্তার পরিচ্ছন্ন মসৃণ ত্বক ৪৭৮
৯. চরিত্রবতী ৪৭৯
১০. চেহারায় থাকবে নূরের উজ্জ্বলতা ৪৭৯
দুনিয়া ও আখেরাতের স্ত্রী ৪৮০
উত্তম পরিণামগৃহ ৪৮০
জান্নাতীরা ব্যস্ত থাকবে ৪৮১
জান্নাতের বাজার ৪৮৩
জান্নাতের বাজারের সৌন্দর্য ৪৮৩
বাজারের প্রতি তাদের আগ্রহ ৪৮৪
আমার এক বন্ধু ছিল ৪৮৬
বন্ধুর গল্প ৪৮৬
বন্ধুর পরিণতি ৪৮৭
মুমিনদের দিদারে এলাহী ৪৮৮
দিদার সম্পর্কে সাহাবীদের জিজ্ঞাসা ৪৮৯
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দিদার ৪৯০
নামাযীরা দিদার লাভের বেশি হকদার ৪৯০
দিদার সবচেয়ে বড় নিয়ামত ৪৯১
সকাল-সন্ধ্যা দিদার ৪৯১
জান্নাতীদের বাসনা ৪৯২
কৃষিকাজে আগ্রহ ৪৯২
কেউ কামনা করবে সন্তান ৪৯২
মৃত্যুকে জবাই ৪৯৩
জান্নাতে চিরকাল বসবাস ৪৯৪
মৃত্যুর অবসান ৪৯৫
পরিশিষ্ট ৪৯৬

www.QuranerAlo.net

পরকাল কেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ، وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِيْن، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَبَعْدُ!

সমস্ত নবী-রসুলের দাওয়াত একথার উপর একমত যে, মানুষ মারা যাবে, তারপর তাদেরকে কৃতকর্মের বদলা দেওয়ার জন্য একদিন পুনরায় উঠানো হবে। জালেমকে তার জুলুমের বদলা দেওয়া হবে এবং নেককারকে দেওয়া হবে তার নেককাজের প্রতিদান। সুতরাং দুনিয়ার জীবনই জীবনচক্রের সমাপ্তি নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে কি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মত সাব্যস্ত করব? না কি খোদাভীরুদেরকে সাব্যস্ত করব পাপীদের মত? [সুরা সোয়াদ: ২৮]

তিনি আরও বলেন, বলো, হা; আমার রবের কসম! তোমরা অবশ্যই পুনরায় উত্থিত হবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। বিষয়টি আল্লাহর জন্য খুব সহজ। [সুরা তাগাবুন: ৭]

পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম একটি রুকন। যে ব্যক্তি পুনরুত্থান ও হিসাব অস্বীকার করে, সে মহান আল্লাহকেই অস্বীকার করে। সুতরাং সে কাফের। আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, যারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) ফিরিয়ে রাখে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে, তারা আখেরাতের ব্যাপারে কাফের। [সুরা আ'রাফ: ৪৫]

- তা হলে পরকালের উপর ঈমানের অর্থ কী?
- মৃত্যু কী জিনিস?
- কবরে কী সংঘটিত হবে?
- হাউজ কাকে বলে? মীযানের পরিচয় কী?
- (পুল) সিরাত কী? আমলনামা বলতে কী বোঝায়?
- জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী?
- পরকালের বিস্ময় কী কী? সেখানে মানুষের অবস্থা কেমন হবে?
- আখেরাতে আমাদের রবকে আমরা কখন দেখতে পাব?

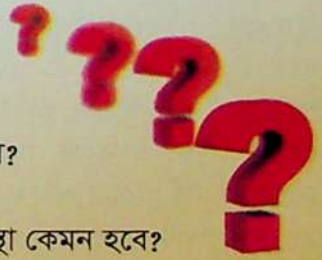

চলুন, আমরা পরকাল অভিমুখে যাত্রা করি....

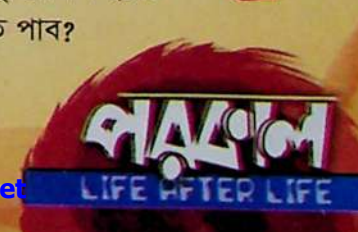

www.QuranerAlo.net

পরকাল বিশ্বাস করব কেন?

আল্লাহ তাআলা ফায়সালা করেছেন যে, দুনিয়ার জীবনের পর আরেকটি জীবন আসবে। তিনি সেই জীবনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সেখানকার সংবাদ দিয়ে আমাদেরকে উপদেশ করেছেন এবং পরকালের উপর ঈমান আনায়ন ও তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকে আবশ্যক করে দিয়েছেন।

পরকালের আলোচনা নেক আমলের উৎসাহ দেয় এবং নেক আমলের জন্য প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের অস্বস্তি ও হতাশা দূর করে। জুলুম ও দুর্বলের প্রতি আগ্রাসনে লিপ্ত হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখে।

আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, ন্যায় বিচারের দাড়িপাল্লা কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করব। সুতরাং কাউকে বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা হবে না। সরষের দানা পরিমাণ হলেও আমি তা উপস্থিত করব এবং আমি হিসাব গ্রহণকারীই যথেষ্ট।

[সুরা আম্বিয়াঃ ৪৭]

তিনি আরও বলেছেন, চিরঞ্জীব ও মহাতত্ত্বাবধায়কের কাছে সমস্ত সৃষ্টি আত্মসমর্পণ করবে। আর যে ব্যক্তি জুলুমের শিকার হবে, নিশ্চয়ই সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

[সুরা ত্বাহাঃ ১১১]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির কোন মুসলমান ভাইয়ের উপর মানহানী বা অন্যকোন প্রকার জুলুম সম্পর্কিত হক রয়েছে, সে যেন তা আজই ক্ষমা করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোন দিনার-দিরহাম থাকবে না। তার কাছে কোন নেক আমল থাকলে সেখান থেকে জুলুম সমপরিমাণ নিয়ে নেওয়া হবে। আর তার কাছে নেক আমল না থাকলে অত্যাচারিত ব্যক্তির গুনাহ থেকে (পরিমাণমত) নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। [বুখারীঃ হাদীস নং- ২৩১৮]

পরকালের প্রতি ঈমান অনিষ্ট ও নাস্তিকতা থেকে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু পরকালে অবিশ্বাসী কাফের যেকোন নোংরা ও গর্হিত কাজ করতে প্রকম্পিত হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা (মুক্তির) পথ থেকে বিচ্যুত।

[সুরা মুমিনূনঃ ৭৪]

www.QuranerAlo.net

পরকালের প্রতি ঈমান মানুষের আখলাক সুন্দর করে। বিপদ-আপদে তাকে ধৈর্যশীল করে। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি দুনিয়ার কিছু খোয়ালে দুঃখ করে না। কেননা, সে জানে, আখেরাতে তার জন্য মহাপ্রতিদান অপেক্ষা করছে। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, মুসলমান যেকোন বিপদে পড়লে, আল্লাহ সেই বিপদের কারণে তার গুনাহ মাফ করে দেন; এমন কি তার পায়ে একটি কাঁটা ফুটলেও। [বুখারী: হাদীস নং- ৫৬৪০]

আখেরাতের প্রতি ঈমান মানুষকে অপরাধ স্বীকার করতে এবং তা থেকে পবিত্র হতে শেখায়।

আত্মপর্যালোচনা ও আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম হলেন আদর্শ।

একটি গল্প

মায়েয আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু নামে একজন জোয়ান সাহাবী ছিলেন। একদিন শয়তান তাঁকে ওয়াসওয়াসা দিল। এক আনসারী ব্যক্তির দাসীর ব্যাপারে প্ররোচনা দিল তাকে। মায়েয দাসীকে নিয়ে নির্জনে গেলেন। তখন তাদের তৃতীয় জন হয়ে গেল শয়তান। শয়তান দু'জনের প্রত্যেককে অপরের কাছে মোহনীয় করে তুলল। এক পর্যায়ে তাঁরা যেনায় লিপ্ত হয়ে গেলেন।

অপরাধ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর মায়েযের কাছ থেকে শয়তান কেটে পড়ল। মায়েয ভাবনায় পড়ে গেলেন। ভেঙে পড়লেন কান্নায়। আত্মসমালোচনায় লিপ্ত হলেন তিনি। পরকালের শাস্তির ভয়ে আঁতকে উঠলেন। সঙ্কটময় হয়ে উঠল তাঁর জীবন। গুনাহের উপলব্ধি তাঁর কলজে জ্বালিয়ে ফেলল।

তখন তিনি রূহের চিকিৎসক রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরের কথা প্রকাশ করে দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি যেনা করেছি; আমাকে পবিত্র করুন।

নবীজী তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মায়েয অপর দিক থেকে তাঁর সামনে এলেন। বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি যেনা করেছি; আমাকে পবিত্র করুন।

নবীজী বললেন, ধ্যাৎ! যাও। আল্লাহর কাছে মাফ চাও; তওবা করো।

মায়েয চলে গেলেন; কিন্তু কিছু দূর গিয়েই অধৈর্য হয়ে গেলেন। আবার নবী আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে এলেন তিনি। বললেন,

ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।

www.QuranerAlo.net

রসুলুল্লাহ বললেন, আহ! তুমি যাও। আল্লাহর কাছে মাফ চাও; তওবা করো।
মায়েযকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তিনি চলে গেলেন। কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এলেন। বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।
নবী আলাইহিস সালাম বললেন, আহ্হা! তুমি কি জান, যেনা কী জিনিস?
এরপর হুকুম দিয়ে নবীজী তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। মসজিদ থেকে তাঁকে বের করে দেওয়া হল।
তিনি তৃতীয় বার, চতুর্থ বার আবার উপস্থিত হলেন। যখন তিনি বেশি পীড়াপীড়ি করলেন, তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়েযের সম্প্রদায়ের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এর কি ভারসাম্য ঠিক আছে?
কওমের লোকজন বললেন, আমাদের জানামতে তাঁর কোন সমস্যা নেই।
নবীজী বললেন, তা হলে হয়তো সে মদ পান করেছে।
একথা শুনে এক লোক উঠল। তাকে পরখ করল। তাঁর মুখ শুঁকে মদের গন্ধ পেল না। তখন নবীজী তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জান যেনা কী জিনিস?
মায়েয বললেন, হাঁ; আমি এক নারীর সাথে হারামভাবে এমন কাজ করেছি, মানুষ স্ত্রীর সাথে হালালভাবে যা করে।
রসুলুল্লাহ বললেন, তোমার একথার উদ্দেশ্য কী?
মায়েয বললেন, আমাকে পবিত্র করুন।
নবীজী বললেন, আচ্ছা; ঠিক আছে।
এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন। মায়েযকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। একসময় তিনি মারা গেলেন।
মায়েযের জানাযা পড়া হল। দাফন করা হল তাঁকে। তারপর নবীজী তাঁর কবরের পাশ দিয়ে কিছু সাহাবীর সঙ্গে অতিবাহিত হলেন। তিনি শুনতে পেলেন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে দু'জন একে অপরকে বলছে, এই লোকটির দিকে দেখো, আল্লাহ যার দোষ লুকিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু তার নফস মানল না। ফলে তাকে কুকুরের মত পাথর নিক্ষেপ করে মারা হল।
তাদের কথা শুনেও নবীজী চুপ থাকলেন। চললেন আরও কিছুক্ষণ। এক পর্যায়ে রাস্তার পাশে একটি মরা গাধা দেখতে পেলেন। সূর্যের তাপে ঝলসে গেছে। পা ফুলে উপরের দিকে উঠে গেছে। নবীজী গাধাটি দেখে বললেন, অমুক আর অমুক কোথায়?
তারা দু'জন বলল, এই তো আমরা, ইয়া রসুলাল্লাহ!
নবীজী বললেন, নামো; এই (মরা) নাপাক গাধার গোশ্ত খাও।

www.QuranerAlo.net

তারা দু'জন বলল, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ মাফ করুন। এই গোশ্ত কেউ খাবে?

রসুলুল্লাহ বললেন, তোমরা যে তোমাদের ভাইয়ের সম্মান খেয়েছ, তা মরা খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক। নিশ্চয় মায়েয এমন তওবা করেছে যে, তার তওবা একজাতির মধ্যে বণ্টন করে দিলে (সবার নাজাতের জন্য) যথেষ্ট হবে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! নিশ্চয় এখন সে জান্নাতের নদনদীতে গোসল করছে। সুসংবাদ মায়েয ইবনে মালেকের জন্য! হাঁ, তিনি যেনায় লিপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর ও আল্লাহর মাঝে যে পর্দা ছিল, তা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু এমন তওবা করেছেন যে, সেই তওবা এক উম্মতের মধ্যে বণ্টন করে দিলে, তাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।

আরও কথা হল

আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান মানুষকে আমানত সংরক্ষণে সচেতন এবং লৌকিকতা থেকে মুক্ত করে। আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে থাকে, যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। সুতরাং অচিরেই তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [সুরা তাওবা: ১৮]

আলোকরশ্মি ...
পরকালের উপর বিশ্বাস দুনিয়াতে স্বস্তি ও আখেরাতে সৌভাগ্যের কারণ।

www.QuranerAlo.net

কিয়ামত

কিয়ামত শব্দের প্রয়োগ হয় দুটি বস্তুর উপর। একটি আমাদের সামনে অহরহ সংঘটিত হয় এবং আমরা দেখতে পাই। আরেকটি ঘটবে মাত্র একবার। তখন সমস্ত মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং কিয়ামত হচ্ছে দুটি– একটি ছোট কিয়ামত; আরেকটি বড় কিয়ামত।

ছোট কিয়ামত

ছোট কিয়ামত বলতে বিশেষ কিয়ামত বোঝায়। যখন কোন বান্দা মারা যায়, তখন তার কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। যেমন, মুগীরা ইবনে শো'বা বলেছেন, লোকজন কিয়ামত কিয়ামত করে; অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুই তার কিয়ামত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা'র একটি হাদীসে ছোট কিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে। আয়েশা বলেন, শক্ত দিলের কিছু বেদুইন নবীজীর কাছে আসত এবং তাঁকে প্রশ্ন করত, কিয়ামত কবে? নবীজী তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলতেন, এ যদি জীবিত থাকে, তা হলে এর বুড়ো হওয়ার আগেই তোমাদের কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫১১]

অর্থাৎ এই শিশুটি বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগেই তোমাদের মৃত্যু হবে। এই শিশুটির মৃত্যু হবে তোমাদের সবার পরে।

বড় কিয়ামত

প্রধান কিয়ামতকে বলা হয় বড় কিয়ামত। এর মাধ্যমে পৃথিবীর জীবন শেষ হয়ে যাবে। প্রতিদান, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে সমবেত করবেন। এই উভয় প্রকার কিয়ামতের কথা আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন কুরআন মাজীদে– এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দিবেন এবং সমাহিত করবেন। পরে আবার যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে বের করবেন। [সুরা আবাসা: ২১, ২২]

এখানে প্রথম আয়াতে ছোট কিয়ামতের কথা বলা হয়েছে; আর দ্বিতীয় আয়াতে পুনরুত্থান তথা বড় কিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। আমরা এখানে আগে ছোট কিয়ামত তথা মৃত্যুর কথা আলোচনা করব।

কানকথা : যে ব্যক্তি ছোট কিয়ামতের জন্য প্রস্তুত হবে, তার জন্য বড় কিয়ামত সহজ হবে।

www.QuranerAlo.net

ছোট কিয়ামত

www.QuranerAlo.net

হাঁ, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সেটাই, যা আল্লাহ সমস্ত মানুষের উপর ছুড়ে দিয়েছেন– বলো, যেই মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ, তা তোমাদেরকে পেয়ে ফেলবেই। তারপর তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে, অদৃশ্য ও দৃশ্য সবজান্তা সত্তার কাছে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

[সুরা জুমুআ: ৮]

রাজা-বাদশা, উজির-দারোয়ান, ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, এমন কি ফেরেশতাকুল, জিন ও শয়তান, জীবজন্তু, পাখপাখালি– সবকিছুই এই চ্যালেঞ্জের সামনে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। বলো, ঠিক আছে, তোমরা মৃত্যুকে প্রতিহত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। [সুরা আল-ইমরান: ১৬৮] তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গে থাক, তবুও।

[সুরা নিসা: ৭৮]

কোথায় বাহিনী? কোথায় রাজত্ব? কোথায় সম্মান?
কেসরা কোথায়? কায়সার কোথায়?
নেতারা কোথায়? বণিকরা কোথায়?
বরং চিকিৎসকগণ কোথায়?

প্রবেশিকা ...
মৃত্যু হল পরকালের তোরণ।

www.QuranerAlo.net

মৃত্যুর ঘনঘটা

মৃত্যুমুখিতা ও প্রাণবায়ু নিঃসরণ একটি আজব বিষয়। প্রতিটি সৃষ্টি এর সম্মুখীন হয়। এমন পরিচ্ছন্ন জীবন কোন্‌টি, মৃত্যু যাকে মলিন করেনি? এমন পা কোন্‌টি, যা প্রশস্ত হয়েছে; কিন্তু মৃত্যু তাকে হোঁচট মারেনি?

মৃত্যু কি পিতা-পিতামহকে ছিনিয়ে নেয়নি? বন্ধু আর বন্ধুত্বকে ছিন্নভিন্ন করেনি?

মৃত্যু কি নারীদেরকে বিধবা করেনি, এতীম করেনি সন্তান-সন্ততিকে?

মৃত্যু উপস্থিত হওয়া এবং প্রাণবায়ু বের হওয়ার সময়কার বিস্ময়কর অনেক ঘটনা পাওয়া যায়।

• আমাদের নবীর মৃত্যু

বিদায় হজ থেকে ফিরে আসার পর নবীজী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দিনের পর দিন তাঁর অসুস্থতা বাড়তে থাকল। তিনি তখন একটি কথাই বলতেন। একটি চিন্তাই করতেন– এই দুনিয়াকে বিদায় জানাবেন।

যখন তাঁর জ্বর তীব্র হয়ে গেল এবং এই দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন, তখন মানুষকে বিদায় জানাতে মনস্থ করলেন। মাথায় পট্টি বাঁধলেন তিনি। এরপর ফযল ইবনে আব্বাসকে বললেন মসজিদে লোকজনকে জমা করতে। ফযল লোকজনকে সমবেত করলেন। নবীজী ফযলের কাঁধে ভর করে মসজিদে গেলেন। মিম্বারে চড়লেন। এরপর আল্লাহর তারীফ-প্রশংসা করে বললেন–

পরসমাচার, হে লোকসমাজ! তোমাদের মাঝ থেকে আমার চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমাদের মাঝে এইখানে আমাকে আর কখনও দেখবে না। শোনো! যদি আমি কারও পিঠে প্রহার করে থাকি, তা হলে এই আমার পিঠ প্রস্তুত আছে। সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয়।

www.QuranerAlo.net

যদি আমি কারও মাল নিয়ে থাকি, তা হলে এই আমার মাল, সে যেন এখান থেকে নিয়ে নেয়। আমি যার সম্মানহানী করেছি, এই আমার সম্মান, সে যেন প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কেউ যেন না বলে যে, আমি শত্রুতাকে ভয় করি। মনে রেখো, শত্রুতা আমার বৈশিষ্ট্য নয়; আমার স্বভাবও নয়। আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সে, আমার কাছে পাওনা থাকলে যে তা আদায় করে নিবে, অথবা দাবি ছেড়ে দিবে। তা হলে আমি আল্লাহর সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করতে পারব যে, কারও উপর আমার কোন জুলুম থাকবে না। [তাবারানী: খণ্ড- ১৪, হাদীস নং- ৭১৮]

এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে ঘরে চলে গেলেন।

নবীজীর মৃত্যুব্যাধী

জ্বর তীব্র হয়ে চলল। তিনি জোর করে মসজিদে গিয়ে লোকজন নিয়ে নামায পড়তে থাকলেন। এভাবে জুমার দিন মাগরিব পর্যন্ত ইমামতি করলেন। এরপর বাড়িতে প্রবেশ করলেন। জ্বর আরও তীব্র হল। বাড়ির লোকজন বিছানা পেতে দিলেন। তিনি তাতে শুয়ে পড়লেন। বিছানাতেই থাকতে লাগলেন তিনি। জ্বর তাঁর পবিত্র দেহ দগ্ধ করতে লাগল। এরপর মৃত্যুরোগ আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি বিছানাতেই থাকলেন।

লোকজন এশার নামাযের জন্য একত্র হলেন। ইমাম নবী আলাইহিস সালামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন তারা। রসুলুল্লাহকে তো অসুখ একেবারে দুর্বল করে ফেলেছে। বিছানা থেকে উঠতে চেষ্টা করতে থাকলেন তিনি; কিন্তু পারলেন না। এশার নামায পেছাতে থাকল। তখন কেউ কেউ নামায নামায বলে আওয়াজ দিতে লাগলেন।

নবীজী তাদের কথা শুনতে পেলেন। তিনি আশপাশের লোকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, লোকজন কি নামায পড়ে ফেলেছে?

বাড়ির লোকজন বললেন, না; তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

নবীজী নিজের দিকে লক্ষ করলেন। দেখলেন, জ্বরের কারণে তিনি উঠতে পারছেন না। তখন তিনি বললেন, তোমরা বড় পাত্রে পানির ব্যবস্থা করো।

লোকজন বড় পাত্র স্থাপন করে পানির ব্যবস্থা করলেন। এরপর মশক দিয়ে নবীজীর গায়ে পানি ঢালতে লাগলেন তারা।

পানি ঢালার কারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ ঠান্ডা হল। কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলেন তিনি। তখন হাতের ইশারায় পানি ঢালা বন্ধ করতে বললেন।

লোকজন পানি ঢালা বন্ধ করলেন। নবীজী হাতের উপর ভর করে উঠতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না; বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এভাবে কেটে গেল অনেক ক্ষণ। তারপর জ্ঞান ফিরে এল।

জ্ঞান ফেরার পর প্রথম প্রশ্ন করলেন, লোকজন কি নামায পড়েছে?

বাড়ির লোকজন বললেন, না, ইয়া রসুলাল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তিনি বললেন, বড় পাত্রে আমার জন্য পানির ব্যবস্থা করো।

এরপর রসুলুল্লাহ গোসল করলেন। বাড়ির লোকজন তাঁর গায়ে পানি ঢাললেন। এক পর্যায়ে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন তিনি। দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না; বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কেটে গেল অনেক ক্ষণ। তারপর আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন। এবারও সর্বপ্রথম একই প্রশ্ন করলেন, লোকজন কি নামায পড়েছে?

বলা হল, না; তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রসুলুল্লাহ বললেন, আমার জন্য বড় পাত্রে পানির ব্যবস্থা করো।

লোকজন পানির ব্যবস্থা করলেন। নবীজীর গায়ে ঠান্ডা পানি ঢালতে লাগলেন তারা। অনেক পানি ঢাললেন। একসময় নবীজী হাতের ইশারায় থামতে বললেন। লোকজন পানি ঢালা বন্ধ করে দিলেন। এরপর দুর্বল দুটি হাতের উপর ভর করে উঠতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু আবারও বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এই পরিস্থিতি নবীপরিবারের লোকজন প্রত্যক্ষ করছিলেন। বিচলিত হচ্ছিলেন তাঁরা। অশ্রু তাঁদের উছলে পড়ছিল। অপর দিকে মসজিদে লোকজন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ইমাম হিসেবে তাঁকে দেখার জন্য সবাই ব্যাকুল ছিলেন। তাঁর তাকবীরের সাথে তাকবীর বলার জন্য। তাঁর রুকুর সঙ্গে রুকু, আর সেজদার সঙ্গে সেজদা করার জন্য। অথচ তিনি এখন অচেতন।

অনেক সময় কেটে গেল। তারপর নবীজী চেতনা ফিরে পেলেন। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন কি নামায পড়েছে?

উপস্থিতরা বললেন, না; তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন ইয়া রসুলাল্লাহ!

নিজের দেহের দিকে নজর দিলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দেখলেন, জ্বর তাঁর দেহ চূর্ণ করে দিয়েছে। হাঁ, রোগ সেই মুবারক দেহকে চূর্ণ করে দিয়েছিল,

www.QuranerAlo.net

যা দীনের সাহায্যে অবর্ণনীয় কষ্ট সয়েছে; রব্বুল আলামীনের জন্য জিহাদ করেছে। ওই দেহ এবাদতের স্বাদ এবং জীবনের বিস্বাদ উপভোগ করেছিল। ওই দেহের পদযুগল নামাযে দীর্ঘ কিয়ামের কারণে ফুলে গিয়েছিল। আল্লাহর ভয়ে চোখ দুটি তাঁর কত অশ্রু বর্ষণ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আল্লাহর রাস্তায় কত যাতনা তিনি সয়েছেন; ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করেছেন; লড়াই করেছেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের অবস্থা এবং রোগের তীব্রতা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন লোকজনের দিকে লক্ষ করে বললেন, তোমরা আবু বকরকে বলো লোকজন নিয়ে নামায পড়তে।

এরপর বেলাল একামত বললেন। আবু বকর নবীজীর মেহরাবে এগিয়ে গেলেন লোকজন নিয়ে নামায আদায়ের জন্য। তাঁর কঠিন কান্না ও অস্থিরতার কারণে পিছনের মুসল্লীগণ ঠিকমত তাঁর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন না। যা হোক, এভাবে এশার নামায সম্পন্ন হয়ে গেল।

পরের দিন ফজরের নামাযে লোকজন সমবেত হলেন। তাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন আবু বকর। তারপর আরও কয়েক দিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ থাকেন এবং নামাযের ইমামতি করতে থাকেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু।

জামাতের সাথে নামায

এরপর সোমবারের দিন যোহর বা আসরের নামাযের সময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা স্বস্তিবোধ করেন। তখন আব্বাস ও আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুমাকে ডাকলেন। তাঁরা দু'জন নবীজীর ডান ও বাম বাহু নিজ নিজ কাঁধে নিলেন।

দু'জনের কাঁধে ভর করে বের হলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পা দুটি জমিনে হেঁচড়াতে থাকল। নবীজীর ঘর ও মসজিদের মধ্যবর্তী পর্দা উঠে গেল। তখন নামায শুরু হয়েছে এবং লোকজন নামায আদায় করছেন।

সাহাবায়ে কেরাম নামাযে কাতারবন্দী। নবীজী তাঁদের দিকে তাকালেন। অত্যন্ত বরকতময় চেহারা ও পবিত্র দেহ তাদের। কত সময় এঁদের নিয়ে নবীজী নামায পড়েছেন। জেহাদ করেছেন। বৈঠক করেছেন। কত রাত এঁদের নিয়ে নামাযে কাটিয়েছেন; গভীর মোনাজাতে লিপ্ত হয়েছেন। দীনের সাহায্যে তাঁরা কতবার পরিবার ও ভাইবন্ধু পরিত্যাগ করেছেন।

www.QuranerAlo.net

আপনজন ও দেশ ছেড়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে পরপারে চলে গেছেন; অনেকে অপেক্ষায় আছেন। তাঁরা এতটুকু বদলাননি। এখন তিনি এঁদেরকে ছেড়ে যাচ্ছেন, পরপারে। যেখানে যাওয়ার জন্য অনেক সময় এঁদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন।

নবীজী সাহাবীদেরকে নামায পড়তে দেখে খুব খুশি হলেন। মুচকি হাসলেন। চাঁদের টুকরার মত ঝলমলিয়ে উঠল তাঁর মুবারক চেহারা। তারপর পর্দা ফেলে দিলেন। চলে এলেন নিজের বিছানায়। আসমান থেকে মালাকুল মউত নেমে এলেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম রূহ কব্জ করার জন্য।

নবীজীর মৃত্যুযন্ত্রণা

এর পরই নবীজীর উপর শুরু হয় মৃত্যুর যন্ত্রণা। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর পাশে একটি গামলায় পানি ছিল। তিনি বার বার গামলায় হাত ডোবাচ্ছিলেন এবং পানি দিয়ে চেহারা মুচ্ছিলেন। বলছিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা খুব তীব্র।

এই দৃশ্য দেখে ফাতেমা কাঁদতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন, হায়রে, আব্বাজীর কত কষ্ট!

নবীজী তাঁর দিকে লক্ষ করে বলছিলেন, আজকের পর তোমার বাবার আর কোন কষ্ট থাকবে না।

এরপর (পানি দিয়ে) আমি তাঁর চেহারা মুছে দিতে লাগলাম এবং তাঁর সুস্থতার জন্য দোআ করতে থাকলাম। তখন তিনি বললেন, না; জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের সঙ্গে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহকে চাই।

এরপর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস সংকুচিত হয়ে এল। যন্ত্রণা আরও তীব্র হল। দুনিয়াকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে কিছু কথা তিনি বার বার বলতে থাকলেন। কথাগুলো ছিল অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিরকের কয়েকটি সুরতের ব্যাপারে সাবধান করে তিনি বলছিলেন–

ইহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক! তাঁরা তাদের নবী-রসুলের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর গজব তীব্র হোক, যারা নবী-রসুলের সমাধিকে মসজিদ বানিয়েছে।

সর্বশেষ তিনি বললেন, নামায! নামায ও দাসদাসীর ব্যাপারে সাবধান!

এরপর তিনি ইন্তেকাল করলেন। হাঁ; আল্লাহ তাআলার বন্ধু, মুত্তাকীদের ইমাম ও নবী-রসুলের সরদার মারা গেলেন। তিনি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, যখন তাঁর উপর কারও জুলুমের দাবি ছিল না।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

কাউকে কোনদিন একটি কথা বলেও কষ্ট দেননি। আমৃত্যু কোনদিন হারাম মাল স্পর্শ করেননি। কখনও গীবত ও গুনাহে লিপ্ত হননি। বরং আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন; রব্বে করীমের মার্জনার আশা করতেন। নামায ও আল্লাহর এবাদতের আদেশ করতেন; বারণ করতেন মূর্তিপূজা ও শিরক থেকে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বলেছেন, তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসুল। যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে, সেটা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। [সুরা তাওবা: ১২৮]

উমরের মৃত্যু

খলীফায়ে রাশেদ উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে দেখার জন্য আমার সাথে মদীনায় চলুন। দীনকে সাহায্য করেছিলেন তিনি। আল্লাহর পথে জিহাদ করেছিলেন। অগ্নিপূজক রাষ্ট্রের আগুন নিভিয়েছিলেন। এতে কাফেররা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত ছিল (মুগীরার গোলাম) অগ্নিপূজক আবু লু'লুয়াহ। মদীনাতে সে ছিল একজন কাঠমিস্ত্রি ও কামার। গম পিষবার জাঁতাকল বানাত সে। উমরের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুযোগের সন্ধানে ছিল এই গোলাম। একদিন এক রাস্তায় তার সাথে উমরের দেখা হয়ে গেল। উমর তাকে বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি, তুমি না কি বলে থাক, আমি ইচ্ছা করলে এমন জাঁতাকল বানাতে পারব, যা বাতাসে ঘুরে গম পেষাই করবে?

উমরের প্রশ্ন শুনে ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল গোলাম। বলল, আমি অবশ্যই আপনাকে এমন এক জাঁতাকল বানিয়ে দিব, যার প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকজন আলোচনা করবে।

তার জওয়াব শুনে উমর সাথীদের দিকে তাকালেন। বললেন, একজন কাফের আমাকে হুমকি দিল। এরপর গোলাম একটি দ্বিমুখো খঞ্জর বানাল, যার ধারণ করার জায়গা মাঝখানে। সেটার এ মাথা দিয়ে আক্রমণ করলেও মানুষ মারা যাবে; ও মাথা দিয়ে আক্রমণ করলেও মানুষ মারা যাবে। এরপর সে তাতে বিষ মাখল। যাতে আক্রমণে মৃত্যু ব্যর্থ হলেও বিষের কারণে তা নিশ্চিত হয়। এরপর সে একদিন রাতের অন্ধকারে উমরের সন্ধানে বের হল। মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে কোন এক কোণায় লুকিয়ে থাকল। একসময় উমর মসজিদে প্রবেশ করলেন। কাতার সোজা করালেন।

www.QuranerAlo.net

নামাযের একামত বলা হল। তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করলেন উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু।

উমর কেরাত আরম্ভ করার পর কোণ থেকে গোলাম বেরিয়ে এল। সেই খঞ্জর দিয়ে উপরযুপরি উমরকে তিনটি ঘা দিল সে। প্রথমটি লাগল বুকে; দ্বিতীয়টি পাঁজরে এবং তৃতীয়টি নাভীর নীচে।

চিৎকার দিয়ে উমর মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন তিনি পড়ছিলেন কুরআনের এই আয়াত–

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাজ যথাসময়ে নির্দিষ্ট। [সুরা আহযাব: ৩৮]

আবদুর রহমান ইবনে আওফ এগিয়ে গেলেন। মুসল্লীদের নিয়ে নামায সম্পন্ন করলেন। মাজুসী তলোয়ার নিয়ে পালাতে উদ্যত হল। কিন্তু কাতার ভেদ করতে না পেরে খঞ্জর দিয়ে ডানে-বামে ঘা দিতে থাকল সে। তার আক্রমণের শিকার হল তেরো জন মুসল্লী। তাদের মধ্য থেকে সেখানেই মারা গেল সাত জন।

আবু লু'লুয়াহ তার কোষমুক্ত খঞ্জর নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ কাছে এলেই সে তাকে আক্রমণ করে। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে তার মুখের উপর মোটা জুব্বা ছুড়ে মারলেন। এতে মাজুসী বিপাকে পড়ে গেল। সে বুঝতে পারল, এখন আর তার রক্ষা নেই। তখন নিজের পেটে খঞ্জর বসিয়ে দিল সে। রক্তের ধারা প্রবাহিত হতে থাকল এবং একসময় সে মারা গেল। ওদিকে উমরকে অচেতন অবস্থায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। মানুষের ঢল ছুটল তাঁর বাড়ির দিকে। সূর্য উদিত হওয়ার খানিক বাদে উমরের চেতনা ফিরে এল।

লোকজন কি নামায পড়েছে?

চেতনা ফিরে পাওয়ার পর আশপাশের লোকজনের দিকে তাকালেন উমর। তারপর সর্বপ্রথম যে কথাটি বললেন, তা ছিল একটি প্রশ্ন। তিনি বললেন, লোকজন কি নামায পড়েছে?

লোকজন জওয়াব দিল, আমীরুল মুমিনীন! হাঁ; (আমরা নামায পড়েছি।)

উমর বললেন, আল-হামদু লিল্লাহ! যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয়, ইসলামে তার কোন অংশ নেই। এরপর উমর পানি চাইলেন। উযু করলেন। নামাযের জন্য উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না।

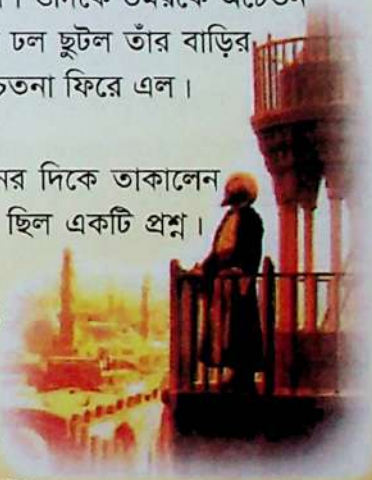

তখন ছেলে আবদুল্লাহর হাত ধরে তাঁকে পেছনে বসালেন। বসার জন্য ছেলের পিঠের সাথে ঠেস দিলেন। তখন তাঁর যখম থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর যখমে আঙুল দিয়ে দেখি ভিতরে খুব গভীর। তখন আমরা তাঁর যখমে পাগড়ি বেঁধে দিলাম। এরপর তিনি ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর বললেন, হে ইবনে আব্বাস! দেখো তো, আমাকে কে ঘা দিয়েছে?

ইবনে আব্বাস বললেন, আপনাকে ঘা দিয়েছে মাজুসী গোলাম। আপনার সাথে আরও একদল লোককে আক্রমণ করেছে সে। তারপর আত্মহত্যা করেছে।

তখন উমর বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমার ঘাতককে সেজদা করার ক্ষেত্রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী করেননি। সে কখনও আল্লাহকে সেজদা করেনি।

এরপর যখম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য উমরের ঘরে চিকিৎসক উপস্থিত হলেন। তিনি উপলব্ধি করতে চাইলেন যে, পাকস্থলি পর্যন্ত যখম গভীর হয়েছে কি না? এজন্য তিনি উমরকে খেজুরের শরবত পান করালেন। কিন্তু সেই শরবত খাদ্যনালী দিয়ে প্রবেশ করে তলপেটের যখমের ভিতর দিয়ে বের হয়ে গেল। এতে চিকিৎসকের সন্দেহ হল। তিনি মনে করলেন, যখমের ভিতর দিয়ে রক্ত ও পুঁজ বের হয়েছে। কাজেই এক বাটি দুধ আনালেন এবং উমরকে পান করালেন। এবার সেই দুধও নাভীর নীচের যখমের ভিতর দিয়ে বের হয়ে গেল। চিকিৎসক নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, খঞ্জরের আঘাত তাঁর দেহ ঝাঁজরা করে দিয়েছে। তাঁর পেট কোন খাদ্য বা পানীয় ধরে রাখতে পারছে না।

চিকিৎসক উমরকে লক্ষ করে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! ওসিয়ত করুন। আমার ধারণা, আপনি আজ অথবা কাল মারা যাবেন।

মৃত্যুর খবর পেয়েও উমর তখন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বললেন, তুমি সত্য বলেছ। তুমি যদি এর ব্যতিক্রম কিছু বলতে, তা হলে আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আল্লাহর কসম! সারা দুনিয়ার সম্পদ যদি আমার হত, তা হলেও আমি তা হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য পণহিসেবে প্রদান করতাম।

উমরের প্রশংসায় ইবনে আব্বাস

উমরের কথা শুনতে পেলেন ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুম। তাঁর বিনয় ও আখেরাতের দিকে আগ্রহ প্রত্যক্ষ করে তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি এমন কথা বলেন, তা হলে আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

www.QuranerAlo.net

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি দোআ করেননি যে, আল্লাহ আপনার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করুন, যখন মুসলমানরা মক্কায় ভীতসন্ত্রস্ত ছিল? আপনি যখন মুসলমান হলেন, তখন আপনার ইসলাম গ্রহণ শক্তিতে পরিণত হয়। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেন। আপনি যখন হিজরত করেন, তখন আপনার হিজরত বিজয় সাব্যস্ত হয়। তারপর আপনি রসুলুল্লাহর সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন লড়াইয়ে অংশগ্রহণ থেকে পিছনে থাকেননি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। পরবর্তী খলীফারও আপনি উজির ছিলেন। তিনিও ইন্তেকালের সময় আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর আপনি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে শহরের পর শহর জয় করিয়ে দেন। মুসলমানদেরকে তিনি অজস্র সম্পদও দান করেন আপনার মাধ্যমে। আপনার মাধ্যমেই শত্রুদেরকে পরাস্ত করেন। এরপর শাহাদতের মাধ্যমে আপনার জীবনাবসান হতে চলেছে। সুতরাং আপনি সৌভাগ্যবান।

ইবনে আব্বাসের কথা শেষ হলে উমর বললেন, আমাকে বসাও।

বসার পর ইবনে আব্বাসকে লক্ষ করে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা যাকে প্ররোচনা দিচ্ছ, সে প্রতারণার শিকার।

তারপর ইবনে আব্বাসের দিকে তাকালেন উমর। ইবনে আব্বাসের ইলম ও তাকওয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন তিনি। বললেন, তুমি কি এসব ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে?

ইবনে আব্বাস বললেন, হাঁ।

ইবনে আব্বাসের জওয়াব শুনে উমর খুশি হলেন। বললেন, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার।

এরপর লোকজন এসে এসে প্রশংসা করে উমরকে বিদায় জানিয়ে যেতে লাগল।

মৃত্যুশয্যায় উপদেশ

ইতোমধ্যে এক যুবক এসে উমরের ঘরে প্রবেশ করল। বলল, আমীরুল মুমিনীন! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন। তারপর শাসক নিযুক্ত হয়ে ইনসাফ করেছেন। এরপর শাহাদত।

যুবকের কথা শুনে উমর বললেন, শাসনের ক্ষেত্রে গুনাহ আর নেকী না হয়ে কোন রকমে পার হয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট। এরপর যুবক ফিরে যেতে লাগল। তখন তার পরনের লুঙ্গি মাটি স্পর্শ করছিল। উমর বললেন,

যুবককে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। যুবক ফিরে এল।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

উমর তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, ভাতিজা! তোমার কাপড় উঁচু করে পরো। এতে তোমার কাপড়ও পরিষ্কার থাকবে; তোমার রবও খুশি হবেন।

ব্যথা তীব্র হতে লাগল উমরের। যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হতে লাগলেন তিনি। অচেতন হয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আব্বা যখন অচেতন হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর মাথা উঠিয়ে আমার কোলের মধ্যে রাখলাম। আচানক তাঁর চেতনা ফিলে এল। তিনি বললেন, আমার মাথা মাটির উপর রাখো।

এরপর তিনি আবার অচেতন হয়ে গেলেন। আবার চেতনা ফিরে এল। তখনও তাঁর মাথা ছিল আমার কোলে। তিনি বললেন, আমার মাথা মাটিতে রাখো।

আমি বললাম, আব্বা! আমার কোল আর মাটি কি কাছাকাছি নয়?

তিনি বললেন, আমার মাথা মাটিতে ছেড়ে দাও। এতে আল্লাহ হয়তো আমার প্রতি দয়া করবেন। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে, তখন আমাকে তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দিয়ো। কেননা, সামনে যদি আমার কল্যাণ থাকে, তা হলে তাড়াতাড়ি আমাকে সেখানে পৌঁছে দিবে। আর যদি অকল্যাণ থাকে, তা হলে আমাকে তোমাদের কাঁধ থেকে দ্রুত নামিয়ে দেওয়াই ভালো।

এরপর তিনি বললেন, সর্বনাশ উমরের! সর্বনাশ তার মায়ের! যদি তাকে মাফ করে দেওয়া না হয়।

কিছুক্ষণ পর জাঁকান্দানী শুরু হল। তীব্র হল যন্ত্রণা। এরপর তিনি মারা গেলেন। মুসলমানরা তাঁকে তাঁর দুই বন্ধু রসুলুল্লাহ ও আবু বকরের পাশে দাফন করে দিলেন।

হাঁ, উমর ইবনে খাত্তাব মারা গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মত ব্যক্তি মারা যাননি। বহু নেক আমল করেছেন। কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন তাঁর কবরের সঙ্গী। নির্জন ঘরে নামায তাঁকে সঙ্গ দিবে। জিহাদ তাঁর মর্যদা বৃদ্ধি করতেই থাকবে। দুনিয়াতে তিনি কিছুটা ক্লান্ত হয়েছেন; পরকালে তাঁর অফুরন্ত বিশ্রাম লাভ হয়েছে।

নবী আলাইহিস সালাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি একদিন ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে। আচানক দেখি, এক মহিলা একটি বালাখানার পাশে উযু করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই বালাখানা কার?

www.QuranerAlo.net

ফেরেশতারা বললেন, উমরের। তখন আমার মনে পড়ে গেল উমরের আত্ম-সম্মানবোধের কথা। এজন্য পিছু হটে এলাম।

একথা শুনে উমর কাঁদতে লাগলেন। বললেন, আপনার বেলায়ও কি আমার আত্মমর্যাদার ব্যাপার আছে? [বুখারী হাদীস নং- ৩২৪২]

• আবু বাকরাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হু

সাহাবী আবু বাকরাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হু যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁর ছেলেরা ডাক্তার ডাকার আবেদন করেন। তিনি সেটা নাকচ করে দেন। এরপর যখন তাঁর জাঁকান্দানী শুরু হয় এবং মৃত্যুর ফেরেশতা প্রত্যক্ষ করেন, তখন বুলন্দ আওয়াজে ছেলেদেরকে ডেকে বলেন, কোথায় তোমাদের ডাক্তার? সে যদি সত্য হয়, তা হলে মালাকুল মউতকে প্রতিহত করুক।

• আমের ইবনে যোবায়ের

মৃত্যুশয্যায় শেষ প্রহর গুনছিলেন আমের ইবনে যোবায়ের। চারপাশে পরিবারের লোকজন কান্নাকাটি করছিল। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠনালী থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বের হচ্ছিল। ইতোমধ্যে মসজিদ থেকে মুয়ায্যিনের কণ্ঠে মাগরিবের আযান ভেসে এল। আশপাশের লোকদেরকে তিনি বললেন, আমার হাত ধরো।

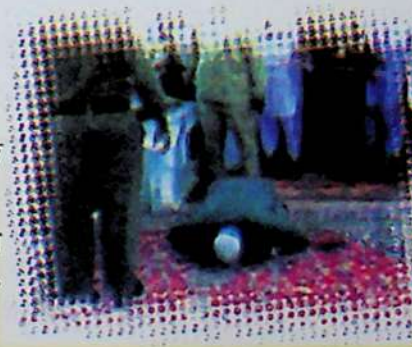

তারা বললেন, কোথায় যাবেন?

তিনি বললেন, মসজিদে।

তারা বললেন, এই অবস্থায় আপনি মসজিদে যাবেন?

তিনি বললেন, হাঁ; সুবহানাল্লাহ! মুয়ায্যিনের ডাক শুনব, তারপরও তার ডাকে সাড়া দিব না? তোমরা আমার হাত ধরো।

দু'জন লোক কাঁধে ঠেস দিয়ে তাঁকে মসজিদে নিয়ে গেলেন। তিনি ইমামের সাথে এক রাকাত আদায় করলেন। এরপর সেজদার হালাতে মারা গেলেন।

হাঁ; সেজদার হালাতে মৃত্যু নসীব হয় আমের ইবনে যোবায়েরের। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করেন এবং মাওলার আনুগত্য করতে গিয়ে সবর অবলম্বন করেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথেই তার জীবনাবসান হয়।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• আবদুর রহমান ইবনে আস্‌ওয়াদ

নেক আমলের সুযোগ ছুটে যায় বলে বুযুর্গানে দীন মৃত্যুর সময় আফসোস করেন। তাঁরা দীর্ঘ হায়াত আশা করেন, যাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ ও সওয়াব বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায়।

আবদুর রহমান ইবনে আস্‌ওয়াদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। তিনি কাঁদতে লাগলেন। বলা হল, 'আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি তো আপনিই।' অর্থাৎ এবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত-মুজাহাদা তো যথেষ্ট করেছেন।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কাঁদছি নামায রোযা [বন্ধ হওয়া]-র দুঃখে।

এরপর তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে মারা গেলেন।

• ইয়াযীদ রাকাশী

ইয়াযীদ রাকাশীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, ও ইয়াযীদ! তোমার মৃত্যুর পর কে তোমার জন্য নামায পড়বে? কে তোমার জন্য রোযা রাখবে? কে তোমার গুনাহের জন্য মাগফেরাত চাইবে?

এরপর তিনি কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করেন এবং এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

দোআ করি, আল্লাহ আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়ের নসীব করুন। আমীন।

উপদেশ ...

ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলবে, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। [সুরা নাহ্‌লঃ ৩২]

www.QuranerAlo.net

মৃত্যুকালে উপদেশ

মৃত্যু ছোট-বড়র মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। রাজা-উজির, আমীর-বণিক কাউকেই সে চেনে না। রাজা-বাদশাহরা মৃত্যুর আগ মুহূর্তে অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন।

• হারূনুর রশীদ

ইনি পুরো দুনিয়ার মালিক হয়েছিলেন। সর্বত্র মোতায়েন ছিল তাঁর সেনাবাহিনী। কখনও কখনও তিনি আসমানের দিকে মাথা তুলতেন। মেঘমালার দিকে তাকিয়ে বলতেন, তুমি হিন্দুস্তানে বর্ষিত হও, অথবা চীনে, কিংবা অন্যকোন স্থানে। আল্লাহর কসম! তুমি যে ভূখণ্ডেই বর্ষিত হবে, সেটা আমার রাজত্বের অধীন।

হারূনুর রশীদ একদিন শিকারে বের হলেন। আচানক তাঁর সাথে বাহলূল নামের এক ব্যক্তির দেখা হল। তখন হারূন বললেন, বাহলূল! আমাকে উপদেশ দিন।

বাহলূল বললেন, আমীরুল মুমিনীন! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আপনার পিতা পর্যন্ত, মধ্যবর্তী আপনার পিতৃপুরুষরা কোথায়?

হারূন বললেন, তাঁরা মারা গেছেন।

বাহলূল বললেন, তাদের বালাখানাগুলো কোথায়?

হারূন বললেন, ওই তো ওগুলো তাদের বালাখানা।

বাহলূল বললেন, তাদের কবরসমূহ কোথায়?

হারূন বললেন, এই তো এগুলো তাদের কবর।

বাহলূল বললেন, ওগুলো তাদের বালাখানা, এগুলো তাদের কবর। তা হলে বালাখানাগুলো তাদের কবরে কোন্ উপকারটি করেছে?

হারূন বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আপনি আমাকে আরও উপদেশ দিন।

বাহলূল তখন বললেন–

أَمَّا قُصُورُكَ فِي الدُّنْيَا فَوَاسِعَةٌ ... فَلَيْتَ قَبْرَكَ بَعْدَ الْمَوتِ يَتَّسِعُ

দুনিয়াতে তোমার বালাখানাসমূহ তো প্রশস্ত বটেই; আহ মৃত্যুর পর তোমার কবর যদি প্রশস্ত হত!

www.QuranerAlo.net

মৃত্যুকালে উপদেশ

এই কবিতা শুনে হারূন কাঁদলেন। বললেন, আমাকে আরও উপদেশ দিন।

বাহলূল বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন!

هَبْ أَنَّكَ مَلَكْتَ كُنُوزَ كِسْرَى وَعُمِّرْتَ السِّنِينَ فَكَانَ مَاذَا؟

أَلَيْسَ الْقَبْرُ غَايَةَ كُلِّ حَيٍّ وَتُسْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ كُلِّ هَذَا

ধরুন, আপনি কেসরার ধনভাণ্ডারের মালিক হলেন এবং আপনাকে অনেক বছর হায়াত দেওয়া হল? কিন্তু তার পর কী হবে?

প্রত্যেক জীবিতের সর্বশেষ গন্তব্য কি কবর নয়? তারপরই এসবকিছু সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাস করা হবে।

খলীফা হারূন বললেন, হাঁ।

এরপর হারূন শিকার থেকে ফিরে এলেন। পড়ে গেলেন মৃত্যুশয্যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠল। যখন তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন, তখন বুলন্দ আওয়াজে সেনাপতি ও দেহরক্ষীদেরকে বললেন, আমার সৈন্য বাহিনীগুলো একত্র করো।

হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে সিপাহীরা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে উপস্থিত হল। তাদের সংখ্যা বেশুমার। তাদের দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, হে চিরস্থায়ী জত্বের মালিক! তুমি ওই ব্যক্তির উপর দয়া করো, যার রাজত্ব দূর হয়ে গেছে।

রপর তিনি কাঁদতে থাকলেন এবং একসময় মারা গেলেন। মৃত্যুর পর এই বাদশাহকে সংকীর্ণ কবরে দাফন করে দেওয়া হল, যিনি দুনিয়ার মালিক হয়েছিলেন। তাঁর কোন উজির, কোন সভাসদ তাঁর সঙ্গী হয়নি। তাঁর কবরে কেউ খাবারও দেয়নি; কেউ দেয়নি কোন বিছানা। তাঁর রাজত্ব, তাঁর সম্পদ কোন উপকারে আসেনি।

• আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান

খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন যন্ত্রণায় তিনি নুজ হয়ে যান। জাঁকান্দানী শুরু হলে তিনি কামরার জানালা খুলে দিতে বলেন। জানালা খুলে দেওয়া হয়। তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। দেখতে পান, এক ধোপা তার দোকানে কাপড় ধুয়ে শুকানোর জন্য দেয়ালে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তখন আবদুল মালিক কাঁদতে শুরু করেন। তিনি বলতে লাগলেন–

হায়রে আমি যদি ধোপা হতাম! হায়রে যদি কাঠমিস্ত্রি হতাম! হায়রে আমি যদি কুলি হতাম! হায়রে আমি যদি মুমিনদের দায়িত্বশীল না হতাম!

এরপর আবদুল মালিক মারা যান।

www.QuranerAlo.net

হাঁ, তারা এমন জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন, যেখানে খেদমত করার চাকর নেই। সম্মান করার লোকজন নেই। মন্ত্রণা দেওয়ার মন্ত্রী নেই। তারা এমন বাড়িতে চলে গেছেন, যেখানে তাদের সঙ্গ দিবে তাদের আমল এবং তাদের সাথে তর্ক করবে তাদের আমলনামা। তোমার রব তাঁর বান্দাবান্দীর উপর জুলুমকারী নন। [সুরা হা-মীম সাজদাহ: ৪৬]

এখানে মানুষের আরেকটি দল আছে, আল্লাহ যাদের রিযিকে প্রশস্ততা দেন। শরীরে দেন সুস্থতা। কিন্তু তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। এজন্য মৃত্যু তাদের উপর হঠাৎ হামলে পড়ে। সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দেয়। মন্দ কর্মের উপর তাদেরকে পাকড়াও করে। যখন তারা মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে, তখন তারা দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায়। ব্যবসা, সম্পদ বা পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে নয়; বরং অবস্থা বদলানো এবং মাওলায়ে করীমকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তার ফায়সালা, তাদেরকে দুনিয়াতে ফেরৎ পাঠানো হবে না।

• আরও কয়েক প্রকারের মৃত্যু

না-ফরমান, গুনাহগার, উদাসীন ও জীবন অপচয়কারীদের উপর দুনিয়ার লোভ সওয়ার হয়ে থাকে। মৃত্যুর সময় তারা আযাব ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। মহান সৃষ্টিকর্তা ও তাদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন–

দুনিয়ার পিছনে জীবন শেষ করেছে, এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হল। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গেল সে। ছেলেমেয়েরা তার চারপাশে জড় হল। তারা বলতে লাগল, পড়ুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু সে কালিমা না পড়ে চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল। তখন ছেলেমেয়েরা আবার কালিমা তালকীন করল। তখন সে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, অমুক ঘরটা এভাবে মেরামত করো; অমুক বাগানে অমুক ফসল বোপন করো; অমুকের কাছ থেকে এত টাকা দিয়ে দোকানটা নিয়ে নাও। তারপর একই কথা বার বার বলতে বলতে সে মারা গেল।

[তাযকেরাহ: ২১৭]

হাঁ, সে মারা গেছে। ওয়ারিসদের জন্য বাগান ও দোকান ছেড়ে গেছে। তার সঙ্গে গেছে দুঃখ আর বেদনা।

www.QuranerAlo.net

মদ পানকারী

ইবনে কায়্যিম বলেন, একবার এক মদ্যপ মৃত্যুর মুখোমুখি হল। জাঁকান্দানী শুরু হলে পাশের এক লোক এসে তাকে বলল, আরে ভাই! তুমি বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

এতে মদ্যপের চেহারা বিগড়ে গেল। রং বদলে গেল। ভারী হয়ে গেল তার যবান। তখন পাশের লোকটি আবার বলল, ভাই! তুমি বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

তখন মদ্যপ তার দিকে লক্ষ করে বিকট আওয়াজে বলল, না; আগে তুমি পান করো, তারপর আমাকে দাও। আগে তুমি পান করো, তারপর আমাকে দাও। একথাই সে বার বার বলতে থাকল এবং একসময় তার প্রাণপাখি উড়ে গেল।

[আল-জাওয়াবুল কাফী: ১৪৩]

এক ফাসেকের নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবনে মুগীস। চরম পর্যায়ে মদে অভ্যস্থ ছিল সে। পানশালা থেকে বের হতে চাইত না। মৃত্যু ঘনিয়ে এলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন পাশের এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, তামার শরীরে কি কোন শক্তি আছে? তুমি কি হাঁটতে পারবে?

ত্তরে সে বলল, হাঁ; আছে। এখান থেকে হেঁটে পানশালায় যেতে পারব। তখন াশের ব্যক্তি বলল, নাউযু বিল্লাহ! তুমি কি বলতে পারলে না, আমি হেঁটে মসজিদে যেতে পারব?

একথা শুনে ইবনে মুগীস কান্না শুরু করল। বলল, মদ আমাকে পরাস্ত করে দিয়েছে। জীবনভর যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের অভ্যাস করে, সে আর কী বলবে? মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস তো আমার কখনও হয়ে ওঠেনি।

[আল-জাওয়াবুল কাফী: ২৫৪]

ইবনে রাওয়াদ বলেন, এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত হলাম। তার আশপাশের লোকজন তাকে কালিমার তালকীন করছিল; কিন্তু কালিমা তার জন্য ভারী হয়ে গিয়েছিল। লোকটি কালিমা উচ্চারণ করতে পারছিল না। লোকজন বার বার চেষ্টা করল। আল্লাহর কথা তাকে মনে করিয়ে দিতে চাইল। সে তখন চরম যন্ত্রণা ভোগ করছিল। পরে যখন তার শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে এল, তখন চিৎকার দিয়ে বলল, 'এ তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অস্বীকার করে।' তারপর লোকটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে মারা গেল।

www.QuranerAlo.net

ইবনে রাওয়াদ বলেন, আমরা দাফন সম্পন্ন করে তার পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, লোকটি মদপানে অভ্যস্থ ছিল।

[আল-জাওয়াবুল কাফী: ১৬৫]

দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই; আমরা বরং অনিষ্টসমূহের জননী, কদর্যতার মূল [মদপান] থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদপান করবে, সে আখেরাতে তা পান করতে পারবে না। তা ছাড়া যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদপান করবে, তার বেলায় আল্লাহর অধিকার থাকবে যে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' থেকে পান করাবেন।

বলা হল, ইয়া রসুলাল্লাহ! 'তীনাতুল খাবাল' কী জিনিস?

নবীজী বললেন, **জাহান্নামীদের বর্জ্য।** [মুসলিম: হাদীস নং- ৫৩৩৫]

তবে যদি মৃত্যুর আগে তওবা করে এবং আল্লাহ তার সাথে ক্ষমার আচরণ করেন, তা হলে সেটা ভিন্ন কথা।

যারা গান-বাদ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মৃত্যুর সময় তারাও ভয়াবহ যন্ত্রণা ও পরীক্ষার মুখোমুখি হয়।

নামায বর্জনকারী

চরম অপরাধী ও ভয়াবহ বিপদগ্রস্ত হচ্ছে শয়তানের চেলা নামায তরককারীরা। [অনুগত] বান্দা ও কুফর-শিরকের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে নামায ছেড়ে দেওয়া। মৃত্যুর সময় ও আরও পরে তাদের অবস্থা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

ইবনে কায়্যিম লিখেছেন–

চরম অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনকারী এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। জাঁকান্দানী শুরু হলে আশপাশের লোকজন পেরেশান হয়ে গেল। চার দিকে তারা সমবেত হয়ে তাকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিতে লাগল। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকীন করতে থাকল তারা। লোকটি চোখের পানি মুছতে থাকল। তারপর যখন তার রূহ বের হতে লাগল, তখন সে বলল, 'আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বললে আমার কী উপকার হবে? অথচ আল্লাহর জন্য কোন নামায পড়েছি বলে মনে পড়ে না।' এরপর সে মারা গেল।

[আল-জাওয়াবুল কাফী: ২১৫]

হাঁ, এটাই মৃত্যু। পরকালে প্রবেশের প্রথম রাস্তা।

www.QuranerAlo.net

প্রশ্ন

আর্থিক বা শারীরিক কোন বিপদের কারণে মৃত্যুর তামান্না করা কি জায়েয?

উত্তরঃ মৃত্যুর তামান্না করা জায়েয নয়। কারণ, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি জানে না, হয়তো তার সঙ্কটের পরই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। তার জন্য উচিত এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে যেসব দোআ বর্ণিত আছে, সেগুলো পাঠ করা।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, বিপদের কারণে তোমাদের কেউ যেন কিছুতেই মৃত্যু প্রত্যাশা না করে। কারও যদি মৃত্যু প্রত্যাশা করতেই হয়, তা হলে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচিয়ে রাখো, যতক্ষণ আমার জন্য জীবন কল্যাণকর এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর।

তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কিছুতেই মৃত্যু প্রত্যাশা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে তার জন্য দোআও না করে। কেননা, যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনের দীর্ঘ হায়াত শুধু তার জন্য কল্যাণই বয়ে আনে। [মুসলিমঃ হাদীস নং- ৬৯৯৫]

বয়ান ...
মানুষের ভালোমন্দ আমল তার মৃত্যু ভালোমন্দ হওয়ার ব্যাপারে প্রভাব ফেলে।

www.QuranerAlo.net

মৃত্যুর উপর ঈমান

মৃত্যু নিয়ে যে ফিকির করবে, সে বুঝতে পারবে যে, মৃত্যু একটি ভয়াবহ ব্যাপার, এমন একটি পিয়ালা, যা ঘুরে ঘুরে মুকীম-মুসাফির সবার কাছে যায়। এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার জীবন থেকে অব্যাহতি পেয়ে জান্নাত বা জাহান্নামে গমন করে। মৃত্যুর মধ্যে শুধু সমাপ্তি নয়; শুধু দেহাবসান নয়; দিবারাত্রির শুধু বিলুপ্তি নয়। মৃত্যু একটি দরজা, যেখান দিয়ে প্রতিটি মানুষকে প্রবেশ করতে হয়। মৃত্যুটা খুব বড় বিপদ নয়; বড় বিপদ ও ভয়াবহ সঙ্কট হল সেটা, যেটা মৃত্যুর পর ঘটবে। কোথায় যাব আমরা–

'স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে?' না কি 'বিভ্রান্তিময় জাহান্নামে?'

আল্লাহ তাআলার ইনসাফ হচ্ছে এই যে, যে বান্দার জীবন যেভাবে অতিবাহিত হয়, তার ইহজীবনের সমাপ্তিও সেভাবে হয়। যে ব্যক্তি ইহজীবনে যিকিরে-আযকার, নামায-রোযা ও দান-সদকায় লিপ্ত থাকে, নেক আমলের মধ্য দিয়েই তার মৃত্যু হয়। আর যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, নেক আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার মৃত্যু অভ্যাসের উপর হওয়ারই আশঙ্কা থাকে।

• মৃত্যু কী?

মৃত্যু এক বস্তু, যার অর্থ মানব-দানব, পশু-পক্ষী সবাই বোঝে। এর কোন দীর্ঘ সংজ্ঞা বা বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে বলা যায়– বহির্গমনের মাধ্যমে রূহ তথা প্রাণের দেহ ত্যাগ করাই হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু রূহের পরিসমাপ্তি নয়। কেননা, রূহ নিঃশেষ হয় না।

www.QuranerAlo.net

তবে রূহ দেহ ত্যাগ করে। তারপর তাকে হয়তো সুখে রাখা হয়, অথবা দুঃখে। কখনও কখনও নেয়ামত আর শাস্তি শুধু রূহকে দেওয়া হয়। আবার কোন কোন সময় রূহ ও দেহ উভয়কেই দেওয়া হয়।

মৃত্যুর উপর ঈমান এই বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, প্রত্যেকটি মাখলুকের ধ্বংস অনিবার্য। প্রত্যেক প্রাণিই একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, **তাঁর সত্তা বাদে সবকিছুই তখন ধ্বংস হয়ে যাবে।**

[সুরা কাসাস : ৮৮]

আল্লাহ তাআলা বলেন, **পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে; থাকবে শুধু তোমার মহান ও দয়াময় রব।** [সুরা আর-রহমান: ২৬-২৭]

তিনি আরও বলেন, **প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।** [সুরা আল-ইমরান: ১৮৫]

ইবনে আব্বাসের হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, **তোমার ইয্যতের আশ্রয় প্রার্থনা করি, যে তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তুমি মরবে না; তবে মানব-দানব মারা যায়।** [বুখারী: হাদীস নং- ৭৩৮৩]

• মালাকুল মউত কে?

আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক ফেরেশতার কোন না কোন দায়িত্ব আছে। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। জিবরাঈল ওহী আনয়নের ফেরেশতা। মিকাঈল বৃষ্টি বর্ষণে নিযুক্ত। ইস্রাফীল শিঙ্গায় ফুঁকবেন। তাঁদের মধ্যে পাহাড়ের ফেরেশতাও আছে; মউতের ফেরেশতাও আছে।

আল্লাহ তাআলা মউতের ফেরেশতার প্রসঙ্গে বলেছেন, **বলো, তোমাদেরকে মৃত্যু দিবে মালাকুল মউত, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।** [সুরা সাজদাহ: ১১]

মালাকুল মউতের সহকারী আছে অনেক। আল্লাহ তাআলা বলেন, **তাকে মৃত্যু দিয়েছে আমার দূতগণ। তারা (দায়িত্ব পালনে) কোন অবহেলা করে না।**

[সুরা আনআম: ৬১]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, **তারপর মালাকুল মউত আসেন এবং তার মাথার কাছে বসেন।** [আহমাদ: হাদীস নং- ১৮৫৩৪]

মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের আগে মালাকুল মউত কারও রূহ কব্জ করেন না। প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। সেটা বাড়েও না; কমেও না।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন প্রাণ মৃত্যুবরণ করতে পারে না। তিনি সময় নির্দিষ্ট করে মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। [সুরা আল-ইমরান: ১৪৫]

মানুষের এই সময়সীমা তখনই লিখিত হয়, যখন সে মায়ের গর্ভে থাকে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের একেক জনের সৃষ্টি উপাদান তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন জমা রাখা হয়। তারপর চল্লিশ দিনে তা রক্তপিণ্ড হয়। তারপর চল্লিশ দিনে গোশ্ত হয়। তারপর আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা পাঠান। তাকে চারটি বিষয়ে আদেশ করা হয় এবং তাকে বলা হয়, এর আমল, রিযিক, আয়ু এবং ভাগ্যবান না কি হতভাগা, তা লিখে দাও।

[বুখারী ও মুসলিম]

• মৃত্যুস্থান কোথায়, তা কেউ জানে না

আল্লাহ তাআলা বলেন, কোন প্রাণী জানে না, কাল সে কী উপার্জন করবে; আর কোন প্রাণী (একথাও) জানে না যে, কোথায় সে মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, খবর রাখেন। [সুরা লুকমান: ৩৪]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার রূহ কোন ভূখণ্ডে কব্জ করতে চান, তখন সেখানে তার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। [আহমাদ: হাদীস নং- ১৫৫৩৯]

এটা বাস্তব সত্য। অনেক মানুষ কোন শহরের নাম শোনে; কিন্তু সেখানে কখনও সফর করবে, এমন চিন্তা কখনও করে না। তবে আল্লাহ তাআলা অনাদি কালে লিখে রেখেছেন যে, সে ওখানে মরবে। এরপর যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন আল্লাহ সেখানে চিকিৎসা, ব্যবসা, চাকরি বা অন্যকোন বিষয়ে তার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন, যা তাকে সেই শহরে নিয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তাআলা তার রূহ সেখান থেকে কব্জ করেন।

• মৃত্যুর স্মরণ

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, স্বাদ বিনষ্টকারী (মৃত্যু)-র কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। [নাসায়ী: হাদীস নং- ১৯৫০]

নবীজী আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলেন, তুমি দুনিয়াতে থাকো প্রবাসী অথবা পথিকের মত। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৪১৬]

www.QuranerAlo.net

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলতেন, যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হও, তখন প্রভাতের আশা কোরো না; আর যখন প্রভাতে উপনীত হও, তখন সন্ধ্যার প্রতীক্ষা কোরো না। তোমার অসুস্থতার সঞ্চয় সুস্থতা থেকে এবং মৃত্যুর সঞ্চয় জীবন থেকে সংগ্রহ করো। [প্রাগুক্ত]

মৃত্যুর প্রতি অনীহা কি আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের প্রতি অনীহার সমার্থক?

উত্তর : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা এই প্রশ্নটি আমাদের নবীর সামনে রেখেছিলেন।

আয়েশা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, এর মানে কি মৃত্যুর প্রতি অনীহা? আমরা সবাই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তখন নবীজী বললেন, বিষয়টি এমন নয়। মুমিনকে যখন আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন; আর কাফেরকে যখন আল্লাহর আযাব ও তাঁর ক্রোধের সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। [মুসলিম: হাদীস নং-৬৪১৬]

বাস্তবতা...

বেশিরভাগ মানুষই মৃত্যু সংগঠিত হওয়ার কথা স্বীকার করে; কিন্তু খুব কম মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

www.QuranerAlo.net

মৃত্যুর প্রস্তুতি

মৃত্যু আসার আগেই বান্দার উচিত তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। নিঃসন্দেহে মৃত্যু আমাদের সবার কাছেই আসবে। ছোট-বড় সবার উপর মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়বে। মৃত্যু কোন বান্দাকে সময় দেয় না; গোছগাছ করার জন্য কোন প্রকার সুযোগও দেয় না।

- বান্দা কীভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিবে?
- মৃত্যুর পর উপকার করতে পারে, এমন আমল কী কী?

• সূচনা

মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সংশোধনের পথ হচ্ছে তওবা ও নেক আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে দান করো তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগেই। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে অল্প সময়ের জন্য অবকাশ দিলে না কেন, তা হলে আমি সদকা করতাম এবং আমি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। যখন কারও নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা কী আমল কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। [সুরা মুনাফিকূন: ১০, ১১]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, পাঁচটি অবস্থার আগে অপর পাঁচটি অবস্থার মূল্যায়ন করো– বার্ধক্যের আগে যৌবনের; অসুস্থতার আগে সুস্থতার; দারিদ্র্যের আগে সচ্ছলতার; ব্যস্ততার আগে অবসরের এবং মৃত্যুর আগে জীবনের। [হাকেম: হাদীস নং- ৭৮৪৬]

• মৃত্যুর পর উপকার দেয়, এমন কিছু আমল

সন্তানাদিকে নেককার রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা, যাতে তারা পরিবারের জন্য দোআ করে। শরীয়তের উপকারী ইলম অর্জন ও তা প্রচারের সাধনা। আর সদকায়ে জারিয়া। এই তিনটি ফযীলতপূর্ণ কাজ নবী আলাইহিস সালাম একটি হাদীসে একসাথে বয়ান করেছেন–

www.QuranerAlo.net

যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি বাদে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। সেই তিনটি হল সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং নেককার সন্তান, যে পিতার জন্য দোআ করে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৩১০]

কিছু সদকায়ে জারিয়া আছে, যেগুলো মৃত্যুর পরও মুসলমানের সাথে যোগ হতে থাকে। যেমন, হাদীসে এসেছে–

মুমিনের যেসব নেক আমল মৃত্যুর পরও তার আমলনামায় যোগ হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ইলম, যা কেউ শিক্ষা করে এবং প্রচার করে; নেককার সন্তান, যাকে দুনিয়াতে রেখে যায়; কুরআন শরীফ, যা উত্তারাধিকার সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে যায়; মসজিদ, যা নির্মাণ করে যায়; মুসাফিরখানা, যা তৈরি করে যায়; খাল, যা খনন করে যায়; অথবা সদকায়ে জারিয়া, যা জীবন থাকতে সুস্থ অবস্থায় নিজের মাল থেকে আলাদা করে রেখে যায়। মানুষের মৃত্যুর পরও এগুলো তার আমলনামায় যোগ হতে থাকে। [ইবনে মাজাহ : হাদীস নং- ২৪২]

• ওসিয়ত লিখন

মৃত্যুর প্রস্তুতির একটি কাজ হল ওসিয়ত লিখে রাখা। মালের কিছু অংশ সদকা করার ব্যাপারে ওসিয়ত করা সুন্নত। কোন কোন সাহাবী যাবতীয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করে গেছেন; কেউ করে গেছেন এক চতুর্থাংশ। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ তোমাদের উপর সদকা করেছেন, তোমাদের আমল বৃদ্ধি করার জন্য।

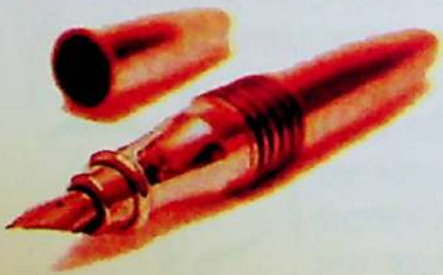

[ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ২৭০৯]

নবীজী আরও বলেছেন, যে মুসলমানের কোন বিষয়ে ওসিয়ত করার ইচ্ছা আছে, ওসিয়ত না লিখে তার দুই রাত অতিবাহিত করার অধিকার নেই।

[মুসলিম: হাদীস নং- ২৭৩৮]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, যখন একথা আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি, তখন থেকে এমন কোন রাত অতিবাহিত হয়নি, যখন আমার ওসিয়ত আমার কাছে লিখিত ছিল না।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৪২৯৪]

www.QuranerAlo.net

• রূহের সাথে মৃত্যুর সম্পর্ক

দেহে অবস্থানকারী রূহের হাকীকত নিয়ে মানবসমাজে অনেক মতবিরোধ আছে। এটি অতিসূক্ষ্ম একটি প্রাণী, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে গোলাপফুলের মধ্যে পানি এবং জলপাইয়ের মধ্যে তেল বিচরণ করার মত বিচরণ করে। রূহের মাধ্যমেই দেহ জীবিত থাকে। রূহ ও শ্বাস একই বস্তু। এর অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে দেহ। যখন দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন দেহ থেকে প্রাণও চলে যায়।

রূহ মাখলুক। তবে দেহের মৃত্যুর কারণে রূহ মৃত্যুবরণ করে না; রূহের দেহ ত্যাগ এবং দেহ থেকে রূহের বের হয়ে যাওয়াই মৃত্যু। তবে রূহ নিঃশেষ হয় না; বরং দেহ ধ্বংস হওয়ার পরও তা অবশিষ্ট থেকে যায়। এই রূহ হয়তো জান্নাতে অথবা জাহান্নামে স্থান পায়।

হাকীকত ...

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

www.QuranerAlo.net

মৃতের বিধি-বিধান

মানুষ মারা যাওয়ার পর কিছু লক্ষণ ও আলামত ফুটে ওঠে, ফলে উপস্থিতরা তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়। যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির এই যুগে বিষয়টি আরও সহজ হয়েছে। এখন যন্ত্রপাতির সাহায্যে মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

তবে অনেক সময় চিকিৎসক ও চিকিৎসাসামগ্রী থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে মানুষের মৃত্যু হয়। কাজেই আমাদের জন্য মৃত্যুর লক্ষণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জরুরী, যাতে মৃত ও অচেতনের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

মউতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শরয়ী হুকুম ও ফিকহী মাসায়েল আছে। এজন্য মৃত্যু কীভাবে হয়, তার লক্ষণগুলো কী কী এবং গোসল ও কাফনের পদ্ধতি কী, তা জেনে নেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- তা হলে মৃত্যুর লক্ষণগুলো কী কী?
- মৃত ব্যক্তিকে আমরা কীভাবে গোসল দিব এবং কাফন পরাব?
- মৃতের উপর নামায ও তাকে দাফন করার পদ্ধতি কী?

• মৃত্যুর কিছু লক্ষণ

- কোন দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া। দৃষ্টি যেন দূরে চলে যাওয়া কোনকিছু দেখছে।
- ডানে বা বামে নাক বাঁকা হয়ে যাওয়া।
- অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যাওয়ার কারণে নীচের চোয়াল আলগা হয়ে যাওয়া।
- পুরো শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া।
- হৃদযন্ত্র থেমে যাওয়া এবং হৃদকম্প বন্ধ হয়ে যাওয়া।

এই সবগুলো লক্ষণ, অথবা এসব লক্ষণের কিছু পাওয়া গেলে বুঝতে হবে মৃত্যু সংঘটিত হয়ে গেছে।

www.QuranerAlo.net

• দাফনের উদ্দেশ্যে জানাযা উত্তোলন

জানাযা দ্রুত প্রস্তুত করা এবং দাফন করে দেওয়া মুস্তাহাব। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন–

যখন জানাযা প্রস্তুত করা হয় এবং লোকজন তাকে কাঁধে বহন করে, তখন মাইয়েত নেককার হলে বলতে থাকে, আমাকে উপস্থিত করে দাও; আমাকে উপস্থিত করে দাও। আর যদি সে বদকার হয়, তা হলে বলতে থাকে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাও? মানুষ বাদে অন্যসব মাখলুক তার আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষ যদি শুনত, তা হলে অজ্ঞান হয়ে পড়ত। [বুখারী: হাদীস নং- ১৩১৬]

মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত প্রস্তুত করা এবং তাকে তাড়াতাড়ি দাফন করে দেওয়া সুন্নত। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, জানাযাকে দ্রুত বিদায় দাও। কেননা, যদি সে নেককার হয়, তা হলে ভালো, তোমরা তাকে কল্যাণের হাতে সোপর্দ করবে। আর যদি নেককার না হয়, তা হলে সে তো অমঙ্গল, তোমরা তাকে দ্রুত কাঁধ থেকে নামিয়ে দিবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ২২২৯]

• মৃতের সঙ্গে যায় তিন জিনিস

দুনিয়ার জীবনে মানুষ অনেক কিছু নিয়ে তৎপর থাকে। মাল জমা করা, আসবাবপত্র খরিদ করা, মূল্যবান গাড়ির ব্যবস্থা করা, বিলাসবহুল বাড়ির মালিক হওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও তার তৎপরতা থাকে স্ত্রী, পরিবার ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে। আমলের দিকেও অনেকের গুরুত্ব থাকে– চাই তার আমল ভালো হোক, অথবা মন্দ।

যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিন বস্তু তাকে অনুসরণ করে। গাড়ি বা অন্যকোন সম্পদ, পরিবারের লোকজন থেকে ভাইবেরাদার ও ছেলেরা, আর তার নেক অথবা বদ আমল। এরপর যখন তাকে দাফন করা হয়, তখন দুটি বস্তু ফিরে আসে এবং তার সঙ্গে কবরে থাকে শুধু একটি।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

হাঁ, পরিবার, সাথিসঙ্গী, আত্মীয়-স্বজন ও সম্পদ ফিরে আসে। থাকে শুধু আমল। আমল তার সঙ্গে কবরে প্রবেশ করে। নবী আলাইহিস সালাম যেমন বলেছেন, **মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে তিন বস্তু। তারপর দুটি ফিরে আসে; একটি তার সঙ্গে থাকে। তাকে অনুসরণ করে পরিবারের লোকজন, (কিছু) মাল ও তার আমল। পরে পরিবারের লোকজন ও সম্পদ ফিরে আসে; সঙ্গে থাকে শুধু আমল।** [মুসলিম : হাদীস নং- ৭৬১৩]

রূহ দেহ ত্যাগ করার সাথে সাথে মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ত্যাগ করে এবং বারযাখী জীবনে প্রবেশ করে। এখন এই বারযাখী জীবন বলতে কী বোঝায়? এবং কবরবাসীদের কী কী অবস্থা হয়? সে কথাই আমরা আলোচনা করব, সামনের কিছু পৃষ্ঠায়।

বিরতি ...

কী আশ্চর্য! আমরা দুনিয়ায় গুরুত্ব দিই সেই জিনিসের প্রতি, যা আমাদেরকে রেখে ফিরে আসবে; আর যা আমাদের সঙ্গে কবরে প্রবেশ করবে, তার ব্যাপারে অবহেলা করি।

www.QuranerAlo.net

বারযাখী জীবন

www.QuranerAlo.net

দুই বস্তুর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টিকারী বস্তুকে বারযাখ বলে। যেমন, আল্লাহ তাআলা মিষ্টি ও লোনা সাগরের ব্যাপারে বলেছেন, ওই দুইয়ের মাঝে রয়েছে বারযাখ, ফলে ও দুটি মিলিত হতে পারে না। [সুরা আর-রহমান: ২০] অর্থাৎ মিঠা পানি ও লোনা পানির মাঝে অন্তরায় রয়েছে, যা ও দুটিকে আলাদা করে রাখে এবং একটি আরেকটির সাথে মিশতে পারে না।

ারযাখ হচ্ছে দুই জীবন– অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে তফাত সৃষ্টিকারী। ারযাখ হচ্ছে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়। চাই মৃত দেহ দাফন করা হোক, জ্বালানো হোক, পানিতে ডুবে যাক, কোন প্রাণী মৃতদেহ খেয়ে ফেলুক অথবা অন্যকিছু হোক।

কোন ব্যক্তি যখন মারা যায়, তখন সে বারযাখে প্রবেশ করে এবং পুনরুত্থান পর্যন্ত সেখানে থাকবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এরপর যখন তাদের কারও মৃত্যু আসবে, তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে ফিরিয়ে দাও। যাতে আমি যেগুলো রেখে এসেছি, সেগুলোর ব্যাপারে নেক আমল করতে পারি। কক্ষণও নয়; এটি একটি কথার কথা, সে তা বলবে। আর মানুষের পশ্চাতে রয়েছে বারযাখ পুনরুত্থান পর্যন্ত। [সুরা মুমিনূন: ৯৯,১০০]

www.QuranerAlo.net

কবর

কবর মানুষের ঘর। সেখানে সে কিয়ামত পর্যন্ত বাস করবে। মানুষ কবর চেনে এবং তাতে মৃতকে দাফন করে আসছে সেই তখন থেকে, যখন আদমের পুত্র তার ভাইকে হত্যা করে দাফন করেছিল।

নেককার ব্যক্তিগণ কবর দেখে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেন। তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়; সন্ত্রস্ত হয় তাদের অন্তর। তার কারণ, তারা জানেন কোন একদিন তাদেরকেও যেতে হবে কবরে।

- কবর কী?
- সেখানে মানুষের অবস্থা কী হয়?
- নবীজী আমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে বলেছেন কেন?

- **একটি গল্প**

একবার উমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁর পরিবারের এক লোককে দাফন করার জন্য বের হন। মৃতকে জমিনে সোপর্দ করার পর তিনি উপস্থিত লোকজনের দিকে লক্ষ করেন। তারপর বলেন–

হে লোক সকল! কবর আমাকে ডাক দিয়ে বলল, উমর ইবনে আবদুল আযীয! তুমি কি জানতে চাইবে না, আমি বন্ধুদের সাথে কেমন আচরণ করেছি? আমি বললাম, হাঁ; জানতে চাই। কবর বলল, কাফন পুরানো বানিয়েছি; দেহ ছিন্নভিন্ন করেছি; রক্ত শুষে নিয়েছি; গোশ্ত খেয়ে ফেলেছি। শত্রুদের সাথে কী আচরণ করেছি, তা কি তুমি জানতে চাইবে না?

আমি বললাম, হাঁ; জানতে চাই। কবর বলল, আমি তাদের হাত বাজু থেকে, বাজু বাহু থেকে, বাহু কাঁধ থেকে এবং তাদের নিতম্ব উরু থেকে, উরু হাঁটু থেকে, হাঁটু পায়ের গোছা থেকে এবং পায়ের গোছা পায়ের পাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি।

এরপর উমর কাঁদতে শুরু করেন। বলেন, নিশ্চয়ই দুনিয়ার স্থায়িত্ব সামান্য; দুনিয়ার সম্মানিত লোক অপদস্থ হয়; দুনিয়ার যৌবন বুড়ো হয় এবং এখানকার জীবিত লোকেরা মারা যায়। সুতরাং এতে যে লিপ্ত হয়, সে প্রতারিত।

দুনিয়ার সেই অধিবাসীরা কোথায়, যারা এখানকার শহরগুলো গড়ে তুলেছিল? মাটি তাদের দেহের সাথে কী আচরণ করেছে?

www.QuranerAlo.net

পোকা-মাকড় তাদের হাড়গোড়ের সাথে কী ব্যবহার করেছে? তারা তো দুনিয়াতে সমতল পালংক আর সুসজ্জিত বিছানায় ঘুমাত। কত চাকর তাদের সেবা করত; কত লোক তাদের সম্মান করত। যখন তুমি তাদের কবরের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হও, তখন তাদেরকে ডাক দাও; তাদের বাড়ি-ঘর ও কবরের নৈকট্যের দিকে নজর দাও। ধনীদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদের ধন-সম্পদের কী বাকি আছে এবং গরীবদেরকে জিজ্ঞেস করো, অভাবের কী অবশিষ্ট আছে?

তাদেরকে তাদের যবান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করো, যার সাহায্যে তারা কথা বলত। চোখ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করো, যার মাধ্যমে লোভনীয় বস্তুগুলো দেখত। মসৃণ ত্বক, সুন্দর চেহারা আর তুলতুলে শরীর সম্পর্কে জিজ্ঞাস করো, পোকামাকড় এগুলোর সাথে কী আচরণ করেছে? রং মুছে গেছে; গোশ্ত খেয়ে ফেলা হয়েছে; চেহারা বিগড়ে গেছে; সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়েছে; কপাল ভেঙে গেছে; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; চামড়া ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

তাদের সেবক-সেবিকা আর দাস-দাসী কোথায়? তাদের সঞ্চয় ও ধনভাণ্ডার কোথায়? আল্লাহর কসম! সেবক-সেবিকা ও দাস-দাসী কবরে তাদেরকে বিছানা দেয়নি; কোন বালিশও সেখানে স্থাপন করেনি। তারা কি এখন নির্জন ভূমিতে নয়? নয় কি তারা পরত পরত মাটির নীচে খোলা ময়দানে? তাদের জন্য কি রাতদিন সমান নয়? আমল তাদের ছিন্ন হয়ে গেছে। আলাদা হয়ে গেছে পরিবার-পরিজন। অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে াদের স্ত্রীদের। বিভিন্ন পথে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তাদের ছেলেমেয়ে। আত্মীয়-স্বজন াগ করে নিয়েছে তাদের ঘরদোর, বিষয়-সম্পত্তি। আল্লাহর কসম! তাদের কারও কারও কবর প্রশস্ত। কবরে তারা সতেজ। বিভিন্ন নেয়ামতে পরিবেষ্টিত।

এরপর আবার কাঁদেন তিনি। তারপর বলেন, ও আগামী কালের কবরের অধিবাসী! দুনিয়ার কোন্ বস্তু তোমাকে প্রতারিত করেছে? কোথায় তোমার মিহি কাপড়? কোথায় তোমার আতর? কোথায় তোমার সুগন্ধি? মাটির রূঢ় আচরণ তুমি কীভাবে সইবে? হায় আমি যদি জানতাম, কোন্ গাল থেকে পোকার আক্রমণ শুরু হবে? হায় আমি জানতাম, দুনিয়া থেকে বের হওয়ার সময় মালাকুল মউত আমার সাথে কীভাবে দেখা করবেন এবং আমার রবের পক্ষ থেকে কী সংবাদ নিয়ে আসবেন?

এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকেন খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয। কতক্ষণ পর সেখান থেকে চলে আসেন। এই ঘটনার পর মাত্র এক সপ্তাহ জীবিত ছিলেন তিনি। তারপর মারা যান। রহমাতুল্লাহি আলাইহ।

শিক্ষা ...

কবর তোমার বাড়ি।
এখন ইচ্ছা হলে সেটা আবাদ করো;
ইচ্ছা হলে বিরান করো।

www.QuranerAlo.net

কবরে মানুষের অবস্থা

কবর এমন এক ঘর, যেখানে বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেসব কথা আমাদের নবী আমাদেরকে অবহিত করেছেন, যাতে আমরা সেগুলোর জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে পারি। মানুষের দুনিয়াবী আমল বিচার করে কবরে তার অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে।

মৃতের বিভিন্ন অবস্থা, রূহ বের হয়ে যাওয়া, ফেরেশতাদের উপস্থিতি এবং মুমিনের জন্য কীভাবে আসমানসমূহের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং অমুমিনের জন্য বন্ধ করা হয়। এসব বিষয় নবী আলাইহিস সালাম বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

- তা হলে মুমিন অমুমিনের পার্থক্য কী?
- দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক কী?

• মুমিনের অবস্থা

বারা ইবনে আযেব রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একবার এক জানাযায় গেলাম। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পাশে বসলেন। আমরা বসলাম তাঁর চার পাশে। (আমরা এত নীরব ছিলাম যে,) কেমন যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।

নবীজী বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। আমরা বললাম, আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। আমরা বললাম, আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। আমরা বললাম, আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

এরপর তিনি বললেন, যখন মুমিন দুনিয়া পরিত্যাগ এবং আখেরাতে প্রবেশের মুখোমুখি হয়, তখন তার কাছে শুভ্র চেহারার কিছু ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের চেহারা একেবারে সূর্যের মত ঝকমকে। তাঁদের কাছে জান্নাতের কাপড়সমূহ থেকে একটি কাপড় এবং জান্নাতের সুগন্ধি থাকে। তাঁরা ওই লোকের দৃষ্টিসীমার দূরত্বে অবস্থান করেন। এরপর মালাকুল মউত আসেন। তিনি তার মাথার কাছে বসেন এবং বলেন,

www.QuranerAlo.net

হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে আসো আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে। তখন তার রূহ বের হয়ে আসে, যেমনিভাবে মশক থেকে পানি বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মউত তাকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও ওই ফেরেশতাগণ তাকে মালাকুল মউতের হাতে থাকতে দেন না; বরং তারা নিজেরাই তাকে গ্রহণ করেন এবং তাকে ওই কাপড় ও সুগন্ধির ভিতর রাখেন। ফলে তার থেকে দুনিয়ার বুকে প্রাপ্ত সমস্ত সুগন্ধির চেয়ে উত্তম মেশকের সুগন্ধ বের হতে থাকে।

আসমানের দিকে যাত্রা

এরপর নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন, তখন তাঁরা জিজ্ঞাস করেন, এই পবিত্র রূহ কে? দুনিয়াতে লোকজন তাকে যেসব নামে ডাকত, ফেরেশতারা সেগুলোর মধ্য থেকে সর্বোত্তমটি উল্লেখ করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। এভাবে তাঁরা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যান। এরপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে বলেন, অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ পরবর্তী আসমান পর্যন্ত বিদায় সম্ভাষণ জানান। এভাবে তাকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত পোঁছানো হয়। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমার বান্দার ঠিকানা ইল্লিয়্যীনে লিখে দাও এবং তাকে জমীনে ফিরে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে জমীন থেকে সৃষ্টি করেছি এবং জমীনেই তাদেরকে ফিরিয়ে দিব। তারপর জমীন থেকে আবার তাদেরকে বের করে আনব। তখন তার রূহ আবার তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। এরপর তাকে জিজ্ঞাস করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর দেয়, আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ। ফেরেশতারা জিজ্ঞাস করেন, তোমার দীন কী? তখন সে বলে, আমার দীন হচ্ছে ইসলাম। তারা আবার তাকে জিজ্ঞাস করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটি প্রেরিত হয়েছেন, তিনি কে? সে উত্তরে বলে, তিনি আল্লাহর রসূল। তাঁরা তাকে আবারও জিজ্ঞাস করেন, তুমি এসব কীভাবে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি; তার উপর ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলেন,

www.QuranerAlo.net

আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য একটি জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে একটি জান্নাতী পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

তখন তার দিকে জান্নাতের হাওয়া ও সুগন্ধ আসতে থাকে। তার জন্য কবর তার দৃষ্টিসীমার দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এরপর তার কাছে সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধযুক্ত এক ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে সন্তুষ্ট করবে, এমন সুসংবাদ গ্রহণ করো। এ হচ্ছে সেই দিন, যে দিনের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছিল। তখন সে ওই লোককে জিজ্ঞাস করে, তুমি কে? তোমার চেহারা তো এমন, যে চেহারা কল্যাণ বয়ে আনে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ছিলে গতিময় এবং আল্লাহর না-ফরমানীর ক্ষেত্রে ছিলে মন্থর। আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হাঁ; লোকটি বলে, আমি তোমার নেক আমল। তার নেক আমল কী?

তার নেক আমল হল নামায ও রোযা, মা-বাবার সেবা ও সদকা, তার ক্রন্দন ও খোদাভীতি, হজ ও উমরা, কুরআন তেলাওয়াত, আল্লাহপ্রেম, শেষ রাতের জাগরণ, দিনের বেলার সিয়াম, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ভয়, ইলম শিক্ষা, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ...। যা হোক, মুমিন বান্দা যখন সুসংবাদ দানকারী এই উজ্জ্বল চেহারা দেখে এবং চার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় যে, তার কবর প্রশস্ত হয়েছে, সেখানে জান্নাতের বিছানা রয়েছে, নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে জান্নাতের পোশাক দেখতে পায়, তখন সে বুঝতে পারে নিশ্চয় এই নেয়ামত প্রত্যাশিত জান্নাতের মোকাবেলায় কিছুই না। কাজেই সে তার রবের কাছে আবেদন করে, হে আমার রব! কিয়ামত কায়েম করো, যাতে আমি আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের কাছে যেতে পারি।

কাফের ও ফাসেকের অবস্থা

এরপর নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আর কাফের বান্দা যখন দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন আসমান থেকে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা তার কাছে অবতরণ করেন, যাদের কাছে শক্ত চট থাকে। তাঁরা ওই ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার দূরত্ব পরিমাণ দূরে অবস্থান করতে থাকেন। এরপর মালাকুল মউত তার কাছে আসেন এবং তার মাথার কাছে বসেন। এরপর বলেন, হে নিকৃষ্ট আত্মা! আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের দিকে বের হয়ে আসো। তখন তার রূহ ভয়ে তার দেহের বিভিন্ন স্থানে পালাতে থাকে;

www.QuranerAlo.net

কিন্তু মালাকুল মউত তাকে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শিক ভেজা পশম থেকে টেনে বের করা হয়। তখন আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী সমস্ত ফেরেশতা এবং আসমানের সমস্ত ফেরেশতা তাকে অভিসম্পাত করতে থাকেন। যা হোক, মালাকুল মউত তাকে গ্রহণ করেন। মালাকুল মউত তাকে গ্রহণ করার সাথে সাথে অন্য ফেরেশতারা কোন প্রকার বিলম্ব না করে সেই চটের মধ্যে তাকে জড়িয়ে নেন। তখন তার থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যা দুনিয়ার সমস্ত গলিত লাশের দুর্গন্ধের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট। তাকে নিয়ে ফেরেশতারা উপরে উঠতে থাকেন। তাকে নিয়ে যখনই তাঁরা ফেরেশতাদের কোন দলের কাছে পৌছেন, তখন তাঁরা জিজ্ঞাস করেন, এই নিকৃষ্ট রূহ কে? তখন দুনিয়াতে তাকে লোকজন যেসব খারাপ নামে ডাকত, সেগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে খারাপটি উল্লেখ করে ফেরেশতারা বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। এভাবে তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়; কিন্তু আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় না। নবী আলাইহিস সালাম আয়াত পাঠ করেন, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করে। [সুরা আ'রাফ: ৪০]

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, এর ঠিকানা সিজ্জীনে লিখে দাও; জমীনের সর্বনিম্নস্তরে। ফলে তার রূহকে জমীনের উপর খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। একথা বলার পর নবীজী এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আসমান থেকে পড়েছে, অতঃপর পাখি তাকে ছো মেরে নিয়ে গেছে। অথবা ঝঞ্জাবায়ু তাকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে। [সুরা হাজ্জ: ৩১]

এরপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারা তাকে জিজ্ঞাস করেন, তোমার রব কে? সে বলে, হায়! হায়!! আমি তো জানি না। এরপর তারা জিজ্ঞাস করেন, তোমার ধর্ম কী? সে বলে, হায়! হায়!! আমি তো জানি না। তারা আবার জিজ্ঞাস করেন, এই লোকটি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? সে বলে, হায়! হায়!! আমি তো জানি না। ফেরেশতা দু'জন বলেন, তুমি উপলব্ধি করনি; তুমি পাঠ করনি। তখন আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও। দোযখের দিক থেকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবরটি তার জন্য এত সঙ্কুচিত হয়ে যায় যে, তার একদিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার কাছে একজন অতিকুৎসিত বিবৎস চেহারাবিশিষ্ট নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে,

www.QuranerAlo.net

তোমার অপছন্দনীয় বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো। এই দিনটি সম্পর্কে দুনিয়াতে তোমার সঙ্গে ওয়াদা করা হত। তখন সে জিজ্ঞাস করে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত বিশ্রী, যা খারাপ কিছু বয়ে আনে। তখন লোকটি বলে, আমি তোমার খারাপ আমল। হাঁ; লোকটি বলে, আমি তোমার খারাপ আমল। তার খারাপ আমল কী?

শিরকে লিপ্ত হওয়া, গাইরুল্লাহর নামে কসম করা, মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়ানো, মদপান, যেনায় লিপ্ত হওয়া, সুদ খাওয়া, গান-বাদ্য শোনা, উপদেশকারীদের মুখের উপর বড়াই করা, আল্লাহর বিপক্ষে দুঃসাহস দেখানো...। তখন এই বান্দা আফসোস করে। কিন্তু আফসোসে কী যায়-আসে? তার অনুতাপ তীব্র হয়। কিন্তু চোখের পানি কোন উপকার করে না। এই কান্না কোথায় ছিল, যখন তুমি হারাম কাজে লিপ্ত হতে, অশ্লীল ও গর্হিত কাজে যোগ দিতে? কত যে তোমাকে উপদেশ করা হত লজ্জাস্থান, কান ও চোখ হেফাযত করতে। সুতরাং আজ তুমি কাঁদ, বা না কাঁদ, তুমি কিছুতেই আযাব থেকে রেহাই পাবে না। তাদেরকে বলা হবে, যাও তোমরা জাহান্নামে। তারপর তোমরা সবর কর, অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা আমল করতে, তা-ই তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। [সুরা তূর: ১৬]

এমন সময় এই বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, কবরের পর সে যা-কিছুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তা আরও ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তখন এই বান্দা বলে, হে আমার রব! কিয়ামত কায়েম কোরো না। এরপর তার জন্য নিযুক্ত করে দেওয়া হয় অন্ধ, বধির ও মুক ফেরেশতা। তার হাতে থাকে বড় হাতুড়ি। তা দিয়ে যদি কোন পাহাড়ে একটি আঘাত করা হয়, তা হলে পাহাড় (চূর্ণ হয়ে) মাটি হয়ে যাবে। এই হাতুড়ি দিয়ে ফেরেশতা তাকে আঘাত করেন। এতে সে মাটি হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাকে আগের মত বানিয়ে দেন। তখন ফেরেশতা তাকে আবার আঘাত করেন। এতে লোকটি বিকট চিৎকার করে, যা জিন-ইনসান বাদে সবাই শুনতে পায়। [আহমাদ: হাদীস নং- ১৮৫৩৪]

এগুলো হচ্ছে কবরে মানুষের অবস্থা। মুসলমান যখন এগুলো জানে, তখন এগুলোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে; এগুলো বিশ্বাস করে এবং তীব্রভাবে চায় যে, তার কবর যেন জান্নাতের একটি বাগান হয়। এজন্য সে বেশি করে নেক আমল করে।

দোআ ...

হে আল্লাহ! আমাদের কবরসমূহকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের গর্ত থেকে হেফাযত করো।

www.QuranerAlo.net

রূহ ও দেহের মধ্যখানে

কবরের আযাব ও শান্তি সত্য। কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে। সমস্ত মাখলুকের ক্ষেত্রেই এটা সংঘটিত হয়। চাই মৃতকে দাফন করা হোক, অথবা না হোক।

- কবরের আযাব দৈহিক; না কি মানসিক?
- রূহের অবস্থান কোথায়?
- মুমিনদের রূহ কোথায় থাকে, কাফেরদের রূহ কোথায় থাকে?

• সূচনা

রূহের হাকীকত ও তবীয়তের ব্যাপারে জানেন শুধু আল্লাহ তাআলা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, রূহ হল আমার রবের নির্দেশ। তোমাদেরকে খুব সামান্য ইলমই দেওয়া হয়েছে।

[সুরা ইসরা: ৮৫]

কবরের শাস্তি বা শান্তি মূলত রূহের উপর কার্যকর হয়, চাই দাফনের পর রূহ দেহের সাথে যুক্ত হোক, অথবা বিচ্ছিন্ন হোক। যেমন, দেহ জ্বালিয়ে ফেললে, অথবা টুকরো টুকরো করলে। রূহ শান্তি পায় এবং শাস্তি ভোগ করে। এতে দেহের প্রয়োজন হয় না। রূহই শাস্তি ও শান্তি উপলব্ধি করে।

প্রশ্ন রূহের অবস্থান কোথায়?

উত্তর: মৃত্যুর পর মানুষের রূহ বিভিন্ন জায়গায় থাকে। কোন রূহ স্থান পায় জান্নাতে, কোনটা জাহান্নামে; কোনটা জমীনে। তা ছাড়া আরও কিছু স্থানেও রূহকে রাখা হয়।

www.QuranerAlo.net

• নবীদের রূহ

নবীদের রূহ বারযাখের জগতে থাকে শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সান্নিধ্যে। সেটা হল ইল্লিয়্যীনের শ্রেষ্ঠ মাকাম। আমাদের নবী যেমন মেরাজে গিয়ে তাদেরকে দেখেছেন। আদমকে দেখেন তিনি প্রথম আসমানে; ইয়াহ্য়া ও ঈসাকে দেখেন দ্বিতীয় আসমানে; ইউসুফকে দেখেন তৃতীয় আসমানে; ইদরীসকে দেখেন চতুর্থ আসমানে; হারূনকে দেখেন পঞ্চম আসমানে; মুসাকে দেখেন ষষ্ঠ আসমানে এবং ইবরাহীমকে দেখেন সপ্তম আসমানে।

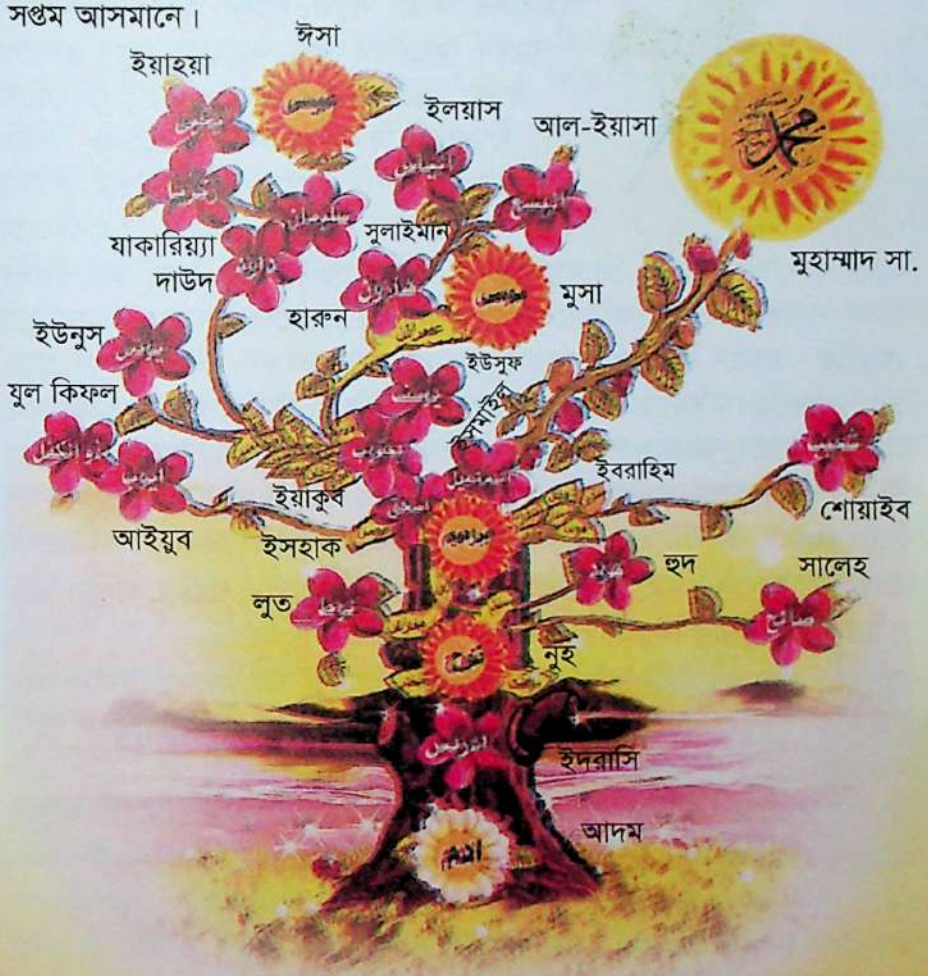

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

• শহীদদের রূহ

বারযাখের জীবনে শহীদদের রূহ থাকে সবুজ পাখির পাকস্থলিতে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুরা আল-ইমরানের ১৬৯ নম্বর আয়াত 'যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে কোরো না; বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের রবের কাছ থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত।' সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হয়, তখন তিনি বলেন- শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির অভ্যন্তরে অবস্থান করে। সেগুলোর জন্য আরশের সাথে ঝুলানো ফানুস রয়েছে। সেখান থেকে পাখিগুলো জান্নাতের বিভিন্ন স্থানে উড়ে বেড়ায়; আবার সেখানে ফিরে আসে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতিপালক তাদের সামনে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে বলেন, তোমরা কীসের কামনা রাখো? তারা বলে, আর কীসের বাসনা রাখব? [আমরা তো অনেক সুখে আছি।] জান্নাতে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এভাবে তিনি তাদেরকে তিনবার জিজ্ঞাস করেন। তারাও একই উত্তর দেয়। তারা যখন বুঝতে পারে যে, তাদেরকে কিছু না কিছু প্রার্থনা করতেই হবে, তখন তারা বলে, আমাদের বাসনা হল তুমি আমাদের রূহকে আমাদের পার্থিব দেহে ফিরিয়ে দাও, যাতে আমরা পুনরায় তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। যখন প্রকাশ পেয়ে যায় যে, তাদের আর কোন বাসনা নেই, [তখন আর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না এবং] ওই অবস্থায়ই তাদেরকে থাকতে দেওয়া হয়। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৯৯৩]

শহীদদের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই জাফর ইবনে আবু তালেবকে বারযাখের জীবনে দুটি পাখা দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর সাহায্যে তিনি জান্নাতের ভিতর ফেরেশতাদের সাথে উড়া-উড়ি করছেন।

জাফর হচ্ছেন আলী ইবনে আবু তালেবের ভাই। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ইসলামের আত্মপ্রকাশের সূচনাতেই মুসলমান হন। তখন তাঁর বয়স একুশের বেশি নয়। মক্কায় তিনি এমন জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন, যা অসহনীয়। এজন্য নবীজী তাঁদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দেন। তখন জাফর ও তাঁর স্ত্রী দরিদ্র ও দূরদেশ হাবশার উদ্দেশে রওয়ানা হন। খান্দানের শরীফ ব্যক্তি হয়েও পা বাড়ান দারিদ্র্যকবলিত ও অপরিচিত বিদেশপানে। সেখানকার লোকজনের সাথে তাঁর কোন পরিচিতি ছিল না।

www.QuranerAlo.net

ওখানকার ভাষাও তিনি বুঝতেন না।

জাফর হাবশায় তিন বছর থাকেন। তারপর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশরা সব মুসলমান হয়ে গেছে। তখন তিনি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ফিরে আসেন। এসে দেখেন কুরাইশরা তাদের কুফরের উপর অনড়। নবীজী আবার তাঁদেরকে হাবশায় পাঠিয়ে দেন। ফলে জাফর হাবশায় সাত বছর পূর্ণ করেন।

খায়বার জয় করার পর হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদেরকে মদীনায় আসার জন্য নবীজী খবর পাঠান। খবর পেয়ে যখন তাঁরা মদীনায় উপস্থিত হন, তখন জাফরকে পেয়ে নবীজী যারপরনাই খুশি হন। বর্ণিত আছে যে, জাফরকে দেখেই নবীজী জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেন এবং বলেন, আমি বুঝতে পারছি না যে, আমি আজ কি জন্য বেশি খুশি– খায়বার জয় হওয়ার কারণে, না কি জাফরের আগমনের কারণে? [হাকেম: হাদীস নং- ৪২৪৯]

নবীজীর সাথে অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন জাফর। এজন্য নবীজী তাঁকে বলতেন, গঠন ও চরিত্রের দিক থেকে তুমি আমার সাদৃশ্য পেয়েছ।

[আহমাদ: হাদীস নং- ১৯০০৯]

মুতার উদ্দেশে যাত্রা

মদীনায় এসে জাফর তখনও স্থির হতে পারেননি। ইতোমধ্যে খবর আসে রোম মুসলমানদের সাথে লড়ার জন্য বাহিনী প্রস্তুত করছে। এই খবর পেয়ে মুতার প্রান্তরে রোমের সাথে লড়ার জন্য নবীজীও বাহিনী প্রস্তুত করেন। বাহিনীর আমীর বানিয়ে দেন যায়েদ ইবনে হারেসাকে। তিনি বললেন, যায়েদ যদি আক্রান্ত হন, তা হলে তাদের আমীর জাফর। তিনিও যদি আক্রান্ত হন, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। দেখতে দেখতে বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। সংখ্যায় তারা ছিলেন তিন হাজার। নবীজী তাঁদেরকে বিদায় করে দিলেন।

মুতায় পৌঁছে গেল মুসিলম বাহিনী। তখন দেখা গেল রোমান সৈনিকের সংখ্যা এক লক্ষ। তবুও লড়াই শুরু হয়ে গেল। ঝাণ্ডা ধারণ করলেন যায়েদ ইবনে হারেসা। তিনি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর ডান হাতে ঝাণ্ডা ধরেন জাফর এবং লড়াই করতে থাকেন। খানিক বাদে তুমুল লড়াই শুরু হয়। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। তিনি বলছিলেন–

www.QuranerAlo.net

يَا حَبَذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا ... طَيِّبَةٌ وَبَارِدًا شَرَابُهَا
وَالرُّومُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا ... كَافِرَةٌ بَعِيدَةٌ أَنْسَابُهَا
عَلَيَّ إِذْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

উত্তম জান্নাত ও তার নিকটবর্তিতা কতই না চমৎকার! শীতল তার পানীয়। রোম তো রোমই, ওদের শাস্তি ঘনিয়ে এসেছে। ওরা কাফের সম্প্রদায়। অনেক দূরে ওদের বংশকুল।
মুখোমুখি হলে আমার কাজ ওদের প্রতি আঘাত করা।

ঝাণ্ডা ডান হাতে ধারণ করে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করতে থাকেন জাফর। আচানক এক রোমান সৈনিক এসে তাঁর ডান হাতে আক্রমণ করে এবং সেই হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাথে সাথে জাফর বাম হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর বাম হাতও কাটা পড়ে। তখন দুই বাহুর সাহায্যে ইসলামের ঝাণ্ডা ধারণ করেন তিনি। এরপর তিনি শহীদ হয়ে যান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি জাফরের মৃতদেহ দেখেছি। তাঁর দেহে নব্বইয়ের অধিক বর্শা, তলোয়ার ও তীরের আঘাত ছিল। আল্লাহর কসম! কোনটিই তাঁর পিছনে ছিল না। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা ধারণ করেন। তিনিও শহীদ হয়ে যান। তখন ঝাণ্ডা ধারণ করেন খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু। তিনি নিরাপদে সেনাবাহিনী গুটিয়ে আনেন।

শহীদদের খবর মদীনায়

এ ছিল মুতায় অবস্থানকারী মুজাহিদদের কথা। মদীনার সংবাদ বর্ণনা করেছেন আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। মিম্বারে চড়লেন তিনি। তারপর বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের এই গাজী বাহিনী সম্পর্কে সংবাদ দিব না? আমরা বললাম, হাঁ; অবশ্যই। তিনি বললেন, ঝাণ্ডা ধারণ করেছিল যায়েদ। সে শহীদ হয়ে গেছে। তোমরা তাঁর জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করো। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে মাফ করে দাও এবং তাঁকে দয়া করো। নবীজী বললেন, তারপর ঝাণ্ডা ধারণ করেছিল জাফর। সে শহীদ হয়ে গেছে। তোমরা তার জন্য মাগফেরাত কামনা করো।

www.QuranerAlo.net

সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে মাফ করে দাও এবং তাঁকে দয়া করো। নবীজী বললেন, তারপর ঝাণ্ডা ধারণ করেছিল আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। সেও শহীদ হয়ে গেছে। তোমরা তার জন্য মাগফেরাত কামনা করো। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে মাফ করে দাও এবং তাঁকে দয়া করো।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের জন্য মাগফেরাতের দোআ করে মিম্বার থেকে নামনেল এবং জাফরের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

জাফরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস বলেন, আমি ছেলেমেয়েকে গোসল করিয়ে তেল দিয়ে পরিপাটি করেছিলাম। তারপর আটা গুলিয়ে জাফরের আগমনের অপেক্ষা করছিলাম। ইতোমধ্যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারপর তিনি প্রবেশ করলেন। বললেন, আমার ভাতিজা-ভাতিজীকে উপস্থিত করো।

আসমা বলেন, আমি তাদেরকে উপস্থিত করলাম। তারা তখন পাখির বাচ্চার মত। তারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে দৌড়ে আসতে লাগল। তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে চুমো দিতে লাগল। তারা তাঁকে তাদের পিতা জাফর মনে করছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে কাঁদতে তাদের মাথায় হাত বোলাতে থাকলেন। [হাঁ] তিনি কাঁদতে কাঁদতে তাদের মাথায় হাত বোলাতে থাকলেন। তখন আসমা বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি জাফরের কোন খবর পেয়েছেন? নবীজী নীরব থাকলেন। আসমা আবার বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি জাফরের কোন খবর পেয়েছেন? নবীজী বললেন, সে শহীদ হয়ে গেছে। আসমা বললেন, সন্তানাদিকে এতীম করে গেলেন? সন্তানাদিকে এতীম করে গেলেন? রসুলুল্লাহ বললেন, তুমি এদের দারিদ্র্যের চিন্তা করছ? দুনিয়া ও আখেরাতে আমি এদের অভিভাবক।

এরপর জাফরের বাড়ি থেকে বের হলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন তিনি বলছিলেন, ক্রন্দনকারীদের উচিত, জাফরের মত ব্যক্তির জন্যই ক্রন্দন করা। [ইস্তিআব: ১/২৪৩]

নবীজী নিজের বাড়িতে চলে এলেন। ঘরের লোকজনকে বললেন, জাফরের পরিবারের জন্য খাবার রান্না করো। কেননা, বিপদ তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে।

[আহমাদ: হাদীস নং- ১৭৫১]

হাঁ, জাফর শহীদ হয়েছেন; পরিবার ও সম্পদ ছেড়ে চলে গেছেন; কিন্তু তিনি এমন জান্নাতে প্রবেশ করেছেন, যার প্রশস্ততা হল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মত।

www.QuranerAlo.net

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি জাফরকে জান্নাতে দেখলাম। রক্তে রঞ্জিত দুটি ডানা রয়েছে তাঁর। সেই ডানাদুটির সাহায্যে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে সে। [তাবারানী: হাদীস নং- ১৪৬৮]

হামযার বিষয়টিও এমনই। আপন চাচা, শহীদদের সরদার, হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেন বারযাখে তিনি একটি পালংকের উপর হেলান দিয়ে বসে আছেন। নবীজী বলেন, গত কাল আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছিলাম। নজর করে দেখি জাফর ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর হামযাকে দেখলাম একটি পালংকের উপর অধিষ্ঠিত আছেন।

[হাকেম: হাদীস নং- ৪৮৯০]

বারযাখী জীবনে শহীদানের রূহ

কোন কোন শহীদের রূহ জান্নাতের দরজায় সবুজ গম্বুজের মধ্যে থাকে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শহীদগণ জান্নাতের দরজায় চকচকে নহরের পাশে সবুজ গম্বুজের ভিতরে অবস্থান করেন। সেখানে তাঁদের কাছে জান্নাত থেকে সকাল-সন্ধ্যা রিযিক আসতে থাকে। [হাকেম: হাদীস নং- ২৪০৩]

• অন্যান্য মুমিনের রূহ

শহীদ বাদে অন্য মুমিনদের কথা বর্ণিত হয়েছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে– মুমিনের রূহ পাখি হয়ে জান্নাতের গাছগাছালি থেকে আহার করতে থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার রূহ দেহে ফেরত দিয়ে হাশরের ময়দানে তুলবেন। [ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ৪২৭১]

সুতরাং বোঝা গেল, কোন কোন মুমিনের রূহ বারযাখী জীবনে পাখি হয়ে জান্নাতের গাছগাছালি থেকে আহার করতে থাকে।

প্রশ্ন ? মুমিনদের রূহসমূহের পরস্পরে দেখা হয়?

উত্তর : হাঁ, বারযাখী জীবনে মুমিন রূহসমূহের একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। একজন আরেক জনের সাথে তারা কথাও বলে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন ফেরেশতাগণ সাদা রেশমী রুমাল নিয়ে উপস্থিত হন। তাঁরা বলেন, তুমি সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসো। আল্লাহপ্রদত্ত সুখ-শান্তি, আল্লাহর রিযিক এবং রোষ-ক্রোধহীন রবের দিকে। তখন রূহ মেশকের সুগন্ধির চেয়েও আরও উত্তম সুঘ্রাণসহ বেরিয়ে আসে।

www.QuranerAlo.net

ফেরেশতারা একজনের হাত থেকে আরেক জন তাকে নিতে থাকেন। এভাবে তাঁরা তাকে নিয়ে আসেন আসমানসমূহের দরজার সামনে। আসমানের ফেরেশতারা তখন বলে ওঠেন, জমীনের দিক থেকে কত উত্তম সুগন্ধ তোমাদের কাছে এসেছে। এরপর ফেরেশতারা তাকে নিয়ে আসেন মুমিনদের রূহসমূহের কাছে। তোমাদের কারও দূরদেশে অবস্থানকারী আত্মীয়ের আগমনের কারণে তোমরা যে রকম আনন্দিত হও, তখন মুমিনরা তাকে পেয়ে তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হয়। মুমিনরা তাকে জিজ্ঞাস করেন, অমুকের কী খবর? অমুকের কী খবর? তখন ফেরেশতারা বলেন, একে একটু বিশ্রাম করতে দাও। এ দুনিয়ার কষ্টে আবদ্ধ ছিল। নবাগত উত্তরে বলে, সে তো মারা গেছে। সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তখন তারা বলে, নিশ্চয় তাকে তার ঠিকানা হাবিয়া দোজখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আর কাফেরের মৃত্যু যখন আসন্ন হয়, তখন তার কাছে আযাবের ফেরেশতারা শক্ত চট নিয়ে আসেন। তাঁরা বলেন, তুমি অসন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্টিপ্রাপ্ত অবস্থায় আল্লাহর আযাবের দিকে বেরিয়ে আসো। তখন সে সবচেয়ে বেশি দুর্গন্ধযুক্ত মরদেহের দুর্গন্ধ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এরপর ফেরেশতারা তাকে জমীনের দরজায় নিয়ে যান। তখন জমীনের ফেরেশতারা বলেন, এটা কতই না খারাপ দুর্গন্ধ। এরপর ফেরেশতারা তাকে কাফেরদের রূহসমূহের কাছে নিয়ে যান।

[নাসায়ী: হাদীস নং- ১৬২৯]

হাঁ, নেককারদের রূহসমূহ একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং একজন আরেক জনকে চেনে।

• শহীদগণ

আল্লাহ তাআলা শহীদদের ব্যাপারে বলেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে কোরো না; বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তাতে তারা খুশি এবং পেছনের যারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে তারা সুসংবাদ গ্রহণ করে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ গ্রহণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। [সুরা আল-ইমরান: ১৬৯-১৭১]

www.QuranerAlo.net

এসব আয়াতে শহীদদের মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তাদের উপর যে অনুগ্রহ ও এহসান করেন, তা-ও। আর এর অভ্যন্তরে রয়েছে শহীদদের সম্পর্কে জীবিতদের সান্ত্বনা, ধৈর্যধারণের সবক এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা ও শাহাদত অর্জনের প্রতি উৎসাহ।

আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে এর মানে যারা দীনের শত্রুদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করতে গিয়ে নিহত হয়েছে।

তাদেরকে তুমি মৃত মনে কোরো না। অর্থাৎ তোমার অন্তরে যেন একথা উদয় না হয় যে, তারা মারা গেছে, হারিয়ে গেছে এবং তারা দুনিয়ার লজ্জত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বরং তারা এখন তাদের রবের কাছে জীবিত, মহাসম্মানের জগতে।

তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিশেষ মর্যাদায় তারা বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামত ভোগ করছে।

আল্লাহ তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তাতে তারা খুশি অর্থাৎ উন্নত ও অজস্র নেয়ামত পেয়ে তারা আনন্দিত। তাদের চোখ জুড়িয়ে গেছে; অন্তর তৃপ্ত হয়েছে।

নেয়ামত ও আনন্দ পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাদের বৈশিষ্ট্য বয়ান করেছেন যে, পছনের যারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে তারা সুসংবাদ গ্রহণ করে। অর্থাৎ তারা একজন আরেক জনকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের যেসব ভাই দুনিয়াতে রয়ে গেছে, তারা অতিসত্বর তাদের সাথে মিলিত হবে এবং তাদের মত তারাও আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামত লাভ করবে। রবের কাছে থাকাবস্থায় নেয়ামত বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা যেসব সন্তানাদি দুনিয়াতে রেখে এসেছে, তাদের ব্যাপারে তারা চিন্তিত নয়।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের বৈশিষ্ট্য বয়ান করেছেন এই যে, তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ গ্রহণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

আমরা আল্লাহর কাছে ভাগ্যবানদের জীবন, শহীদদের মৃত্যু, মুত্তাকীদের সাথে হাশর ও নবীদের নৈকট্য কামনা করি।

ফলাফল ...

কবরের সুখ ও অশান্তি ভোগ করে মানুষের রূহ; তবে কখনও কখনও রূহের সাথে দেহের সংযোগ সৃষ্টি হয়।

www.QuranerAlo.net

কবরের আযাব ও নেয়ামত

কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি। যে ব্যক্তি ভালো আমল করবে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুতি নিবে, কবর তার জন্য বন্ধুত্ব ও আনন্দের ঘর। আর যে ব্যক্তি খারাপ আমল করবে এবং প্রভুর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে, কবর তার জন্য ভীতি ও অন্ধকারের ঘর।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি। কেউ যদি এখান থেকে মুক্তি পায়, তা হলে পরবর্তীগুলো আরও সহজ হবে। আর যদি কেউ কবর থেকে মুক্তি না পায়, তা হলে পরবর্তীগুলো তার জন্য আরও কঠিন হবে।

[তিরমিযী: হাদীস নং- ২৩০৮]

- কবরে যাকিছু ঘটবে, তার উপর দলিল-প্রমাণ কী?
- কবরে প্রশ্নোত্তর কখন শুরু হয়?
- মৃতরা কি জীবিতদের যিয়ারত উপলব্ধি করে?

সূচনা

কবরের আযাব ও সুখ-শান্তি বিশ্বাস করার বিষয়টি ঈমান বিল-গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। এটা পরকাল সম্পর্কিত মৌলিক বিশ্বাসেরও অন্তর্ভুক্ত। কবরে যা-কিছু ঘটে, তার উপর কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বিস্তারিত দলিল বিদ্যমান রয়েছে।

কবরের আযাব ও সুখশান্তির দলিল

- আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন–

তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হয়। যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন (বলা হবে,) তোমরা ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তির মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। [সুরা গাফির: ৪৬]

অর্থাৎ কবরে থাকাকালীন প্রতিদিনই সকাল-বিকাল তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হয়। এরপর যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

- আল্লাহ তাআলা বলেন, অচিরেই আমি তাদেরকে দুই বার আযাব দিব। তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ভয়াবহ আযাবের দিকে।

[সুরা তাওবা: ১০১]

www.QuranerAlo.net

কাফের ও মুনাফিকদের প্রথম শাস্তি দুনিয়াতে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা। দ্বিতীয় শাস্তি কবরের আযাব। এরপর কিয়ামত অনুষ্ঠিত হলে তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

- নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, নিশ্চয় বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথি-সঙ্গী চলে আসে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজও শুনতে পায়।... এই হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাফেককে যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বলা হয় যে, এই লোকের সম্বন্ধে কী বলতে? তখন সে বলে– আমি জানি না; লোকজন যা বলে থাকে, আমিও তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হয়, তুমি উপলব্ধি করনি; পাঠও করনি। এরপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে একটি পিটুনি দেওয়া হয়। তখন সে বিকট চিৎকার দেয়, যা মানব-দানব বাদে আশপাশের সবকিছু শুনতে পায়। [বুখারী: হাদীস নং- ১৩৩৮]
- নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যদি এই ভয় না থাকত যে, তোমরা মৃতকে দাফন করবে না, তা হলে আমি আল্লাহর কাছে দোআ করতাম, যাতে তিনি কবরের যে আযাব আমি শুনতে পাই, তা যেন তোমাদেরকে শুনিয়ে দেন। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৯২]
- নবীজী বলতেন, আর আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। [বুখারী: হাদীস নং- ২৮২২]
- রসুলুল্লাহ বলেছেন, কবরের আযাব সত্য। [বুখারী]

• কবরের নেয়ামত কার জন্য

কবরের নেয়ামতসমূহ মুমিনের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, যাদেরকে ফেরেশতারা মৃত্যু দেয় পবিত্র অবস্থায়। তারা বলে, তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। তোমরা কৃত আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। [সুরা নাহ্‌ল: ৩২]

বিস্তারিত এক হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং লোকজন তাকে ফেলে চলে আসে, ... তখন ফেরেশতা তাকে প্রশ্ন করতে গিয়ে বলেন, এই লোক (মুহাম্মাদ)-এর ব্যাপারে তুমি কী বলতে? উত্তরে মুমিন বলে, আমি সাক্ষ্য দিই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। তখন তাকে বলা হয়, তুমি তোমার জাহান্নামের ঠিকানার দিকে লক্ষ করো। ওটার বদলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের ঠিকানা দিয়েছেন। [বুখারী: হাদীস নং- ১৩৭৬]

নবীজী বয়ান করেছেন যে, মুমিন যখন ফেরেশতাদের প্রশ্নাবলির উত্তর দিয়ে দেয়, তখন আসমান থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। নবীজী বলেন, তখন তার কবরে জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধ আসতে থাকে এবং তার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪৭৫৪]

• কবরের আযাব কার জন্য?

না-ফরমান ও বিদ্রোহীদের জন্য আল্লাহ তাআলা কবরের আযাবের হুমকি দিয়েছেন। মৌলিকভাবে কবরের আযাব হবে কাফেরদের উপর। তবে গুনাহের কারণে অপরাধী মুমিনগণ এর অংশ পাবে।

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, নবী আলাইহিস সালাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হলেন। তখন তিনি বললেন, এই দুইজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে খুব বড় অপরাধে এদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এরপর বললেন, হাঁ; এদের একজন চোগলখোরী করত। আরেক জন প্রস্রাবের সময় পর্দা করত না। এরপর তিনি একটি কাঁচা ডাল নিয়ে দুই টুকরা করলেন। তারপর প্রত্যেকটা একেক কবরের উপর গেড়ে দিলেন। বললেন, এই দুটি ডাল যতক্ষণ শুকাবে না, হয়তো ততক্ষণ এদের আযাব হালকা করা হবে।

[বুখারী ও মুসলিম]

প্রশ্ন খেজুরের ডাল গেড়ে দিলে কি মাইয়েতের আযাব হ্রাস পায়?

উত্তর: না; তা পায় না? নবীজী যা করেছেন, তা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। কারণ, তিনি বলেছেন, আমি চাই, আমার সুপারিশের মাধ্যমে তাদের সঙ্কট দূর হোক।

এখন রসুলুল্লাহর পর যদি কেউ কোন কবরে খেজুরের ডাল গাড়ে, তা হলে সে যেন নিজের পবিত্র হওয়ার দাবিদার। কে আছে এমন, যার কারণে আল্লাহ কারও কবর-আযাব শিথিল করে দিবেন? তা ছাড়া নবীজী ডাল গেড়েছিলেন কবরের আযাব সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর, এখন কে আপনাকে বলবে যে, কবরের লোকটিকে আযাব দেওয়া হচ্ছে?

www.QuranerAlo.net

কবরের মধ্যে প্রশ্ন শুরু হয় কখন?

প্রশ্ন

উত্তর: যখন মাইয়েতকে দাফন করার কাজ শেষ হয়, তখন তার দেহে রূহ ফিরে আসে এবং তাকে প্রশ্ন করা হয়। উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্হু যেমন বলেছেন, যখন নবী আলাইহিস সালাম মাইয়েতের দাফন সম্পন্ন করলেন, তখন পাশেই দাঁড়ালেন। বললেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা এস্তেগ্‌ফার করো এবং তার জন্য অবিচলতা কামনা করো। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৩২২৩]

মানুষ কি কবরের আযাব শুনতে পায়?

প্রশ্ন

উত্তর: কবরের আযাব দুই জাতির পক্ষে শোনা সম্ভব নয়– মানব ও দানব। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম কাফেরের ব্যাপারে বলেছেন, তখন সে বিকট চিৎকার দেয়, যা মানব-দানব বাদে আশপাশের সবকিছু শুনতে পায়। [বুখারী: হাদীস নং- ১৩৩৮]

তবে চতুষ্পদ জন্তু কবরের আযাব শুনতে পায়। একবার আয়েশার ঘরে মদীনার দু'জন ইহুদী বুড়ি উপস্থিত হয়। তারা আয়েশার কাছে কবরের আযাব নিয়ে কথা বলে। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে উপস্থিত হলে আয়েশা তাঁকে কবরবাসীদের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলেন। তখন তিনি বললেন, বুড়িরা সত্য বলেছে; অনেক কবরবাসীকে আযাব দেওয়া হয়, যা জীবজন্তু শুনতে পায়। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৩৬৬]

মৃত কি জীবিতদের কথা শুনতে পায়?

প্রশ্ন

উত্তর: এ বিষয়ে আলেমদের মতবিরোধ আছে। অধিক যুক্তিসঙ্গত মত হচ্ছে এই যে, মৃতরা জীবিতদের কথা শুনতে পায় না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা কবরে রয়েছে, তাদেরকে তুমি কথা শোনাতে পারবে না। [সুরা ফাতির: ২২]

তবে দাফন করার পর যখন লোকজন চলে আসতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের পায়ের আওয়ায শুনতে পায়। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, মৃতকে দাফন করে যখন লোকজন চলে আসতে থাকে, তখন সে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়।

[বুখারী: হাদীস নং- ১৩৩৮]

পারলৌকিক LIFE AFTER LIFE www.QuranerAlo.net

প্রশ্ন পরিবারের লোকজন কান্নাকাটি করলে কি মৃতকে আযাব দেওয়া হয়?

উত্তর: হাঁ। নবীজী বলেছেন, মৃতের উদ্দেশ্যে বিলাপ করলে তাকে আযাব দেওয়া হয়। [বুখারী: হাদীস নং-১২৯১] অন্য বর্ণনায় আছে, পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়। [বুখারী: হাদীস নং- ১৩০৪]

প্রশ্ন নিয়ম হচ্ছে হিসাব মাইয়েতের হবে; সুখ-দুঃখ তারই হবে। তা হলে হাদীসে কীভাবে বলা হল যে, অন্যের আমলের কারণে মাইয়েতকে আযাব দেওয়া হয়?

উত্তর: জাহেলী যুগের লোকজন মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যেত, যেন তার জন্য বিলাপ করা হয় এবং গলাবন্দ ছেঁড়া হয়, যাতে লোকজনের কাছে প্রকাশ পায় যে, লোকটি জনপ্রিয় ছিল এবং তার দীর্ঘ হায়াত কাম্য ছিল।

যেমন, জাহেলী যুগের এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলছিল–

إِذَا مِتُّ فَابْكِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ يَا أُمَّ مَعْبَدِ

হে উম্মে মা'বাদ! যখন আমি মারা যাব, তখন আমার উপযুক্ততা বিচার করে কেঁদো এবং আমার জন্য পোশাকের গলাবন্দ ছিঁড়ো। [মিশকাতুল মাসাবীহ: ৫/৯৬৬] যখন আমি মারা যাব, তখন তুমি দ্বিগুণ কান্না কোরো, তা হলে তোমাকে মিথ্যুক বলা হবে না। মিথ্যাবাদিনীই সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিলাপকারিণী।

[আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের : ১/৩১]

জাহেলী যুগের কাজ যখন মুসলিম করবে, তখন সেটা অন্যায় সাব্যস্ত হবে এবং শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

কারও কারও মতে হাদীসের অর্থ হচ্ছে এই যে, যখন কোন ব্যক্তির জানা থাকে যে, তার পরিবারের লোকজন মৃতের জন্য কান্নাকাটি করে এবং গলাবন্দ ছেঁড়ে, সে একথাও জানে যে, তার নিজের মৃত্যুর পরও পরিবারের লোকজন একই কাজ করবে। এরপরও মৃত্যুর আগে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বারণ করে যায় না, এমন ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়। আর কারও কারও মতে মাইয়েতকে আযাব দেওয়ার মানে হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনের কান্নার কারণে মাইয়েতের মনে কষ্ট লাগে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টির চাদরে ঢেকে নেন। আমীন।

আকীদা ...

কবরের সুখ ও দুঃখ গায়েবী বিষয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করা না গেলেও একে বিশ্বাস করা ওয়াজিব।

www.QuranerAlo.net

হায়াতে বারযাখে মানুষের অবস্থা

মানুষের মৃত্যু ও হাশরের ময়দানে উঠবার মধ্যবর্তী অবস্থান হচ্ছে হায়াতে বারযাখ, চাই মৃতকে দাফন করা হোক অথবা না হোক। জিন ও ইনসান থেকে প্রত্যেকেই এই জীবনের মুখোমুখি হয়।

দুনিয়ার আমলের তফাত অনুসারে মানুষের বারযাখী হায়াতের অবস্থা নানাবিধ হয়। বারযাখের কিছু অবস্থার কথা আমাদের নবী আলাইহিস সালাম বয়ান করে গেছেন। এখানে তিনটি প্রশ্ন–

- কবরের ভিতরে মানুষের কী কী অবস্থা হয়?
- কবরের সুখ-দুঃখ কত প্রকার?
- নবীজী কি কবরের কোন অবস্থা দেখেছিলেন?

- **সূচনা**

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ইচ্ছা, তা-ই বলতেন না; তাঁকে যা ওহী করা হত, তা-ই তিনি বলতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বারযাখ সম্পর্কে যা কিছু প্রত্যাদেশ করেছিলেন, সেগুলো তিনি আমাদেরকে বয়ান করে গেছেন। বয়ান করেছেন, তিনি নিজে যেগুলো দেখেছেন, সেগুলোও। সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু আমল রয়েছে, যার আমলকারীদেরকে বারযাখে আযাব দেওয়া হতে থাকে।

আমাদের রবের অনুগ্রহ তাঁর ক্রোধকে অতিক্রম করে। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময় ও দানশীল; কিন্তু যখন তিনি ক্রুদ্ধ হন, তখন তিনি জাব্বার (মহাপ্রতাপশালী)। তিনি ছাড়া অন্যকেউ তাঁর ক্রোধ প্রতিহত করতে পারে না। নবী আলাইহিস সালাম বারযাখের আযাব থেকে যাকিছু দেখেছেন, তার কিছু আমাদেরকে বয়ান করেছেন সাবধান করার জন্য, উপদেশ করার জন্য। এগুলো তিনি দেখেছিলেন একটি স্বপ্নে। নবীগণ স্বপ্নে যাকিছু দেখেন, তা এক প্রকারের ওহী। হক ও যথার্থ।

সামুরা ইবনে জুন্দুব রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, নবী আলাইহিস সালামের অভ্যাস ছিল, তিনি প্রায়ই ফজরের নামায পড়ে আমাদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমরা কেউ আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখছ কি?

আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তা বর্ণনা করত এবং তিনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার ব্যাখ্যা করে দিতেন। যথারীতি তিনি একদিন সকালে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেউ আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখছ কি?

আমরা বললাম, না।

www.QuranerAlo.net

তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাতে দুই জন ব্যক্তি আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁরা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে, আরেক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি নিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার হাতের লোহার পেরেক বসা ব্যক্তির গলার ভিতর ঢুকিয়ে দেয় এবং চিরতে চিরতে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। একগাল চেরা হয়ে গেলে দ্বিতীয় গালের সাথে একই আচরণ করে। এর মধ্যে প্রথম গালটি ভালো হয়ে যায়। আবার সে পুনরায় তা-ই করতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কী? তারা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে চললাম। একসময় আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে উপস্থিত হলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আরেক ব্যক্তি তার পাশে একটি ভারী পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ওই পাথর নিক্ষেপ করে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে, তখনই তা ছিটকে দূরে চলে যায়। তখন লোকটি পাথরটি কুড়িয়ে আনতে যায়; আর তার ফিরে আসার আগেই এই ব্যক্তির মাথা আগের মত ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় তাকে ওই ব্যক্তি পাথর দিয়ে আঘাত করে। আমি বললাম, এ কী?

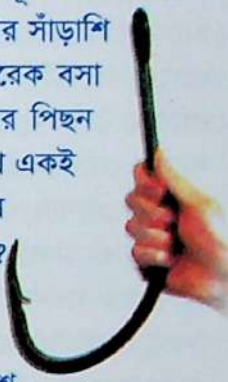

তাঁরা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে এগিয়ে চললাম। এক সময় আমরা একটি গর্তের কাছে এসে পৌঁছলাম। গর্তটি ছিল তন্দুরের মত। তার উপরের অংশ সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশ প্রশস্ত। সেটির তলায় আগুন জ্বলছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে ওঠে, তখন ভিতরের লোকগুলোও উপরে উঠে গর্তের বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, আর যখন আগুন স্তিমিত হয়, তখন তারাও ভিতরের দিকে চলে যায়। গর্তের মধ্যে রয়েছে কিছু উলঙ্গ পুরুষ ও নারী। আমি জিজ্ঞাস করলাম, এ কী?

দুনিয়ায় ব্যবহৃত তন্দুর

তারা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে চললাম। একসময় আমরা একটি রক্তনদীর কাছে এসে উপস্থিত হলাম।

www.QuranerAlo.net

দেখলাম, মধ্যনদীতে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক লোক দাঁড়িয়ে আছে নদীর পাড়ে। তার সামনে রয়েছে একটি পাথর। নদীর ভিতরকার লোকটি কুলের দিকে এগিয়ে আসে। যখন সে নদী থেকে বের হওয়ার নিকটবর্তী হয়, তখন পাড়ের লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে এবং তাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেয়। মোটকথা, লোকটি যখনই বের হয়ে আসতে চেষ্টা করে, তখনই পাড়ের লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে আগের স্থানে পৌছে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কী?

তাঁরা দু'জন বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে চললাম। কিছুক্ষণ পর আমরা সুশোভিত ও শ্যামল একটি বাগানে উপস্থিত হলাম। বাগানে বিরাট একটি গাছ আছে। সেই গাছের গোড়ায় বসে আছেন একজন বৃদ্ধ লোক ও অনেক শিশু। গাছের পাশে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সামনে রয়েছে আগুন। লোকটি সেই আগুন জ্বালাচ্ছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে নিয়ে সেই গাছে চড়লেন এবং গাছের মাঝখানে একটি ঘরে আমাকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। আমি তার চেয়ে সুন্দর ঘর আর কখনও দেখিনি। সেখানে অনেক পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু রয়েছে। এরপর সঙ্গীদ্বয় সেই ঘর থেকে বের করে আমাকে নিয়ে গাছের আরও উপরে উঠলেন এবং আমাকে আরেকটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। সেই ঘরটি আগেরটির চেয়ে আরও সুন্দর, আরও উত্তম। সেখানে অনেক বৃদ্ধ ও যুবক রয়েছে। আমি সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা আজ সারা রাত আমাকে ঘুরালেন। এখন আমি যা-কিছু দেখলাম, সেগুলো সম্পর্কে বলুন।

তাঁরা বললেন, হাঁ; বলছি। ওই যে লোকটিকে দেখলেন সাঁড়াশি দিয়ে তাঁর গাল চেরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা বলত এবং তার থেকে মিথ্যা সবখানে ছড়ানো হত। এজন্য যে আচরণ তার সাথে করা হচ্ছে দেখলেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

আর যে ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ করা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন; কিন্তু সে কুরআন থেকে গাফেল হয়ে রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনেও কুরআন অনুযায়ী আমল করত না। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এই আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখলেন।

আগুনের তন্দুরে যাদেরকে দেখলেন, তারা হল যেনাকার পুরুষ ও নারী। আর রক্তের নদীতে যাকে দেখেছেন, সে হল সুদখোর। গাছের নীচে যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।

তার চারপাশের শিশুরা হচ্ছে মানুষের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানাদি। আর যে লোকটি পাশে আগুন জ্বালাচ্ছিল, সে হল জাহান্নামের দারোগা মালেক।

আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, সেটি (জান্নাতের মধ্যে) সাধারণ মুসলমানের ঘর। আর পরে যে ঘর দেখলেন, সেটি শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম জিবরাঈল এবং ইনি মীকাঈল। এবার আপনি উপর দিকে মাথা উত্তোলন করুন।

আমি উপর দিকে মাথা তুললাম। দেখলাম, আমার মাথার উপর মেঘের মত কী একটা জিনিস রয়েছে। তাঁরা বললেন, এটাই আপনার বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন, আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকি আছে, যা আপনি এখনও পূর্ণ করেননি। যখন আপনার হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি নিজের বাসস্থানে প্রবেশ করবেন।

উপদেশ ...

কবরের আযাব ভয়ানক কঠিন; কিন্তু পরকালের শাস্তি আরও কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী।

www.QuranerAlo.net

কবর-আযাবের কারণ

কবরের সুখ ও দুঃখের কিছু কারণ আছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে হালাল ও হারাম, হেদায়েত ও গুমরাহী স্পষ্ট করে বয়ান করে দিয়েছেন। তিনি কারও উপর জুলুম করেন না। এখন আমরা জানব–

- কবর-আযাবের কারণগুলো কী কী?
- কবরে শান্তির কারণসমূহ কী কী?
- কবরের শান্তির জন্য মানুষ কীভাবে প্রস্তুতি নিবে?

• সূচনা

যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশসমূহ নিয়ে চিন্তা করবে, সে এমন কিছু আমল পাবে, যেগুলোর উপর কবর-আযাবের ধমকি বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে মানুষ সতর্ক হয়, সজাগ হয়। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–

• শিরক ও কুফ্‌র

শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ। আল্লাহ বাদে অন্যকাউকে দোআ, নামায, জবাই, প্রার্থনা ইত্যাদি এবাদতের অংশ– প্রদান করাকে শিরক বলে। দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন–

তারপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়, যার হাতে একটি লোহার হাতুড়ি আছে। সেই হাতুড়ি দিয়ে যদি কোন পাহাড়ে আঘাত করা হয়, তা হলে সেই পাহাড় চূর্ণ হয়ে যাবে। অন্ধ ও বধির ব্যক্তি সেই হাতুড়ি দিয়ে তাকে এত জোরে প্রহার করে যে, মানব-দানব বাদে পূর্ব-পশ্চিমের সবকিছু সেই প্রহারের আওয়াজ শুনতে পায় এবং লোকটি চূর্ণ হয়ে যায়। পরে আবার তার মধ্যে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

[আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪৭৫৪]

লোহার এই হাতুড়ির বিবরণ অন্য এক হাদীসে এসেছে। যেখানে নবীজী বলেছেন, পূর্ব-পশ্চিমের সবাই যদি একত্র হয়, তবুও সেই হাতুড়ি উত্তোলন করতে পারবে না। প্রহারে আগুন জ্বলে ওঠে এবং কবর আগুনে ভরে যায়।

হাতুড়ির প্রতীকী চিত্র

www.QuranerAlo.net

তা ছাড়া তার কবর এমন সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয় যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকে পড়ে। [বাইহাকী (শুআবুল ঈমান): হাদীস নং- ৩৯৫]

• প্রস্রাব থেকে পরিচ্ছন্ন না হওয়া

প্রস্রাব করার পর প্রস্রাবের ছিঁটাফোঁটা থেকে যত্নের সাথে পরিচ্ছন্ন না হওয়া। ফলে কাপড়চোপড়ে প্রস্রাবের আসর থেকে যায়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবরের বেশিরভাগ আযাব হয় প্রস্রাবের কারণেই। [হাকেম: হাদীস নং- ৬৫৪]

কবর-আযাবের আরও কিছু কারণ–

• চোগলখোরী

পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেক জনের কাছে লাগানোকে চোগলখোরী বলে।

ইবনে আব্বাস বলেন, নবী আলাইহিস সালাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হলেন। বললেন, নিশ্চয় এই দুইজনকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে; তবে বড় কোন অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। দুইজনের একজন প্রস্রাব থেকে পরিচ্ছন্ন থাকত না। আরেক জন চোগলখোরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল নিয়ে দুই ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একেকটি টুকরা গেড়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! একাজটি আপনি কেন করলেন? নবীজী বললেন, হয়তো যতক্ষণ এদুটো শুকাবে না; ততক্ষণ এদের আযাব শিথিল করা হবে।

[আবু দাউদ: হাদীস নং- ২০]

গীবত করার কারণেও কবরে আযাব হয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

যখন আমাকে মেরাজ করানো হচ্ছিল, তখন আমি এমন কওমের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হই, যাদের নখ ছিল তামার। সেই নখ দিয়ে তারা নিজের চেহারা ও বুক খোঁচাচ্ছিল। আমি বললাম, জিব্‌রাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ওইসব লোক, যারা মানুষের গোশ্‌ত খেত এবং তাদের দোষ নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হত। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪৮৮০]

www.QuranerAlo.net

• **গুলূল**

'গুলূল' বলা হয় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন হওয়ার আগে চুরি করাকে। এ ব্যাপারে হুমকি এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি গুলূল করবে, সে গুলূলকৃত বস্তু নিয়ে হাশরের ময়দানে উঠবে।

[সুরা আল-ইমরান: ১৬১]

গুলূলের কারণে কবরে আযাব হবে। আবু হোরায়রা রা. বলেন, আমরা খায়বার জয় করলাম। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে সোনারূপা পেলাম না; পেলাম গরু, উট, আসবাবপত্র ও বাগান। এরপর আমরা রসুলুল্লাহর সাথে ওয়াদীকুরা এলাম। নবীজীর সঙ্গে একটি গোলাম ছিল। তার নাম ছিল মিদআম। বনী যিবাবের কেউ তাঁকে এই গোলাম হাদিয়া দিয়েছিল। যা হোক, গোলামটি রসুলুল্লাহর আসবাবপত্র খুলছিল। এমন সময় একটি অচেনা তীর আসে এবং গোলামটির গায়ে বিদ্ধ হয়। তখন লোকজন তাকে শাহাদতের সুসংবাদ শোনাতে থাকে। এসময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, না, না; যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! খায়বারের অবণ্টিত গনীমত থেকে যে চাদর সে নিয়েছে, সেটা তার উপর আগুন জ্বালাবে। নবীজীর মুখ থেকে একথা শোনার পর এক লোক এসে জুতার একটি বা দুটি ফিতা ফেরৎ দিয়ে গেল। বলল, এটা আমি গনীমত থেকে নিয়েছিলাম। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহান্নামের জুতার একটি বা দুটি ফিতা।

[বুখারী: হাদীস নং- ৪২৩৪]

কবর-আযাবের আরও কারণ

• **ইচ্ছা করে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা**

রমযান মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত রোযা রাখা ফরয। যার উপর রোযা ফরয, তার জন্য সূর্য ডোবার আগে পানাহার করা জায়েয নয়। যদি কেউ পানাহার করে, তা হলে সে গুনাহগার হবে এবং শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।

কারণ, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ইতিমধ্যে দুই জন লোক আমার কাছে এলেন। আমার দুই বাহু ধরে একটি পাহাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, উপরে উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উপরে চড়তে জানি না।

www.QuranerAlo.net

তাঁরা বললেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করব। এরপর আমি উঠলাম। একসময় আমি যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম, তখন আচানক আমি বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এই আওয়াজ কীসের? তাঁরা বললেন, এটা জাহান্নামীদের চিৎকারের আওয়াজ। এরপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। হঠাৎ দেখি একদল লোককে পায়ের রগের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের মুখের একপাশ চেরাইকৃত, সেখান থেকে রক্ত ঝড়ছে। আমি বললাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, এরা তাদের রোযা পূর্ণ হওয়ার আগে ইফতার করত।

[হাকেমঃ হাদীস নং- ১৫৬৮]

এগুলো কবর-আযাবের কিছু কারণ, যেগুলো কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে যে, বারযাখের জীবনে এগুলো ঘটবে।

ফায়দা ...

কবরবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে মুসলমানের জ্ঞানার্জন তাকে আযাবের বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে।

www.QuranerAlo.net

কবর-আযাব থেকে মুক্তি

মুসলিমকে আদেশ করা হয়েছে করণীয়সমূহ পালন করতে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করতে। এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য। নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে এমনসব আমলের কথা বাতলে দিয়েছেন, যেগুলো কবর-আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। তা হলে

- এই আমলগুলো কী কী?
- এগুলোকে কেন অন্যগুলোর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে? এবং
- এগুলোর ফযীলত কী?

• সূচনা

সব নেক আমলই বান্দার উপকার সাধন করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার উন্নতি ঘটায়। তবে নেক আমলের শ্রেণিবিন্যাস আছে। কতগুলো অপর কতগুলোর চেয়ে উত্তম। নবী আলাইহিস সালাম কবর-আযাব থেকে মুক্তিদানকারী আমলগুলোর কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে–

• নামায

নামায সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত। যে ব্যক্তি নামায হেফাযত করে, সে পুরো দীনকেই হেফাযত করে। আর যে ব্যক্তি নামায বরবাদ করে, সে দীনের অন্যান্য হুকুম আরও বেশি বরবাদকারী। যা হোক, নামায তার হেফাযতকারী ব্যক্তিকে কবর-আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে।

• যাকাত

যাকাত ইসলামের অন্যতম একটি রুকন ও একটি সুদৃঢ় ভিত্তি। যাকাত মানুষের সম্পদের মধ্যে নির্ধারিত আল্লাহ তাআলার হক, যা শুধু নির্ধারিত আটটি খাতেই ব্যয় করতে হয়।

www.QuranerAlo.net

• রোযা

রোযাও ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। ফরয রোযা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। তা হল রযমানের রোযা। এর পরের স্তরে রয়েছে নফল রোযা। যেমন, সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা। আশুরা ও আরাফার দিনের রোযা। ফযীলতসমৃদ্ধ আরও বিভিন্ন দিনের রোযা আছে।

• কল্যাণকর বিবিধ কাজ

এটি একটি ব্যাপক বিষয়। যেকোন নেক আমলকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, এবাদত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, সমাজের বিবাদ মীমাংসা ইত্যাদি।

• সদকা ও আত্মীয়তা রক্ষা

সম্পদ, কাপড় ও আসবাবপত্রের যেকোন দানকে সদকা বলে। আত্মীয়তা রক্ষা করার ফযীলত সীমাহীন। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পিতা-মাতার হক আদায়, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ।

• সৎকাজ

সৎকাজও একটি ব্যাপক শব্দ। আল্লাহর আদেশকৃত সব আমলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই মুচকি হাসি একটি সৎকাজ; উপদেশ প্রদান একটি সৎকাজ; দান-খায়রাত একটি সৎকাজ। ...

• এহসানের আচরণ

এটিও একটি ব্যাপক শব্দ। মানুষকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়া, মার্জিত আচরণ করা– সবই এহসানের অন্তর্ভুক্ত।

এসব ফযীলত নবীজী একটি হাদীসের মধ্যে সমবেত করে বয়ান করেছেন। তিনি বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! দাফন শেষে যখন লোকজন ফিরে আসতে থাকে, তখন মাইয়েত তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। যদি সে নেককার হয়, তা হলে নামায তার মাথার কাছে অবস্থান নেয়, যাকাত স্থান গ্রহণ করে ডান পাশে, রোযা বাম পাশে, কল্যাণের বিবিধ আমল, সৎকাজ ও এহসান জায়গা নেয় মানুষের পায়ের কাছে। এরপর মাথার দিক থেকে তার কাছে আসতে চেষ্টা করা হয়, তখন নামায বলে, আমার এই দিক দিয়ে আসার জায়গা নেই।

www.QuranerAlo.net

তখন আসতে চেষ্টা করা হয় ডান দিক থেকে। তখন যাকাত বলে, আমার এই দিক দিয়ে আসার পথ নেই। এরপর চেষ্টা করা হয় বাম দিক থেকে আসার জন্য। তখন রোযা বলে, আমার এই দিক দিয়ে প্রবেশপথ নেই। তারপর পায়ের দিক থেকে আসতে চেষ্টা করা হয়, তখন বিবিধ নেক আমল, সৎকাজ ও এহসান বলে, আমার এই দিক দিয়ে প্রবেশ করার রাস্তা নেই। ...

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ যদি মুমিন হয় তাহলে কবরে প্রবেশ করার পর তার আমল নামায, রোযা তাকে ঘিরে ধরে। নবীজী বলেন, তখন তার কাছে নামাযের দিক থেকে ফেরেশতা আসেন, নামায তাকে ফিরিয়ে দেয়। আবার আসেন রোযার দিক থেকে, তখন রোযা তাকে ফিরিয়ে দেয়।... [আহমাদ: হাদীস নং- ২৬৯৭৬]

• কবর-আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

দোআ ও আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা বান্দার উপকার করে থাকে; আযাব থেকে মুক্তি দেয়। এজন্যই কবর-আযাব থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করতে হয়। নবী আলাইহিস সালাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি ব্যর্থতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবরের আযাব থেকে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬৩৬৭]

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে এই কালিমাগুলো তেমনই গুরুত্বের সাথে শেখাতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে লেখা শেখানো হয়ে থাকে– হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কার্পণ্য থেকে। তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি ভীরুতা থেকে। তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি নিকৃষ্টতর বয়সে উপনীত হওয়া থেকে। তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের আযাব থেকে। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৩৭০]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথাগুলো বলে খুব বেশি দোআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দোযখের ফেতনা, দোযখের আযাব, কবরের ফেতনা, কবরের আযাব, মাসীহে দাজ্জালের ফেতনার অনিষ্ট, দারিদ্র্যের ফেতনার অনিষ্ট ও ধনাঢ্যতার ফেতনার অনিষ্ট থেকে। [নাসায়ী: হাদীস নং- ৫৪৬৬]

www.QuranerAlo.net

এমনইভাবে আমাদেরকে জানাযার নামায আদায়ের সময় মৃতকে যেন আল্লাহ তাআলা কবরের ফেতনা থেকে মুক্তি দেন, সেজন্য দোআ করতে নির্দেশ করা হয়েছে। আউফ ইবনে মালেকের হাদীসে এসেছে, এক জানাযার নামায আদায়ের পর তিনি নবীজীকে দোআ করতে গিয়ে বলতে শুনেছেন–

হে আল্লাহ! তুমি একে মাফ করে দাও; একে দয়া করো; একে বিপদ থেকে রক্ষা করো; একে মার্জনা করে দাও; এর মেহমানদারী উন্নত করো; এর প্রবেশক্ষেত্র প্রশস্ত করে দাও; একে পানি, বরফ ও বুদবুদ দ্বারা ধৌত করো; একে তুমি গুনাহখাতা থেকে তেমনইভাবে পবিত্র করো, যেমনইভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়; এর দুনিয়ার বাড়ির বিনিময়ে আরও উত্তম বাড়ি দান করো; এর দুনিয়ার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দাও; এর দুনিয়ার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করো; একে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও এবং একে কবরের আযাব থেকে হেফাযত করো। [মুসলিম: হাদীস নং- ২২৭৬]

• কবর-আযাব থেকে মুক্ত

নবী আলাইহিস সালাম এমনসব আমলের কথা বাতলে দিয়েছেন, যেগুলো মানুষকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়। শরীয়তের বিভিন্ন ঘোষণায়ও এসেছে যে, কিছু কিছু লোককে আল্লাহ তাআলা কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তাদের বর্ণনা নিম্নরূপ–

১. শহীদ

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে যিনি নিহত হন, যখন তার মধ্যে এখলাস থাকে এবং তিনি শুধু সামনে বাড়তে থাকেন; পিছপা হন না, এমন ব্যক্তিকে শহীদ বলা হয়। এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাস করল, শহীদ ছাড়া অন্য মুমিনদেরকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এর কারণ কী? নবীজী বললেন, মাথার উপর তলোয়ারের ঝলকানীর পরীক্ষাই তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। [নাসায়ী: হাদীস নং- ২০৫৩]

অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় লড়তে গিয়ে মুমিন মুজাহিদের অবিচলতা, লড়াইয়ের ময়দান থেকে পলায়ন না করা, তার অন্তরে পাকা ঈমান থাকা এবং দীনের উপর তার দৃঢ় থাকার প্রমাণ। সুতরাং কবরে তাকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই, অথবা আল্লাহর উপর তার ঈমান আছে কি না, এবং রসূলকে সে সত্য মনে করে কি না, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা অবান্তর।

www.QuranerAlo.net

২. আল্লাহর রাস্তার প্রহরী

আল্লাহর রাস্তায় পাহারা। শত্রুর আক্রমণের স্থানে দাঁড়ানোই পাহারার উদ্দেশ্য। প্রহরী মুসলমানদের পক্ষ থেকে শত্রুদেরকে প্রতিহত করে। সুতরাং যেসব মুজাহিদ পরিবার-পরিজন ছেড়ে ইসলামের সহায়তার জন্য শত্রুর মুখোমুখি হয়, তার জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মৃতের আমল বন্ধ হয়ে যায়; তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারী করতে করতে মারা যায়, তার আমল কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বাড়ানো হতে থাকে। আর সে কবরের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

[তিরমিযী: হাদীস নং- ১৬২১]

নবীজী আরও বলেছেন, একদিন ও এক রাতের প্রহরা এক মাস দিনের বেলায় রোযা ও রাতের বেলায় তাহাজ্জুদের চেয়ে উত্তম। সে যদি মারা যায়, তা হলে তার ওইসব আমল চলতে থাকে, যেগুলো সে আদায় করত। তাকে (উত্তম) রীবিকা দেওয়া হয় এবং সে (কবরের) ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৫০৪৮]

৩. পেটের পীড়ায় মৃত

বালা-মসিবতের কারণে আল্লাহ গুনাহখাতা মাফ করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এই বালা-মসিবতের মধ্যে রয়েছে অসুখ-বিসুখ ও ব্যথা-বেদনা। অসুখ হয়ে মারা যাওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, পেটের পীড়া যাকে হত্যা করে, কখনই তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে না।

[নাসায়ী: হাদীস নং- ২০৫১]

পেটের পীড়া তাকে হত্যা করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে সে পেটের পীড়ায় মারা যায়। যেমন, পেট বা কলজের ক্যান্সার। এ ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালামের হাদীস সাক্ষী– পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ। [বুখারী: হাদীস নং- ৫৭৩৩] অর্থাৎ যে পেটের অভ্যন্তরের কোন রোগে মারা যাবে, সে শহীদের প্রতিদান লাভ করবে।

www.QuranerAlo.net

৪. সুরা মুলক পাঠকারী

পুরো কুরআন শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ। তবে নবী আলাইহিস সালাম কুরআনের কিছু কিছু অংশের বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে সুরা মুলক অন্যতম। এই সুরা কবর-আযাব থেকে মুক্তি-দানকারী।

আমাদের নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, **সুরা মুলক কবরের আযাব প্রতিহতকারী।** [বায়হাকী (দালাইলুন নুবুওয়াহ): হাদীস নং- ২৯৬৫]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সুরা তাবারাকাল্লাযী প্রত্যেক রাতে পড়বে, আল্লাহ তাআলা এর উসিলায় তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। রসুলুল্লাহর যামানায় আমরা এর নাম বলতাম 'প্রতিহতকারী'। এটা আল্লাহর কিতাবের একটি সুরা। যে ব্যক্তি এই সুরা প্রত্যেক রাতে পড়ল, সে অনেক কিছু করল এবং সে উত্তম নেক আমল করল। [নাসায়ী: হাদীস নং- ১০৫৪৭]

ফায়দা

কবর প্রত্যেক মাইয়েতকে জাবড়ে ধরে যেমন, সা'দ ইবনে মুআযের ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, এর জন্য আরশ নড়ে উঠেছে; এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্যই একে জাবড়ে ধরা হয়েছিল, পরে একে ছেড়ে দেওয়া হয়। [নাসায়ী: হাদীস নং- ২১৮২]

নূর ...

যে ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে মুক্তিদানকারী আমলসমূহ আবশ্যক রূপে পালন করে, সে সৌভাগ্য ও নেয়ামতসমূহের উপযুক্ত।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

কিছু মাখুলক ধ্বংস হবে না

আমাদের রব সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তিনি চিরঞ্জীব। একদিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তিনি ছাড়া। তাঁর রাজত্ব বাদে সমস্ত রাজত্বই ক্ষয়িষ্ণু। আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, ভূপৃষ্ঠের সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে; বাকি থাকবেন শুধু তোমার রব, যিনি মহত্ত্ব ও অনুগ্রহের অধিকারী। [সুরা রাহমান: ২৬-২৭]

হাঁ, যারা দুনিয়ার উপর আছে, তারা সবাই মারা যাবে; ধ্বংস হয়ে যাবে। মাটি তাকে খেয়ে ফেলবে। তবে শরীয়তের বক্তব্যে কয়েকটি জিনিস ধ্বংস না হওয়ার কথা উল্লেখ আছে।

- সেই জিনিসগুলো কী কী? এবং
- সেগুলো ধ্বংস না হওয়ার অর্থ কী?

• সূচনা

আল্লাহ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু জিনিস ধ্বংস করে দিবেন; কিছু জিনিস অবশিষ্ট রাখবেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় সবকিছু সৃষ্টি করেন। আটটি জিনিস বাদে সমস্ত মাখলুক মারা যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই আট বস্তু হচ্ছে এই–

পুচ্ছ হাড়

পুচ্ছ হাড় হচ্ছে মেরুদণ্ডের হাড্ডির সর্বশেষ কোষ। আরবীতে একে উস্‌উস বলা হয়। পুরো মানবদেহ ধ্বংস হয়ে যাবে; মাটি খেয়ে ফেলবে, তবে পুচ্ছ হাড় বাদে। এই হাড় থেকেই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, বনী আদমের পুরো দেহই মাটি খেয়ে ফেলে পুচ্ছ হাড় বাদে। ওই হাড় থেকেই মানবদেহ পুনর্গঠিত হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৬০৪]

• রূহ

রূহের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছে। তবে দেহের অস্তিত্ব ও জীবন তার মধ্যে রূহ থাকার উপর নির্ভরশীল। যখন রূহ দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন দেহ মরে যায়। রূহ চলে যায় আসমানে। নেককার হলে সেই রূহের জন্য আসমানসমূহের দরজা খুলে দেওয়া হয়। নেককার না হলে আসমানসমূহের দরজা বন্ধই রাখা হয়।

www.QuranerAlo.net

উভয় অবস্থায় পরে রূহ দেহে ফিরে আসে।

এই রূহ মরে না। নবী আলাইহিস সালাম শহীদদের ব্যাপারে বলেছেন, তাদের রূহ সবুজ পাখির পেটের মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়। সেগুলোর জন্য আরশের সাথে ঝোলানো ঝাড় বাতি আছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, তারপর সেই ঝাড় বাতির কাছে ফিরে আসে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৯৯৩]

মুমিনদের রূহের ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, মুমিনের প্রাণ হচ্ছে জান্নাতের গাছগাছালির পাখি। কিয়ামতের দিন তাকে তার দেহে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। [নাসায়ী: হাদীস নং- ২০৭৩]

• জান্নাত ও জাহান্নাম

আল্লাহ তাআলা এই দুটি ঠিকানা বানিয়েছেন অনুগতদেরকে পুরস্কৃত করা এবং বিদ্রোহীদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য। এ দুটিও ধ্বংস হবে না; অবশিষ্ট থাকবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

[সুরা নিসা: ৫৭]

• আরশ

আরশের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সিংহাসন, যাতে কোন রাজা উপবেশন করেন। আমাদের প্রতিপালকের বড়ত্ব ও মর্যাদা অনুসারে তাঁর একটি আরশ আছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের সাত জায়গায় আরশের উপর তাঁর সমাসীন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন–

আল্লাহ তাআলা বলেন, রহমান আরশে সমাসীন হয়েছেন। [সুরা ত্বাহা: ০৫]

তিনি আরও বলেছেন, এরপর তিনি সমাসীন হয়েছেন আরশের উপর।

[সুরা আ'রাফ: ৫৪]

আরশ হচ্ছে সর্বপ্রথম সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা একে অবশিষ্ট রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন; ধ্বংস করার জন্য নয়। সুতরাং শিঙ্গায় ফুৎকারের সময় অন্যান্য মাখলুক ধ্বংস হবে; কিন্তু আরশ ধ্বংস হবে না।

• কুরসী

কুরসী হচ্ছে আমাদের প্রতিপালকের কদম রাখার স্থান। যেমন, ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন। [সিফাতুল্লাহ: ২২৩] সুতরাং কুরসী ধ্বংস হবে না।

• হুরে ঈন

এরা জান্নাতের নারী। শুধু জান্নাতের জন্য এদেরকে বানানো হয়েছে। এরা অন্যান্য মাখলুকের সাথে ধ্বংস হবে না।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• **লওহ**

এ হচ্ছে লওহে মাহফুজ, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের তাকদীর লিখে রেখেছেন। এই লওহও অবশিষ্ট থাকবে; ধ্বংস হবে না।

• **কলম**

এ হচ্ছে সেই কলম, যেটা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা মানুষের ভাগ্য লেখার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টি করেছেন, তারপর সেটাকে বলেছেন, লেখো। কলম বলল, হে আমার রব! কী লিখব? আল্লাহ বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত সব জিনিসের ভাগ্য।

[আবু দাউদ: ৪৭০২]

এই আট বিষয়কে ইমাম সুয়ূতী দুটি পংক্তির মধ্যে একত্র করেছেন–

ثَمَانِيَةٌ حُكْمُ الْبَقَاءِ يَعُمُّهَا مِنَ الْخَلْقِ وَالْبَاقُونَ فِي حَيِّزِ الْعَدَمِ
هِيَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ نَارٌ وَجَنَّةٌ وَعَجْبٌ وَأَرْوَاحٌ كَذَا اللَّوحُ وَالْقَلَمُ

সৃষ্টির মধ্য থেকে আট বস্তুর জন্য অবিনশ্বরতার বিধান প্রযোজ্য; বাকি সবকিছু বিনাশের আওতাভুক্ত। সেই আট বস্তু হচ্ছে আরশ, কুরসী, জাহান্নাম, জান্নাত, পুচ্ছ, রূহ, লওহ ও কলম।

আকীদা ...

আমাদের রব যা ইচ্ছা করেন, তাই সৃষ্টি করেন। যা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন এবং যা ইচ্ছা ধ্বংস করেন।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

কবর সম্পর্কিত সাতটি মাসআলা

কবর সম্পর্কে সমাজে কিছু ভুল ধারণা, কিছু বিতর্ক ও কিছু গলদ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেগুলো কোন কোন অঞ্চলে আছে; আবার কোন কোন অঞ্চলে নেই। কবর সংক্রান্ত আলোচনার শেষে এ বিষয়ে অবহিত করতে চাই। তা হলে

- এই মাসআলাগুলো কী কী?
- মানুষের বিতর্ক কী কী নিয়ে?
- এগুলোর সমাধান কী হতে পারে?

• সূচনা

মানুষকে শিক্ষা দেওয়া ও উপদেশ করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী-রসূলকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে কল্যাণ ও হেদায়েতের দিকনির্দেশনা দিতেন; বিপথগামী না হওয়ার জন্য সতর্ক করতেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কবর ও কবরের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে যেসব বিধি-বিধান ও নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও মানুষকে হেদায়েত ও সাবধান করার জন্য। সেগুলো থেকে কয়েকটি মাসআলা এখানে উল্লেখ করছি–

• প্রথম মাসআলা

নিশ্চয় কবরের আযাব ও তার সুখ-শান্তি গায়বী ব্যাপার; এ বিষয়ে বিবেক খাঁটিয়ে কিছু বলা যাবে না। মুমিনদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গায়বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **আলিফ, লাম, মীম। এটা এমন কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই; এটা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত, যারা গায়বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।** [সুরা বাকারা: ১-৩]

জানা থাকা দরকার যে, কবরের আযাব হচ্ছে বারযাখের আযাব। যে-ই মারা যাবে, সে-ই আযাবের উপযুক্ত হবে। সে তার প্রাপ্য অংশ পেয়ে যাবে। চাই তাকে কবর দেওয়া হোক, অথবা না হোক। যদি কাউকে হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলে, অথবা জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়া হয়, অথবা শূলে চড়ানো হয়, কিংবা সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তার রূহ ও শরীরে সেই আযাব পৌঁছবেই, যা কবরে দাফনকৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• দ্বিতীয় মাসআলা

কারও মৃত্যুর পর যেসব হারাম কাজ সমাজের মানুষ বিশেষত নারীসমাজ করে থাকে, সেগুলোর মধ্যে ক্রন্দন, বিলাপ ও আহাজারি সবচেয়ে মারাত্মক।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, (বিপদের সময়) যে গাল চাপড়ায়, কাপড়ের গলাবন্দ ছেঁড়ে এবং জাহেলী যুগের হাঁকডাক দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

[বুখারী: হাদীস নং- ১২৯৪]

নবীজী আরও বলেছেন, বিলাপকারিণী যদি মৃত্যুর আগে তওবা না করে, কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার পরিধানে আলকাতরার পায়জামা ও খুঁজলীর জামা থাকবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ২২০৩]

যার কোন প্রিয়জন মারা যাবে, তার কর্তব্য হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা ও সওয়াবের আশা করা। সবরের উপর মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ গ্রহণ করা। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন আমি আমার মুমিন বান্দার কোন প্রিয়জনকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিই এবং সে ধৈর্য ধারণ করে, তখন সেই বান্দার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

[বুখারী: হাদীস নং- ৬৪২৪]

• তৃতীয় মাসআলা

কবর যিয়ারতের অনুমোদন আছে। যিয়ারতের উদ্দেশ্য হতে হবে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ; কবর, কবরের মাটি অথবা সমাধিস্ত ব্যক্তি থেকে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্য করা যাবে না।

যিয়ারত করার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করাও জায়েয নয়। কেননা, নবী আলাইহিস সালাম থেকে প্রমাণিত নয় যে, তিনি যিয়ারতের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, কেউ যদি আমাদের এই ধর্মে এমন কোন বিষয় উদ্ভাবন করে, যা (প্রকৃতপক্ষে) এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৫৮৯]

অনেকে কবর যিয়ারতের সময় সুরা ফাতেহা পড়েন, এটা বেদআত। কেননা, নবী আলাইহিস সালাম থেকে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআনের কোন অংশ পাঠ করার কথা প্রমাণিত নয়; তিনি বরং মৃতদের জন্য দোআ করতেন এবং তাদের জন্য এস্তেগফার করতেন।

www.QuranerAlo.net

কোন কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করাও জায়েয নয়। কেননা, নবীজী বলেছেন, তিনটি মসজিদ বাদে অন্য কোথাও যিয়ারত করার জন্য যানবাহন প্রস্তুত করা যাবে না। সেই তিন মসজিদ হচ্ছে মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদে আকসা। [মুসলিম: হাদীস নং- ৩৪৫০]

• চতুর্থ মাসআলা

জানাযার ক্ষেত্রে অনেক কুসংস্কার ও বেদআত রয়েছে। যেমন–

• মৃতদেহ বা কবরের উপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করা। এতে কাফেরদের সাথে তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় কাজের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কওমের সাথে সাদৃশ্য রাখবে, (কিয়ামতের দিন) সে তাদেরই দলভুক্ত সাব্যস্ত হবে। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪০৩৩]

• একইভাবে শহীদ বা অন্যকোন মৃতের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বা কিছু সময় নীরবতা পালন করা। এটা অত্যন্ত গর্হিত বেদআত। কাফেরদের ধর্মীয় কালচারের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন। যেকোন মৃতের জন্য দোআ ও এস্তেগফার করাই যথেষ্ট।

• এমনইভাবে স্মরণ বা অন্যকোন উদ্দেশ্যে মৃতদের ছবি সাটানো একটি কুসংস্কার। এই কাজ তো জীবিতদের বেলায়ও জায়েয নয়। নবী আলাইহিস সালাম আলী রাযিয়াল্লাহ আন্হুকে বলেছিলেন, কোন ছবি পেলেই তা মুছে ফেলবে এবং কোন উঁচু কবর পেলেই তা সমান করে দিবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ২২৮৭]

• জানাযা বহন করার সময় উচ্চ আওয়াজে কালিমা পড়া বা সম্মিলিতভাবে তাকবীর বলা একটি কুসংস্কার। নিয়ম হচ্ছে এসময় লোকজন নীরবে আল্লাহ তাআলার যিকির করতে থাকবে।

• এমনইভাবে কবরে বা মৃতকে দাফন করার পর আযান দেওয়া একটি কুসংস্কার। নবী আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাহাবা থেকে এমন কিছু বর্ণিত হয়নি। নবীজী বরং বলেছেন, কেউ যদি আমাদের এই ধর্মে এমন কোন বিষয় উদ্ভাবন করে, যা (প্রকৃতপক্ষে) এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৫৮৯]

www.QuranerAlo.net

- একইভাবে জানাযার পর, অথবা মৃতকে দাফন করার পর সম্মিলিতভাবে দোআ করাও বেদআতের অন্তর্ভুক্ত। বিধান হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে দোআ করবে।

- আরেকটি কুসংস্কার হচ্ছে মাইয়েতকে বাকসের ভিতরে দাফন করা। নিয়ম হচ্ছে শুধু কাফন সহকারে মৃতকে দাফন করে দেওয়া; কোন প্রকার বাকসু ছাড়া। তবে যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তা হলে ভিন্ন কথা। যেমন, মৃতদেহ যদি টুকরা টুকরা হয়; অথবা সরকারের আইন থাকে যে, বাকসু ছাড়া কোন মৃতদেহ দাফন করা যাবে না এবং মৃতের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে সেই আইন লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় বাকসুতে ভরে মৃতদেহ দাফন করা যাবে।

• পঞ্চম মাসআলা

যটি কোন জীবিত মুসলমান কোন নেক আমল করে সেটার সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করেন, তা হলে তা জায়েয; কোন অসুবিধা নেই। তবে এই কাজটি শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে করতে হবে। যেমন, মৃতের জন্য দোআ করা। তার পক্ষ থেকে হজ, উমরা, সদকা ও কুরবানী করা। যে ব্যক্তি মারা গেছে, তার যিম্মায় যদি ফরয রোযা থাকে, তা হলে সেটাও জীবিত ব্যক্তি আদায় করে দিতে পারে। তবে মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব প্রদানের নিয়ত করে নামায আদায় করা সহীহ নয়। কেননা, বিষয়টি নবী আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত হয়নি। এমনইভাবে মাইয়েতকে সওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে বিনিময় দিয়ে কোন কারী সাহেবকে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য নিযুক্ত করাও বেদআত।

• ষষ্ঠ মাসআলা

পরিত্যাজ্য সম্পদ বণ্টনের আগে মৃতের দাফন-কাফনের খরচ, ঋণদাতাদের পাওনা ও তার অসিয়ত পরিশোধ করতে হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, মুমিনের প্রাণ তার ঋণের সাথে ঝুলে থাকে, যতক্ষণ তা পরিশোধ করা না হয়।

[আহমাদ: হাদীস নং- ১০৫৯৯]

• সর্বশেষ মাসআলা

এটাই সবচেয়ে বড় মাসআলা ও কঠিন বিপদ। তা হল কবরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত শিরক। যেমন, কেউ কবর তওয়াফ করে; কবরবাসীর কাছে নিজের প্রয়োজন কামনা করে। কেউ বিশ্বাস করে কবরের অধিবাসী ওলী বিপদ দূর করতে পারে; হাজত পুরা করতে পারে।

www.QuranerAlo.net

অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের মতই বান্দা। ঠিক আছে, তোমরা তাদেরকে ডাকো এবং তারাও যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

[সুরা আ'রাফ: ১৯৪]

কিছু কিছু কবরপূজারী কবরের চারদিকে তওয়াফ করে; কোণায় কোণায় স্পর্শ করে; কবরের বেড়া চুম্বন করে; কবরের সামনে সেজদা দেয়; নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে; রোগমুক্তি ও সন্তান প্রদানের দাবি জানায়। অনেক সময় যিয়ারতকারী কবরবাসীকে এভাবে সম্বোধন করে, 'বাবা! অনেক দূর থেকে তোমার কাছে এসেছি, তুমি আমাকে বঞ্চিত কোরো না।' এরপর রোগ ভালো করে দেওয়ার জন্য, হারানো বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে ডাকতে থাকে; দুই রাকাত নামায পড়ে এসব ব্যাপারে আল্লাহকে ডাকার কথা ভুলে যায়।

আল্লাহ বলেন, ওই ব্যক্তির চেয়ে গুমরাহ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা তাদের দোআ সম্পর্কে উদাসীন।

[সুরা আহকাফ: ৫]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন শরীককে ডাকতে ডাকতে মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৪৪৯৭]

সুতরাং অমুক ফকীর অমুক কবরের পাশে গিয়ে ডাক দিয়েছে, তাই সে ফকীরকে সাহায্য করেছে, অমুক রোগী অমুক কবরে গিয়ে ডাক দিয়েছে, তাই সে তাকে সুস্থ করে দিয়েছে, অথবা তাকে সন্তান দেওয়া হয়েছে– এ জাতীয় কথা শুনে প্রতারিত হবেন না। বরং আল্লাহর কাছে দোআ করার জন্য মনোযোগ দিন। নামাযের মধ্যে, মসজিদে গিয়ে, হজ-উমরার সময় তাঁর কাছে দোআ করুন; বরকত লাভের আশা করে কোন কবরের পাশে গিয়ে আল্লাহর কাছে চাইবেন না।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ হারাম এমন কি সেই মসজিদে নামায পড়াও জায়েয নয়, যার ভিতরে, আঙিনায়, বা কেবলার দিকে কবর আছে। কেননা, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, মনে রেখো, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও নেককারদের কবরকে মসজিদ বানাত। সাবধান, তোমরা কিন্তু কবরকে মসজিদ বানিয়ো না। কেননা, আমি তোমাদেরকে নিষেধ করে যাচ্ছি। [মুসলিম]

কবরের উপর ভবন নির্মাণ করাও জায়েয নয়। সেটা যেমনই হোক না কেন? নবী আলাইহিস সালাম কবর পাকা করতে, সেখানে বসতে এবং তার উপর ভবন নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

[মুসলিম: হাদীস নং- ২২৮৯]

নিয়ম হচ্ছে মাইয়েতকে আগে কবরে রাখা হবে, তারপর মাটি ঢেলে দিতে হবে, যেই মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কবর আধ হাতের চেয়ে বেশি উঁচু করা যাবে না।

কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করাও হারাম। নবী আলাইহিস সালাম আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে বলেছিলেন, কোন ছবি পেলে তা মুছে দাও। কোন উঁচু কবর পেলে তা সমান করে দাও।

[মুসলিম: হাদীস নং- ২২৮৭]

যেমন, আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীজী কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং ভবন নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

[মুসলিম: হাদীস নং- ২২৮৯]

আমাদের রব ও মালিক বলেন–

তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। আর তোমরা যদি তাদেরকে আহ্বান কর সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহ্বান অনুযায়ী চলবে না; তাদেরকে আহ্বান জানানো, কিংবা নীরব থাকা– উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা; অতএব, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তাদের কি পা আছে, যদ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যদ্বারা তারা ধরে, অথবা তাদের কি চোখ আছে, যদ্বারা তারা দেখতে পায়, কিংবা তাদের কি কান আছে, যদ্বারা তারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা ডাকো তোমাদের শরীকদেরকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল করো, এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না। আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, বস্তুত তিনিই সাহায্য করেন নেককার বান্দাদেরকে। আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক, তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহ্বান কর, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না; আর তুমি তো তাদেরকে দেখছ, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; অথচ তারা কিছুই দেখতে পায় না। [সুরা আ'রাফ: ১৯১-১৯৭]

সত্য ...

আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয়– আপনার এই ঈমানের দাবি হচ্ছে আপনি শুধু তাঁকেই ডাকবেন, কোন মাধ্যম ছাড়া।

www.QuranerAlo.net

শেষ বিচারের দিন

www.QuranerAlo.net

প্রত্যেক বান্দার ভাগ্যে আল্লাহ তাআলা যতদিন বারযাখে অবস্থান করার কথা লিখে রেখেছেন, ততদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কিয়ামত আসবে। তখন আল্লাহ তাআলা শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার অনুমতি দিবেন। সুতরাং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তারপর মানুষকে সমবেত করা হবে এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। এখন আমরা জানব–

- কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে?
- শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার অর্থ কী?
- মানুষ কীভাবে কবর থেকে বের হবে?
- যাদেরকে দাফন করা হয় না, যেমন, নদীতে ডোবা বা ভস্ম হওয়া মরদেহ– তাদেরকে কীভাবে উঠানো হবে?
- আল্লাহ কি শুধু মানুষকে সমবেত করবেন, না কি সব মাখলুককেই?
- জিনদেরকে কীভাবে তোলা হবে?
- আর...?

এমন অনেক প্রশ্ন, যেগুলো এসে মাথায় গিজগিজ করে, সামনের কয়েকটি পরিচ্ছেদে আমরা সেগুলোর বিস্তারিত উত্তর দিব ইনশা আল্লাহ।

www.QuranerAlo.net

পরকালের প্রতি ঈমান

সূচনা

পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম একটি রুকন। আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, বরং পুণ্য হচ্ছে ওই ব্যক্তির, যে আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। [সুরা বাকারা: ১৭৭]

ঈমানের ব্যাখ্যায় নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, (ঈমান হচ্ছে) তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসুলগণ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। আরও বিশ্বাস করবে তাকদীরের ভালো-মন্দকে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ১০২]

আখেরাতের উপর ঈমান আনার অর্থ

কিয়ামতের আগমন ও সেখানে যাকিছু হবে, তার উপর প্রবল বিশ্বাস স্থাপন করা। মৃত্যু ও তার পরবর্তী বিষয়গুলো সত্য জ্ঞান করা এবং কিয়ামতের আলামতসমূহ বিশ্বাস করা।

যে ব্যক্তি পরকাল অস্বীকার করে, অথবা তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে বড় ধরণের কুফরে লিপ্ত হয়ে যায় এবং তার এই অস্বীকৃতি তাকে ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবাদি, তাঁর নবী-রসূল ও পরকাল অস্বীকার করে, সে অনেক দূরবর্তী ভ্রষ্টতার শিকার হয়।

[সুরা নিসা: ১৩৬]

পরকাল যে সংঘটিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি এতে সন্দেহ করে, সে মারাত্মক কুফরের শিকার। কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন যে, কাফেররা পরকাল এবং আল্লাহ তাআলা যে মাখলুককে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, সে কথা বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সম্পর্কে বলেন যে, তারা বলে থাকে, আমরা কেবল ধারণা করে থাকি; আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। [সুরা জাসিয়া: ৩২]

সুতরাং পরকাল আগমনের ব্যাপারে শক-সন্দেহ ও দ্বিধামুক্ত দৃঢ় একীনের ঈমান ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা সফলকাম মুমিনদের ব্যাপারে বলেন, আর যারা বিশ্বাস করে সেটা, যেটা তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যেটা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে এবং পরকালকে তারা বিশ্বাস করে।

[সুরা বাকারা: ৪]

যা হোক, পরকাল যে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর নিশ্চয় কিয়ামত অনুষ্ঠিতব্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ কবরের লোকদেরকে পুনরায় তুলবেন। [সুরা হাজ: ৭]

আলোকবর্তিকা ...

যে ব্যক্তি পুনরুত্থান, হাশর ও জান্নাত-জাহান্নাম বিশ্বাস করে না, সে কাফের।

www.QuranerAlo.net

শেষ দিনের বৈশিষ্ট্যাবলি

আল্লাহ তাআলা সবকিছু বয়ান করে কিতাব নাযিল করেছেন। সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য নবীরসুল প্রেরণ করেছেন। এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা শেষ দিনের বিভিন্ন বিষয় আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং পরকালের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেছেন। এখন আমরা জানব–

- শেষ দিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী?
- বিভিন্ন ভয়ানক বিবরণ কেন এসেছে?
- শেষ দিনের এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার পর একজন মুমিনের করণীয় কী?

সূচনা

শেষ দিন বলতে সেই দিন বোঝানো হয়ে থাকে, যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আল্লাহ এই দিনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বয়ান করেছেন, যেগুলো ওই দিনের অবস্থা এবং ওই দিনে মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যে–

এই দিন সত্য, তার সংঘটন নিয়ে কোন সন্দেহ নেই

হাঁ, নিশ্চয় কিয়ামত সত্য, অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা যথার্থ। সুতরাং তোমাদেরকে যেন দুনিয়ার জীবন প্রতারিত না করে। প্রতারিত না করে যেন প্রবঞ্চক। [সুরা ফাতির: ৫]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামত সত্য। [বুখারী: হাদীস নং- ১১২০]

কাফেরদের জন্য কঠিন দিন

সে দিন আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। সমাপ্ত হবে দুনিয়ার আয়ু। ভালো-মন্দ যে যা আমল করেছে, তা সামনে উপস্থিত পাবে। কেউ নেকী বাড়াতে পারবে না; কেউ গুনাহও কমাতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, সে দিনটি একটি কঠিন দিন, কাফেরদের জন্য; যা মোটেই সহজ নয়। [সুরা মুদ্দাস্‌সির: ৯-১০]

তবে মুমিনদের জন্য দিনটি হবে অত্যন্ত সহজ। কেননা, সবচেয়ে বড় ভীতিও তাদেরকে পেরেশান করবে না। তাদের মধ্য থেকে কেউ অবস্থান করবে আল্লাহ তাআলার কাছে আরশের ছায়ায়।

www.QuranerAlo.net

তাদের বিভিন্ন অবস্থা হবে অত্যন্ত সুখময়। সেগুলোর বিবরণ সত্বর আসবে।

পরিপূর্ণ বদলা প্রদানের দিন

সে দিন মানুষের আমলের পরিপূর্ণ বদলা দেওয়া হবে। আমল ভালো হলে ভালো প্রতিদান; আমল খারাপ হলে খারাপ প্রতিদান। সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ; পরিবর্তন ও মিথ্যা থেকে সুরক্ষিত। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তখন কেমন হবে, যখন আমি তাদেরকে একত্র করব এমন এক দিনে, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জন পুরিয়ে দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। [সুরা আল-ইমরান: ২৫]

আল্লাহর কাছে নির্ধারিত একটি দিন

এই দিনটি তার নির্ধারিত সময় থেকে একটু এগোবেও না; একটু পেছাবেও না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, বলো, তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে। তা থেকে তোমরা মুহূর্ত কাল পেছাতেও পারবে না; এগোতেও পারবে না। [সুরা সাবা: ৩০]

খুব নিকটবর্তী একটি দিন

হাঁ, দিনটি খুব নিকটে; আমরা যদিও দূরবর্তী মনে করি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতকে অবগত করেছেন এবং তাদেরকে যেসব ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো অতিবাহিত হয়েছে। এরপর আমাদের এই উম্মতের আগমন ঘটেছে। যেমন, আমাদের নবী আলাইহিস সালাম শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গলী মিলিয়ে দেখিয়ে বলেছেন, আমি ও কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৫৯৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা (কিয়ামতকে) অনেক দূরে মনে করে; অথচ আমি দেখছি অনেক কাছে।

[সুরা মাআরিজ: ৬-৭]

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

হঠাৎ এসে পড়বে দিনটি

মানুষ পড়াশোনায় অনেক উন্নতি করেছে, তাদের উপলব্ধি এখন অনেক পাকা; কিন্তু কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে, সেটা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এই বিরাট রহস্যটি আল্লাহ নবী-রসূল ও ফেরেশতাদের থেকেও গোপন রেখেছেন। যাকেই এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হোক, সে প্রশ্নকারীর চেয়ে এ বিষয়ে অধিক জানে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, বরং তাদের উপর কিয়ামত আচানক এসে পড়বে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে। তারা তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। [সুরা আম্বিয়া: ৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে, কবে তা অনুষ্ঠিত হবে। বলো, তার জ্ঞান আমার রবের কাছে। তার সময় সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। আসমান ও জমিনের জন্য সেটা অত্যন্ত কঠিন। সেটা তোমাদের উপর আপতিত হবে আচানক। [সুরা আ'রাফ: ১৮৭]

বিশাল দিন

কিয়ামতের দিনটি মাখলুকের জন্য সবচেয়ে বড় দিন। তার আগে বা পরে অত বড় দিন আর দ্বিতীয়টি নেই। এই দিনে বড় বড় ঘটনা ঘটবে। বিভিন্ন দৃশ্য থাকবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, সেই বিশাল দিনে। যেদিন মানুষ দাঁড়াবে রাব্বুল আলামীনের সামনে। [সুরা মুতাফ্ফিফীন: ৫-৬]

সূর্য থাকবে মানুষের খুব কাছে

কিয়ামতের দিন সবকিছু বদলে যাবে। প্রকৃতির কর্মকাণ্ড হয়ে যাবে উলট-পালট। লাল রং ধারণ করবে আসমান এবং তা জ্বলতে থাকবে। সূর্য এসে পড়বে সৃষ্টিকুলের খুব কাছে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন সূর্যকে মানুষের খুব কাছে এনে দেওয়া হবে। এমন কি মাত্র দুই-এক মাইল দূরে।

বর্ণনাকারী সুলাইম বলেন, এখানে 'মাইলে'র উদ্দেশ্য কী, রাস্তার দূরত্ব বোঝানোর মাইল, না কি চোখে সুরমা ব্যবহারের কাঠি, তা আমি জানি না। নবী আলাইহিস সালাম (আরও) বলেন,

www.QuranerAlo.net

সুতরাং সূর্য তাদেরকে দগ্ধ করবে এবং মানুষ তাদের আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে ডুবতে থাকবে। কারও ঘাম হবে গোড়ালী পর্যন্ত; কারও হাঁটু পর্যন্ত; কারও কাঁখ পর্যন্ত এবং কারও মুখ পর্যন্ত। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪২১]

অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না

জিন, ইনসান, নেককার, বদকার, মুত্তাকী, পরহেযগার, ফেরেশতা ও নবী-রসূল সবাই সেদিন নীরব থাকবে; কেউ কথা বলবে না, আল্লাহর সম্মানে ও তাঁর ভয়ে।

শুধু সে কথা বলতে পারবে, যাকে আল্লাহ অনুমতি দিবেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে দিন কিয়ামত আসবে, সে দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক হবে সৌভাগ্যবান। [সুরা হূদ: ১০৫]

তিনি আরও বলেছেন, দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। এজন্য গুঞ্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পাবে না। [সুরা ত্বাহা-১০৮]

সেদিন রাজত্ব থাকবে শুধু আল্লাহর

সব রাজা-বাদশাহর রাজত্ব সে দিন খতম হবে। কেসরা বা কায়সার কারও দাপট থাকবে না। কোন সম্মান, সালতানাত, রাজত্ব ও দিওয়ান সে দিন থাকবে না; হুকুম চলবে শুধু আল্লাহর।

হাঁ, শুধু এক আল্লাহর রাজত্ব চলবে। তিনি যেমন বলেছেন, আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহর। [সুরা মু'মিন: ১৬]

তিনি আরও বলেছেন, সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। [সুরা ফুরকান: ২৬]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

বিরোধীদের লজ্জার দিন

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে দাম্ভিকতা দেখিয়েছে এবং গুমরাহীর পথ অনুসরণ করেছে, সে কিয়ামতের লজ্জিত হবে; ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিতাব তার উপর কার্যকর হবে।

একজন দুনিয়াতে নবীর ডাকে সাড়া দেয়নি; গুমরাহীর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়েছিল, এ কারণে সে লজ্জিত হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

জালেম সে দিন আপন হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

[সুরা ফুরকান: ২৭-২৯]

ফলাফল ...

শেষ দিনের বিবরণ আমাদের সামনে সে দিনের স্বরূপ ও সে দিন মানুষের যে অবস্থা হবে, তা পরিষ্কার করে তুলে ধরছে।

www.QuranerAlo.net

কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে কবে?

কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে বা আসবে, তা কোন মাখলুক জানে না। বিষয়টি শুধু আল্লাহ জানেন; আর কেউ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। [সুরা লুকমান: ৩৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন হবে? এর বর্ণনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এর চরম জ্ঞান তোমার পালনকর্তার কাছে। যে একে ভয় করে, তুমি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবে। [সুরা নাযিআত: ৪২-৪৫]

- কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে, তা কি কারও পক্ষে জানা সম্ভব?
- আমরা কি জানি, কিয়ামত কবে ঘটবে?

সূচনা

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, কিয়ামত কবে?

নবীজী জওয়াবে বলেন, যার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে অধিক অবগত নন। [মুসলিম: হাদীস নং- ১০২]

ইবনে উমরের হাদীসে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, গায়বের চাবি পাঁচটি। এরপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।... [সুরা লুকমান: ৩৪]

প্রশ্ন কিয়ামত কবে ঘটবে, তা জানলে কি আমাদের কোন লাভ আছে?

উত্তর: যে মারা গেল, তার কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই মৃত্যু কখন আসবে, তা মানুষ জানে না। আর যখন মৃত্যুর সময়টাই জানে না, তখন কিয়ামত কখন ঘটবে, তা জেনে কী লাভ হবে। ধরুন, একজন জানতে পারল যে, এক বছর পর কিয়ামত হবে; কিন্তু কে তাকে নিশ্চয়তা দিবে যে, সে এক বছর বাঁচবে?

www.QuranerAlo.net

এজন্য কিয়ামত কবে, এজাতীয় প্রশ্ন কেউ করলে, নবীজী তার প্রশ্ন বদলে দিতেন, যাতে সে এমন প্রশ্ন করে, যেটা তাকে উপকার দিবে। যেমন, তিনি জিজ্ঞাস করতেন, তুমি কিয়ামত ও তার পরের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, গ্রামাঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি এসে নবীজীর কাছে উপস্থিত হল। তারপর বলল, ইয়া রসুলাল্লাহ! কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে?

নবীজী বললেন, তুমি সেজন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

লোকটি বলল, না; কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি; তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি।

নবীজী বললেন, নিশ্চয় তুমি তাঁদের সঙ্গেই থাকবে, যাদেরকে তুমি ভালোবাস।

তখন আমরা বললাম, আমরাও কি এমনই?

নবীজী বললেন, হাঁ।

জওয়াব শুনে আমরা আনন্দে ফেটে পড়লাম।

[বুখারী: হাদীস নং- ৩৬৮৮]

প্রশ্ন ? কিয়ামত কোন্ বারে অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর: বিভিন্ন হাদীস কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে একটি দিনকে নির্দিষ্ট করে, তা হল জুমার দিন। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামত জুমাবারেই অনুষ্ঠিত হবে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ২০১৪]

এজন্য সমস্ত মাখলুক জুমার দিনকে ভয় করে। নবীজী বলেছেন, সূর্য উদিত হওয়া দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে জুমার দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনেই তাঁকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দিনেই তাঁর তওবা কবুল হয়েছে। এই দিনেই তিনি মারা গেছেন। এই দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। মানব-দানব বাদে সমস্ত সৃষ্টি জুমার দিন ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামতের আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ১০৪৮]

www.QuranerAlo.net

এই দিনের দৈর্ঘ্য

কিয়ামতের দিন অনেক বড় দিন; বরং সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবচেয়ে ভয়ানক দিন। এই দিনের সময়ের পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছর। এটি সমস্ত মানুষের ফায়সালা ও সমস্ত মামলার নিষ্পত্তির দিন। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে সোনা-রূপার মালিক সেগুলোর হক [যাকাত] আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে। সেগুলো আবার জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর সেগুলো দিয়ে ওই লোকের পাঁজর, কপাল ও পিঠ দাগানো হবে। যখন সেই পাতগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন আবার তা গরম করা হবে। এই কাজ হবে এমন দিনে, যার দৈর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। একসময় মানুষের বিচার সম্পন্ন হবে এবং তাদের রাস্তা হয়তো জান্নাতের দিকে, অথবা জাহান্নামের দিকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ২৩৩৭] অনেকের জন্য এই দিনটি দীর্ঘ ও পেরেশানীর হলেও, মুমিনদের জন্য হবে খুব সহজ। তাদের কাছে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র সময়ের মত মনে হবে। যেমন, আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহ আন্হু'র হাদীসে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের মত। [হাকেম: হাদীস নং- ২৮৪]

সংবাদ ...

কিয়ামত কবে?
এই প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই।
লাভজনক প্রশ্ন হচ্ছে, কিয়ামতের দিনের
জন্য আমি কী প্রস্তুতি নিয়েছি।

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

বিচার-দিনের বিভিন্ন নাম

বিচারের দিন মাখলুকের জন্য সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে ভয়ানক হিসেবে অতিবাহিত হবে। অধিক বড় দিন হওয়ার কারণেই এর বহু নাম সৃষ্টি হয়েছে। সেই নামগুলোর মধ্যে এই দিনের বৈশিষ্ট্যাবলির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। নামগুলো পড়লে আপনি সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারেও অবহিত হতে পারবেন।

- এখন সেই নামগুলো কী কী? এবং
- এই একদিনের বহুসংখ্যক নাম হওয়ার কারণ কী?

সূচনা

আরবী ভাষায় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের যে অনেক নাম থাকে, সে কথা সবাই জানে। বস্তুর বড়ত্ব ও গুরুত্ব যত বাড়তে থাকে, তার নামও তত বাড়তে থাকে। যেমন ধরুন, তলোয়ার। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এজন্য তার নাম অনেক। সাইফ, মুহান্নাদ, হুসাম, সারেম– সবই তলোয়ারের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার ধরুন, সিংহ। অত্যন্ত ভয়াবহ প্রাণী। আরবীতে এরও রয়েছে বেশ কয়েকটি নাম। আসাদ, হিযাব্‌র, লাইস, গাযান্‌ফার– এই সবগুলো শব্দই সিংহকে বুঝিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তুচ্ছ বস্তুর নাম বৃদ্ধি পায় না।

ভয়াবহতা ও মর্যাদার কারণে কিয়ামত-দিবসের নামও বহুসংখ্যক। তবে 'কিয়ামতের দিন'ই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম। কিয়ামাহ অর্থ দাঁড়ানো। সে দিন মানুষ আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবে, এজন্য তাকে কিয়ামতের দিন বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের। [সুরা ক্বিয়ামাহ্: ০১]

মানুষ যে সে দিন আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবে, সে কথাও আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, যে দিন মানুষ দাঁড়াবে রাব্বুল আলামীনের সামনে। [সুরা মুতাফ্‌ফিফীন: ০৬]

অন্যান্য নাম

- اَلْيَوْمُ الْآخِرُ [পরবর্তী দিন]

এই নামের কারণ হচ্ছে, এটাই দুনিয়ার শেষ দিন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

(তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরবর্তী দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। [সুরা বাকারা: ৫৮]

www.QuranerAlo.net

• يَوْمُ الدِّيْنِ [প্রতিদানের দিন]

কিয়ামতের দিন মানুষের হিসাব হবে এবং তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। এজন্য কিয়ামতের দিনকে 'প্রতিদানের দিন' বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রতিদান দিবসের মালিক। [সুরা ফাতেহা: ০২]

• يَوْمُ الْجَمْعِ [সমাবেশের দিন]

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে আল্লাহ তাআলা এই দিনে সমবেত করবেন হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদান দেওয়ার জন্য। এজন্য কিয়ামতের দিনকে সমাবেশের দিন বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হার-জিতের দিন। [সুরা তাগাবুন: ০৯]

• يَوْمُ الْفَتْحِ [উদ্ঘাটনের দিন]

এই দিনে আমল প্রকাশ করে দেওয়া হবে; সুপ্ত ও গোপন বিষয়গুলো ফাঁস করে দেওয়া হবে। এজন্য এই দিনকে উদ্ঘাটনের দিন বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, বলো, উদ্ঘাটনের দিন কাফেরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। [সুরা সেজদাহ: ২৯]

• اَلْوَاقِعَةُ [মহাঘটনা]

সবচেয়ে বড় ঘটনা এই দিনই সংঘটিত হবে। এজন্য এই দিনকে মহাঘটনা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন কিয়ামতের মহাঘটনা ঘটবে।

[সুরা ওয়াক্বিয়া: ০১]

• يَوْمُ الْفَصْلِ [বিচারের দিন]

এই দিন মানুষের মাঝে বিচারকার্য সম্পাদন করা হবে। এজন্য এর নাম বিচারের দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, এসব বিষয় কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? বিচার দিবসের জন্য। তুমি জান বিচার দিবস কী?

[সুরা মুরসালাত: ১২-১৪]

• اَلصَّاخَّةُ [বধিরকারী]

কিয়ামতের দিন বিকট আওয়াজ হবে এবং সেই আওয়াজ মানুষকে বধির করার উপক্রম করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, অতঃপর যে দিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে। [সুরা আবাসা : ৩৩]

www.QuranerAlo.net

LIFE AFTER LIFE

• الطَّامَّةُ الْكُبْرَى [মহাসঙ্কট]

ভয়ঙ্কর ও কঠিন বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে কিয়ামতের দিনকে মহাসঙ্কট বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে।[সুরা নাযিআত: ৩৪]

• الْقَارِعَةُ [করাঘাতকারী]

এই দিন মানুষের হৃদয়ে করাঘাত করবে বলে একে কারেআ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, করাঘাতকারী, কারাঘাতকারী কী?[সুরা কারেআহ: ১-২]

• الْحَاقَّةُ [সুনিশ্চিত]

এই দিনে প্রতিশ্রুতি ও হুমকি কার্যকর হওয়া একটি নিশ্চিত বিষয়। এজন্য একে আলহাক্কাহ বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, সুনিশ্চিত বিষয়। সুনিশ্চিত বিষয় কী?[সুরা হাক্কাহ: ১-২]

• السَّاعَةُ [মহাসময়]

সমস্ত মাখলুককে বিস্মিত করে আচানক এক মুহূর্তে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সাআহ্‌র জ্ঞান রয়েছে।

[সুরা লুকমান: ৩৪]

• الْآخِرَةُ [পরকাল]

দুনিয়ার সময়কাল শেষ হওয়ার সময় কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। এর পর দুনিয়ার আর কোন দিন থাকবে না। এজন্য একে আখেরাহ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার আগে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।[সুরা বাকারা: ৪]

• يَوْمُ التَّغَابُنِ [হারজিতের দিন]

এই দিনে জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে হারিয়ে দিবে। জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নাজনিয়ামত দেখে হিংসা করবে। এই হারজিতের কারণেই এর নাম রাখা হয়েছে হারজিতের দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, এ হল হার-জিতের দিন।

[সুরা তাগাবুন: ০৯]

LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

• يَوْمُ الْحَسْرَةِ [পরিতাপের দিন]

নেক আমল ছুটে যাওয়া এবং পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে কিয়ামতের দিন অবহেলাকারী গুনাহগার ব্যক্তিরা পরিতাপ করতে থাকবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের সন্ত্রস্ত করো পরিতাপ-দিবসের ব্যাপারে, যখন সব বিষয় মীমাংশা করা হবে। এখন তারা গাফলতে আছে এবং বিশ্বাস করছে না।

[সুরা মারইয়াম: ৩৯]

কিয়ামত দিবসের এ রকম আরও নাম আছে। প্রত্যেকটি নাম সে দিন যা ঘটবে, তার কিছু না কিছু বর্ণনা করে, অথবা সে দিন মাখলুকের যেসব অবস্থা হবে, তার কোনটির প্রতি ইঙ্গিত করে, কিংবা সে দিনের বড়ত্ব ও ভয়াবহতার প্রতি ইশারা করে।

ফায়দা

কিয়ামত-দিবসের বিভিন্ন পরিস্থিতি

কিয়ামতের দিন একটি সুদীর্ঘ দিন। সে দিন মানুষের অবস্থা ও পরিস্থিতি থাকবে বহুবিধ। পরিস্থিতিগুলোও মানুষ ও তাদের আমলভেদে বিভিন্ন রকম হবে। তা ছাড়া এক ব্যক্তির উপর দিয়ে নানান পরিস্থিতি অতিবাহিত হবে।

সে দিনের কোন অবস্থা হবে এমন যে, তখন মানুষের আম সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হবে না; বরং বিনা জেরায় তার আমল নিরীক্ষণ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সে দিন কোন মানব-দানবকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

[সুরা রাহমান: ৩৯]

অন্য অবস্থানে গিয়ে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে। তবে এই জিজ্ঞাসা জানবার জন্য নয়; স্বীকারোক্তি গ্রহণ, অপদস্থকরণ, বোকা বানানো ও লাঞ্ছিত করার জন্য। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, (বলা হবে,) থামাও তাদেরকে; নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

[সুরা সাফ্ফাত: ২৪]

তিনি আরও বলেছেন, অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল। এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞাস করব রসূলদেরকে। [সুরা আ'রাফ: ৬]

কিয়ামতের কোন কোন স্থানে মাখলুককে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে।

www.QuranerAlo.net

তখন তারা স্বীকার করবে এবং আল্লাহর কাছে তারা কোন আমলের কোন কথা গোপন করবে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা (কাফেররা) গোপন করতে পারবে না আল্লাহর নিকট কোন বিষয়। [সুরা নিসা: ৪২]

কোন কোন অবস্থায় কাফেরদেরকে জিজ্ঞাস করা হবে; কিন্তু তারা মিথ্যা বলবে এবং তারা যে কাফের ছিল, সে কথা অস্বীকার করবে। তবে সেই অস্বীকৃতি তাদের কী উপকার করবে সেই সত্তার সামনে, যিনি তাদের গোপন তথ্য জানেন; তাদের কানকথা শোনেন এবং তাদের সুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, অতঃপর তাদের কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না; তবে এটুকুই যে তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। (বলা হবে,) দেখো, কীভাবে ওরা মিথ্যা বলল এবং তারা যে মিথ্যা সাজাবে, তা হারিয়ে যাবে।

[সুরা আন্‌আম: ২৩-২৪]

কিয়ামতের কোন কোন অবস্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত মিথ্যুকদের উপর বিভিন্ন বিষয় আচ্ছন্ন করে দেওয়া হবে। তখন তারা বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত হবে এবং তাদের সামনে সবকিছু গুলিয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসুলগণকে কী জওয়াব দিয়েছিলে? অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। [সুরা কাসাস: ৬৫-৬৬]

এই শ্রেণির লোকদের যুক্তি হারিয়ে যাবে। প্রতিপালকের সামনে কী বলবে, কী যুক্তি দিবে, কিছুই তারা জানবে না। পেশ করার জন্য কোন তথ্যও তাদের কাছে থাকবে না। এমতাবস্থায় তাদের মুক্তি ও পলায়নের কোন রাস্তা থাকবে না।

রহমত ...

কিয়ামতের দিন সুদীর্ঘ ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও মুমিনদের জন্য তা খুব সহজ হবে।

www.QuranerAlo.net

শিঙ্গায় ফুৎকার

www.QuranerAlo.net

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রথম ঘটনা হচ্ছে শিঙ্গায় ফুৎকার। এই ফুৎকারের সঙ্গেই সৃষ্টি উলট-পালট হয়ে দুনিয়ায় গোলযোগ শুরু হবে।

- এখন শিঙ্গা কী? তাতে কে ফুঁক দিবেন?
- ফুৎকারের সংখ্যা কত? প্রত্যেক ফুঁকের পর কী ঘটবে?
- ফুৎকারের সাথে সাথে কি সমস্ত সৃষ্টি মুর্ছা যাবে?

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

• সূচনা

শিঙ্গার প্রতীকী চিত্র

আমরা যে শিঙ্গা নিয়ে কথা বলছি, এর আরবী প্রতিশব্দ সূর। সূর বলা হয় ছাগলের শিংকে। ছাগলের মাথায় গজিয়ে ওঠা দুই শিংকে সূর বলা হয়ে থাকে।

একবার এক বেদুইন নবীজীর কাছে আসে। সে নবীজীকে প্রশ্ন করে, সূর কী জিনিস। উত্তরে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তা হল (ছাগলের) শিং, যাতে ফুঁক দেওয়া হবে। [আহমাদ: হাদীস নং- ৬৫০৭]

• শিঙ্গায় ফুঁকদানকারী

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ফেরেশতা হচ্ছেন ইসরাফীল। প্রতিটি মুহূর্তে ফুঁক দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন তিনি। অপেক্ষায় আছেন আমাদের রবের নির্দেশের।

নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, শিঙ্গায় নিয়োজিত ফেরেশতা তাঁর সৃষ্টি থেকে ফুঁক দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। হাদীসে এসেছে দায়িত্ব প্রাপ্তির পর থেকে শিঙ্গায় নিয়োজিত ফেরেশতার দৃষ্টি সর্বদা সতর্ক চোখের পলক ফেরানোর আগেই তাকে ফুঁক দেওয়ার নির্দেশ করা হয় কি না এই ভয়ে সবসময় তিনি আরশের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় যেন উজ্জ্বল দুটি তারকা। [হাকেম: হাদীস- ৮৬৭৬]

বর্তমান যমানায়, যখন কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে, তখন ফুঁক দেওয়ার জন্য আরও বেশি সাবধান ও সতর্ক আছেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কীভাবে আয়েশ করব? শিঙ্গায় নিয়োজিত ফেরেশতা তো শিঙ্গা মুখে পুরেছেন; কপাল ভাঁজ করে কান খাড়া করে আছেন। নির্দেশ পেলেই ফুৎকার দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। মুসলমানরা বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা কী বলব? তিনি বললেন, তোমরা বলো, আল্লাহ আমাদের জন্য জথেষ্ট এবং সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক। আমরা আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। [তিরমিযী: হাদীস নং- ৩২৪৩]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• শিঙ্গায় ফুৎকার সংক্রান্ত দলিল-প্রমাণ

শিঙ্গায় ফুৎকারের বিষয়টি বাস্তব। এই ফুৎকারের আওয়াজ সমস্ত সৃষ্টিই শুনতে পাবে এবং তাদেরকে ভয়ানক এক ভীতি ও মূর্ছা আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কুরআন ও সুন্নাহ শিঙ্গায় ফুৎকারের বিষয়টি বর্ণনা করেছে।

• আল্লাহ তাআলা বলেন, শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও জমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। [সুরা যুমার: ৬৮]

• তিনি আরও বলেন, যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে। [সুরা নামল: ৮৭]

• তিনি আরও বলেন, শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। [সুরা ইয়াসীন: ৫১]

• নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, এরপর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন য-ই সেই আওয়াজ শুনতে পাবে, সে-ই কান খাড়া করবে। নবীজী বলেন, প্রথম যে ব্যক্তি শিঙ্গার আওয়াজ শুনতে পাবে, সে তার উটের হাউজে প্রলেপ দিতে থাকবে। শিঙ্গার আওয়াজে সে বেহুঁশ হয়ে পড়বে; তখন অন্য মানুষও বেহুঁশ হয়ে যাবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৫৬৮]

• ফুৎকারের সংখ্যা

ইসরাফীল আলাইহিস সালাম শিঙ্গায় দুইবার ফুঁক দিবেন। অত্যন্ত বিকট হবে সেই ফুঁক দুটি।

• প্রথম ফুঁক

প্রথম ফুঁক ভীতি ও মূর্ছার। এই ফুঁকের মাধ্যমে সমস্ত জীবিত মাখলুকের মৃত্যু ঘটবে। ধ্বংস হয়ে যাবে এই দুনিয়া। এই ফুঁকের মাধ্যমেই নিঃশেষ হয়ে যাবে মানব, দানব, ফেরেশতা, জীবজন্তু, পাখপাখালি ও কীটপতঙ্গ। মোট কথা, এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বাদে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

www.QuranerAlo.net

• দ্বিতীয় ফুঁক

দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে পুনরুত্থান ও কবর থেকে উঠবার জন্য। এই ফুঁকের মাধ্যমে মৃতরা নতুন করে জীবিত হবে। যাদেরকে কবরে দাফন করা হয়েছে, তারা সেখান থেকে উঠবে।

এই দুটি ফুঁক এবং এই দুটি ফুঁকের সাথে যা ঘটবে, সেগুলো আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও জমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। [সুরা যুমার: ৬৮]

• দ্বিতীয় ফুঁকের সময় মানুষ কীভাবে তাদের কবর থেকে উঠবে, সে কথা আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন। তিনি বলেন, শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। [সুরা ইয়াসীন: ৫১]

আল্লাহ তাআলা প্রথম ফুৎকারের নাম দিয়েছেন রাজেফা, আর দ্বিতীয় ফুৎকারের নাম দিয়েছেন রাদেফা। আল্লাহ তাআলা বলেন, যে দিন কেঁপে উঠবে রাজেফা, অতঃপর তাকে অনুসরণ করবে রাদেফা। [সুরা নাযিআত: ৬-৭]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা প্রথম ফুৎকারের নাম রেখেছেন সাইহা; আর পরেরটার কথা উল্লেখ করেছেন শিঙ্গায় ফুৎকার বলেই। তিনি বলেন, তারা কেবল একটা জিনিসের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পারিক বাকবিতণ্ডাকালে। তখন তারা অসিয়ত করতেও সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতেও পারবে না। শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনর্তার দিকে ছুটে চলবে। [সুরা ইয়াসীন: ৪৯-৫১]

• দুই ফুৎকারের ব্যবধান

দুই ফুৎকারের মাঝে কতটুকু সময় অতিবাহিত হবে, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র হাদীসের মধ্যে এ ব্যাপারে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই ফুৎকারের মাঝে থাকবে চল্লিশ। লোকজন বলল, হে আবু হোরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, বলতে পারি না। লোকজন বলল, চল্লিশ মাস? আবু হোরায়রা বললেন, বলতে পারি না। লোকজন বলল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, বলতে পারি না।

যা হোক, আবু হোরায়রা নির্দিষ্ট করেননি যে, এই চল্লিশ কত? তার কারণ, তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন নির্ধারিত সময়সীমা শোনেননি। এরপর আবু হোরায়রা হাদীস পূর্ণ করে বলেছেন, এরপর আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন। তখন মাখলুক উঠতে থাকবে, যেমন চারাগাছ গজিয়ে ওঠে।

তিনি আরও বলেন, একটি হাড় বাদে মানবদেহের সবকিছুই বিলীন হয়ে যায়। সেই হাড়টি মাটি খেয়ে ফেলতে পারে না। সেটা হল পুচ্ছমূল। সেটা থেকেই কিয়ামতের দিন মাখলুকের পুনর্গঠন হবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৪৬৫১]

• ফুঁক দেওয়া হবে কোন দিন?

প্রথম ফুৎকার দেওয়া হবে জীবিতদেরকে বেহুঁশ ও মারার জন্য এবং দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে কিয়ামত সংঘটন ও পুনরায় উঠানোর জন্য– এই উভয় ফুৎকারই জুমাবারে অনুষ্ঠিত হবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন,

তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে জুমার দিন সর্বোত্তম। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার এই দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই দিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং এই দিনেই মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা এই দিনে আমার উপর অধিকহারে দরুদ পাঠ করো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে উপস্থিত করা হবে। সাহাবীরা বললেন, আপনার দেহ মাটি হয়ে যাওয়ার পর কীভাবে আপনার কাছে আমাদের দরুদ পেশ করা হবে? নবীজী বললেন, আল্লাহ জমীনের জন্য নবীদের দেহ খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। [নাসায়ী: হাদীস নং- ১৬৬৬]

নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেছেন, জুমাবারেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ২০১৪]

তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেক প্রাণী জুমার দিন কিয়ামতের অপেক্ষায় কান পেতে থাকে। [আহমাদ: হাদীস নং- ২৩৭৯১]

• পয়লা ফুৎকার শ্রবণকারী প্রথম ব্যক্তি

মানুষের হুঁশ তাড়ানোর জন্য দেওয়া হবে প্রথম ফুৎকার। যখন এই ফুঁক দেওয়া হবে, তখন মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টি স্বভাবগতভাবে কাজকর্মে লিপ্ত থাকবে। কেউ বাজারে গিয়ে খরিদ করার উদ্দেশ্যে কাপড় মেলে দেখতে থাকবে। কেউ উটের দুধ দোহন করে পান করার উদ্দেশ্যে ঘরে যেতে থাকবে। কেউ কূপের পাশে গর্ত করে তাতে পানি ঢালতে থাকবে উটকে

www.QuranerAlo.net

পান করানোর জন্য। কেউ খুব স্বস্তিতে সামনে খাবার নিয়ে বসে মুখে খাবারের লোকমা তুলতে থাকবে– কিন্তু এরই মধ্যে আচানক ইসরাফীল শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। তখন ভয় ও আতঙ্কে আত্মা কেঁপে উঠবে, হৃদযন্ত্র ফেটে যাবে এবং সমস্ত মাখলুকের দেহ থেকে প্রাণ বের হয়ে যাবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় কিয়ামত এমন অবস্থায় অনুষ্ঠিত হবে যে, দুই ব্যক্তি কাপড় মেলে ধরবে; কিন্তু তারা কেনাকাটা সম্পন্ন করতে পারবে না এবং সে কাপড় ভাঁজও করতে পারবে না। এক লোক দুধ দোহন করতে থাকবে, কিন্তু তা পান করতে পারবে না, তার আগেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। একজন তার হাউজে প্রলেপ দিতে থাকবে; কিন্তু তাতে পানি ভরার আগেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। এক লোক খাওয়ার জন্য লোকমা উঠাবে; কিন্তু খাওয়ার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫০৬]

• মুমিনদের প্রতি আল্লাহর রহমত

শিঙ্গায় ফুৎকারের সময়কার ভীতি ও আতঙ্ক অকল্পনীয় পর্যায়ের ভয়াবহ। এজন্য আল্লাহ তাআলা এই ফুৎকারের আগেই অত্যন্ত কোমলভাবে মুমিনদের রূহ কব্জ করে নিবেন; দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকবে শুধু ইতর লোকেরা।

এই ফুৎকারের আগে ও মধ্যবর্তী সময়ে কী কী ঘটবে, সেগুলো নবী আলাইহিস সালাম সবিস্তারে বয়ান করেছেন। তিনি বলেছেন–

দাজ্জাল বের হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। এরপর আল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। দেখতে তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদের মত। তিনি দাজ্জালের খোঁজ করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। তিনি সাত বছর এই জমীনে অবস্থান করবেন। সেই যামানায় (মানুষের মধ্যে এমন শান্তি বিরাজ করবে যে,) দুই জন লোকের মধ্যেও শত্রুতা থাকবে না।

এরপর আল্লাহ উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত করবেন। সেই বাতাস জমীনের উপর এমন একজন ব্যক্তিকেও জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ নেকী বা ঈমান থাকবে। (সেই বাতাসে প্রত্যেক ঈমানদার মৃত্যুবরণ করবে। যদি সেই সময় তোমাদের কেউ পাহাড়ের পেটের ভিতরেও আত্মগোপন করে, ওই বাতাস সেখানে প্রবেশ করেও তার রূহ কব্জ করবে। তখন শুধু নিকৃষ্ট ফাসেক ও বদকার লোকজনই অবশিষ্ট থাকবে। তারা বদকাজে পাখপাখালির মত দ্রুতগামী এবং খুনখারাবীতে হিংস্র জন্তুর মত পাষাণ হবে। ভালোমন্দ তারতম্য করার কোন যোগ্যতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না। তখন শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে এসে তাদেরকে বলবে,

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? জওয়াবে লোকজন বলবে, আচ্ছা, তুমিই বলো আমাদের কী করা উচিত। তখন শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার নির্দেশ করবে। এ অবস্থায় তারা খুব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসে জীবনযাপন করতে থাকবে। এরপর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তিই সেই আওয়াজ শুনবে, সে-ই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক মাথা ঘুরাতে থাকবে। সেই আওয়াজ প্রথম যেই ব্যক্তি শুনতে পাবে, সে উটের পানির চৌবাচ্চা মেরামতে রত থাকবে। তখন সে ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সাথে সাথে অন্য লোকজনও মারা যাবে। এরপর আল্লাহ তাআলা কুয়াশার মত হালকা ধরণের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে মানবদেহগুলো সজীব হয়ে উঠবে। এরপর দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াবে। তখন ঘোষণা দেওয়া হবে, হে মানবমণ্ডল! তোমরা দ্রুত তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে আসো। (ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে,) তাদেরকে ওখানেই আটকে রাখো; তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরপর ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, দোযখের উপযোগী লোকদেরকে বের করো। তখন ফেরেশতারা বলবেন, কতজন থেকে কতজন বের করব? বলা হবে, প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বই জনকে দোযখের জন্য বের করো। এরপর নবী আলাইহিস সালাম বলেন, এটা সেই দিন, যে দিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, সে দিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দিবে। আর সে দিন বিরাট সঙ্কটময় অবস্থা প্রকাশ পাবে। [মুসলিমঃ হাদীস নং- ৭৫৬৮]

ফায়দা

হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া .....

শিঙ্গায় ফুৎকারের বিষয়টি অত্যন্ত ভয়ানক একটি ব্যাপার। তৎসঙ্গে যেসব ঘটনা ঘটবে, সেগুলোও অত্যন্ত ভয়ানক হবে। এক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলতে শিখিয়েছেন, হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল... অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। তিনিই সন্ত্রস্তদের নিরাপদ আশ্রয়।

মনে রাখবেন ...

সৃষ্টিগতভাবে বিশাল, মর্যাদার দিক থেকে মহান এবং অব্যাহত এবাদতবন্দেগী সত্ত্বেও ইসরাফীল আলাইহিস সালাম সবসময় আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকেন।

www.QuranerAlo.net

পুনরুত্থান

www.QuranerAlo.net

শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার পর সমস্ত মানুষের পুনরুত্থান ঘটবে; সবাই কবর থেকে উঠবে।

- তা হলে পুনরুত্থান বলতে কী বোঝায়?
- পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার দলিল-প্রমাণ কী?
- নুশূরের অর্থ কী?
- নুশূরের ধরণ কেমন হবে?
- যাদেরকে দাফন করা হয় না, তাদের কী অবস্থা হবে?

www.QuranerAlo.net

• সূচনা

নুশূর ও পুনরুত্থানের অর্থ হচ্ছে মৃতদেরকে কবর থেকে জীবিত বের করা। সমস্ত মৃতকে ফিরিয়ে আনা, এমন কি যারা ভস্ম হয়ে, বা পানিতে পরে মাছ অথবা অন্যকোন প্রাণীর খোরাক হয়ে গেছে, তাদেরকেও। আমাদের রবকে কোনকিছু দমন করতে পারে না এবং পারবেও না।

• পুনরুত্থানের দলিল-প্রমাণ

হিসাব ও প্রতিদানের জন্য মানুষের পুনরুত্থান হওয়ার বিষয়টি ঈমান ও মৌলিক আকীদার অন্তর্ভুক্ত। একে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানে হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা এবং তার সাথে কুফর করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি। [সুরা ফুরকান: ১১]

আল্লাহ তাআলা পুনরুত্থান ও নুশূরের কথা বহু আয়াতের মধ্যে আলোচনা করেছেন।

- আল্লাহ তাআলা বলেন, সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।

[সুরা আম্বিয়া: ১০৪]

- তিনি বলেন, বলো, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। [সুরা সাজদাহ: ১১]
- তিনি আরও বলেন, কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলে দাও, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। [সুরা তাগাবুন: ৭]
- নবী আলাইহিস সালাম বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যেভাবে মারা যাবে, তাকে সেভাবেই উঠানো হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৪১৩]
- তিনি আরও বলেন, মানুষকে তার নিয়তের উপর উঠানো হবে।

[ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ৪২২৯]

www.QuranerAlo.net

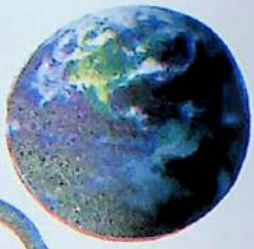

• পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার যুক্তি-প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে অনেক দলিল-প্রমাণ রেখেছেন, যেগুলো মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বা পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করে। যেমন–

• বৃষ্টির মাধ্যমে মৃত জমীনের পুনর্জীবন

মৃত অনুর্বর ও খড়খড়ে জমীনের পাশ দিয়ে আমরা দিয়ে অতিবাহিত হই, যেখানে কোন ফসল নেই, উদ্ভিদ নেই, প্রাণের কোন আভাস নেই। এরপর আচানক আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন সেই জমীন নরম হয়, তাতে প্রাণ ফিরে আসে এবং সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। এভাবে শুষ্ক জমীন তাজা হয়, নিষ্ফলা থেকে সুফলা হয়ে ওঠে। এমনইভাবেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করবেন। পোকে খাওয়া হাড় আর শুষ্ক দেহসমূহকে প্রাণ দিবেন। তখন সেগুলো তাজা ও জীবিত হয়ে উঠবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দিই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। তারপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনইভাবে মৃতদেরকে বের করব– যাতে তোমরা চিন্তা কর। [সুরা আ'রাফ: ৫৭]

আবু রাযীনের হাদীসে আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আল্লাহ কীভাবে মৃতদেরকে জীবিত করবেন? তিনি বললেন, তুমি একসময় এক খেতের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হও, যখন সেটা অনুর্বর থাকে; আবার অতিবাহিত হও, তখন সেটা থাকে সজীব শ্যামল। আবার কিছু দিন পর সেটা অনুর্বর হয়; পরে আবার সজীব হয়। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন। [আহমাদ: হাদীস নং- ১৬২৩৮]

www.QuranerAlo.net

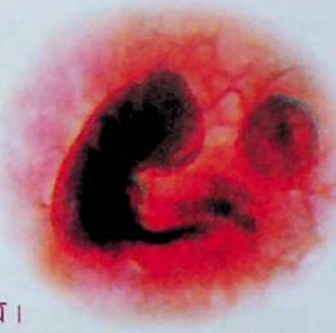

• সৃষ্টির সূচনার সাথে তুলনা

যেই সত্তা মানুষকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে যথেচ্ছা রূপচেহারা দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয় তাদেরকে পুনরায় নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন দিতে সক্ষম। কেননা, নতুন সৃষ্টির চেয়ে পুনর্জীবন দেওয়া সহজ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সে দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।

[সুরা আম্বিয়া: ১০৪]

তিনি আরও বলেন, তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য সহজ। [সুরা রূম: ২৭]

• কোন কোন মৃতকে দুনিয়াতেই জীবিতকরণ

কোন কোন লোকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটার পর আল্লাহ আবার তাকে জীবিত করেছেন। যেমন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। পরে গরুর গোশতের টুকরা স্পর্শ করানোর পর সে জীবিত হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এরপর আমি বললাম, গরুর একটি খণ্ড দিয়ে মৃতকে আঘাত করো। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসূহ প্রদর্শন করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর। [সুরা বাকারা: ৭৩]

এমন ঘটনা ছাদের উপর ভেঙেপড়া জনপদের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হওয়া লোকের বেলায়ও ঘটেছিল। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙে ছাদের উপর পড়ে ছিল? সে বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে জীবিত করবেন? তখন আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশত বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। তিনি বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশত বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখো নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে– সেগুলো পঁচেনি এবং দেখো নিজের গাধাটির দিকে। আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি।

www.QuranerAlo.net

হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখো, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দিই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দিই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন সে বলে উঠল, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। [সুরা বাকারা: ২৫৯]

- **পরিপূর্ণ কুদরতের বহির্প্রকাশ, বিপরীত থেকে বস্তু উৎপাদন**

আল্লাহ তাআলা তরতাজা জীবিত দেহ বের করতে পারেন মৃত শুষ্ক হাড্ডি থেকে। তার উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তিনি বলেছেন, সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ

সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পঁচে গলে যাবে? বলো, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। [সুরা ইয়াসীন: ৭৮-৮০]

www.QuranerAlo.net

• আসমান-জমীন সৃষ্টির ক্ষমতা

আসমান-জমীন ও এতদোভয়ের মধ্যবর্তী বিশাল, আজব ও সুদৃঢ় বস্তুরাজির সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অনেক বড়। সুতরাং যিনি এত বিশাল বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তিনি এগুলোর চেয়ে ক্ষুদ্র বস্তু নিশ্চয় সৃষ্টি করতে পারবেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

[সুরা ইয়াসীন: ৮১]

• অদাফনকৃতদের অবস্থা

যদি কোন ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায় এবং তাকে মাছ খেয়ে হজম করে ফেলে, অথবা কেউ আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, অথবা কাউকে হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলে, অর্থাৎ যারা স্বাভাবিকভাবে মরে না এবং তাদেরকে অন্যদের মত দাফনও করা হয় না, এসব লোকও পুনরুত্থান ও নুশূরের আওতাভুক্ত হবে।

নবী আলাইহিস সালাম পূর্ববর্তী একজনের গল্প বয়ান করেছেন, আল্লাহ যাকে সন্তান ও সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন সে ছেলে-মেয়েকে একত্র করে বলল, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? ছেলেমেয়ে বলল, খুব ভালো। তখন সে ছেলেমেয়েকে বলল, আমি কখনও নেক আমল করিনি।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

কাজেই আমি যখন মারা যাব, তখন তোমরা আমার মৃতদেহ আগুনে জ্বালিয়ে দিবে। যখন আমি কয়লা হয়ে যাব, তখন তোমরা আমাকে পিষে ফেলবে। তারপর যে দিন ঝড়ো বাতাস সৃষ্টি হবে, সে দিন তোমরা আমাকে সাগরে ফেলে দিবে। কেননা, যদি আল্লাহ আমাকে ধরেন, তা হলে নিশ্চয় তিনি আমাকে এমন আযাব দিবেন, যে আযাব তিনি আর কাউকে দেননি।

যা হোক, এ কথার উপর সে ছেলেমেয়ের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিল। এরপর যখন তার মৃত্যু হল, তখন ছেলেমেয়ে তার অসিয়ত পালন করল এবং তাকে ঝড়ো বাতাসে উড়িয়ে দিল। আল্লাহ জমীনকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তুমি এর দেহের বিভিন্ন অংশ একত্র করে দাও। জমীন হুকুম তামিল করল। লোকটি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হল। তখন আল্লাহ বললেন, হে আমার বান্দা! এমন কাজ করতে তোমাকে কে উদ্বুদ্ধ করেছে? লোকটি বলল, হে রব! তোমার ভয়। একথা শুনে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭১৫৭]

হাঁ, সমস্ত মাখলুক জীবিত হয়ে উঠবে। সবাইকে তাড়িয়ে কিয়ামতের দিন ময়দানে মাহশারে সমবেত করা হবে। তাদেরকে আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের মাঝে বিচার করা হবে।

পুনরুত্থানের রূপরেখা

গায়বী বিষয়াদি ওহীর মাধ্যমেই জানতে হবে। নবী আলাইহিস সালাম বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে পুনরুত্থানের রূপরেখা এবং ফুৎকারের মধ্যবর্তী ব্যবধান সম্পর্কে বয়ান করেছেন। সবিস্তারেই বয়ান করেছেন। যেমন, এক হাদীসে আছে–

দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে চল্লিশ। এরপর আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন। তখন মাখলুক উঠতে থাকবে, যেমন চারাগাছ গজিয়ে ওঠে। একটি হাড় বাদে মানবদেহের সবকিছুই বিলীন হয়ে যায়। সেই হাড়টি মাটি খেয়ে ফেলতে পারে না। সেটা হল পুচ্ছমূল। সেটা থেকেই কিয়ামতের দিন মাখলুকের পুনর্গঠন হবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৪৬৫১]

যে ফুৎকারের পর সমস্ত জীবিত মাখলুক মারা যাবে এবং তারা এক দীর্ঘ যামানা মৃত অবস্থায় থাকবে, যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, সেই ফুৎকারের পর আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। সেই বৃষ্টির পানি মরদেহগুলো সজীব করবে। মানবদেহ কবরে থাক, অথবা সাগর, পাহাড়, মরুভূমি বা উপত্যকায় থাক, উক্ত বৃষ্টির মাধ্যমে সব মরদেহের পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়ে যাবে।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা বলেন, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমি তা পূর্ণ করবই। [সুরা আম্বিয়া: ১০৪]

এভাবে মানবদেহের পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে। তখন রূহসমূহ দেহের দিকে উড়ে আসা শুরু করবে। দেহগুলোতে প্রাণ ফিরে আসবে। এরপর জমীন বিদীর্ণ হবে এবং সমস্ত মানুষ আপন আপন কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করণ, যা আমার জন্যে অতিসহজ। [সুরা ক্বাফ: ৪৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। [সুরা ইয়াসীন: ৫১]

যা হোক, মানুষ কবর ও অবস্থানক্ষেত্র থেকে উঠে কিয়ামতের ময়দানের দিকে রওয়ানা করবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, এরপর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তিই সেই আওয়াজ শুনবে, সে-ই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক মাথা ঘুরাতে থাকবে। সেই আওয়াজ প্রথম যেই ব্যক্তি শুনতে পাবে, সে উটের পানির চৌবাচ্চা মেরামতে রত থাকবে। তখন সে ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সাথে সাথে অন্য লোকজনও মারা যাবে। এরপর আল্লাহ তাআলা কুয়াশার মত হালকা ধরণের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে মানবদেহগুলো সজীব হয়ে উঠবে। এরপর দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াবে। তখন ঘোষণা দেওয়া হবে, হে মানবমণ্ডল! তোমরা দ্রুত তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে আসো। (ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে,) তাদেরকে ওখানেই আটকে রাখো; তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৭৫৬৮]

উদ্ভিদের মত মানবদেহের পুনর্গঠন

হাঁ, উদ্ভিদের যেমন একটি বীজ থাকে, মানবদেহের ব্যাপারও তেমনই। আল্লাহ তাআলা তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তখন সেগুলো পুচ্ছমূল থেকে গজিয়ে উঠে পূর্ণতা লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে একথা বর্ণনা করেছেন, তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন।

এমন কি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দিই।

অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি।

www.QuranerAlo.net

এরপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনইভাবে মৃতদেরকে বের করব– যাতে তোমরা চিন্তা কর। [সুরা আ'রাফ: ৫৭]

মানুষ পুচ্ছমূল থেকে সবজির মত গজিয়ে উঠবে। পুচ্ছমূল হচ্ছে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের সর্বশেষ হাড্ডি। এটা পিঠের সর্বশেষ কোষ।

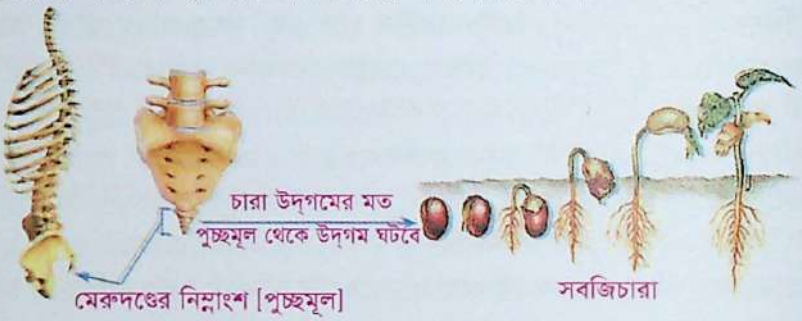

এর বিবরণ নবী আলাইহিস সালামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে চল্লিশ। এরপর আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন। তখন মাখলুক উঠতে থাকবে, যেমন চারাগাছ গজিয়ে ওঠে। একটি হাড় বাদে মানবদেহের সবকিছুই বিলীন হয়ে যায়। সেই হাড়টি মাটি খেয়ে ফেলতে পারে না। সেটা হল পুচ্ছমূল। সেটা থেকেই কিয়ামতের দিন মাখলুকের পুনর্গঠন হবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৪৬৫১]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, মানুষের মৃতদেহের সবটাই মাটি খেয়ে ফেলে; শুধু পুচ্ছমূল বাদে। সেটা দিয়েই তার সৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেটা দিয়েই তার দেহের পুনর্গঠন হবে। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪৭৪৫]

প্রশ্ন নতুন সৃষ্টিরূপ কি আগের গঠন থেকে ব্যতিক্রম হবে?

উত্তর: কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে চিন্তা-ফিকির করলে স্পষ্ট হয় যে, মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থানের পর দেহের পরিধি ও ধারণক্ষমতার ক্ষেত্রে মাখলুকাতের স্বভাব, আগের স্বভাব থেকে ব্যতিক্রম হবে। তার মানে এই নয় যে, কিয়ামতের দিন যাদেরকে উঠানো হবে এবং হিসাব নিয়ে প্রতিদান দেওয়া হবে, তারা ভিন্ন সৃষ্টি বা ভিন্ন ব্যক্তি; দুনিয়াতে যারা ছিল তারা নয়। বরং যা ঘটবে, তা হল দুনিয়ার লোকগুলোকেই আল্লাহ তাআলা পুনরায় উঠাবেন। তবে যে অবকাঠামো দুনিয়াতে ছিল, সে অবকাঠামো কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে। যেমন–

মানুষ দুনিয়াতে অনেক কিছু দেখতে পায় না;

www.QuranerAlo.net

কিন্তু পুনরুত্থানের পর সেগুলো দেখতে পাবে। মানুষ সে দিন ফেরেশতা ও জিনদেরকে দেখতে পাবে। আরও অনেক কিছু দেখতে পাবে, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানেন। তিনি বলেছেন, তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। [সুরা ক্বাফ: ২২]

দুনিয়াতে মানুষের প্রস্রাব, পায়খানা করতে হয়; থুথু ফেলতে হয়; কিন্তু জান্নাতীরা থুথু ফেলবে না, পায়খানা করবে না, প্রস্রাবও করবে না।

সে দিন মানুষ মারাত্মক ক্ষুৎপিপাসা সত্ত্বেও মরবে না।

কাফের ও পাপী বান্দারা জাহান্নামে জ্বলবে; কিন্তু মরবে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, প্রত্যেক দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে; কিন্তু সে মরবে না। [সুরা ইবরাহীম: ১৭]

• যার কবরের মাটি সবার আগে বিদীর্ণ হবে

বৃষ্টির পানির মাধ্যমে মানবদেহ গঠিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং বের হয়ে আসার জন্য মানুষের কবর বিদীর্ণ হবে। যার কবর সবার আগে বিদীর্ণ হবে, তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি যেমন বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি আদমসন্তানের সরদার হব। আমার কবরই সবার আগে বিদীর্ণ হবে। আমিই সবার আগে সুপারিশ করব এবং সবার আগে আমারই সুপারিশ কবুল করা হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬০৭৯]

আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, একজন মুসলিম ও একজন ইহুদী (ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে) একে অপরকে গালি দিল। মুসলিম বলল, সেই সত্তার কসম, যিনি সমস্ত জগতের উপর মুহাম্মাদকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তখন ইহুদী বলল, সেই সত্তার কসম, যিনি মুসাকে সমস্ত জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। একথা শুনে মুসলিম হাত উত্তোলন করল এবং ইহুদীকে চড় বসিয়ে দিল। ইহুদী তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেল এবং তার ও মুসলিমের মাঝে সংঘটিত ঘটনা বর্ণনা করল। তখন নবী আলাইহিস সালাম বললেন, তোমরা আমাকে মুসার উপর শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত কোরো না। কেননা, সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হবে। তাদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম সম্বিত ফিরে পাব। উঠেই দেখব মুসা আরশের কোণা ধরে (দাঁড়িয়ে) আছেন। আমি জানি না, তিনি কি বেহুঁশ হবেন; না কি তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বেহুঁশ হওয়ার বাইরে রাখবেন। [বুখারী: হাদীস নং- ৩৪০৮]

অন্য বর্ণনায় আছে, শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে।

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

তখন আসমান ও জমীনের সবাই বেহুঁশ পড়বে; তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন, সে বাদে। এরপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন আমাকে সবার আগে উঠানো হবে। আচানক দেখতে পাব, মুসা আরশ ধরে (দাঁড়িয়ে) আছেন। আমি জানি না, তূর পাহাড়ে মূর্ছা যাওয়ার কারণে তাকে স্বতন্ত্র সাব্যস্ত করা হবে; না কি তিনি আমার আগে উত্থিত হবেন। [বুখারী: হাদীস নং- ৩৪১৪]

- পুনরুত্থান অস্বীকার করার বিধান

পুনরুত্থান ও পরকাল বিশ্বাস করার বিষয়টি মৌলিক ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি পুনরুত্থান অস্বীকার করে, সে আল্লাহকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং কুরআনকে অস্বীকার করে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, বনী আদম আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে; অথচ তার সে অধিকার নেই। সে আমাকে গালি দেয়; অথচ সে অধিকারও তার নেই। সে আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এভাবে যে, সে বলে, আমি নাকি তাকে পুনরায় উঠাব না, যেমন আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আর সে আমাকে গালি দেয় এভাবে যে, সে বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি নির্ভীক; আমি কাউকে জন্ম দেইনি; আমি কারও থেকে জন্মগ্রহণ করিনি। আমার বরাবরও কেউ নেই। [বুখারী: হাদীস নং- ৪৪৮২]

পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান মৃত্যুর পর মানুষকে আল্লাহকর্তৃক জীবিতকরণ, হিসাব-নিকাশ গ্রহণ, প্রতিদান প্রদান ও জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ঈমানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পরিশেষে বলব, যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং জমীনের বিভিন্ন স্থানের কবর থেকে তাদেরকে উঠানো হবে, তখন আল্লাহ তাআলা হুকুম দিবেন এবং মানুষকে একটি জায়গায় সমবেত করা হবে।

- সেই স্থানটি কোথায়?
- সেখানে কী ঘটবে?
- এর পক্ষে দলিল কী কী?

এই বিষয়গুলোই সামনের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করব।

যুক্তি ...

পুনরুত্থান সম্পর্কে বর্ণনামূলক ও যুক্তিমূলক প্রমাণাদি যথেষ্ট রয়েছে। সুতরাং অস্বীকারকারী ও মিথ্যুকদের অজুহাত খাড়া করার কোন সুযোগ নেই।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

বিভীষিকাময় কিয়ামত

www.QuranerAlo.net

কিয়ামতের দিন জমীন বদলে যাবে। বদলে যাবে আসমানসমূহও। উলট-পালট হয়ে যাবে মহাবিশ্বের বিবর্তন। আল্লাহ তাআলা উপবেশন করবেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে।

- সে দিন তা হলে আসমানসমূহের কী অবস্থা হবে?
- জমীনই বা বদলে যাবে কীভাবে?
- তখন মানুষের অবস্থা কেমন হবে?

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিয়ামতের সেই বিভীষিকা সম্পর্কে অবগত করেছেন, যা মানুষকে হতভম্ব করে দিবে এবং অন্তরসমূহকে ঝাঁকুনি দিবে। জমীন কাঁপতে ও দুলতে থাকবে; পাহাড়-পর্বত বিচূর্ণ হয়ে দৌড়াতে থাকবে; সাগর-মহাসাগর বিস্ফোরিত ও প্রজ্বলিত হবে; আসমানসমূহ ভেঙে খানখান হবে; সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে ঢাকা পড়বে; চাঁদের আলো নিভে যাবে; তারকারাজি ম্লান হয়ে জ্যোতি হারাবে। আমাদের রব আল্লাহ জমীন হাতে নিবেন; ডান হাতে গুটিয়ে নিবেন আসমান।

• কিয়ামতের দিন আসমান-জমীনের অবস্থা

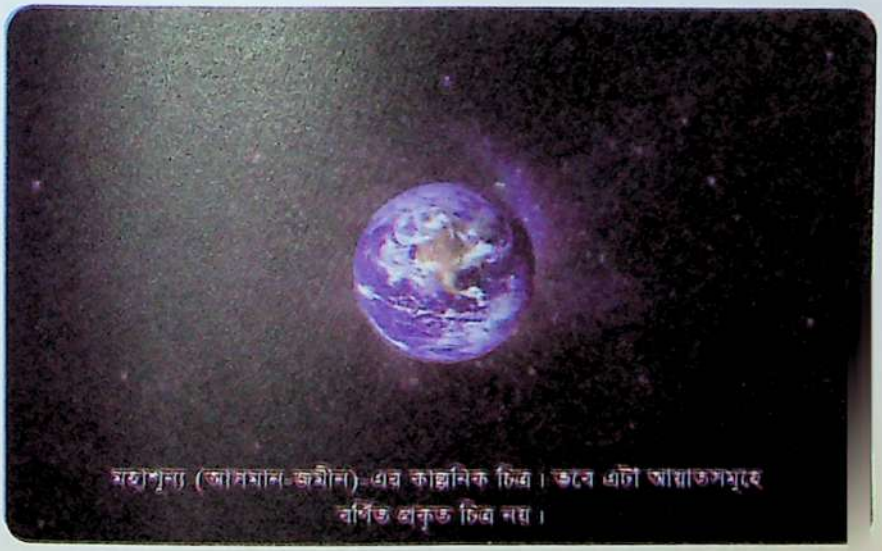

মহাশূন্য (আসমান-জমীন) এর কাল্পনিক চিত্র। তবে এটা আয়াতসমূহে বর্ণিত প্রকৃত চিত্র নয়।

কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য একথা বোঝায় যে, আল্লাহ সে দিন জমীনকে হাতে নিবেন এবং আসমানসমূহকে গুটিয়ে নিবেন।

• আসমানসমূহ

আসমানসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র।** [সুরা আম্বিয়া: ১০৪]

তিনি আর বলেছেন, **কিয়ামতের দিন আসমানসমূহ থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয়।** [সুরা যুমার: ৬৭]

যে ব্যক্তি কাগজে লেখাজোঁখা করে, সে লেখা সম্পন্ন হয়ে গেলে পুস্তক গুটিয়ে রাখে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

অর্থাৎ লিখিত কাগজগুলো ভাঁজ করে রাখে। আসমানের ক্ষেত্রে এমন ঘটনাই ঘটবে কিয়ামতের দিন। আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহের একাংশ আরেকাংশের উপর ভাঁজ করে রাখবেন এবং সেগুলোকে নিজের কব্জায় রাখবেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, **কিয়ামতের দিন আল্লাহ জমীনকে মুঠোয় নিবেন এবং আসমানসমূহকে ডান হাতে গুটিয়ে রাখবেন। এরপর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা আজ কোথায়?**

[বুখারী: হাদীস নং- ৭৩৮২]

নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেছেন, **কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমানসমূহকে গুটাবেন। তারপর সেগুলো ডান হাতে ধারণ করবেন। এরপর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ, প্রতাপশালীরা কোথায়? অহঙ্কারীরা কোথায়? এরপর জমীনসমূহকে বাম হাতে গুটিয়ে নিবেন। তারপর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ, প্রতাপশালীরা কোথায়? অহঙ্কারীরা কোথায়?**

[মুসলিম: হাদীস নং- ৭২২৮]

জমীন

কিয়ামতের দিন জমীনের যে অবস্থা হবে, সেটা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়ান করেছেন। তিনি বলেছেন, **কিয়ামতের দিন জমীন হবে একটি রুটির মত। জান্নাতীদের মেহদানদারীর উদ্দেশ্যে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সেটা নাড়বেন-চাড়বেন, যেমন তোমরা একেক জন দস্তরখানের উপর রুটি নাড়া-চাড়া করে থাক।**

(একথা শুনে) একজন ইহুদী এগিয়ে এল। বলল, হে আবুল কাসেম! দয়াময় (আল্লাহ) আপনাকে বরকত দিন। আমি কি আপনাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতীদের মেহমানদারী সম্পর্কে বলব না? নবীজী বললেন, হাঁ; বলো। ইহুদী বলল, জমীন সে দিন একটি রুটিতে পরিণত হবে। তখন নবীজী সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এমন কি তাঁর মাড়ি পর্যন্ত প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, **আমি কি তোমাদেরকে তাদের ব্যঞ্জন সম্পর্কে বলব না? তাদের ব্যঞ্জন হবে বালাম ও নূন।** সাহাবীরা বললেন, এগুলো আবার কী? তিনি বললেন, ষাঁড় ও মাছ। এগুলোর অতিরিক্ত কলিজা খেতে পারবে সত্তর হাজার লোক। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫২০]

www.QuranerAlo.net

• পাহাড়-পর্বতের বিচূর্ণন

কিয়ামতের দিন যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন প্রচণ্ড পাহাড়, শক্ত গাছপালা, উদ্ভিদ ও তরুলতা সহকারে জমীন উত্তোলন করা হবে এবং সমতল করে ফেলা হবে।

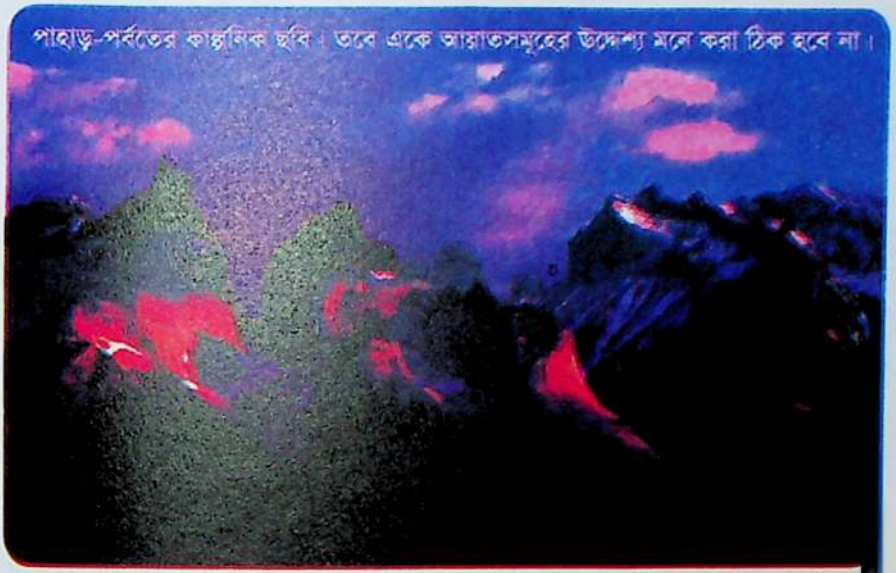

পাহাড়-পর্বতের কাল্পনিক ছবি। তবে একে আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য মনে করা ঠিক হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, **যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে- একটি মাত্র ফুৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে।** [সুরা হাক্কাহ: ১৩-১৫]

তখন পাহাড় নরম বালিতে পরিণত হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **যে দিন জমীন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়-পর্বত হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ।** [সুরা মুয্যাম্মিল: ১৪]

বরং অধিক কম্পন ও আন্দোলনের কারণে পাহাড়-পর্বত ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে। অথচ সেগুলো ছিল কঠিন পাথর। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে ধুনিত রঙিন পশমের মত।** [সুরা কারিআহ: ০৫]

পাহাড়গুলোকে আল্লাহ তাআলা সেগুলোর স্থান থেকে সরিয়ে দিবেন। সুতরাং জমীনের উপর কোন পাহাড় বিদ্যমান থাকবে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।** [সুরা নাবা: ২০]

হাঁ, পাহাড়-পর্বত মরীচিকা হয়ে যাবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

মরীচিকার দিকে দূর থেকে যে তাকায়, তার কাছে পানির মত মনে হয়; কিন্তু যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই দেখতে পায় না। এরপর পাহাড়সমূহকে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন, বাতাস তা নিয়ে খেলা করবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। সুতরাং তুমি বলে দাও, আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। এরপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতল ভূমি করে ছাড়বেন। তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখতে পাবে না। [সুরা ত্বাহা: ১০৫-১০৮]

এ হল কিয়ামতের সময় পাহাড়ের অবস্থা। এখন যে সাগর পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ দখল করে আছে, তার অবস্থা পাহাড়ের চেয়েও বিস্ময়কর হবে।

• সাগরের বিস্ফোরণ ও প্রজ্বলন

ভয়াবহ পরিধি ও গভীরতার সাগর, যার অভ্যন্তরে রয়েছে বিচিত্র জীবজন্তুর মহাজগৎ– কিয়ামতের দিন এই সাগরে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা থেকে ভয়াবহ আগুন জ্বলে উঠবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যখন সাগরকে বিস্ফোরিত করে দেওয়া হবে। [সুরা ইনফিতার: ০৩]

উত্তাল সাগরের কাল্পনিক ছবি। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য এমনই, একথা বুঝে নেওয়া উচিত নয়।

সাগরের বিস্ফোরণের মতলব এই হতে পারে যে, সাগর ভরে যাবে এবং পুরো স্থলভাগে পরিণত হবে। অথবা বিস্ফোরণ বলে সাগরের মূল দুটি উপাদান তথা অক্সিজেন ও হাড্রোজেনের বিস্ফোরণ হবে এবং এই দুটি গ্যাসের অনুসমূহের বিস্ফোরণ হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যখন সাগরকে উত্তাল করে তোলা হবে। [সুরা তাকভীর: ০৬]

www.QuranerAlo.net

সাগরকে উত্তাল করার মানে হচ্ছে তাতে আগুন প্রজ্বলিত করা। এমনটি ঘটে সাগরের গভীরে কম্পন ও বিদীর্ণ হওয়ার কারণে। তখন পানি ভিতরে প্রবেশ করে এবং মাটির অভ্যন্তরের বারুদের সাথে পানির সাথে অবস্থিত তৈলাক্ত পদার্থের সংঘর্ষের ফলে আগুন নির্গত হয়। সেই আগুন সাগরের উপরে চলে আসে।

• আসমানসমূহের ঘুর্ণন ও বিচূর্ণন

কিয়ামতের দিন আসমানসমূহ প্রচণ্ড রকমে কাঁপতে থাকবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, সে দিন আসমানসমূহ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। [সুরা তূর: ০৯] আসমান কাঁপবে এবং যথাস্থানে অবস্থান করে পেষণযন্ত্রের মত ঘুরতে থাকবে। সে দিন আসমান বিদীর্ণও হবে, চুরমারও হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন আসমান বিদীর্ণ হবে। [সুরা ইনফিতার: ০১] সে দিন আসমান মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে। [সুরা ফুরকান: ২৫]

আমরা জানি না, আসমান কীভাবে বিদীর্ণ হবে। তবে নিঃসন্দেহে তখন ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যখন আসমান বিদীর্ণ হবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং তার জন্য এটাই যথাযথ। [সুরা ইনশিকাক: ০১-০২] আল্লাহ তাআলা বলেন, সে দিন আসমান বিদীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হবে। [সুরা হাক্কাহ: ১৬] অত্যন্ত সুদৃঢ় আসমান বিদীর্ণ হয়ে দুর্বল হয়ে যাবে।

• সে দিনকার আসমানের রং

আসমানের সুন্দর নীল রং কিয়ামতের দিন বদলে যাবে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করবে। কখনও লাল, কখনও হলুদ, কখনও সবুজ, কখনও নীল।

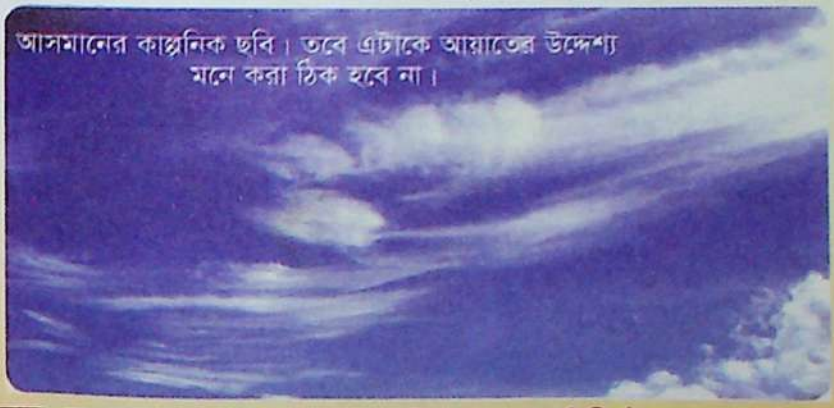

আসমানের কাল্পনিক ছবি। তবে এটাকে আয়াতের উদ্দেশ্য মনে করা ঠিক হবে না।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সে দিন আসমান বিদীর্ণ হয়ে রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। [সুরা রাহমান: ৩৭] অর্থাৎ আসমান বিদীর্ণ হয়ে একেক সময় একেক রং ধারণ করবে।

www.QuranerAlo.net

• সূর্যের নিষ্প্রভতা

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং তার আলো চলে যাবে। সূর্যকে পাগড়ির মত জড় করে নিষ্প্রভ করে দেওয়া হবে। সূর্যের একাংশকে আরেকাংশের উপর জড় করা হবে। এজন্য তার আলো চলে যাবে।

সূর্যের নিষ্প্রভ হওয়ার মতলব ঠান্ডা হয়ে আলো হারানোও হতে পারে। সে দিন সূর্যের কিরণ ও শিখা থাকবে না এবং মাটির আবরণের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন সূর্যকে আলোহীন করে দেওয়া হবে। [সুরা তাকভীর: ০১] উল্লিখিত মতলব বাদে ভিন্ন কোন মতলবও হতে পারে। আল্লাহ ভালো জানেন।

• চাঁদ

চাঁদকে কিয়ামতের দিন ঢেকে দেওয়া হবে। ফলে তার আলো হারিয়ে যাবে।

www.QuranerAlo.net

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন দৃষ্টি চমকে যাবে। চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে। এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করা হবে। সে দিন মানুষ বলবে, পলায়নের জায়গা কোথায়? না; কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। তোমার পালনকর্তার কাছেই সে দিন ঠাঁই হবে। [সুরা কিয়ামাহ: ০৭-১২]

চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করার মানে হচ্ছে এগুলো একদিকে জমা হবে এবং দুটোই কালো চেহারা নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।

• গ্রহ-নক্ষত্রের হাল ও দশা

আসমানের তারকা ও নক্ষত্ররাজির আকৃতি-প্রকৃতি বিবিধ। সেগুলোর সৌন্দর্য ও আলোও বিভিন্ন রকম। যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন এগুলো ম্লান হয়ে জ্যোতিহীন পড়বে। এগুলোর কোন আকর্ষণও থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন তারকারাজি মলিন হয়ে যাবে। [সুরা তাকভীর: ০২]

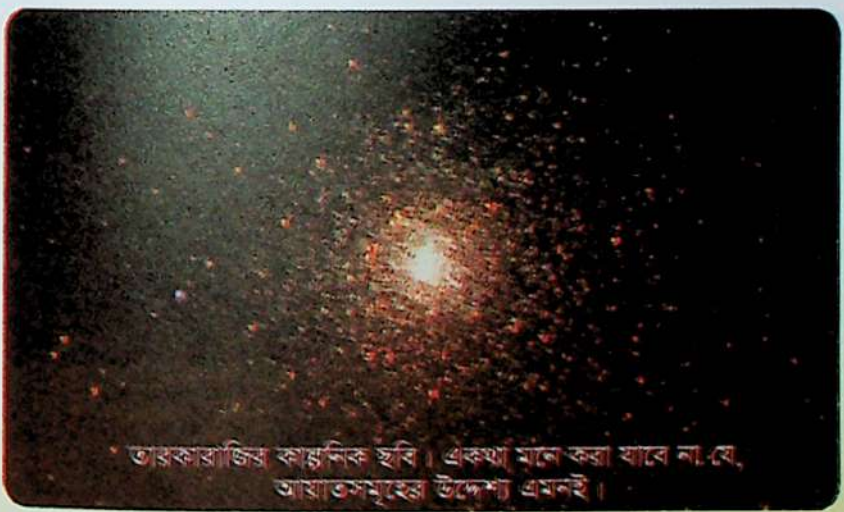

তারকারাজির কাল্পনিক ছবি। একথা মনে করা যাবে না যে, আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য এমনই।

আরও বলেন, অতঃপর যখন তারকারাজি নির্বাপিত হবে। [সুরা মুরসালাত: ০৮]

তারকারাজির তালে তালে সুশৃঙ্খল নক্ষত্ররাজিও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে। [সুরা ইনফিতার: ০২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমীনকে স্থির রাখেন, যাতে ওরা টলে না যায়। যদি ওরা টলে যায়, তা হলে তিনি ছাড়া আর কে ওদেরকে স্থির রাখবে? নিশ্চয় তিনি ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল। [সুরা ফাতির: ৪১]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

প্রশ্ন এমন দুর্দশা হবে কোন তারকারাজির?

উত্তর: এ বিষয়টি আল্লাহ ভালো জানেন। আমরা জানি না, এই দশা কি শুধু আমাদের গ্রহের তারকারাজির ক্ষেত্রে হবে, না কি আসমানের সমস্ত তারকার বেলায়ই হবে। তারকারাজির সংখ্যা ও সেগুলোর স্থান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, সুতরাং আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, নিশ্চয় এটা এক মহাশপথ– যদি তোমরা জানতে। [সুরা ওয়াকিয়াহ: ৭৫,৭৬] তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, তারকারাজি ম্লান হবে।

এই সমস্ত ঘটনা ও বিবর্তন সৃষ্টিরাজিকে ময়দানে মাহশারে একত্র ও সমবেত করার আগেই ঘটবে। তা হলে তাদেরকে সমবেত করা হবে কীভাবে? হাশরের ময়দানে কী কী ঘটবে?

আকীদা ...

আমাদের রবের কর্তৃত্ব আসমান-জমীনকে পরিবেষ্টনকারী। তিনি সৃষ্টিকুলের সাথে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন।

www.QuranerAlo.net

হাশর

www.QuranerAlo.net

হাশর শব্দটি বানানের দিক থেকে খুব সামান্য; কিন্তু অর্থের দিক থেকে বিরাট। হাশর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য কুরআন ও হাদীস বর্ণনা করেছে।

- তা হলে হাশর বলতে কী বোঝায়?
- মানুষকে কীভাবে সমবেত করা হবে এবং কোথায়?
- সমবেত করার স্থানটি কোথায়?
- হাশরের ময়দানে মানুষ কয় শ্রেণি ও প্রকারে বিভক্ত হবে?

www.QuranerAlo.net

সূচনা

হাশর বলা হয় বিক্ষিপ্ত বস্তুসমূহকে এক জায়গায় জমা করাকে।

কিয়ামত-দিবসে হাশরের মতলব হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টিকে এক ময়দানে বিচার ও ফায়সালার জন্য একত্র করা।

আল্লাহ তাআলা কিয়ামত-দিবসের নাম দিয়েছেন সমাবেশের দিন। তার কারণ, আল্লাহ তাআলা সে দিন তাঁর সমস্ত বান্দাকে সমবেত করবেন। যেমন, তিনি বলেছেন, সে দিন সব মানুষ সমবেত হবে এবং সেটি হাযির হওয়ার দিন। [সুরা হূদ: ১০৩]

আগে পরের সমস্ত মানুষকে আল্লাহ সে দিন সমবেত করবেন। যেমন, তিনি বলেছেন, বলো, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্র হবে এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে। [সুরা ওয়াকিয়াহ: ৪৯, ৫০]

আল্লাহ তাআলাকে কোন বিষয় পরাস্ত করতে পারে না। সুতরাং মানুষ যেখানেই ধ্বংস হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা তাকে মহাশূন্যের অণু-পরমাণু থেকে, পানির অন্ধকার থেকে, মাটির গভীর থেকে, পাখ-পাখালি, জীবজন্তু ও মাছের পেট থেকে বের করে উপস্থিত করবেন। এগুলো সবই আল্লাহর কাছে সমান যেমন, তিনি বলেছেন, যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান। [সুরা বাকারা: ১৪৮]

আল্লাহর ইলম সমস্ত মাখলুককে পরিবেষ্টন করে আছে। এজন্য তিনি কারও কথা ভোলেন না। আমাদের রব বলেছেন, আসমান ও জমীনে এমন কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহর দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে পরিসংখ্যান রয়েছে, এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তারা সবাই তাঁর কাছে একাকি অবস্থায় আসবে। [সুরা মারইয়াম: ৯৩-৯৫]

হাঁ, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিরাজিকে গণনা করে রেখেছেন। সৃষ্টির নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাইকে তিনি চেনেন। তাদের আমল, শ্বাস-প্রশ্বাস ও কথাবার্তা তিনি হিসাব করে রেখেছেন। তারা সবাই তাঁর রাজত্ব ও সালতানাতের অধীন। প্রত্যেকে একাকি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তাদের মাঝে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিচার করবেন। আমি মানুষকে একত্র করব, অতঃপর আমি তাদের কাউকে ছাড়ব না। [সুরা কাহ্‌ফ: ৪৭]

সুতরাং যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকে একটি ভূখণ্ডে একত্র করবেন।

www.QuranerAlo.net

• হাশরসংক্রান্ত দলিল-প্রমাণ

হাশর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আল্লাহ তাআলার কিতাবের বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আমি মানুষকে একত্র করব, অতঃপর আমি তাদের কাউকে ছাড়ব না। [সুরা কাহ্‌ফ: ৪৭]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বলো, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্র হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

[সুরা ওয়াকিয়াহ: ৪৯, ৫০]

তিনি আরও বলেছেন, আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করব। [সুরা কাহ্‌ফ: ৯৯]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে একটি ভূখণ্ডে একত্র করবেন। অতঃপর ঘোষকের কথা সবার কানে পৌঁছবে এবং দৃষ্টি তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। [বুখারী: ৩৩৬১]

• হাশরের ময়দানের বিবরণ

কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিকে সাদা পরিচ্ছন্ন এক ভূখণ্ডে সমবেত করা হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে সাদা গোলাকার ও চ্যাপ্টা রুটির মত এক পরিচ্ছন্ন ভূখণ্ডে সমবেত করা হবে। সেখানে কারও জন্য কোন নিদর্শন থাকবে না। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫২১]

• হাশরের ময়দানের স্থান

হাশরের ময়দান হবে শামে। নবী আলাইহিস সালাম সিরিয়ার দিকে ইশারা করে

বলেছেন, এই দিকে, এই যে এই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে বাহনে চড়িয়ে, পায়ে হাঁটিয়ে,

www.QuranerAlo.net

চেহারার উপর হিঁচড়িয়ে। কিয়ামতের দিন তোমাদের মুখ থাকবে বন্ধ। তোমরা সত্তর উম্মত পূর্ণ করবে। সমস্ত উম্মতের মধ্যে তোমরা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সম্মানিত। তোমাদের কারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে যা সবার আগে কথা বলবে, তা হল তার উরু। [নাসায়ী: হাদীস নং- ১১৪৩১]

• হাশরের দিনের সময়সীমা

হাশরের দিন সৃষ্টিরাজির বিচার করা হবে; বিভিন্ন রহস্য প্রকাশ করে দেওয়া হবে; মানুষের বিভিন্ন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হবে। এজন্য এটি একটি সুদীর্ঘ দিন। পঞ্চাশ হাজার বছর। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ফেরেশতারা ও রূহ এমন এক দিনে ঊর্ধ্বগামী হবে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। [সুরা মাআরিজ: ০৪] ভীতির মধ্যে মানুষ অপেক্ষা করতে থাকবে, তবে আল্লাহ তাআলা যাকে নিরাপত্তা দিবেন এবং রহম করবেন, তার কথা ভিন্ন।

এই দিনের দীর্ঘতার কারণে মানুষ দুনিয়াতে যে জীবনযাপন করেছিল, সে কথা ভুলে যাবে। হাশরের দিনের দীর্ঘতার কাছে দুনিয়ার জীবন যেন কিছুই নয়। দুনিয়ার জীবনের সাথে উক্ত দিনের দীর্ঘতা তুলনা করে মানুষ মনে করবে যে, দুনিয়ায় তারা একটি মুহূর্ত মাত্র ছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন, যে দিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদণ্ড। একজন অপর জনকে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে এবং তারা সরল পথে আসেনি। [সুরা ইউনুস: ৪৫]

আমাদের প্রতিপালক বলেছেন, যে দিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সে দিন অপরাধীরা কসম করে বলবে, তারা এক মুহূর্তের অধিক অবস্থান করেনি। [সুরা রূম: ৫৫]

সেই ময়দানে কেউ অন্য কারও দিকে তাকাবে না। প্রত্যেকে নিজের মুক্তির ফিকিরে ব্যস্ত থাকবে। মানুষ তার ভাই, মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তানাদি, আশ্রয়দাতা ও যেকোন আত্মীয়-স্বজন থেকে পলায়ন করবে। এমনটা করবে শুধু মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু কেউ তার মুক্তির জন্য এগিয়ে আসবে না। ওহ! কী ভয়ানক ব্যাপার!! বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে। দোস্ত দোস্তকে স্মরণ করবে না। দুধদায়িনী তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে। নিজ গর্ভের সন্তানের কথা ভুলে যাবে মা।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারপর যে দিন কানফাটানো আওয়াজ আসবে, সে দিন মানুষ তার ভাই থেকে পলায়ন করবে। মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকেও। সে দিন প্রত্যেকের নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যস্ত রাখবে। [সুরা আবাসা: ৩৩-৩৭]

www.QuranerAlo.net

তিনি আরও বলেছেন, তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। সে দিন অপরাধী আযাব থেকে বাঁচার জন্য পণহিসেবে দিতে চাইবে সন্তানাদিকে, আপন ভাইকে, আশ্রয় দানকারী গোষ্ঠীকে এবং পৃথিবীর সবকিছুকে; তারপরও যেন তার রক্ষা হয়। [সুরা মাআরিজ: ১১-১৪]

অপরাধী সে দিন নিজে বাঁচার জন্য সন্তান, মা ও ছেলেদেরকে মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে। তাদের ধ্বংস তাকে চিন্তিত করবে না। দিনটি অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠিন। আল্লাহ দিনটির ব্যাপারে বলেছেন, ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিন। [সুরা ইনসান : ১০]

• হাশরের প্রকারভেদ

হাশরের অর্থ যে সমবেত করা সে কথা আগে অতিবাহিত হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সৃষ্টিরাজি দুই ভাগে বিভক্ত হবে। এক প্রকার হচ্ছে তারা, যারা আগেই মারা গেছে এবং তারা কবরে দাফনকৃত। আরেক প্রকার জীবিতরা, যাদের উপর কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। এরাই প্রথম ফুৎকারের সময় মারা যাবে। আগেই জানা হয়েছে যে, বদকার লোকদের উপর কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। তার কারণ, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের আগে অতিউত্তম বাতাস প্রেরণ করবেন, যেই বাতাস মুমিনদের রূহ কব্জ করবে। এরপর যারা জমীনের বুকে জীবিত থাকবে, তাদের উপরই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যে সৃষ্টিরাজির সমবেতকরণের রূপরেখা কী হবে, তা বিস্তারিত এসেছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য এখানে ধারণা ও অনুমান করার সুযোগ রাখেননি।

• প্রথম প্রকার: জীবিতদেরকে সমবেতকরণ

জীবিত সৃষ্টিরাজিকে সারা দুনিয়া থেকে তাড়িয়ে এনে শামের একটি জায়গায় সমবেত করা হবে। আদন অঞ্চলের প্রান্ত থেকে উত্থিত এক প্রকাণ্ড আগুন তাদের তাড়িয়ে নিয়ে সমবেত করবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না।... অর্থাৎ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বড় বড় দশটি আলামত না দেখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এই আলামতগুলোর মধ্যে নবীজী উল্লেখ করেছেন, এবং একটি প্রকাণ্ড আগুন, যা আদন এলাকার প্রান্ত থেকে বের হবে এবং মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাতযাপন করবে,

www.QuranerAlo.net

এই আগুনও সেখানে রাতযাপন করবে; মানুষ যেখানে বিশ্রাম করবে, এই আগুনও সেখানে বিশ্রাম করবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৪৬৯]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের প্রথম আলামত হচ্ছে একটি আগুন, যা মানুষকে পুব থেকে পশ্চিমের দিকে তাড়িয়ে নিবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৪৪৮০]

নবীজী আরও বলেছেন, এখানে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে বাহনে চড়িয়ে, পায়ে হাঁটিয়ে, চেহারার উপর হিঁচড়িয়ে। একথা বলে তিনি শামের দিকে ইশারা করেছেন। [হাকেম: হাদীস নং- ৮৬৮৬]

এসব হাদীসের মূল বক্তব্য এটাই যে, সে আগুন মানুষকে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাড়িয়ে শামের কোন স্থানে জমা করবে। এরপর শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেওয়া হবে এবং সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়বে।

সর্বশেষ যাকে সমবেত করা হবে

যখন আগুন এগিয়ে এসে মানুষকে তাড়াতে থাকবে, মানুষ স্বাভাবিক জীবনের কাজকর্মে লিপ্ত থাকবে। তখন আচনক আগুন এসে পড়বে। সর্বশেষ যাদেরকে জড় করা হবে নবী আলাইহিস সালাম তাদের কথাও আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন।

তারা হচ্ছে (আরবের) মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল। তারা মদীনার উদ্দেশে ছাগল তাড়াতে তাড়াতে এগিয়ে আসতে থাকবে; কিন্তু আচানক দেখবে ছাগলগুলো অবাধ্য হয়ে গেছে। এরপর যখন তারা সানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে পৌছবে, তখন তারা মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যাবে। [বুখারী: হাদীস নং- ১৮৭৪]

অর্থাৎ দু'জন রাখাল ছাগল চরাতে থাকবে। তারা চিৎকার দিয়ে ছাগল তাড়াতে চেষ্টা করবে; কিন্তু যেই ছাগল আগে বাধ্য ছিল, সেটা তখন অবাধ্য হয়ে যাবে; রাখালের কথা শুনবে না। নিরুপায় হয়ে রাখালদ্বয় উত্তর দিকে শাম অভিমুখে রওয়ানা দিবে। মদীনা হয়ে যখন তারা সানিয়াতুল বিদায় আসবে, তখন দু'জনই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

এ গেল হাশরের প্রথম প্রকার সম্পর্কিত আলোচনা। এই প্রকার তৎসময়ে জীবিত লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা আগে মরে গিয়ে কবরে দাফনকৃত অবস্থায় থাকবে, তাদের হাশর ভিন্ন কিসিম।

www.QuranerAlo.net
পরকাল LIFE AFTER LIFE

দ্বিতীয় প্রকার: মৃতদের হাশর

এই হাশর সংঘটিত হবে শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার প্রদানের পর। প্রথম ফুঁক দেওয়ার পর এক যুগের বিরতি থাকবে। তার সীমা হল চল্লিশ। এরপর আল্লাহ তাআলা আরশের নীচ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এই বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে ভূভাগের বিভিন্ন স্থানের কবরে অবস্থিত মৃতদেহসমূহ উৎপন্ন হবে।

যখন মৃতদের দেহের পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে। তখন মৃতরা তাদের কবর থেকে বের হবে এবং তাদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে, যাতে তারা ওইসব জীবিতদের সাথে মিলিত হতে পারে, যারা প্রথম ফুৎকারের মাধ্যমে মারা গেছে।

• সৃষ্টিরাজির হাশরের বিবরণ

আল্লাহর সৃষ্টি বিবিধ– মানুষ, জীবজন্তু, পাখপাখালি, মাছ, ছোট-বড়, মুসলিম-কাফের– সবাইকেই হাশরের ময়দানে এমন দিনে সমবেত করা হবে, যেই দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, সে দিন সব মানুষ সমবেত হবে এবং সেটি হাযির হওয়ার দিন। [সুরা হূদ: ১০৩]

তিনি আরও বলেছেন, বলো, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্র হবে একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। [সুরা ওয়াকিয়াহ: ৪৯, ৫০]

আল্লাহ তাআলা মহান। কোন বস্তু তাঁকে পরাস্ত করতে পারে না। বান্দা যেখানেই ধ্বংস হোক না কেন, আল্লাহ তাকে উপস্থিত করতে সক্ষম। যেমন, তিনি বলেছেন, যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। [সুরা বাকারা: ১৪৮]

বিভিন্ন প্রকারের হাশর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আলোচনা করেছেন। যেমন–

• সমস্ত সৃষ্টির হাশর

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি মানুষকে একত্র করব, অতঃপর আমি তাদের কাউকে ছাড়ব না। [সুরা কাহ্‌ফ: ৪৭]

www.QuranerAlo.net

• জীবজন্তু ও বন্য প্রাণীর হাশর

আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন বন্য প্রাণীদের একত্র করা হবে।

[সুরা তাকভীর: ০৫]

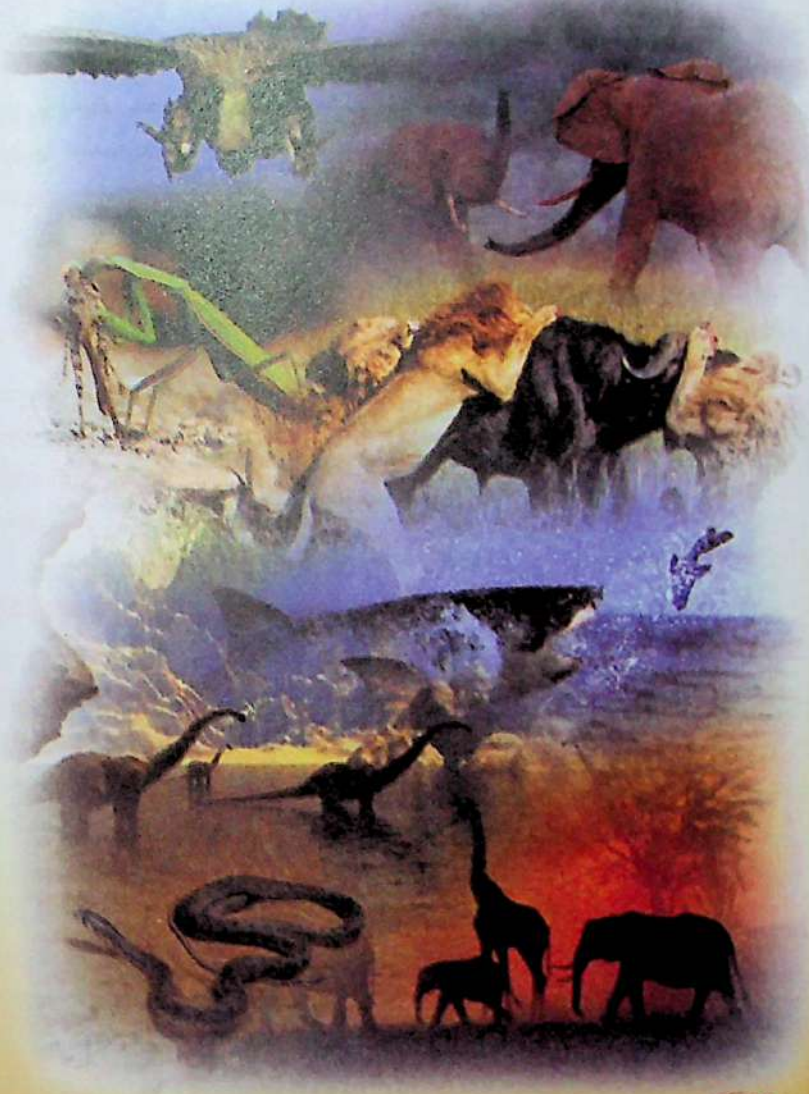

• অপরাধীদের হাশর

বিভিন্ন প্রকার পাপ ও অন্যায়ের শিকার ব্যক্তিরা অপরাধী। চাই তাদের অপরাধ কুফর পর্যন্ত পৌঁছুক, অথবা না পৌঁছুক। এদের হাশর হবে অত্যন্ত ভয়ানক অবস্থায়। প্রচণ্ড ভীতির কারণে এদের চোখ থাকবে নীল। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীলচক্ষু অবস্থায়। [সুরা ত্বাহা: ১০২]

• জালেম ও অনুরূপদের হাশর

যেনাকারদের হাশর হবে যেনাকারদের সাথে; আর সুদখোরদের হাশর হবে সুদখোরদের সাথে। অন্যদের বেলায়ও একই কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন, একত্র করো জালেমদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের এরা এবাদত করত, তাদেরকে। [সুরা সাফ্ফাত: ২২]

এখানে দোসর বলতে সমঅপরাধীকে বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ? চতুষ্পদ জন্তুরও কি হাশর হবে?

উত্তর: হাঁ; কিয়ামতের দিন অন্যান্য সৃষ্টির মত চতুষ্পদ জন্তুকেও সমবেত করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর দুনিয়ায় বিচরণশীল যত প্রকার প্রাণী রয়েছে এবং যত পাখি দুই ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ায়, তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণি। আমি কোনকিছু লিখতে ছাড়িনি। এরপর সবাই নিজ প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে। [সুরা আনআম: ৩৮]

জীবজন্তুর হাশর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, যখন বন্য প্রাণীদের একত্র করা হবে। [সুরা তাকভীর: ০৫]

তিনি আরও বলেছেন, তাঁর অন্যতম নিদর্শন আসমানসমূহ ও জমীনের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। যখন ইচ্ছা তিনি এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম। [সুরা শূরা: ২৯]

জীবজন্তুকে কিয়ামতের দিন সমবেত করার অর্থ এই নয় যে, মানুষের মত ওগুলোকেও প্রতিদান, শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়া হবে এবং ওগুলোকে জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। তবে হাশরের ময়দানে শিংবিহীন ছাগলকে শিংওয়ালা ছাগল থেকে প্রতিশোধ নিয়ে দেওয়া হবে এবং এরপর তাকে মাটি হয়ে যেতে বলা হবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন হকদারদের হকসমূহ আদায় করে দেওয়া হবে। এমন কি শিংওয়ালা ছাগল থেকে শিংবিহীন ছাগলকে প্রতিশোধ নিয়ে দেওয়া হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬৭৪৫]

www.QuranerAlo.net

প্রশ্ন আল-ফাযাউল আকবার বা চরম ভীতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: কবর থেকে ওঠার পরপর এক ভয়ানক অবস্থা বিরাজ করবে। একেই আল-ফাযাউল আকবার বা চরম ভীতি বলে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। তবে নেককার ব্যক্তিদের অবস্থা অন্যদের মত হবে না। কেননা, তারা তো দুনিয়া থেকে কিয়ামতের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে গেছেন এবং তারা আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য উদ্গ্রীব। আল্লাহ তাআলা তাদের কথা ব্যক্ত করেছেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের আশঙ্কা করি। এরপর আল্লাহ তাদেরকে সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। তাদের সবরের প্রতিদান হিসাবে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। [সুরা দাহ্‌র: ১০-১২]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার ইয্যতের কসম! আমি আমার বান্দার জন্য দুটি স্বস্তি ও দুটি ভীতি একত্র করব না। দুনিয়াতে সে যদি আমার ব্যাপারে অভয়ে থাকে, তা হলে আমি তাকে আখেরাতে সন্ত্রস্ত করব। আর সে যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে চলে, তা হলে আমি তাকে সে দিন নিরাপদে রাখব, যে দিন আমি সমস্ত বান্দাকে সমবেত করব।

[মুসনাদুশ শামিয়্যীন: হাদীস নং- ৪৬২]

• হাশরের ময়দানে নবীজীর ঝাণ্ডা

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে যেসব সম্মান দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কিয়ামতের দিন সমস্ত নবী তাঁর পতাকাতলে অবস্থান করবেন। তিনি নবীদের ইমাম ও খতীব এবং তাঁদের জন্য সুপারিশকারী হবেন। যেমন, তিনি বলেছেন, যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন আমি নবীদের ইমাম, খতীব ও সুপারিশকারী থাকব; তবে কোন ফখর নেই। [তিরমিযী : হাদীস নং-৩৬১৩]

নবীজীর হাতে হামদের ঝাণ্ডা থাকবে এবং যেকোন নবী আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডার নীচে অবস্থান করবেন। নবীজী বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি আদম-সন্তানের নেতা হব; তবে কোন ফখর নেই। আমার হাতে প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকবে; তবে কোন ফখর নেই। আদম ও অন্য যেকোন নবী সে দিন আমার ঝাণ্ডার নীচে থাকবেন। আর আমারই কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। তবে কোন ফখর নেই। [তিরমিযী: হাদীস নং- ৩১৪৮]

www.QuranerAlo.net

• হাশরের ময়দানে মানুষের অবস্থা

হাশরের দিন অত্যন্ত দীর্ঘ, সঙ্কটময়। সে দিন মানুষের প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিন্যাস হবে বহুবিধ। তবে সবার ক্ষেত্রেই নবীজীর বর্ণনাকৃত এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে–

তিনি বলেছেন, হে মানবসমাজ! নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর কাছে সমবেত হবে নাঙ্গা পায়ে, নাঙ্গা দেহে এবং খাতনাবিহীন অবস্থায়। এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমি তা পূরণ করবই।

(সুরা আম্বিয়া: ১০৪) [বুখারী: হাদীস নং- ৪৬৫২]

আপত্তি

একথা প্রমাণিত যে, মানুষ যে কাপড়ে মারা যায়, তাকে সেই কাপড়েই পুনরায় তোলা হবে। যেমন, আবু সাঈদ খুদরী'র ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় হয়, তখন তিনি নতুন কাপড় আনতে বলেন এবং সেটা পরিধান করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মাইয়েতকে সেই কাপড়েই উঠানো হবে, যে কাপড়ে তার মৃত্যু হবে। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৩১১৬] অথচ একটু আগে উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষকে নাঙ্গা দেহে উঠানো হবে। তা হলে এই দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে হতে পারে?

উত্তর: নিশ্চয় মানুষকে অনাবৃত দেহেই উঠানো হবে; তবে পরে যখন কাপড় পরানো হবে, তখন প্রথম পোশাক সেই কিসিমেরই হবে, যেই কিসিমের কাপড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, পরের হাদীসের উদ্দেশ্য শহীদগণ। কেননা, তাদের বেলায়ই নবী আলাইহিস সালাম হুকুম দিয়েছিলেন, যেন তাদেরকে সেই কাপড়েই দাফন করা হয়, যেই কাপড়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে কাপড় পরিহিত অবস্থায় উঠানো হবে।

অপর কেউ কেউ বলেছেন, আবু সাঈদ যা করেছিলেন, তা ছিল তাঁর এজতেহাদ। অন্যথায় হাদীসে বর্ণিত কাপড় দ্বারা নেক আমল উদ্দেশ্য। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর তোমার কাপড় পবিত্র করো।

[সুরা মুদ্দাস্‌সির: ০৪]

www.QuranerAlo.net

অর্থাৎ তোমার আমল পবিত্র করো। কেননা, মানুষ যে আমলের উপর মৃত্যুবরণ করবে, তার পুনরুত্থান সে অনুযায়ীই হবে। আমল ভালো হলে পুনরুত্থান ভালো হবে, আমল খারাপ হলে পুনরুত্থান খারাপ হবে।

নবীজীর একটি হাদীস এই ব্যাখ্যাকে সুদৃঢ় করে। তিনি বলেছেন, মানুষ যে অবস্থার উপর মারা যাবে, তাকে সে অবস্থার উপরই তোলা হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৪১৩]

এজন্য মৃত্যুর সময় কালিমার তালকীন করা মুস্তাহাব। যাতে মৃত ব্যক্তির শেষ কথা হয় কালিমা এবং কিয়ামতের দিন তার উপরই তার পুনরুত্থান হয়।

প্রশ্ন **নগ্ন দেহে মানুষকে সমবেত করা হবে, তা হলে কি একজন আরেক জনকে দেখবে?**

উত্তর: যখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা এই হাদীস নবীজীর কাছে শুনতে পান, তখন তিনি বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! পুরুষ ও নারী– উভয় শ্রেণিকে একসাথে সমবেত করা হবে? একজন আরেক জনকে দেখতে থাকবে? নবীজী বলেন, আয়েশা! অবস্থা এত ভয়াবহ থাকবে যে, একজন আরেক জনের দিকে তাকানোর অবকাশ থাকবে না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৭৭] অর্থাৎ এত ভয়, এত আতঙ্ক বিরাজ করবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকবে; অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করার নওবত পাবে না।

• পরিস্থিতির ভয়াবহতা

নিকটবর্তী সূর্য

হাশরের ময়দানে মানুষের কী অবস্থা হবে, সে কথা নবী আলাইহিস সালাম বয়ান করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন সূর্যকে মানুষের খুব কাছে এনে দেওয়া হবে। এমন কি মাত্র দুই-এক মাইল দূরে। সুতরাং মানুষ তাদের আমল হিসেবে ঘামের ভিতরে ডুবতে থাকবে। কারও ঘাম হবে গোড়ালী পর্যন্ত; কারও হাঁটু পর্যন্ত; কারও কাঁখ পর্যন্ত এবং কারও মুখ পর্যন্ত। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪২১]

তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামবে। এমন কি তাদের ঘাম সত্তর গজ পর্যন্ত জমীনের ভিতরে প্রবেশ করবে। উপরে উঠতে উঠতে চোয়াল পার হয়ে কান স্পর্শ করবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৩২]

তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামবে। এমন কি তাদের ঘাম সত্তর গজ পর্যন্ত জমীনের ভিতরে প্রবেশ করবে।

www.QuranerAlo.net

উপরে উঠতে উঠতে চোয়াল পার হয়ে কান স্পর্শ করবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৩২]

তিনি আরও বলেছেন, কেউ কেউ কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত ঘামের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। [বুখারী: হাদীস নং-৬৫৩১]

তিনি আরও বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন সূর্যকে মানুষের কাছে এনে দেওয়া হবে, এমন কি তা এক বা দুই মাইলের ভিতরে এসে পড়বে এবং সূর্য তাদের চর্বি গলাতে থাকবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪২১]

• কিয়ামতদিবসে মুমিনদের অবস্থা

কিয়ামতদিবসে চরম ভীতি-বিশৃঙ্খলা ও একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুমিনদের অবস্থা হবে ব্যতিক্রম। সম্মানিত ফেরেশতারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তাদের ভয় দূর করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিবেন।

যেমন, আল্লাহ তাালা বলেছেন, মহাত্রাস তাদেরকে চিন্তিত করবে না। ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে– এটা হল সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত। [সুরা আম্বিয়া: ১০৩]

অর্থাৎ যেহেতু দুনিয়াতে তাদের অন্তর আল্লাহর ভয় ও তাঁর মহত্ত্বে ভরপুর থাকে এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতিও তারা নিয়ে থাকেন, এজন্য তাদের কোন ভয় থাকবে না।

যেমন, আল্লাহ তাআলা তাদের পক্ষ থেকে বলেছেন, আমরা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক ভীতিপ্রদ ও ভয়ঙ্কর দিনের আশঙ্কা করি। [সুরা দাহ্‌র: ১০]

আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যারা তাদের রবের আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তাদের রবের আযাব নিরাপদ নয়। [সুরা মাআরিজ: ২৭, ২৮]

তিনি আরও বলেন, এরপর আল্লাহ তাদেরকে সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। [সুরা দাহ্‌র: ১১]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার ইয্যতের কসম! আমি আমার বান্দার জন্য দুটি স্বস্তি ও দুটি ভীতি একত্র করব না। দুনিয়াতে সে যদি আমার ব্যাপারে অভয়ে থাকে, তা হলে আমি তাকে আখেরাতে সন্ত্রস্ত করব। আর সে যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে চলে, তা হলে আমি তাকে সে দিন নিরাপদে রাখব, যে দিন আমি সমস্ত বান্দাকে সমবেত করব। [মুসনাদুশ শামিয়্যীন: হাদীস নং- ৪৬২]

www.QuranerAlo.net

• কাফেরদের হাশরের প্রকৃতি

আমল অনুযায়ী কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর হবে। সুতরাং মুমিনদের উপর সহজ করা হবে; কঠিন করা হবে কাফেরদের উপর। বরং কঠিন ক্রোধ, অন্তরের অস্থিরতা, দেহের কম্পন ও ঘামের সীমাহীনতা– সব তাদের বেলায়। কোন কোন কাফেরের হাশর হবে এমন পরিস্থিতিতে, যা অপমান ও লাঞ্ছনা প্রকাশ করবে।

এক শ্রেণির কাফেরের হাশর হবে তাদের মুখে ভর করে। তাদের পা থাকবে উপর দিকে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে জড় করব তাদের মুখে ভর করিয়ে, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় ও বধির অবস্থায়। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। যখনই তা নিভে যাওয়ার উপক্রম হবে, তখনই আমি আগুন বাড়িয়ে দিব। [সুরা বনী ইসরাঈল: ৯৭]

আনাসের হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নবী! কাফেরকে তার মুখের উপর ভর করে হাশর করানো হবে? নবীজী বললেন, যিনি তাকে দুনিয়াতে পায়ের উপর হাঁটাতে সক্ষম, তিনি কি তাকে আখেরাতে মুখের উপর ভর করে হাঁটাতে সক্ষম নন? [বুখারী: হাদীস নং- ৪৭৬০]

কাফেরদেরকে অত্যন্ত তৃষ্ণাকাতর অবস্থায় হাশর করানো হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিব তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। [সুরা মারইয়াম: ৮৬]

শাফায়াত সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসে গাইরুল্লাহর এবাদতকারী ও শিরককারী কাফেরদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে–

অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা তৃষ্ণার্ত হয়েছি, আমাদেরকে পানি দিন। তখন তাদের দিকে ইশারা করা হবে যে, আজ তোমরা (হাউজে কাউসারে) উপস্থিত হতে পারবে না। এরপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে। সেটা হবে মরীচিকার মত– একাংশ আরেকাংশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরপর তারা জাহান্নামে পতিত হবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৪৫৮১]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• প্রথম যাকে বস্ত্র পরানো হবে

হাশরের ময়দানে প্রথম পোশাক পরানো হবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, হে মানবসমাজ! নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর কাছে সমবেত হবে নাঙ্গা পায়ে, নাঙ্গা দেহে এবং খাতনাবিহীন অবস্থায়। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমি তা পূরণ করবই। মনে রেখো, কিয়ামতের দিন সবার আগে যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। [বুখারী: হাদীস নং- ৪৬৫২]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে পোশাক পরাবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে তারাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, সুতরাং তাদের নগ্ন দেহে অবস্থান মানায় না। এজন্য সম্মানের পোশাক তাদেরকে পরিয়ে দেওয়া হবে। নেক আমল অনুযায়ী তাদের জন্য যানবাহন প্রস্তুত করা হবে, যেগুলো তাদেরকে নিরাপদ অবস্থান ও ইয্যত-সম্মানের ক্ষেত্র পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

• কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে ডাকা হবে

কিয়ামতের দিন সবার আগে ডাকা হবে আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন–

কিয়ামতের দিন সবার আগে ডাকা হবে আদমকে। তখন তার সন্তানাদি প্রকাশ পাবে। বলা হবে, ইনি তোমাদের পিতা আদম। তিনি বলবেন, হাঁ, আমি হাযির। আল্লাহ বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামের বাহিনীকে বের করো। তিনি বলবেন, কয়জনকে বের করব? আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেক শ' থেকে নিরানব্বই জনকে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, যখন প্রত্যেক শ' থেকে নিরানব্বই জনকে বের করা হবে, তখন আমাদের থেকে কী অবশিষ্ট থাকবে? নবীজী বললেন, বিভিন্ন জাতির মোকাবেলায় আমার উম্মত হবে কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫২৯]

• ভীতি উপশমক আমল

কিয়ামতের দিন নানা পেরেশানী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষের প্রয়োজন হবে এমন কিছুর, যা তাদেরকে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে এমন কিছু আমল রয়েছে, যেগুলো জান্নাতে মানুষের উপকার করে এবং মিজানের পাল্লা ভারি করে, একইভাবে সেগুলো হাশরের ভয়াবহতা হ্রাসকরণের ক্ষেত্রেও উপকার করে।

মুমিনদের আমল বিভিন্ন প্রকার। সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু আমল রয়েছে,

www.QuranerAlo.net

যেগুলো আল্লাহর সামনে বান্দার দণ্ডায়মান হওয়াকে সহজ করে। এই ধরনের আমলের বিচারে মুমিনগণ কয়েক প্রকার–

এদের মধ্যে রয়েছে তারা, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন সেই ভয়াবহ দিনে, যে দিনের দীর্ঘতা, সঙ্কট, তাপ ও ভয় বর্ণনা করা হয়েছে। ঘাম ও তাপ মানুষকে পরিবেষ্টন করবে। সে দিন আল্লাহ তাআলা নেককার কিছু লোককে স্বতন্ত্র সাব্যস্ত করবেন এবং তাদেরকে নিজ আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। এরা বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত, যাদের কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্য থেকে সাত শ্রেণির কথা এক হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ নিজ ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া বাদে আর কোন ছায়া থাকবে না– ন্যায়পরায়ণ শাসক; সেই যুবক যে আল্লাহর এবাদতের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে; ওই ব্যক্তি, যার দিল মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে; ওই দুই ব্যক্তি, যারা একজন আরেক জনকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্যই তারা মিলিত হয়, আল্লাহর জন্যই তারা বিচ্ছিন্ন হয়; ওই ব্যক্তি, যাকে রূপসী ও মর্যাদার অধিকারিণী কোন নারী অপকর্মের জন্য আহ্বান করে আর সে বলে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি; ওই ব্যক্তি, যে গোপনে সদকা করে, এমন কি তার বাম হাত জানতে পারে না যে, তার ডান হাত কী খরচ করে; আর ওই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৬০]

এ রকম আরও আছে। যেমন–

• আল্লাহর জন্য পরস্পর মহব্বতকারীগণ

যারা আল্লাহর জন্য একজন অপর জনকে মহব্বত করেন। মহব্বতের কারণ হিসেবে এখানে সৌন্দর্য, পদমর্যাদা ও দুনিয়ার কোন স্বার্থ নেই।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার জন্য পরস্পর মহব্বতকারীরা কোথায়? আজ আমি তোমাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দিব, যে দিন আমার ছায়া বাদে আর কোন ছায়া নেই। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬৭১৩]

www.QuranerAlo.net

• দরিদ্রকে অবকাশ দানকারী ব্যবসায়ী

দরিদ্রের উপর অনুগ্রহ করা এবং তার উপর কঠোরতা না করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে হাতে সম্পদ আসা পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেওয়া, অথবা কিছু পাওনা মাফ করে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন অভাবীকে সুযোগ দিবে, অথবা তার ঋণের অংশবিশেষ মাফ করে দিবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আপন ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।

[মুসলিম: হাদীস- ৭৭০৪]

নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেন, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দিবে, অথবা (অংশবিশেষ বা পুরোটা) মাফ করে দিবে, কিয়ামতের দিন সে আরশের ছায়ার নীচে অবস্থান করবে। [আহমাদ: হাদীস নং- ২২৬২৩]

• অভাবীকে সুযোগ দানকারী

এই প্রকার আগের প্রকারের কাছাকাছি। এ হচ্ছে সেই ধনী ব্যবসায়ী, যার কাছ থেকে গরীবরা টাকা-পয়সা ধার নেয়; কিন্তু তাগাদা দিতে গিয়ে ধনী লোকটি তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে না; বরং কোমল ব্যবহার করে এবং কিছু অংশ মাফ করে দেয়। নবী আলাইহিস সালাম কিয়ামত-দিবসে মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

আল্লাহ তাঁর এমন এক বান্দাকে উপস্থিত করবেন, যাকে তিনি সম্পদ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বলবেন, দুনিয়াতে তুমি কী আমল করেছ? লোকটি বলবে, হে আমার রব! আমি কিছুই আমল করিনি; তবে তুমি আমাকে সম্পদ দিয়েছিলে, কাজেই লোকজনের সাথে ব্যবসা করতাম। আমার অভ্যাস ছিল, আমি সচ্ছলের উপর সহজ করতাম এবং অসচ্ছলকে সুযোগ দিতাম। একথা শুনে আল্লাহ তাআলা বলবেন, এ কাজে তোমার চেয়ে আমি বেশি হকদার। (ফেরেশতারা!) আমার এই বান্দাকে মাফ করে দাও। [হাকেম: হাদীস নং- ৩১৯৭]

অন্য বর্ণনায় আছে, নবী আলাইহিস সালাম বলেন, এক লোক কোন নেক আমল করেনি। সে লোকজনকে ধারকরজ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, যেটা সহজে আসে, সেটা গ্রহণ করো। যার সঙ্কট আছে, তাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিবেন। এরপর যখন তার মৃত্যু হল, তখন আল্লাহ তাকে বললেন,

www.QuranerAlo.net

তুমি কি কোন নেক আমল করেছ? সে বলল, না; তবে আমার একজন গোলাম ছিল। আমি লোকজনকে ধারকরজ দিতাম। যখন আমি তাকে করজের তাগাদা দেওয়ার জন্য পাঠাতাম, তখন বলতাম, যেটা সহজে আসে, সেটা গ্রহণ করো। যার সঙ্কট আছে, তাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিবেন। একথা শুনে আল্লাহ বললেন, আচ্ছা; আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। [নাসায়ী: হাদীস- ৪৬৯৪]

• ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট

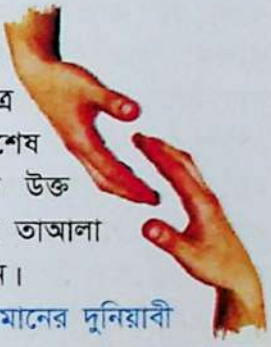

আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে প্রাচুর্য ও অভাব, শক্তি ও দুর্বলতা এবং পরিচিতি ও সমন্বয়ের বেশকমের ক্ষেত্রে তফাত রেখেছেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা যাকে বিশেষ কোন নেয়ামত দান করেছেন, তার জন্য উচিত উক্ত নেয়ামতবঞ্চিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা, যাতে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন নিজ আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়াবী কোন সমস্যা দূর করে দিবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কোন সমস্যা দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর উপর সহজ করবে, আল্লাহ তার উপ দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন করবেন। আর আল্লাহ বান্দার সহায়তা করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সহায়তা করতে থাকে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭০২৮]

• ন্যায় বিচারক

ন্যায়পরায়ণতা বড়দের গুণ; প্রজ্ঞাবানদের বৈশিষ্ট্য। এই গুণের উপর যে আমল করে, মুনাফা তার সঙ্গী হয়ে যায়; সামর্থ্য তার বন্ধু হয়ে যায়। দুনিয়াতে সে স্বস্তি বোধ করে। আখেরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তার শত্রু ও হিংসুক কমে যায়; বেড়ে যায় তার বন্ধু-বান্ধব।

পক্ষান্তরে জুলুম হচ্ছে ইবলীসের বৈশিষ্ট্য; পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দুশমন। এর বিচরণক্ষেত্র অস্বাস্থ্যকর; পরিণাম ঠুনকো। এতে যে লিপ্ত হয়, তার ধ্বংস অনিবার্য। ন্যায় ও ইনসাফ আল্লাহ পছন্দ করেন, এজন্য কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফগারদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিবেন।

www.QuranerAlo.net

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, ন্যায়পরায়ণরা দয়াময় আল্লাহর ডানপাশে নূরের সিংহাসনে অবস্থান করবে। তাঁর দুটি হাতই ডান। যারা ইনসাফ করে বিচারের ক্ষেত্রে, পরিবারের ব্যাপারে এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনের সময়।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৪৮২৫]

বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ করার অর্থ হচ্ছে, যখন তারা মানুষজনের মামলামোকদ্দমার মীমাংসা করে, তখন নীতি অনুসারে মীমাংসা করে।

পরিবারের ক্ষেত্রে ইনসাফ করার মানে হচ্ছে কোন স্ত্রী বা সন্তানের উপর জুলুম করে না। আর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইনসাফ করার মানে হচ্ছে, যখন তারা নেতৃত্ব লাভ করে– অর্থাৎ যখন কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হয়, প্রধান মন্ত্রী হয়, কোন কোম্পানী, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা এমন কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হয়, তখন কোন অনিয়ম করে না।

যা হোক, এরা যদি ইনসাফ করে, তা হলে আল্লাহ তাদেরকে সম্মান দিবেন; নূরের সিংহাসনে উপবেশন করাবেন।

- **ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারী**

রাগ একটি দোষণীয় গুণ। এর পরিণাম খারাপ। নবী আলাইহিস সালাম তাঁর কোন সাহাবীকে উপদেশ করতে গিয়ে বার বার বলেছেন, রাগান্বিত হয়ো না; রাগান্বিত হয়ো না; রাগান্বিত হয়ো না। এর কারণ, নবীজী রাগের পরিণতি সম্পর্কে জানতেন।

বন্ধু-বান্ধবের কত জোটকে রাগ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে, কত সাথিসঙ্গীকে আলাদা করে দিয়েছে, কত প্রাণ হরণ করেছে, কত ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করেছে! তবে সাহসী ও বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আছাড় দিয়ে যে ফেলে দিতে পারে, সে বাহাদুর নয়; প্রকৃত বাহাদুর হচ্ছে সে, যে রাগের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৬১১৪]

যারা রাগ হজম করে, যারা গোস্বার সময় অবিচল থাকে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে বিনিময় দিবেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, প্রয়োগ করার সামর্থ্য থাকার পরও যে ব্যক্তি গোস্বা হজম করে, কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে আল্লাহ তাকে ডাকবেন এবং ইচ্ছামত যেকোন শুভ্র হুর গ্রহণ করার অনুমতি দিবেন। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২০২১]

• মুয়ায্যিনসমাজ

মানুষকে নামাযের জন্য ডাকা একটি এবাদত। মানুষ যদি আযানের ফযীলত জানত, তা হলে সবাই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত এবং লটারি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হত। মুয়ায্যিন শ্রেষ্ঠ হবেন না কেন, তিনি তো তাওহীদের কালিমা বুলন্দ করেন এবং তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে থাকেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন মুয়ায্যিনদের গর্দান সবচেয়ে উঁচু থাকবে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৮৭৮]

গর্দানের দীর্ঘতা হচ্ছে বিশেষ সৌন্দর্য। এটা আযানের মত নেক আমল যারা করেন, তাদের জন্য মোনাসিব। কেননা, তারা নিজেদের কণ্ঠ ব্যবহার করে আযানের ধ্বনী মানুষের কানে কানে পৌঁছে থাকেন, যা তাওহীদের ঘোষণা দেয় এবং নামাযের জন্য অন্যদেরকে আহ্বান করে। সপ্রাণ ও নিষ্প্রাণ যত বস্তু পর্যন্ত দুনিয়াতে আযানের ধ্বনী পৌঁছবে, সবকিছুই কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

আবু সাঈদ খুদরী আবদুর রহমান ইবনে সা'সাআহ্‌কে বলেছেন, আমি দেখছি তুমি ছাগল ও মরু অঞ্চল পছন্দ কর। সুতরাং যখন তুমি ছাগলের পালে অথবা মরুভূমিতে অবস্থান করবে এবং আযান দিবে, তখন আওয়াজ বুলন্দ কোরো। কেননা, মানব-দানব ও যত কিছু আযানের ধ্বনী শুনবে, তারা কিয়ামতের দিন মুয়ায্যিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৬০৯]

• ইসলামে যারা বার্ধক্যে উপনীত হয়

ইসলামের উপর অবিচলতা ও ইসলামের উপর মৃত্যু বিরাট সাফল্যের বিষয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা বাঞ্ছনীয় এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ কোরো না। [সুরা আল-ইমরান: ১০২]

আল্লাহ তাআলা বড়কে সম্মান করতে, বৃদ্ধের ইয্যত করতে এবং তার মূল্য অনুধাবন করতে হুকুম দিয়েছেন। যেমন, নবী আলাইহিস সালামের হাদীসে এসেছে, যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে সম্মান করে,

www.QuranerAlo.net

তা হলে যুবকের বার্ধক্যের সময় অবশ্যই আল্লাহ এমন ব্যক্তি নিযুক্ত করে দিবেন, যে তাকে সম্মান করবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২০২২]

নবীজী আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই কোন বৃদ্ধ, কুরআনের বাহক, যে কুরআনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনও করে না, ত্রুটিও করে না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার পর্যায়ভুক্ত। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪৮৪৫]

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [তিরমিযী: হাদীস নং- ১৯১৯]

মুসলিমের বার্ধক্যকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সম্মান করবেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামে থাকতে থাকতে বার্ধক্যে উপনীত হয়, কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর থাকবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ১৬৩৪]

• উযুকারী

নামায, কুরআন তেলাওয়াত, তওয়াফ ও আরও অনেক এবাদতের চাবি হচ্ছে উযু। কেবল মুমিনই উযুর পাবন্দী করে থাকে। উযু হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর প্রতীক। উযুকারীগণ যে দিন তাদের রবের সামনে দাঁড়াবেন, সে দিন তারা উযুর আলামত দেখতে পাবেন।

কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা কী হবে, সে কথা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন ডাকা হবে এমন অবস্থায় যে, তাদের উযুর স্থানগুলো ধবধবে উজ্জ্বল থাকবে। [বুখারী: হাদীস নং- ১৩৬]

তিনি আরও বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মুমিনের অলঙ্কার ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে, যতদূর পর্যন্ত উযু পৌঁছে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬০৯]

প্রথম হাদীসে বর্ণিত উজ্জ্বলতা, আর দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত অলঙ্কার বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে নূর। এই নূর অলঙ্কার স্বরূপ হয়ে কিয়ামতের দিন মুমিনকে সমবেত মানুষের মধ্যে অপরূপ করে তুলবে।

কিয়ামতের দিন যখন লোকজন একে অপরের ভিতরে প্রবেশ করবে, বিভিন্ন উম্মতের একসাথে অবস্থানের কারণে কাউকে চিনে বের করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে, তখন নবী আলাইহিস সালাম এই উম্মতকে উযু-নামাযের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চিনে নিবেন।

www.QuranerAlo.net

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি প্রথম ব্যক্তি, যাকে কিয়ামতের দিন সেজদার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি প্রথম ব্যক্তি, যাকে কিয়ামতের দিন মাথা উঁচু করার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তখন সামনে নজর দিব। অন্যান্য উম্মতের মধ্যে আমি আমার উম্মতকে চিনে ফেলব। একইভাবে আমি পিছনে দেখব; ডানে দেখব এবং বামে দেখব। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসুলাল্লাহ! নূহ থেকে আপনার পর্যন্ত এত উম্মতের ভিতরে নিজের উম্মতকে আপনি কীভাবে চিনবেন? নবীজী বললেন, তাদের উযুর অঙ্গগুলো ধবধবে উজ্জ্বল থাকবে। [আহমাদ: হাদীস নং- ২১৭৩৭]

• কুরআনের বাহক

কুরআন হচ্ছে দুনিয়ার সম্মান ও আখেরাতে মুক্তির পাথেয়। যে ব্যক্তি দিনরাত কুরআন হিফজকরণ ও কুরআন উপলব্ধির জন্য ব্যস্ত থাকে, তার এবং কুরআন থেকে নির্লিপ্ত অলস ব্যক্তির মর্যাদা সমান হতে পারে না।

নবী আলাইহিস সালাম সুরা বাকারা ও আল-ইমরান পাঠকারীর প্রশংসা করেছেন যে, এই দুই সুরা তার পাঠককে হাশরের দিন মুক্তি দিবে এবং তার জন্য অনেক কিছু সহজ করে দিবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা, কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হয়ে কিয়ামতের দিন আত্মপ্রকাশ করবে। আলোকোজ্জ্বল দুই সুরা– বাকারা ও আল-ইমরান পাঠ করো। কেননা, এই দুটি সুরা কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে ছায়া দানকারী হয়ে। তখন এদেরকে মনে হবে দু'খণ্ড মেঘের মত, অথবা শুভ্র বলাকার দুটি ঝাঁকের মত। তেলাওয়াতকারীর পক্ষে এরা জেরা করবে। তোমরা সুরা বাকারা তেলাওয়াত করো। কেননা, এই সুরা তেলাওয়াতের মধ্যে রয়েছে বরকত; আর একে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে পরিতাপ। অনিষ্টকারীরা এর পাঠকের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। [মুসলিম: হাদীস নং- ১৯১০]

তিনি আরও বলেন, কুরআনের বাহক কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। তখন কুরআন বলবে, হে রব! একে পোশাক পরিয়ে দিন। তখন তাকে সম্মানের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর কুরআন বলবে, হে রব! একে বাড়িয়ে দিন। একে আরও বাড়িয়ে দিন। তখন তাকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর কুরআন বলবে, আপনি এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

তখন আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৯১৫]

• পরোপকারীগণ

পরোপকারী হচ্ছে তারা, যারা নিজের সম্মান, সম্পদ ও ইলমের মাধ্যমে দুর্বলের প্রতি অনুগ্রহ করে; গরীবের প্রতি দয়া করে; নিপীড়িতকে সাহায্য করে, বঞ্চিতদেরকে দান করে, সঙ্কটাপন্নদের সঙ্কট দূর করে এবং চিন্তাক্লিষ্টদের দুঃচিন্তা দূর করে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন এদের উপর আসান করবেন; এদের পেরেশানী দূর করে দিবেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়াবী কোন সমস্যা দূর করে দিবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কোন সমস্যা দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর উপর সহজ করবে, আল্লাহ তার উপর দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন করবেন। আর আল্লাহ বান্দার সহায়তা করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সহায়তা করতে থাকে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭০২৮]

• দুর্বলদের সাহায্যকারী

আল্লাহ তাআলা তফাতপূর্ণ বিভিন্ন স্তরে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কারও উপর কাউকে কয়েক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অনেক সময় শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপর চড়াও হয়। সুতরাং কখনও তারা সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে, কখনও দৈহিকভাবে নির্যাতন করে, আবার কখনও অধিকার হরণ করার মাধ্যমে তাদের উপর জুলুম করে। তবে দৃঢ়পদ শক্তিশালীদের মধ্যে মুমিন-মুত্তাকীও পাওয়া যায়। তারা দুর্বলকে সাহায্য করেন; তাদের অধিকার নিশ্চিত করেন। নবী আলাইহিস সালাম এমন শক্তিশালীদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চাতে অবস্থান করে যে ব্যক্তি তার ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করবেন। [বাইহাকী (সুনানে কুবরা): হাদীস নং- ১৬৪৬২]

• উপসংহার

এগুলো মুমিন-মুত্তাকীদের সে দিনকার কিছু অবস্থা, যে দিন সম্পদ, পদমর্যাদা ও সন্তান-সন্ততি মানুষের কোন উপকারে আসবে না; তবে যে ব্যক্তি স্বচ্ছ দিল নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, তার কথা ভিন্ন। হাঁ, তার কথা ভিন্ন, যার অন্তর শিরক, প্রতারণা ও হিংসা থেকে পবিত্র; ঈমান, সততা ও তাকওয়া দ্বারা পরিপূর্ণ।

www.QuranerAlo.net

• কিয়ামতের দিন পাপীদের অবস্থা

তাওহীদের আকীদা নিয়ে শিরক ও গাইরুল্লাহর এবাদতমুক্ত অবস্থায় যে মারা যাবে, সে হাশরের ময়দানে নিরাপদ থাকবে; কিন্তু যে ব্যক্তি ছোট-বড় বিভিন্ন প্রকার গুনাহে লিপ্ত হবে, সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। ইচ্ছা হলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন; ইচ্ছা হলে তিনি তাকে মাফ করে দিবেন।

হাশরের ময়দানে গুনাহগারদের যে অবস্থা হবে, সেটা বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। গুনাহের বিচারে তাদের অবস্থা ও প্রকার হবে বিবিধ। হাদীসে সুসংবাদ, সতর্কতা, উৎসাহ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। নবী আলাইহিস সালাম এমনসব আমলের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যেগুলো করার কারণে মানুষ হাশরের ময়দানে খুব জীর্ণ অবস্থায় থাকবে। যারা জীর্ণ অবস্থায় থাকবে, তাদের মধ্যে রয়েছে–

• যাকাত অস্বীকারকারী

এরা ভয়াবহ অবস্থায় থাকবে। এরা সম্পদ থেকে আল্লাহর হক দিতে অস্বীকার করে; গরীবের হক দিতেও অস্বীকার করে। লোভ, কৃপণতা ও ঈমানের দুর্বলতার কারণেই এসব হক আদায় করতে অস্বীকার করে তারা। হাশরের ময়দানে এদের অবস্থা হবে কঠিন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে বিষধর ও টাকযুক্ত সাপে পরিণত করে দেওয়া হবে। সাপটি তার গলা পেঁচ দিয়ে ধরবে, তারপর বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়। এরপর নবীজী এই আয়াত তেলাওয়াত করেন, (অর্থ) আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দিয়েছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কাজটিকে নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে; বরং বিষয়টি তাদের জন্য ক্ষতিকর। সত্বর কিয়ামতের দিন তারা যে সম্পদের ক্ষেত্রে কৃপণতা করেছে, সেগুলো তাদের গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। [বুখারীঃ হাদীস নং- ১৪০৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যারা সোনা ও রূপা সঞ্চয় করে এবং ওগুলো আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে ভয়াবহ আযাবের সুসংবাদ দাও। সে দিন জাহান্নামের আগুনে ওগুলো উত্তপ্ত করা হবে এবং ওগুলো দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্ব ও পিঠ দাগানো হবে। (বলা হবে,) এগুলো তোমাদের সঞ্চয়। অতএব, তোমরা যা সঞ্চয় করতে, তার স্বাদ গ্রহণ করো। [সুরা তাওবাঃ ৩৪, ৩৫]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কোন সোনা-রূপার মালিক যদি ওগুলোর হক আদায় না করে, তা হলে যখন কিয়ামত হবে, তখন তার জন্য (ওই সোনা-রূপার) বিভিন্ন পাত (বানিয়ে) বিছানো হবে। সেগুলো জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে। তারপর সেই উত্তপ্ত পাতগুলো দিয়ে তার পার্শ্ব, কপাল ও পিঠ দাগানো হবে। যখনই ওগুলো ঠান্ডা হবে, তখনই আবার উত্তপ্ত করা হবে। এই কাজ হবে এমন দিনে, যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। মানুষের বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত (এই আচরণ) চলতে থাকবে। এরপর তার গন্তব্য দেখানো হবে– হয়তো জান্নাত, নতুবা জাহান্নাম।

বলা হল, ইয়া রসুলাল্লাহ! উটের কী খবর?

বললেন, উটের মালিক যদি হক আদায় না করে, তা হলেও। উটের (একটি) হক হচ্ছে যাকাত প্রদানের দিন তা দোহন করা। দুনিয়াতে তার উট যেমন ছিল, তার চেয়েও হৃষ্ট-পুষ্ট অবস্থায় প্রশস্ত এক ময়দানে তার চেহারার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। একটি বাচ্চাও সে দিন হারাবে না। এসব উট তাকে ক্ষুরা দিয়ে পাড়াতে থাকবে এবং মুখ দিয়ে কামড়াতে থাকবে। যখনই একটি অতিবাহিত হয়ে সামনে চলে যাবে, তখনই দ্বিতীয়টাকে উপস্থিত করা হবে। এই কাজ হবে এমন দিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। মানুষের বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত (এই আচরণ) চলতে থাকবে। এরপর তার গন্তব্য দেখানো হবে– হয়তো জান্নাত, নতুবা জাহান্নাম।

বলা হল, গরু-ছাগলের কী হবে?

বললেন, গরু-ছাগলের মালিক যদি ওগুলোর হক আদায় না করে, তা হলেও। যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন প্রশস্ত ময়দানে ওগুলো তার চেহারার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। কোন একটি প্রাণীও বাদ পড়বে না। সেগুলোর কোনটির শিং নোয়ানো, ভাঙা থাকবে না এবং কোনটি শিংমুক্ত হবে না। প্রাণীগুলো তাদের শিঙের সাহায্যে লোকটিকে গুতোতে থাকবে এবং ক্ষুরা দিয়ে মাড়াতে থাকবে। যখনই একটি অতিবাহিত হয়ে সামনে চলে যাবে, তখনই দ্বিতীয়টাকে উপস্থিত করা হবে। এই কাজ হবে এমন দিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। মানুষের বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত (এই আচরণ) চলতে থাকবে। এরপর তার গন্তব্য দেখানো হবে– হয়তো জান্নাত, নতুবা জাহান্নাম। [মুসলিম: হাদীস নং ২৩৩৭]

www.QuranerAlo.net

• অহঙ্কারী

অহঙ্কার একটি মারাত্মক রোগ। অহঙ্কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাকে মর্যাদাও দেন না। এমন কি যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

অহঙ্কারীকে মানুষ ঘৃণা করে; বুদ্ধিমানরা তাকে শত্রু জ্ঞান করে এবং ছোট-বড় সবাই তাকে অপছন্দ করে। কিয়ামতের দিন অহঙ্কারীর কী অবস্থা হবে, তা নবী আলাইহিস সালাম বয়ান করেছেন। তিনি বলেন, অহঙ্কারীদেরকে মানুষের সুরতে পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্রাকারে কিয়মাতের দিন উঠানো হবে। চার দিক থেকে তাদেরকে লাঞ্ছণা পরিবেষ্টন করবে।

[তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪৯২]

ক্ষুদ্র পিঁপড়ার দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করে না। নিজের অজান্তেই পিঁপড়াকে পদদলিত করে যায়। অহঙ্কারীদেরও কিয়ামতের দিন একই অবস্থা হবে। অধিক তাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছনার কারণে মানুষ তাদেরকে পদদলিত করবে।

• কিছু কিছু অপরাধীর সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না

হাঁ, অনেক লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে; কিন্তু তারা এমনসব অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছিল, যেগুলোর কারণে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না। চরম লাঞ্ছনা আর মর্যাদাহানীর কারণেই এমনটা হবে।

যেসব আযাব মিথ্যুক অপরাধীদেরকে দেওয়া হবে, সেগুলো বহু প্রকার। এক প্রকারের শাস্তি হচ্ছে আল্লাহ তার বান্দার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন এজন্য তিনি তার সাথে কথা বলবেন না; তার দিকে তাকাবেন না।

এ জাতীয় লোকদের থেকে অনেকের কথা আল্লাহ তার কিতাবে উল্লে করেছেন। কারও কারও কথা নবীজী তাঁর হাদীসে ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারা এমনসব আমল থেকে বিরত থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে–

• পুরোহিত, সাধক ও আলেম

এরা হচ্ছে ওইসব লোক, যারা শরীয়তের ইলমকে গোপন করে এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের সন্তুষ্টির জন্য শরীয়তের কোন ফতোয়া বা মাসআলা বদলে দেয়। অথবা এমন কাজ করে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করার জন্য, নতুবা দুনিয়াবী সুবধিা হাসিল করার জন্য। আর এজন্য তারা সামর্থ্য থাকার পরও হক প্রকাশ করা ছেড়ে দেয়।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করা হবে না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। [সুরা বাকারা: ১৪৭]

অপর আয়াতে বলেন, যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দিবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সুরা আল-ইমরান: ৭৭]

• গোড়ালীর নীচে কাপড় পরিধানকারী

পায়ের গোছার নীচে যে গ্রন্থি আছে, সেটা ঢেকে কাপড় পরিধান করা নিষেধ। নবী আলাইহিস সালাম এভাবে কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, পায়ের নিম্ন গ্রন্থির নীচে লুঙ্গি (পায়জামা ও প্যান্ট)-এর যে অংশ ঝুলে থাকবে সেটুকু জাহান্নামে যাবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৫৭৮৭]

নবীজী কাপড় গোড়ালীর নীচে ঝুলিয়ে পরার ব্যাপারে অনেক সাবধান করেছেন এবং হাশরের ময়দানে এমন লোকেরা যে খুব ঝুঁকির মধ্যে থাকবে, সে কথা বহু হাদীসে ব্যক্ত করেছেন।

• মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকারী

অতিরিক্ত কসম করা এমনিতেই খারাপ কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা তোমাদের কসমসমূহ হেফাজত করো। [সুরা মায়েদা: ৮৯]

এত গেল সত্য কসমের কথা। এখন কসমকারী যদি মিথ্যাবাদী হয়, তা হলে তার ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে? কাজটি অনেক গর্হিত এবং এর গুনাহ মারাত্মক।

অথচ অনেক মানুষ শুধু একটু বেশি বিক্রির আশায় মিথ্যা হলফ করে বলে থাকে, তার পণ্য অতিউত্তম, যাতে ক্রেতারা তার পণ্য কিনে নেয়। অথচ তার কথা সত্য নয়।

www.QuranerAlo.net

• **খোটা-দানকারী**

কিছু কিছু মানুষ অন্যদেরকে কিছু দিয়ে থাকে। পরে আবার সেটা নিয়ে খোটা দেয়। তাকে অপদস্থ করার মানসে সেই উপকার করার কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই তিন শ্রেণির কথা আবু যার রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। তাদেরকে (গুনাহখাতা থেকে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে বেদনাদায়ক শাস্তি। আবু যার বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগা এরা কারা? নবীজী আগের কথাগুলো তিন বার পুনর্ব্যক্ত করলেন। এরপর বললেন, গোড়ালীর নীচে কাপড় পরিধানকারী, মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকারী ও উপকার করে খোটা-দানকারী। [মুসলিম: হাদীস নং- ৩০৬]

• **পানির ব্যাপারে কৃপণ**

কৃপণতা একটি খারাপ স্বভাব। এটা হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পরিচয় বহন করে। এখন কেউ যদি এমন বিষয়ে কৃপণতা করে, যা খরচ করলে তার কোন অসুবিধা নেই এবং উক্ত জিনিসের প্রতি মানুষের প্রয়োজনও অনেক বেশি, তা হলে বিষয়টি কত নিকৃষ্ট হয়ে দাঁড়ায়? পানি এমনই একটি জিনিস। নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে জানিয়েছেন, পানিতে সব মানুষেরই অংশ আছে

• **বাইআত ভঙ্গকারী**

ওয়াদা, অঙ্গীকার, ঐক্য, চুক্তি ও শাসকের কাছে বাইআতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ওয়াদা-অঙ্গীকার নিয়ে খেলা করা, অথবা এগুলো নিয়ে চালাকি করার পরিণতি ভয়াবহ; ক্ষতি সীমাহীন।

এই শ্রেণির ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। তাদেরকে (গুনাহখাতা থেকে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে বেদনাদায়ক শাস্তি। এক. যে ব্যক্তি নিজের কাছে থাকা অতিরিক্ত পানি মুসাফিরকে দিতে অস্বীকার করে;

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

দুই. যে ব্যক্তি পণ্য বিক্রির জন্য আসরের পর (মিথ্যা) হলফ করে; তিন. যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে বাইআত হয়েছে। এখন সে ইমাম কিছু দিলে তার ওয়াদা পুরা করে, কিছু না দিলে ওয়াদা পুরা করে না।

[ইবনে আবী শায়বাহ: হাদীস নং- ২০৯৫৯]

• যেনাকার বৃদ্ধ

উদ্দেশ্য যেনায় লিপ্ত বয়স্ক মানুষ। খারাপ স্বভাব, ঈমানের দুর্বলতা, ও গুনাহের উপর দুঃসাহসের কারণে অনেক লোককে দেখবেন, তারা দুর্বল রিপু নিয়েও অপরাধে লিপ্ত হয়।

উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। কোন ব্যক্তির বয়স হয়েছে। মানে বুড়ো হয়ে গেছে সে। দেহের হাড্ডি শক্ত হয়ে গেছে। দুর্বল হয়ে পড়েছে যৌনশক্তি। শরীরে যৌনকর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। এখন এমন অবস্থায় যদি সে যেনার পাপে লিপ্ত হয়, তা হলে তার এই অপরাধ ভরা যৌবনের যুবকের অপরাধের চেয়ে তো মারাত্মক সাব্যস্ত হবেই।

অবশ্য একথা সবার জানা থাকা চাই যে, যেনা অন্যতম একটি কবীরা গুনাহ। অপরাধী চাই বুড়ো হোক, অথবা জওয়ান; পুরুষ হোক, অথবা নারী। এই অপরাধের মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর মাঝে বিদ্যমান পর্দা ছিন্ন করা হয়। সৃষ্টির দৃষ্টি এড়াতে পারলেও স্রষ্টার দৃষ্টির সম্মান লঙ্ঘন করা হয়।

• মিথ্যাবাদী শাসক

মিথ্যাবাদী শাসকের ব্যাপারে কঠিন হুমকি এসেছে। কেননা, মানুষকে যা মিথ্যা বলতে প্রলুব্ধ করে, তা হল নিজকে অন্যদের কাছে বড় করে দেখানোর আগ্রহ। এজন্য সে গল্প-কাহিনী রচনা করে। অথবা মিথ্যা বলে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য; কিংবা দুনিয়া কামানোর জন্য।

তবে শাসকের এই প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ আপনা-আপনি তার দিকে ধাবমান। সবাই তাকে সম্মান করে। দুনিয়া তার কাছে উপস্থিত। এত কিছুর পরও সে মিথ্যা বলবে কেন? কারণ, তার ভিতর খারাপ; আল্লাহর বিধি-বিধানকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং প্রতিপালকের উপর তার শ্রদ্ধাবোধ নেই।

এর অর্থ এই নয় যে, অন্যদের জন্য মিথ্যা বলা জায়েয। না; না; কক্ষণও নয়। বরং মিথ্যা গুনাহের দিকে পথনির্দেশ করে এবং গুনাহ জাহান্নামে নিয়ে যায়।

www.QuranerAlo.net

• অহঙ্কারী ফকীর

অহঙ্কারী ফকীরের কথাও অভিন্ন। তার কাপড়চোপড় জীর্ণ, বিছানাপত্র নোংরা, বাহন অকেজো, ঘরদোর ভাঙাচোরা– কিন্তু তারপরও সে অন্যদের সাথে অহঙ্কার প্রদর্শন করে। মানুষের দিকে বড় করে তাকায়। কোন রকমে হাতের ইশারায় সালাম আদান-প্রদান করে। হাঁটা-চলা করে দম্ভ নিয়ে। অথচ তার কাছে এমন কিছু নেই, যা তাকে অহঙ্কারের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে পারে।

ধনী-দরিদ্র যে কারও বেলায় অহঙ্কার ঘৃণ্য। উল্লিখিত তিন জনের ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। তাদেরকে (গুনাহখাতা থেকে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে বেদনাদায়ক শাস্তি। যেনাকার বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহঙ্কারী ফকীর।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৩০৯]

অপরাধ সীমাতিরিক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এদের সাথে কথা বলবেন না।

• কিছু অপরাধীর দিকে আল্লাহ তাকাবেন না

যেমনইভাবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কিছু অপরাধীর সাথে কথা বলবেন না, তেমনইভাবে কিছু অপরাধীর দিকে সে দিন তিনি তাকাবেন না। তাদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য; তাদেরকে অপদস্থ করার জন্য; তাদেরকে বোকা বানানোর জন্য।

নবী আলাইহিস সালাম অনেক গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তিদের দিকে আল্লাহ তাআলা তাকাবেন না। যখন আল্লাহ তাঁর কোন বান্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, তখন তার দিকে তাকাবেন কেন? এ রকম বান্দা মারাত্মক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত। এই পর্যায়ে যাদের কথা হাদীসে উল্লেখ আছে, তারা নিম্ন রূপ–

www.QuranerAlo.net

• অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী

পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা গুনাহ। নিয়ম হচ্ছে মুসলিম কাপড় পরিধান করবে গোড়ালীর উপর পর্যন্ত। এরপর যখন কাপড় ঝুলিয়ে পড়ার সঙ্গে কিবির ও অহঙ্কার যুক্ত হয়, তখন গুনাহ আরও মারাত্মক রূপ লাভ করে। এজন্য শাস্তি ও লাঞ্ছনাস্বরূপ আল্লাহ তাআলা এমন বান্দার দিকে কিয়ামতের দিন তাকাবেন না।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। [বুখারী: হাদীস নং- ৫৭৮৮]

তিনি আরও বলেছেন, ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানের বিষয়টি লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ি সব ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত এগুলোর কোন একটি ঝুলিয়ে পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

[আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪০৯৬]

• মা-বাবাকে কষ্ট প্রদানকারী

মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ তাআলা মা-বাবার হকসমূহকে নিজের হকের অনুগামী করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। [সুরা ইসরা: ২৩]

তিনি মা-বাবার শোকরকে নিজের শোকরের সাথে যুক্ত করেছেন। বলেছেন, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। [সুরা লুকমান: ১৪]

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার উভয় জাহানের কামিয়াবীর রাস্তা। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রিযিক বৃদ্ধি পেলে এবং হায়াত বৃদ্ধি পেলে যে খুশি, সে যেন রক্তের সম্পর্ক (যথাযথভাবে) বজায় রাখে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৫৯৮৫]

নবী আলাইহিস সালাম হাশরের ময়দানে অবাধ্য সন্তানের পরিণতির কথা বয়ান করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার দিকে তাকাবেন না।

www.QuranerAlo.net

• পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারিণী নারী

পোশাক, কথাবার্তা অথবা চালচলনে বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য অবলম্বন করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ; ব্যক্তিত্বের বিনাশ ও সমাজ ধ্বংসের মন্ত্র।

আমাদের এই যামানায় স্যাটেলাইট টেলিভিশনের কিছু সমাজবিধ্বংসী চ্যানেল ও ইন্টারনেটের কিছু ব্রাউজারের মাধ্যমে বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য অবলম্বনের এই অপকর্মটি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করছে এবং নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করছে।

সাদৃশ্য গ্রহণের এই অপরাধ এমন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আল্লাহর সৃষ্ট লিঙ্গ অস্ত্রপচার ও হরমন চেন্‌জার ওষুধের মাধ্যমে পরিবর্তন করা হচ্ছে। সুতরাং পুরুষ নিজকে নারী এবং নারী নিজকে পুরুষ বানাচ্ছে।

সাদৃশ্য অবলম্বনের সমস্ত প্রকারের ব্যাপারেই নবী আলাইহিস সালাম সত করেছেন এবং তিনি বয়ান করেছেন যে, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, কিয়ামতে দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

• দাইয়ূস

পরিবার তথা স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের মধ্যে যে ব্যক্তি বেহায়াপনা থাকতে দেয়, পরিবারকে বিশৃঙ্খলা থেকে হেফাজত করে না এবং পরিবারকে পর্দা ও হেজাব পরার নির্দেশ দেয় না, এমন কি কোন স্ত্রীলোক অন্যায়ে লিপ্ত হয়; কারও সাথে হারাম সম্পর্ক সৃষ্টি করে, তবুও তার আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয় না এবং সে ক্রুদ্ধ হয় না, তাকে দাইয়ূস বলে। এমন লোকেরা কাপুরুষ।

নবী আলাইহিস সালাম এই তিন শ্রেণির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না– মা-বাবাকে কষ্ট প্রদানকারী, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী নারী ও দাইয়ুস। অপর তিনজন জান্নাতে প্রবেশ করবে না– মা-বাবাকে কষ্ট প্রদানকারী, মদে অভ্যস্থ ও দান করার পর খোটা-দানকারী। [নাসায়ী: হাদীস নং- ২৫৬২]

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

• পায়ুপথে স্ত্রীসহবাসকারী

আল্লাহ নারী-পুরুষকে সৃষ্টি করে একজনকে অপরের প্রতি আকর্ষণ দান করেছেন। দু'জনের চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য শরীয়ত অনুমোদিত পন্থাও দান করেছেন। এজন্য বড় এক কবীরা গুনাহ হচ্ছে কোন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করা। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পায়ুপথে আগমন করে, সে অভিশপ্ত। [আবু দাউদঃ হাদীস নং- ২১৬৪]

এ ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম হুমকি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা এমন লোকের দিকে কিয়ামতের দিন তাকাবেন না। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পায়ুপথে গমন করে, আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

[নাসায়ীঃ হাদীস নং- ৩৫১০]

• কিছু অপরাধীর মুখে লাগাম এঁটে দেওয়া হবে

নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঘোড়ার মুখে যে বাঁধন এঁটে দেওয়া হয়, তাকে লাগাম বলে।

কিয়ামতের দিন যাদের মুখে আগুনের লাগাম এঁটে দেওয়া হবে, তারা ওইসব লোক, যাদেরকে অন্যরা ধর্মীয় মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাস করে, কিন্তু তারা ইলম গোপন করে; মানুষকে মাসায়েল শেখায় না। অথচ ইলম প্রচার করার সামর্থ্য তাদের আছে এবং এক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যাকে কোন ইলমের কথা জিজ্ঞাস করা হয়, অথচ সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম এঁটে দেওয়া হবে। [আবু দাউদঃ হাদীস নং- ৩৬৬০]

• কিছু অপরাধীর ব্যাপারে আল্লাহ সে দিন ক্রুদ্ধ থাকবেন

আল্লাহর ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। দোআ করি, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সহনশীলতা ও রহমত দ্বারা পরিবেষ্টন করুন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা হলফ করে, সে কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সাক্ষাতে যাবে, তখন তিনি তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। [বুখারীঃ হাদীস নং- ২৩৫৬]

www.QuranerAlo.net

• বিলাসী ধনকুবের

ভারসাম্য বজায় রেখে এবং অপচয় না করে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত উপভোগ করা মুবাহ। যখন বান্দা এর উপর শোকর করে এবং আল্লাহর প্রসংশা করে, তখন তিনি বান্দার এই উপভোগ করার বিনিময়ে সওয়াব দিয়ে থাকেন। তবে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অপচয় খুব নিন্দনীয় কাজ। একবার নবীজীর সামনে এক লোক ঢেকুর দিল। এই ঢেকুর নবীজীর কাছে পছন্দ হল না। এজন্য তিনি বললেন, তোমার ঢেকুর নিয়ন্ত্রণ করো। কেননা, দুনিয়াতে পরিতৃপ্ত হয়ে আহারকারীরা বেশিরভাগ কিয়ামতের দিন দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থাকবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪৭৮]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয়ই বিত্তবানরা কিয়ামতের দিন অভাবে থাকবে। তবে যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, আর সে ডানে বামে এবং সামনে পিছনে বিতরণ করে এবং সে উক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে উত্তম আচরণ করে, তার কথা ভিন্ন। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৪৪৩]

তিনি আরও বলেন, নিশ্চয় ধনীরাই কিয়ামতের দিন পেছনে পড়বে। তবে যে সম্পদ এভাবে এভাবে বিতরণ করে এবং তার উপার্জন হালাল। [ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ৪১৩০]

• কিয়ামতের দিন প্রতারকের অবস্থা

প্রতারণা ও খিয়ানত মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। মুনাফিক ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তিকে মানুষ সম্পদ, ওয়াদা-অঙ্গীকার ও চুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত মনে করে, সে যদি খিয়ানত করে, তা হলে কিয়ামতের দিন তাকে অপদস্থ করা হবে। হাঁ, এমন অপদস্থ করা হবে যে, তা কল্পনা করাও কঠিন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন যখন আগে ও পরের সমস্ত মানুষকে আল্লাহ সমবেত করবেন, তখন প্রত্যেক প্রতারকের জন্য একটি করে ঝাণ্ডা খাড়া করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে,

www.QuranerAlo.net

এটা অমুকের পুত্র অমুকের প্রতারণা। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৬৩৫]

প্রতারক বলতে এখানে উদ্দেশ্য যে ওয়াদা করে; কিন্তু তা পুরা করে না এবং আমানতের খিয়ানত করে।

এখানে যেকোন ঝাণ্ডা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহৃত বড় ঝাণ্ডা, যেটা সেনাপতি ধারণ করে থাকেন এবং লোকজন সেটার অনুসরণ করতে থাকে। যা হোক, প্রতারকের জন্য একটি পতাকা উত্তোলন করা হবে, যেটা স্পষ্ট করে দিবে যে, লোকটি প্রতারক ছিল। এভাবে তাকে কিয়ামতের দিন অপদস্থ করা হবে। আবার এই ঝাণ্ডা গেড়ে দেওয়া হবে তার নিতম্বের মধ্যে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, একটি করে ঝাণ্ডা প্রত্যেক প্রতারকের গুহ্যদ্বারে স্থাপিত থাকবে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৪৬৩১]

যার প্রতারণা যত বড়, তার ঝাণ্ডা তত উঁচু হবে। নবীজী বলেছেন, প্রত্যেক প্রতারকের একটি করে ঝাণ্ডা থাকবে, প্রতারণার পরিমাণ অনুসারে সেটা উঁচু হবে। মনে রেখো, প্রতারণার বিচারে জনগণের আমীরের চেয়ে বড় আর কেউ নেই।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৪৬৩৬]

শাসকের প্রতারণার অনিষ্ট সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কেননা, তার হাতে ক্ষমতা আছে; তার হাতে শক্তি আছে। ক্ষমতা থাকার কারণে তার তো প্রতারণার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া সে যখন প্রতারণা করে, তখন তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ও অধিকার আদায় সম্ভব হয় না। কারণ, তার প্রভাবের কাছে সবাই নতশির।

সব ধরণের নেতৃবৃন্দ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে। চাই সে কোন কোম্পানীর পরিচালক, স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা ইউভার্সিটির চ্যান্সেলর– যেই হোক না কেন। যেকোন ক্ষমতার অধিকারী লোক ক্ষমতা নিয়ে খেল তামাশা করলে তার একই পরিণতি হবে।

ফায়দা **জাহেলী যুগের প্রতারক**

জাহেলী যুগে আরবরা প্রতারকের জন্য বিভিন্ন মাহফিল ও হজের মৌসুমে পতাকা উত্তোলন করত। একইভাবে অপরাধসহ অপরাধীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো হত। চোরাই মালসহ চোরকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো হত। এভাবে অপরাধীকে অপদস্থ করা হত।

www.QuranerAlo.net

• গনীমতের অর্থ আত্মসাতকারী

গনীমতের মাল মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করার আগে সেখান থেকে চুরি করাকে গুলূল বলা হয়। আর মুসলমান মুজাহিদরা কোথাও যুদ্ধ করে শত্রুদেরকে পরাজিত করে মালদৌলত কব্‌জ করতে পারলে, সেই মালকে গনীমত বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা গুলূলকারীকে হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আর যে লোক (গনীমতের সম্পদ থেকে) গোপন করবে, সে কিয়ামতের দিন গোপনকৃত বস্তু নিয়ে হাজির হবে। অতঃপর প্রত্যেকে পরিপূর্ণভাবে পাবে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। [সুরা আলে ইমারান: ১৬১]

গুলূলের বিষয়টি ভয়ানক হওয়ার কারণে নবী আলাইহিস সালাম তাঁর সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য খুব সচেষ্ট ছিলেন। আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। এক পর্যায়ে তিনি গুলূল প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন এবং বিষয়টি যে অত্যন্ত জঘন্য এবং তার পরিণতি যে খুব ভয়াবহ, সে কথা বোঝাতে গিয়ে বললেন–

আমি যেন কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় না দেখি যে, সে নিজে কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি উট বহন করে আসছে। সে চিৎকার দিয়ে আমাকে বলবে, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে বাঁচান! আমি বলব, আজ আমার কিছুই করার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান আগেই তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি।

আমি যেন তোমাদের কাউকে কিয়ামতের এমন অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর হেষারত একটি ঘোড়া বহন করে উপস্থিত হচ্ছে। সে চিৎকার দিয়ে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান! আমি বলব, আজ আমার কিছুই করার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি।

আমি যেন তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় না দেখি যে, সে নিজের কাঁধের উপর ম্যাঁ ম্যাঁ করে চিৎকাররত এক ছাগল নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। সে বলবে, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন! আমি বলব, আমি তোমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি। এখন আমি কিছুই করতে পারব না।

আমি যেন তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি গোলাম নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। সে বলবে, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন! আমি বলব,

আমি তোমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি।

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

এখন আমি কিছুই করতে পারব না। আমি যেন তোমাদের কাউকে কিয়ামতের এমন পরিস্থিতিতে দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর খণ্ড খণ্ড বস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে এবং তা পতপত করে উড়ছে। সে বলবে, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন! আমি বলব, আমি তোমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি। এখন আমি কিছুই করতে পারব না। [বুখারী: হাদীস নং- ৩০৭৩]

উল্লিখিত সবাই চোর ও গুলূলকারী। প্রত্যেকে চুরিকৃত ও আত্মসাতকৃত সম্পদ পিঠে নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। এই সম্পদ বহনই তার জন্য আযাবে পরিণত হবে। বোঝার ভারে নুব্জ হয়ে যাবে। সেগুলোর বিকট চিৎকারে দিশেহারা হয়ে পড়বে। উপরন্তু সমস্ত সৃষ্টির সামনে এসব খিয়ানত প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার কারণে কঠিনভাবে অপদস্থ হবে।

গুলূলের পর্যায়ে আরও রয়েছে–

– মুসলমানদের কোষাগার থেকে শাসকশ্রেণির আত্মসাৎ
– সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মচারীর আত্মসাৎ
– সর্বসাধারণের সম্পদ থেকে সচিব ও আমলাদের আত্মসাৎ

এসব ব্যাপারেও হুমকি ও ধমকি বর্ণিত আছে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সাবাহীকে বিভিন্ন গ্রাম ও কবিলার নিকট থেকে যাকাত ও সদকা উসুল করার জন্য প্রেরণ করতেন। একবার কবিলা আয্‌দের এক ব্যক্তিকে যাকাত উসুল করার জন্য কোন অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। তার ডাক নাম ছিল ইবনে লুতবিয়া। তিনি উট ও ছাগলের মালিকদের কাছে যেতেন এবং তাদের নিকট থেকে ওয়াজিব যাকাত উসুল করতেন। উট ও ছাগলের মালিকগণ তার কাছে ওয়াজিব যাকাত প্রদান করত, ফকীরদের মাঝে বণ্টনের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহর কাছে পৌছানোর জন্য। আবার তারা ইবনে লুতবিয়াকে বিশেষ হাদিয়াও প্রদান করত। অতএব, তার কাছে দুই প্রকারের সম্পদ জমা হয়– কিছু যাকাত, আর কিছু তার ব্যক্তিগত হাদিয়া। যা হোক, সম্পদগুলো নিয়ে তিনি রওয়ানা হন এবং মদীনায় পৌছনোর পর রসুলুল্লাহর সামনে উপস্থিত হন। এরপর বলেন, এগুলো আপনাদের; আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে।

তার কথা শুনে নবীজী ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। কেননা, তিনি কীভাবে হাদিয়া গ্রহণ করবেন, তিনি তো কর্মচারী, বাইতুল মাল থেকে বেতন নিয়ে থাকেন। যদি কর্মচারীদের জন্য হাদিয়া গ্রহণের দরজা খুলে দেওয়া হয়, তা হলে তারা কাজে অবহেলা করতে পারে,

www.QuranerAlo.net

অথবা তারা ঘুস নেওয়া আরম্ভ করতে পারে। যা হোক, নবীজী এই ছিদ্র পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নিলেন। মিম্বারে আরোহন করলেন তিনি। তারপর বললেন–

কর্মচারীর কী হয়েছে? আমরা তাকে কাজে প্রেরণ করি। তারপর সে কাজ সেরে এসে বলে, এগুলো আপনাদের; আর এগুলো আমার। সে তার মা-বাবার ঘরে বসে থাকল না কেন? তারপর দেখত, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি না? যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর কসম! সে যাকাত তুলতে গিয়ে যা নিবে, কিয়ামতের দিন তা কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হবে। উট হলে সেটা চিৎকার করতে থাকবে; গরু হলে সেটাও হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে; ছাগল হলে সেটাও ম্যাঁ ম্যাঁ করতে থাকবে। [বুখারী: হাদীস নং- ২৫৯৭]

এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। বখশিশ গ্রহণ করে মানুষের সাথে কর্মচারীদের তারতম্যপূর্ণ আচরণ। যেমন, ছাত্র-ছাত্রী থেকে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের বখশিশ গ্রহণ, পৌরসভা, হাসপাতাল-ক্লিনিক ও নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বখশিশ গ্রহণ– এগুলো বখশিশদাতার প্রতি মনোযোগ ও অন্যের প্রতি অমনোযোগ, ধনী ও বিত্তশালীকে সম্মান করতে এবং দরিদ্র দুর্বলের সাথে দুর্ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে।

পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় কোন প্রকারেই বখশিশ বা হাদিয় গ্রহণ করা জায়েয নয়। যদি আপনি করেন, তা হলে সেগুলো কাঁধে নিয়েই হাশরের ময়দানে উঠতে হবে। কেননা, যে গুলূল করবে, সে গুলূলকৃত বস্তু নিয়েই কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।

• ভূমি আত্মসাতকারী

পেশিশক্তি ও দাপট দেখিয়ে যে ব্যক্তি কোনকিছু দখল করে, আরবীতে তাকে গাসেব বলে। বর্তমান যামানায় এই মসিবতে আমরা নিপতিত হয়েছি। বহু মানুষ অন্যদের ভূমি দখল করে, অথবা খাস জমি দখল করে। জুলুমের মাধ্যমে তারা সরাসরি জমি দখল করে, অথবা প্যাঁচ খাটিয়ে কুটকৌশলের মাধ্যমে। এমন কাজ যারা করে, তাদের ব্যাপারে কঠিন হুমকি এসেছে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি জমীনের কোন অংশ না-হক দখল করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমীন পর্যন্ত তাকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ২৪৫৪]

www.QuranerAlo.net

* সামর্থ্য থাকতেও যে ভিক্ষা করে

যে ফকীর একদিনের আহারের উপর সন্তুষ্ট থাকে, ভিক্ষার লজ্জা থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখে এবং নিজকে অপদস্থ করে না, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে ভালো, যে মানুষের কাছে চায় ও ভিক্ষা করে, নিজের অভাবের কথা অন্যের কাছে অভিযোগ করে।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে নিজের কাছে খাবার, পানীয় ও পোশাক থাকতেও অন্যের কাছে ভিক্ষা করে। এমন ব্যক্তিকে নবী আলাইহিস সালাম সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার থাকতেও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, তার ভিক্ষাবৃত্তি কিয়ামতের দিন চেহারায় ধারাল নখের আচড় হয়ে প্রকাশ পাবে। বলা হল, ইয়া রসুলাল্লাহ! কতটুকু থাকা তার জন্য যথেষ্ট? তিনি বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম, অথবা সমমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা। [তিরমিযী]

• নামাযে অবহেলাকারী

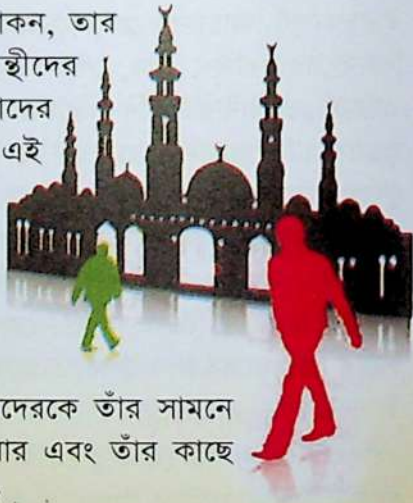

নামায হচ্ছে ইসলামের অন্যতম এক রোকন, তার মূল বুনিয়াদসমূহের একটি। তাওহীদপন্থীদের নয়নজুড়ানিয়া আমল হচ্ছে নামায; তাদের আত্মার প্রশান্তি। মহান এক এবাদত। এই এবাদত পালনকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। এটা ইসলামের পরিচায়ক। নবীজীর সর্বশেষ উপদেশ। কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাস করার বিষয়।

সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাদেরকে তাঁর সামনে বসবার, অন্তর দিয়ে তাঁর মুখোমুখি হওয়ার এবং তাঁর কাছে প্রয়োজনের কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন।

নামায হচ্ছে জমীনের বান্দা এবং আসমানের রবের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন। নবী আলাইহিস সালামকে যখন কোন বিষয় চিন্তিত করত, তখন দ্রুত নামায আরম্ভ করতেন। নামায হাশরের ময়দানে নামাযীর সমূহ কল্যাণ সাধন করবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের ব্যাপারে বলেছেন, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায সংরক্ষণ করবে, কিয়ামতের দিন নামায তার জন্য আলো, যুক্তি ও মুক্তির সনদ হবে। আর যে ব্যক্তি নামায সংরক্ষণ করবে না, নামায তার জন্য আলো,

www.QuranerAlo.net

যুক্তি ও মুক্তির উপায় সাব্যস্ত হবে না। সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ফেরাউন, কারূন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে অবস্থান করবে।

[আহমাদ: হাদীস নং- ৬৫৭৬]

• গীবতকারী ও চোগলখোর

গীবত হচ্ছে কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, যেটা শুনলে সে কষ্ট পাবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য যে ব্যক্তি কথা চালাচালি করে, তাকে চোগলখোর বলা হয়।

এ দুটি বিষয় সাধারণ বালায় পরিণত হয়েছে এবং এগুলোর কারণে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। এই দুই শ্রেণির লোক অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলার শিরোমণি। তার কারণ এদের এমন জিহ্বা আছে, যা রিপু ও মনের চাহিদার অনুপাতে পরিবর্তন হতে থাকে।

হাশরের ময়দানে এদের ভয়ানক অবস্থা হবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে দুনিয়াতে তার ভাইয়ের গোশ্ত খাবে, কিয়ামতের দিন তাকে তার কাছে উপস্থিত করা হবে। তারপর বলা হবে, নাও, এবার মৃত অবস্থায় এর গোশ্ত খাও, জীবিত অবস্থায় যেমন খেয়েছিলে। তখন সে তাকে খাবে মুখ ভ্যাংচাতে থাকবে এবং চিৎকার করবে।

[মাজমাউজ জাওয়ায়েদ: হাদীস নং- ১৩১৩০]

• দু'মুখো ব্যক্তি

বহুরূপী, কৌশলী ও তামাশাকারী ব্যক্তিকে দু'মুখো বলা হয়। একদলের কাছে কয় এক রকম কথা, আরেক দলের কাছে গিয়ে কয় ভিন্ন রকম। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দুই মুখ নিয়ে চলাচল করবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন দুইটি আগুনের জিহ্বা থাকবে।

[আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪৮৭৫]

www.QuranerAlo.net

• চিত্রকর

চিত্রের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। এর প্রকরণের উপর নির্ভর করে এর হুকুমের ব্যাপারে আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে। তবে মূর্তি নির্মাণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত আলেম ঐক্যবদ্ধ। বিশেষত যখন সেটা কোন নেতা বা বড় ব্যক্তির হয়।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, এসব মূর্তি যারা বানায়, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যেমনইভাবে তোমরা এগুলো সৃষ্টি করেছ, তেমনইভাবে তোমরা এগুলোর মধ্যে প্রাণ দাও।

[বুখারী: হাদীস নং- ৫৯৫১]

তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন চিত্র বানাবে, কিয়ামতের দিন তাতে প্রাণ দেওয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে; কিন্তু সে তো তা পারবে না।

[বুখারী: হাদীস নং- ৫৯৬৩]

উপসংহার

এগুলো হচ্ছে হাশরের ময়দানে কিছু কিছু লোকের অবস্থা। কীভাবে হিসাব শুরু হবে? কীভাবে আমলনামা বণ্টন করা হবে? মানুষ কখন আমলনামা পাঠ করবে? এবং মানুষকে আমল সম্পর্কে কীভাবে জিজ্ঞাস করা হবে? এসব বিষয়ই আমি আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচনা করে।

ফিসফিস ...

মানুষের দুনিয়ার আমল তার পরকালের গন্তব্য নির্ণয় করবে।

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

আমলনামা বণ্টন

www.QuranerAlo.net

হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দুনিয়ার জীবনে কৃত আমলসমূহের বিবরণসমৃদ্ধ একটি পুস্তক প্রদান করা হবে এবং তাকে বলা হবে, আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। [সুরা জাসিয়া: ২৯]

- তা হলে আমলনামা কী?
- তার মধ্যে কী লেখা থাকবে?
- বান্দা সেটা কীভাবে গ্রহণ করবে?

www.QuranerAlo.net

• সূচনা

প্রত্যেক বান্দার একটি করে আমলনামা থাকবে। তার মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকবে তার ভালো-মন্দ আমলের বিবরণ। এটা এমন এক পুস্তক, যা ছোট বড়, সবই অন্তর্ভুক্ত করবে; কোনকিছু ছাড়বে না। হাশরের ময়দানে বান্দাকে এই আমলনামা প্রদান করা হবে পড়ার জন্য এবং নিজের আমল দেখার জন্য।

নানাবিধ পন্থায় এই আমলনামা প্রদান করা হবে। মুমিন বান্দাকে এই আমলনামা সামনের দিক থেকে ডান হাতে প্রদান করা হবে, তার কাছ থেকে সামান্য হিসাব গ্রহণের পর। এরপর সে আনন্দচিত্তে পরিবারের কাছে চলে যাবে। আর অপরাধী ও মুনাফিককে এটা প্রদান করা হবে পেছনের দিক থেকে, বাম হাতে। তখন তারা দুর্ভাগ্যের কারণে হাঁকডাক করে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে।

মানুষকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তার ভালো ও মন্দের আমলনামা প্রকাশ করা হবে। আমলনামা প্রকাশের অর্থ হচ্ছে তা গ্রহণ করা এবং মেলে ধরা। আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, যখন আমলনামা খোলা হবে। [সুরা তাকভীর: ১০]

প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ ভালো-মন্দ বিষয়ের প্রতিদান দেওয়া হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। তুমি পাঠ করো তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। [সুরা ইসরা: ১৩, ১৪]

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তার আমলনামা পড়বে; পরিণতি বুঝবে; ফলাফল ও গন্তব্য কোথায়, তা-ও উপলব্ধি করবে।

• একদলকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে

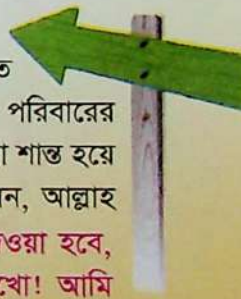

খুব সংক্ষিপ্ত হিসাব গ্রহণ করে একদলকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। তারা উল্লসিত হয়ে নিজ নিজ পরিবারের কাছে চলে যাবে। তাদের ভয় শেষ হয়ে যাবে। তাদের আত্মা শান্ত হয়ে যাবে এবং তারা লোকজনের মধ্যে মাথা উঁচু করবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, নাও! তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখো! আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অপঃপর সে সুখী জীবনযাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে। [সুরা হাক্কাহ: ১৯-২৪]

www.QuranerAlo.net

• **একদলের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে পেছন থেকে**

এই দল অপরাধী, ক্ষতিগ্রস্ত। যারা জীবন ধ্বংস করেছে; পরকাল বরবাদ করেছে। সঙ্কট চার দিকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। সমস্ত সৃষ্টির মাঝে তাদের চেহারা থাকবে কালো। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেওয়া হবে, সে মৃত্যু আহ্বান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

[সুরা ইনশিকাক: ১০-১২]

তিনি আরও বলেছেন, যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হত। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়, মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে এল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল।

[সুরা হাক্কাহ: ২৫-২৯]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, ... এরপর তার নেকীর বিবরণবই তার ডান হাতে দেওয়া হবে। আর কাফের অথবা মুনাফিককে সমস্ত মাখলুকের সামনে ডাকা হবে এবং বলা হবে, এরাই সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখো, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে। [সুরা হূদ: ১৮]

ইনসাফ ...

আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। [সুরা জাসিয়াহ: ২৯]

www.QuranerAlo.net

উপস্থাপন ও হিসাব

www.QuranerAlo.net

বান্দারা যখন আমলনামা গ্রহণ করবে, তখন আমল ও হিসাব উপস্থাপন শুরু হবে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে কয়েকটি বিষয়– আমল পরিমাপ, পুল-সিরাত অতিক্রম এবং জান্নাত-জাহান্নাম। এখন আমরা জানব–

- উপস্থাপন কী?
- কোন বিষয় উপস্থাপন করা হবে?
- উপস্থাপনের সময় বান্দার কী অবস্থা হবে?

www.QuranerAlo.net

সূচনা

উপস্থাপনের দুইটি পর্যায়–

ক. আল্লাহর সামনে সমস্ত সৃষ্টির উপস্থিতি

এই উপস্থিতির মধ্যে কোন হিসাব নেই; আমলের কোন নিকাশ নেই। শুধু আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানো। এই পর্যায়ে সবকিছুই উপস্থাপিত হবে– মানব, দানব, জীবজন্তু...। ঠিক সেভাবে, যেভাবে তাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনকিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনোকিছু গোপন থাকবে না। [সুরা হাক্কাহ: ১৮]

তিনি আরও বলেছেন, তারা তোমার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, তোমরা আমার কাছে এসে গেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমরা বরং বলতে যে, আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। [সুরা কাহফ: ৪৮]

খ. উপস্থাপন ও হিসাব

উপস্থাপনের এই পর্যায়ে আমল নিয়ে জেরা করা হবে। মানুষকে জিজ্ঞাস করা হবে, তোমরা নবী-রসুলের কী জওয়াব দিয়েছ? তোমরা কী আমল করতে অবস্থা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। পা ফসকে যাবে। শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। যবা হয়ে যাবে আড়ষ্ঠ। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে।

[সুরা গাশিয়া: ২৫, ২৬]

• হিসাবের অর্থ

হিসাবের অর্থ শুমার ও গণনা। আল্লাহর ইনসাফ যে, তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। সুতরাং যে নেক আমল করেছে এবং নৈকট্য হাসিল করেছে, আর যে অন্যায় করেছে এবং বিদ্রোহ করেছে– এই দুইজন সমান হবে না। প্রত্যেকের আমলের হিসাব হবে; প্রত্যেকের কর্মকাণ্ড গণনা করা হবে।

• পরকালে হিসাবের প্রকারভেদ

আমল-হিসাবের পন্থাবিচারে মানুষ কিয়ামতের দিন বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হবে। এক শ্রেণি বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আরেক শ্রেণির হিসাব খুব হালকা হবে। আরেক শ্রেণির হিসাব হবে খুব কঠিন।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• **প্রথম শ্রেণি**

এই শ্রেণি বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এদের সংখ্যা সত্তর হাজার। ঈমান, তাকওয়া, সবর ও জেহাদের বিচারে এই শ্রেণি হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ। এদের ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, মাউসিমে সমস্ত উম্মতকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। আমার উম্মতকে দেখলাম। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও অবকাঠামো আমাকে অভিভূত করল। পাহাড় ও সমতল ভূমি তারা ভরে ফেলেছে। আমাকে বলা হল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি সন্তুষ্ট? আমি বললাম, হাঁ (আমি সন্তুষ্ট) হে আমার রব! বলা হল, এদের সঙ্গে আরও সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যারা ঝাড়ফুঁক নিবে না এবং শেক লাগাবে না।

একথা শুনে উকাশা বললেন, আপনি আমার জন্য দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

নবীজী বললেন, হে আল্লাহ! একে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।

এরপর আরেকজন বললেন, দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

নবীজী বললেন, উকাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে।

[হাকেম: হাদীস নং- ৮২৭৮]

এই সত্তর হাজারের আমলের কোন হিসাব হবে না। তাদের সাথে কোন জেরাও করা হবে না, যেমনটা করা হবে অন্যদের সাথে। আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে এই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

• **দ্বিতীয় শ্রেণি**

আল্লাহ তাআলা এই শ্রেণির হিসাব নিবেন; তবে খুব সংক্ষিপ্ত হিসাব। খুব জেরা করা হবে না; চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে না। এদের সামনে এদের আমলসমূহ তুলে ধরা হবে, এরপর আল্লাহ তাআলা এদেরকে মাফ করে দিবেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ মুমিনকে কাছে ডাকবেন। ছাউনি দিয়ে তাকে ঢাকবেন।

www.QuranerAlo.net

এরপর বলবেন, তুমি কি অমুক পাপের কথা স্বীকার কর? অমুক পাপের কথা স্বীকার কর? বান্দা বলবে, হাঁ; হে আমার রব! আমি স্বীকার করি। যখন সে সমস্ত গুনাহের কথা স্বীকার করবে, তখন সে মনে মনে চিন্তা করবে যে, ধ্বংস হয়ে গেছে। (কিন্তু) আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার এসব গুনাহ আমি দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছি। আজ আমি তোমার এগুলো মাফ করে দিচ্ছি। এরপর তার নেকীর তালিকা দেওয়া হবে। [বুখারীঃ হাদীস নং- ২৪৪১]

এমন সময় বান্দার জন্য হিসাব সহজকরণের দোআ করার সুযোগ আরম্ভ হবে। তখন সে দোআ করবে, হে আল্লাহ! আপনি আমার কাছ থেকে খুব সহজ হিসাব গ্রহণ করুন।

আম্মাজান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা যেমন বলেছেন, নবী আলাইহিস সালামকে কোন কোন নামাযে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আপনি আমার কাছ থেকে খুব সহজ হিসাব গ্রহণ করুন।

তাঁর নামায শেষ হলে আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব কী? তিনি বললেন, (আল্লাহ) তার আমলনামা দেখবেন, এরপর তাকে মাফ করে দিবেন।

[আহমাদঃ হাদীস নং- ২৪২১৫]

• তৃতীয় শ্রেণি

এই শ্রেণির হিসাব বড় কঠিন হবে। জেরা করা হবে; চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে– কেন নামাযে অবহেলা করেছ? যাকাত কীভাবে আদায় করেছ? মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে কেন? মানুষের হক নষ্ট কেন করেছ? এই হিসাবের কারণেই বান্দা আযাবে নিপতিত হবে। পেরেশান হয়ে যাবে। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং ঘামে ভিজে যাবে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন যার হিসাব গ্রহণ করা হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

একথা শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে। [সুরা ইনশিকাকঃ ৭, ৮]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ও হচ্ছে শুধু উপস্থাপন। কিয়ামতের দিন যে কারও হিসাব নেওয়া হবে তো সে আযাবে ফেঁসে যাবে।

[বুখারীঃ হাদীস নং- ৬৫৩৭]

এখানে আযাব বলে জাহান্নামের আযাব উদ্দেশ্য নয়। গুনাহ-খাতা দেখে যে ভয়-ভীতি, পেরেশানী ও লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, সেটাই এক প্রকার আযাবে পরিণত হবে।

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

• চতুর্থ শ্রেণি

এই শ্রেণির হিসাব হবে দীর্ঘ ও সঙ্কটময়। গুনাহের আধিক্য, বড়ত্ব অথবা গুনাহের উপর জিদ ও দাম্ভিকতা কিংবা ফাসেদ নিয়ত ও লোকদেখানো আমলের কারণে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাবান্দীর বিচার করার জন্য তাদের কাছে নেমে আসবেন। সে দিন সবাই উবু হয়ে বসে থাকবে। প্রথম যাদেরকে তিনি ডাকবেন, তাদের মধ্য থেকে একজন হবে সে, যে কুরআন মুখস্থ করেছিল। আরেক জন হবে সে, যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছিল। তৃতীয় জন হবে সে, যে ছিল অনেক বড় সম্পদশালী।

কুরআন মুখস্থকারীকে আল্লাহ বলবেন, আমার রসুলের উপর যা নাযিল করেছিলাম, তা কি আমি তোমাকে শিক্ষা দেইনি? সে বলবে, হাঁ; অবশ্যই দিয়েছেন। আল্লাহ বলবেন, তা হলে যতটুকু জেনেছিলে, তার কতটুকু আমল করেছিলে?

কুরআন মুখস্থকারী বলবে, আমি রাতদিন তা নামাযে তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশ্‌তারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার ইচ্ছা ছিল লোকে তোমাকে বড় কারী বলবে। তা তো বলা হয়েছে।

এরপর সম্পদশালী ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, আমি কি তোমার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দিয়ে তোমাকে অভাবমুক্ত করে দেইনি? সে বলবে, হাঁ; অবশ্যই। আল্লাহ বলবেন, আমি যা দিয়েছিলাম, তা তুমি কোথায় ব্যয় করেছ? সে বলবে, আমি আত্মীয়তার হক আদায় করতাম এবং সদকা করতাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশ্‌তারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ বলবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল লোকজন তোমাকে দানবীর বলবে। তা তো বলা হয়েছে।

এরপর আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। তাকে জিজ্ঞাস করা হবে, তোমাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? সে বলবে, আপনার রাস্তায় জেহাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্য আমি লড়াই করেছি এবং এক পর্যায়ে নিহত হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশ্‌তারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ বলবেন, তোমার বরং উদ্দেশ্য ছিল যেন বলা হয়, অমুক বড় সাহসী। সে কথা তো বলা হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর মাখলুকের মধ্য থেকে এই তিনজনকে দিয়ে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম দোযখ প্রজ্বলিত করা হবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৩৮২]

প্রশ্ন **সমস্ত মুমিনেরই কি হিসাব হবে?**

উত্তর: মুমিনদের একদলকে আল্লাহ তাআলা স্বতন্ত্র রাখবেন; তাদের কাছ থেকে হিসাব নিবেন না। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ওইসব লোক, যারা ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করে না; ভাগ্য পরীক্ষা করে না; বরং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৪৭২] অন্য বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার। [আহমাদ: হাদীস নং- ২২৩০৩]

• হিসাবের নীতিমালা

যখন সৃষ্টিকুল ভয়ানক এক মাঠে খালি গায়ে ও খালি পায়ে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবে। তখন তারা পায়ে হাঁটবে; সওয়ার হওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না। অনাবৃত দেহে; পোশাকহীন অবস্থায়, বেখাতনা অবস্থায়। ঠিক প্রথম বার সৃষ্টি হওয়ার সুরতে।

ভয়ঙ্কর সমাবেশ। অপরাধীদের চোখ একদিকে নিবদ্ধ থাকবে। কাঁপতে থাকবে বিদ্রোহীদের অন্তরাত্মা। অহঙ্কারীরা অপদস্থ হবে। জালেমরা সন্ত্রস্ত হবে। চোখের পলক নড়বে না। অন্তরে স্বস্তি থাকবে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে কোরো না। তাদেরকে তো ওই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যে দিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে। তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহ্বল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে। [সুরা ইবরাহীম: ৪২, ৪৩]

হাঁ, তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়তে থাকবে। ওহ, কী ভয়ঙ্কর!

অন্তর কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে যাবে। যেমন, আমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তুমি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করো, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। [সুরা গাফির: ১৮]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

জমীন বদলে যাবে, পাহাড় চূর্ণ হবে, আসমান ভেঙে পড়বে, তারকারাজি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, গ্রহনক্ষত্র খসে পড়বে, সাগর বিস্ফোরিত হবে, সূর্য কিরণ হারাবে, সন্ত্রস্ত হবেন সম্মানিত ফেরেশতারা।

সবাই মহান আদালতে দাঁড়াবে। কিয়ামত-দিবসের আদালত। যখন অন্তরসমূহ কণ্ঠনালীতে এসে পড়বে। সৃষ্টিকুলের খুব কাছে এসে পড়বে সূর্য। আল্লাহ তাআলার সামনে সৃষ্টির অবস্থা হবে খুবই ভয়ানক।

এমন এক আদালত, যেখানে উপস্থিত থাকবে অনলবর্ষী বাদী। উপস্থিত থাকবে নানান কিসিমের সাক্ষী। উন্মুক্ত থাকবে আমলনামা। অজুহাতের পথ থাকবে রুদ্ধ। কাঁপতে থাকবে হৃদয়সমূহ। জিহ্বাগুলো স্বীকার করে যাবে অবলীলায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওই দিনকে ভয় করো, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না। [সুরা বাকারা: ২৮১]

কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করে কয়েকটি মূলনীতির সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরছি, যেগুলোর অধীনে মানুষের হিসাব হবে।

• প্রথম মূলনীতি : জুলুমের লেশহীন পরিপূর্ণ ইনসাফ

আমাদের দয়াময় প্রভু কারও উপর জুলুম করবেন না। তিনি বলেন, অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না। [সুরা বাকারা: ২৮১]

তিনি আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো অধিকারে বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। [সুরা নিসা: ৪০]

আরও বলেছেন, পুরুষ হোক কিংবা নারী, যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। [সুরা নিসা: ১২৪]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে জুলুম কোরো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথহারা; তবে আমি যাকে পথপ্রদর্শন করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পথের সন্ধান চাও, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু আমি যাকে আহার প্রদান করি।

www.QuranerAlo.net

সুতরাং তোমরা আমার কাছে আহার কামনা করো, আমি তোমাদেরকে আহার করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই বস্ত্রহীন; তবে আমি যাকে কাপড় পরাই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরিচ্ছদ চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় পরাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন অপরাধ করে থাক, আর সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা রাখ না যে, তোমরা আমার ক্ষতি করবে এবং এই সাধ্যও রাখ না যে, তোমরা আমার কোন উপকার করবে। অতএব, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বাপর সব মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্য হতে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ব্যক্তির অন্তরের মত অন্তর নিয়ে মুত্তাকী হয়ে যায়, তা হলেও তারা আমার রাজ্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আগে ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পাপী ব্যক্তির অন্তরের মত অন্তর নিয়ে পাপ করে, তা হলেও তারা আমার রাজ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন একই মাঠে দাঁড়িয়ে একসাথে আমার নিকট প্রার্থনা কর, এবং আমি তোমাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দিই, তা হলেও এটা আমার কাছে যা আছে তার কিছুই কমাতে পারবে না, সেই পরিমাণ বাদে যা কমায় একটি সুঁই যখন সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয় (এবং সাথে সাথে তুলে নেওয়া হয়)। হে আমার বান্দাগণ! অবশিষ্ট থাকল তোমাদের আমল, তা আমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করব, তারপর এর প্রতিফল পরিপূর্ণভাবে দিব। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ লাভ করে, সে যেন আল্লাহর শোকর করে, আর যে মন্দ লাভ করে, সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে তিরস্কার না করে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬৭৩৭]

- **দ্বিতীয় মূলনীতি : একের অপরাধে অপর ধৃত হবে না**

হাঁ, চূড়ান্ত পর্যায়ের ইনসাফের দাবি এটাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু তারই আমল ও তারই অপরাধের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে এবং অন্য কারও জুলুম ও অন্যায়ের কারণে তাকে ধরা হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। [সুরা আনআম: ১৬৪]

তিনি আরও বলেন, যে কেউ সৎপথে চলে, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎপথে চলে।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। [সুরা ইসরা: ১৫]

আরও বলেন, তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মুসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে নিজ দায়িত্ব পালন করেছিল? কিতাবে এই আছে যে, কোনো ব্যক্তি অন্য কারও গুনাহ বহন করবে না। আর মানুষ তাই পায়, যা সে করে। তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। [সুরা নাজম: ৩৬-৪১]

সওয়াল

যখন মানুষকে শুধু তার আমলের কারণেই পাকড়াও করা হবে, তখন কুরআনের এই দুটি আয়াতের কী উত্তর হতে পারে, ফলে কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে। [সুরা নাহল: ২৫] তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। [সুরা আনকাবুত: ১৩]

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, মানুষ কখনও কখনও অন্যের ভারও বহন করবে। বিষয়টি কীভাবে হবে?

জওয়াব: মানুষ যখন অন্যকে পথভ্রষ্ট করার জন্য কাজ করে, ইচ্ছা করে অপরকে পাপে নিমজ্জিত করতে ভূমিকা রাখে– যেমন, কাউকে মদপানে লিপ্ত করল, অথবা খারাপ জায়গায় যেতে উৎসাহ দিল, কিংবা নারীদের সাথে হারাম সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করল। এই লোকের প্ররোচনা, উৎসাহ ও আমন্ত্রণে ওই ব্যক্তি যেসব অন্যায় করবে, এই ব্যক্তিকে তার সমপরিমাণ ভার বহন করতে হবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে ডাকবে, তাকে অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ প্রতিদান দেওয়া হবে। অনুসরণকারীদের প্রতিদান থেকে কোনকিছু হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন গুমরাহীর দিকে ডাকবে, তাকে অনুসারীদের সমপরিমাণ ভার প্রদান করা হবে। অনুসারীদের ভার থেকে কোনকিছু হ্রাস করা হবে না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬৯৮০]

হাঁ, যে ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, তার উপর তার ও বিভ্রান্তদের দায় চাপিয়ে দেওয়া হবে, যেমন কোন ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকলে তাদের সমপরিমাণ প্রতিদান সে পাবে। মহাবিচারক আল্লাহ পবিত্র।

www.QuranerAlo.net

• **তৃতীয় মুলনীতি : পেশকৃত আমল সম্পর্কে অবগতকরণ**

আমাদের প্রতিপালকের কাছে কোনকিছু গোপন নয়। তা ছাড়া বান্দা যখন ভালো-মন্দ আমল করে, তখনই তা লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্ম চোখের সামনে উপস্থিত পাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও! ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে দূরের ব্যবধান হত। [সুরা আল ইমারান: ৩০]

তিনি আরও বলেন, তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কী আগে প্রেরণ করেছে এবং কী পেছনে ছেড়ে এসেছে। [সুরা ইনফিতার: ০৫]

তিনি আরও বলেন, তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। [সুরা কাহফ: ৪৯]

হাতে আমলনামা দিলেই এবং মানুষ তা পাঠ করলেই তার পেশকৃত আমল সম্পর্কে অবগতি লাভ হয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। [সুরা ইসরা: ১৩, ১৪]

আমলনামা এমন এক গ্রন্থ, যা ছোট-বড় সমস্ত আমল অন্তর্ভুক্ত করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি– সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। [সুরা কাহফ: ৪৯]

• **চতুর্থ মূলনীতি : নেকীর প্রবৃদ্ধি, বদীর নয়**

আল্লাহ তাআলার অসীম কৃপার এক আশ্চর্য বহির্প্রকাশ হচ্ছে এই যে, তাঁর দয়া তাঁর ক্রোধের উপর প্রবল; তাঁর ক্ষমা তাঁর শাস্তির উপর প্রবল। শাস্তি ও আযাবের চেয়ে তিনি সহনশীতা ও মার্জনাকে বেশি পছন্দ করেন। এজন্য তিনি বান্দার নেক আমল দেখে খুব খুশি হন এবং তা বহু গুণে বৃদ্ধি করেন। পক্ষান্তরে তিনি গুনাহ অপছন্দ করেন এবং গুনাহ তিনি বৃদ্ধি করেন না; বরং তা মাফ করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। [সুরা তাগাবুন: ১৭]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নেকীর সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি হচ্ছে দশ গুণ। যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে। [সুরা আনআম: ১৬০]

তবে গুনাহের বদলা কিন্তু একগুণই দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং যে ব্যক্তি একটি মন্দকাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। [সুরা আনআম: ১৬০]

নবী আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, নিশ্চয় তোমাদের রব দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের ইচ্ছা করে; কিন্তু সেটা সে করতে পারে না, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। আর যদি সে কাজটি করে, তা হলে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ, আরও বহু গুণ নেকী লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে; কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করে না, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। যদি কাজটি করেই বসে, তা হলে একটি গুনাহ লেখা হয়, অথবা আল্লাহ সেটা মুছে দেন। আল্লাহর কাছে কেউ ধ্বংস হয় না; তবে নিজেকে যে ধ্বংস করে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৩৫৫-৫৬]

নবীজী বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি কোন ভালো আমল করবে, সে তার দশ গুণ পাবে এবং আমি আরও বাড়িয়ে দিব। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ আমল করবে, সে তার এক গুণ পাবে, অথবা আমি তাকে মাফ করে দিব। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াভরা ভুল করবে, তারপর আমার সাথে শিরক না করে দেখা করবে, আমি তাকে সমপরিমাণ মাগফিরাত দান করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসবে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাব। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসবে, আমি তার দিকে এক গজ এগিয়ে যাব। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসবে, আমি তাঁর দিকে দৌড়ে যাব।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৭০০৯]

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ যে, ভালো কাজের সওয়াব সাতশ' গুণ ও তার চেয়েও বেশি বাড়ানো হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যার জন্য চান, বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ অতিদানশীল, সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা: ২৬১]

www.QuranerAlo.net

• পঞ্চম মূলনীতি : সাক্ষী কায়েম করা

কিয়ামতের দিন হিসাব ও প্রতিদানের আদালতে সাক্ষী উপস্থিত থাকবে। এমন সাক্ষী, যারা দুনিয়াতে বান্দার উপর নিযুক্ত থাকে। বান্দা তাদেরকে চায় না এবং তাদের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে অবগতও থাকে না। তারা হচ্ছে নিরাপত্তায় নিযুক্ত ফেরেশতা, লেখক ফেরেশতা ও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এগুলো সবই মানুষের পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। হাঁ, মানুষ যদি আল্লাহর আনুগত্যমূলক আমল করে, তা হলে এরা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আর যদি মানুষ আল্লাহর না-ফরমানীমূলক আমল করে, তা হলে এরা তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, বস্তুত যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর, আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার প্রতিপালক থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, না জমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড়, যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই। [সুরা ইউনুস: ৬১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। [সুরা আহকাফ: ৮

আল্লাহ তাআলা সে দিন তাঁর নবী-রসূলকে এবং মাখলুকাত থেকে যেকোন বহু বান্দার বিপক্ষে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবেন। যেমন বিভিন্ন কওমের বিপক্ষে তাদের নবী-রসুলের সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে বলেছেন, আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারীকে এবং তোমাকে ডেকে আনব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে। [সুরা নিসা: ৪১]

আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ পেশ করো। [সুরা কাসাস: ৭৫]

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে, তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। [সুরা ক্বাফ: ২১]

সে দিন আরও সাক্ষ্য দিবে

জমীন: জমীনের উপর যেসব আমল করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে জমীন সাক্ষ্য দিবে– সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। [সুরা যিলযাল: ৪]

রাত ও দিন: এই দুয়ের অভ্যন্তরে যে কাজ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে এরা সাক্ষ্য দিবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

সম্পদ: মালিকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তার সম্পদ– কোত্থেকে উপার্জন করেছিল এবং কোথায় খরচ করেছে।

ফেরেশতাকুল: বান্দাগণ যেসব আমল দুনিয়ায় করে, সেগুলোর ব্যাপারে ফেরেশতারা সাক্ষ্য দিবেন।

যখন বান্দা কোন বিষয় অস্বীকার করবে

কিয়ামতের দিন অনেক বান্দা আমলনামায় লিপিবদ্ধ বিভিন্ন বিষয় অস্বীকার করবে। তারা দাবি করবে যে, তারা এসব আমল করেনি। যখন তারা তর্কে লিপ্ত হবে এবং সাক্ষীদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে হুকুম দিবেন। সেগুলো কথা বলবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সম্পাদিত কাজসমূহের কথা জানিয়ে দিবে। ওহ! কী কঠিন পরিস্থিতি!!

হাত বলবে, আমি হারাম স্পর্শ করেছি; পা বলবে, আমি হারামের দিকে গিয়েছি; চোখ বলবে, আমি হারামের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি; কান বলবে, আমি হারাম কথা শুনেছি; নাক বলবে, আমি হারাম বস্তু শুঁকেছি। জিহ্বা বলবে, আমি হারাম কথা বলেছি, হারাম বস্তু খেয়েছি। .... হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো; আমাদের দোষত্রুটি আড়াল করো।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব; তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। [সুরা ইয়াসিন: ৬৫]

আবু মুসা আশআরী বলেন, কিয়ামতের দিন কাফের ও মুনাফিককে হিসাবের জন্য ডাকা হবে। আল্লাহ তাদের সামনে তাদের আমল পেশ করবেন। তারা তা অস্বীকার করবে। বলবে, হে রব! তোমার ইয্যতের কসম! তোমার এই ফেরেশতা এমন বিষয় লিখে রেখেছে, যা আমি করিনি। তখন ফেরেশতা বলবেন, তুমি কি অমুক দিন অমুক জায়গায় এই কাজ করনি? সে বলবে, হে রব! তোমার ইয্যতের কসম! আমি এই কাজ করিনি। তখন তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে। এরপর আবু মুসা সুরা ইয়াসীনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, (অর্থ) আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব ...। [তাফসীরে তাবারী: উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, বান্দা বলবে, হে রব! তুমি কি আমাকে জুলুম থেকে মুক্তি দিবে না? আল্লাহ বলবেন, হাঁ।

বান্দা বলবে, আমি আজ নিজের বিরুদ্ধে আমার সাক্ষী ছাড়া আর কাউকে বৈধ মনে করি না। আল্লাহ বলবেন, আজ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষীহিসেবে তুমি আর লেখক ফেরেশতারাই যথেষ্ট। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা কথা বলো। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার আমলের কথা বলে দিবে। এরপর তার কথা বলার প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দেওয়া হবে। তখন সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, দূর হয়ে যা তোরা! তোদের জন্যই আমি বিতর্ক করছিলাম। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৬২৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। [সুরা ফুসসিলাত: ২০]

• যেসব বিষয়ে বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে

তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। [সুরা সফফাত: ২৪]

এভাবেই বলেছেন আমাদের প্রতিপালক। মানুষকে তার আমল, উদ্দেশ্য ও কথাবার্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে। যেসব বিষয়ে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে, সেগুলোর বিবরণ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

• প্রথমত : বড় গুনাহ শিরক সম্পর্কে

আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে কাউকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। শিরক আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। [সুরা নিসা: ৪৮]

কিয়ামতের দিন উপাস্যরা উপাসকদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে তিরস্কার করবেন। যেমন, তিনি বলেছেন, তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করতে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? [সুরা শুআরা: ৯২, ৯৩]

তিনি আরও বলেছেন, যে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়?

[সুরা কাসাস: ৭৪]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

যারা গাইরুল্লাহর নামে জবাই করে, তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন কেউ কেউ দেবদেবী ও কবরের নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু জবাই করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা আমার দেওয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের কোন খবরই তারা রাখে না। আল্লাহর কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।[সুরা নাহলঃ ৫৬]

নবী-রসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণেও জিজ্ঞাসাবাদ হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কী জওয়াব দিয়েছিলে? অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না।[সুরা কাসাসঃ ৬৫, ৬৬]

• দ্বিতীয়ত : দুনিয়াতে কৃত আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে

মানুষকে তার ভালো ও মন্দ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অতএব তোমার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব, ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে।

[সুরা হিজরঃ ৯২, ৯৩]

হাঁ, সবাইকে জিজ্ঞাস করা হবে। ধনী-গরীব, আমীর-বাদশা, আরব-অনারব, গোরা-কালা, স্বাধীন-গোলাম– সবাইকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে। নবী-রসূলকে তাদের কওম সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে; কওমকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাদের নবী-রসূল সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞাস করব রসূলদেরকে। অতঃপর আমি সজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব। বস্তুত আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না। আর সে দিন যথাযথই ওজন হবে। যাদের পাল্লা ভারি হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত।[সুরা আ'রাফঃ ৬-৯]

কিয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত মানুষের পা নড়বে না– জীবন কোথায় নিঃশেষ করেছে, ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে, সম্পদ কোত্থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় খরচ করেছে, দেহটা কোন কাজে অকেজো করেছে।[তিরমিযীঃ হাদীস নং- ২৪১৭]

www.QuranerAlo.net

• তৃতীয়ত : নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে

প্রশস্ত বাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি, কোমল পানি, সুস্বাদু খাবার, আরামদায়ক পোশাক, চাকর-বাকর, পদমর্যাদা, সুশীতল ছায়া, সুঠাম দেহ, নির্মল ঘুম, এমন কি যৌন সুখ– এ জাতীয় সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন করা হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, অবশ্যই সে দিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

[সুরা তাকাসুর: ৮]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন নেয়ামতের যে বিষয়ে সবার আগে প্রশ্ন করা হবে, তা হচ্ছে এই যে, বলা হবে, আমি কি তোমার দেহ সুস্থ রাখিনি? আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানি পান করাইনি?

[তিরমিযী: হাদীস নং- ৩৩৫৮]

সুতরাং মানুষের জন্য কোন নেয়ামতকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা উচিত নয়।

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে জিজ্ঞাস করল, আমরা কি ফকীর মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নই? আবদুল্লাহ বললেন, তোমার কি একজন স্ত্রী আছে, যা কাছে তুমি গমন কর? লোকটি বলল, হাঁ। আবদুল্লাহ বললেন, বাস করার জ তোমার কি কোন ঘর আছে? লোকটি বলল, হাঁ; আছে। আবদুল্লাহ বললেন, ত হলে তুমি ধনীদের একজন। লোকটি বলল, আমার একজন খাদেমও আছে। আবদুল্লাহ বললেন, তা হলে তুমি একজন বাদশাহ। [উমদাতুত তাফসীর: ১/৬৫৭]

• চতুর্থত : প্রশ্ন করা হবে কান, চোখ ও হৃদয় সম্পর্কে

নেয়ামত, সামর্থ্য ও অনুভবের বিচারে মানুষের মাঝে ব্যবধান আছে। যে ব্যক্তির সামর্থ্য যত বেশি, তার হিসাব তত সূক্ষ্ম হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এগুলোর প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।

[সুরা ইসরা: ৩৬]

কাতাদা বলেন, না দেখে বোলো না দেখেছি, না শুনে বোলো না শুনেছি, না জেনে বোলো না জেনেছি– কেননা, এসব ব্যাপারে আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞাস করবেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য]

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

• সবার আগে হিসাব হবে কোন্ জাতির

ভয়ভীতি সীমাহীন, মানুষের সামনে জ্বলতে থাকবে জাহান্নাম। নবী-রসূল থাকবেন সন্ত্রস্ত। ওলীরা থাকবেন পেরেশান। মুমিনগণ অস্থির। ঘামতে থাকবে না-ফরমান ও গুনাহগাররা। এ অবস্থায়ই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শুরু হবে হিসাব।

এই উম্মতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং নবী আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহর মহব্বত থাকার কারণে অন্যসব উম্মতের আগে এই উম্মত, অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী'র বিচার শুরু হবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমরা সর্বশেষ উম্মত; তবে আমাদের হিসাব হবে সবার আগে। বলা হবে, নিরক্ষর উম্মত ও তার নবী কোথায়? সুতরাং আমরা শেষ, আমরা প্রথম।

[ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ৪২৯০]

নবীজী আরও বলেছেন, দুনিয়াতে আমরা সর্বশেষ, কিয়ামতের দিন আমরা সর্বপ্রথম। অন্য মাখলুকের আগে আমাদের ফায়সালা হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ২০১৯]

• যে বিষয়ে ফায়সালা হবে সবার আগে

সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটানো। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের এই যুগে সহজ ব্যবহারের বিভিন্ন প্রকার পিস্তল ও অন্যান্য হত্যাযন্ত্র সস্তা ও ব্যাপক হওয়ার কারণে রক্তপাতের ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। নবী আলাইহিস সালাম একে কিয়ামতের আলামত হিসেবে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, হারজ ব্যাপক না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সাহাবীরা বললেন, হারজ কী জিনিস? নবীজী বললেন, খুনাখুনি। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৪৩৯]

রক্তের হক খুব বড় এজন্য নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের যে বিষয়ে সবার আগে ফায়সালা হবে, তা হল রক্ত। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৮৬৪]

নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেছেন, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির হাত ধরে এগিয়ে যাবে। বলবে, এই লোকটি আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাকে বলবেন, একে হত্যা করেছ কেন?

www.QuranerAlo.net

হন্তা বলবে, তোমার সম্মান রক্ষা করার জন্য। আল্লাহ বলবেন, সম্মান তো আমার জন্যই। অপর ব্যক্তি এগিয়ে আসবে একজনের হাত ধরে। বলবে, এই লোকটি আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাকে বলবেন, একে কেন হত্যা করেছিলে? সে বলবে, অমুকের সম্মান রক্ষা করার জন্য। আল্লাহ বলবেন, সম্মান তো তার জন্য নয়। সুতরাং সেই ব্যক্তি এই খুনের পাপ বহন করবে। [নাসায়ী: হাদীস নং- ৩৯৯৭]

সুতরাং মানুষের জন্য না-হক রক্তপাত থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরী। মামলা-মোকদ্দমা, ঝগড়া-বিবাদ ও অপবাদের ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকা এবং ক্রোধের সময় নিজকে সামলানো বাঞ্ছনীয়। আসুন সবাই আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

• বিচার-ফায়সালার দিন মানুষের অবস্থা

হাশর ও বিচার-ফায়সালার দিন অত্যন্ত দীর্ঘ ও সঙ্কটময়। তবে আল্লাহ যদি কারও জন্য সহজ করে দেন, তা হলে সে কথা ভিন্ন। সে দিন মানুষের বিভিন্ন অবস্থা হবে। সুতরাং আল্লাহর সামনে উপস্থিতির সময় ভীতি ও আতঙ্কের কারণে একজন আরেক জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বংশীয় লোকজন তাদের বংশ ও স্বজনের কথা ভুলে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। [সুরা মুমিনূন: ১০১]

দুই জন ব্যক্তির বন্ধুত্ব যত শক্তিশালীই হোক, যত উঁচু স্তরেরই হোক, তারা কিয়ামতের দিন একজন আরেক জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে নাফসী নাফসী বলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, (সেদিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। [সুরা মাআরিজ: ১০]

মানুষ বরং পরিবার ও বন্ধুবান্ধব থেকে পালাবে। পালাবে ভাইবেরাদর আর সাথিসঙ্গী থেকেও। সে দিন গ্রীবাসমূহ মহান মালিকের সামনে নত হবে; পাষণ্ডরাও তার সামনে কোমল হবে এবং বুদ্ধিমানরাও বিনম্র হবে। সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে। [সুরা ত্বাহা: ১১১]

সে দৃশ্য যে কত কঠিন হবে! হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি সদয় হও। মানুষ কাঁপতে থাকবে, নবী-রসূল বিনীত থাকবেন। জিহ্বা আড়ষ্ঠ, মেধা নিষ্ক্রিয় এবং আমল বিবিধ। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, রসুলগণ ছাড়া আর কেউ সে দিন কথা বলতে পারবে না।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

সে দিন বান্দা তার কৃত আমল সামনে উপস্থিত পাবে। যেমন, আল্লাহ বলেছেন, সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে, তাও। ওরা তখন কামনা করবে যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে দূরের ব্যবধান হত! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। [সুরা আল-ইমরান: ৩০]

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। [সুরা ইয়াসীন: ১২]

মানুষ ও তার আমলের অবস্থা আল্লাহ তাআলা এভাবেই বর্ণনা করেছেন। মৃত্যুর আগে যা মানুষ করে যায়, তা লিপিবদ্ধ করা হয়। যেসব কাজ রেখে যায়, সেগুলোও লেখা হয়।

হাঁ, হিসাব খুবই সূক্ষ্ম হবে। মৃত্যুর আগে মানুষ যা করেছে, তাও সামনে থাকবে, মৃত্যুর পর যেসব কাজ অব্যাহত রেখে গেছে, তাও সামনে উপস্থিত থাকবে। যদি কেউ পরিত্যাজ্য সম্পদের মধ্যে কুরআন শরীফ রেখে যায়, কোন কূপ বা খাল খনন করে যায়, কোন এতীমের দায়িত্ব নেয়, কোন ইলম প্রচারের ব্যবস্থা করে, অথবা কোন নেককার সন্তান রেখে যায়, তা হলে এগুলো সবই তার মৃত্যুর পর থেকে যাবে এবং আমলনামায় যোগ হতে থাকবে।

এমনইভাবে যদি কেউ কোন হারাম ক্ষেত্র রেখে যায়– যেমন, কেউ মারা যাওয়ার সময় মদের বার রেখে গেল, কোন নাট্যমঞ্চ রেখে গেল, খারাপ বিষয়াদি প্রচারের জন্য কোন স্যাটেলাইট চ্যানেল রেখে গেল অথবা নোংরা বিষয়বস্তু রচনা করে বইপুস্তক রেখে গেল– তা হলে এগুলোও তার আমলনামায় যোগ হতে থাকবে এবং এগুলো সবই কিয়ামতের দিন সম্মুখে উপস্থিত পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। বরং মানুষ নিজেই তার নিজের উপর চক্ষুষ্মান। যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে।

[সুরা কিয়ামাহ: ১৩-১৫]

একটি গুনাহকে মানুষ যতই ছোট মনে করুক না কেন, কিয়ামতের দিন সেটাকে বিরাট মনে করবে।

www.QuranerAlo.net

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তোমরা ছোট ছোট গুনাহ থেকে বিরত থাকো। কেননা, ছোট ছোট গুনাহের উপমা হচ্ছে এমন, যেমন কোন কওম একটি উপত্যকায় অবতরণ করল। তারপর এ নিয়ে এল একটি কাঠ, ও নিয়ে এল একটি কাঠ– এভাবেই তারা তাদের রুটি সেকে ফেলল। নিশ্চয় ছোট ছোট গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে যখন পাকড়াও করা হবে, তখন সেগুলো তাকে ধ্বংস করে দিবে।

[আহমাদ: হাদীস নং- ২২৮০৮]

• হক আদায়ের প্রকারভেদ

হক এমন আবশ্যক বিষয়, যা অন্যকে পরিশোধ করার জন্য মানুষের কাছে তলব করা হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য কিছু হক রেখেছেন। কিছু হক মানুষের যিম্মায় চাপিয়েছেন। মানুষের হকসমূহের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নিয়েছেন। মানুষের যিম্মায় অর্পিত হকসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ হিসাব-নিকাশ করতে বলেছেন, যাতে সেগুলোর ক্ষেত্রে ত্রুটি না হয়।

• আল্লাহর বিভিন্ন হক

বান্দার যিম্মায় অর্পিত আল্লাহর হক হচ্ছে এই যে, বান্দা তাঁর এবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে। এগুলোর সাথে অন্যান্য এবাদতগুলোও আল্লাহর হক। কিয়ামতের দিন মানুষ প্রথম জিজ্ঞাস করা হবে, তোমরা কার এবাদত করতে এবং নবী-রসুলের ড তোমরা কেমন সাড়া দিয়েছ?

আল্লাহর অন্যান্য হকের মধ্যে রয়েছে এই যে, বান্দার উপর তিনি যেসব এবাদ ওয়াজিব করেছেন, সেগুলো সে আদায় করবে।

কিয়ামতের দিন এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে প্রথম যে বিষয়ে জিজ্ঞাস করা হবে, তা হল নামায। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

মানুষের আমল থেকে কিয়ামতের দিন যেটার হিসাব সবার আগে হবে, তা হল তার নামায। নামায ঠিক সাব্যস্ত হলে, সে সফল ও কামিয়াব হবে। যদি নামায বিনষ্ট সাব্যস্ত হয়, তা হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হবে। যদি ফরযসমূহের মধ্যে কোন ঘাটতি পাওয়া যায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা বলবেন, দেখো এর কোন নফল পাওয়া যায় কি না? সুতরাং ফরযের ঘাটতি নফল দিয়ে পূরণ করা হবে। এরপর তার বাকী আমলের হিসাবও এমনই হবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ৪১৩]

নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের আমল থেকে প্রথম যেটার হিসাব নেওয়া হবে, তা হল

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

আমাদের প্রতিপালক তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, তোমরা আমার বান্দার নামায দেখো, সে কি তা পরিপূর্ণ করেছে, না কি তা অপূর্ণ রেখেছে। যদি তা পূর্ণ পাওয়া যায়, তা হলে পূর্ণ লেখা হবে। যদি নামাযের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি করে থাকে, তা হলে আল্লাহ বলবেন, তোমরা দেখো, আমার বান্দার নফল আছে কি না? যদি তার নফল থাকে, তা হলে আমার বান্দার ফরযসমূহ নফল দিয়ে পূর্ণ করে দাও। এরপর অন্যান্য আমলের হিসাবও এভাবেই নেওয়া হবে।

[আবু দাউদ: হাদীস নং- ৮৬৪]

• বান্দার বিভিন্ন হক

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের একজনের উপর আরেক জনের কিছু হক রেখেছেন। সন্তানের উপর বাবার হক রেখেছেন। আবার পিতার উপরও সন্তানের হক রয়েছে। পড়সির উপর আছে আরেক পড়সির হক। স্বামী-স্ত্রীর একের উপর রয়েছে অপরের হক। এমন কি জীব-জন্তু ও গাছপালারও হক আছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের পরস্পরের ধ্যে অনেক বিষয়কে মুবাহ করেছেন; অনেক ষয়কে হারাম করেছেন।

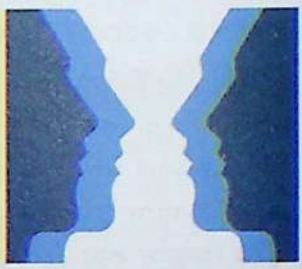

ন্দার বিভিন্ন হক থেকে যেটার বিচার সবার আগে বে, তা হল রক্ত। কেউ খুন হয়, অথবা প্রহরিত হয়, যখম হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হয়, কিংবা কারও মাথা ফাটানো হল– তা হলে মানুষের পারস্পরিক হকসমূহ থেকে এই রক্তপাতের বিচার সবার আগে হবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের পারস্পরিক যে বিষয়ে সবার আগে ফায়সালা হবে, তা হল রক্ত। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৮৬৪]

• যদি কেউ মানুষকে প্রহার করে

যে ব্যক্তি মারপিটের মাধ্যমে অন্যের উপর জুলুম করে, কিয়ামতের দিন মারপিটের মাধ্যমেই তার বিচার করা হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি ছড়ি দিয়ে পিটিয়ে জুলুম করে, কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। [বাইহাকী (সুনানে কুবরা): হাদীস নং- ১৬৪২৬]

তিনি আরও বলেন, যেকোন ব্যক্তি যদি তার গোলামকে প্রহার করে, তা হলে কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

[বায্যার: হাদীস নং- ১৩৯৯]

www.QuranerAlo.net

নবীপত্নী উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। তাঁর হাতে একটি মেসওয়াক ছিল। তিনি গৃহ-পরিচারিকাকে ডাকলেন। ইতোমধ্যে তাঁর চেহারায় ক্রোধের লক্ষণ ফুটে উঠল। উম্মে সালমা বিভিন্ন ঘরে গেলেন। দেখতে পেলেন, পরিচারিকা একটি বিড়ালছানার সাথে খেলছে। উম্মে সালামা তাকে বললেন, শোনো, তুমি এই বিড়ালছানা নিয়ে খেলছ, অথচ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে ডাকছেন?

পরিচারিকা (নবীজীর কাছে এসে) বলল, যেই সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার কসম! আমি আপনার ডাক শুনতে পাইনি।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি প্রতিশোধের ভয় না থাকত, তা হলে এই মেসওয়াক দিয়ে তোমাকে প্রহার করতাম।

[আবু ইয়া'লা মাওসিলী: ৬৯৪৪]

সম্মানিত রসূল হয়ে যদি তিনি এমন ভয় করেন, তা হলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন হতে পারে!

• ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি

মানুষের হকসমূহ নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের হক উসুল করে দিবেন; যদি তা সামান্যও হয়। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন–

কারও কাছে যদি ভাইয়ের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করার ঘটনা থাকে, তা হলে সে যেন তা আজই হালাল করে নেয়, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোন দিরহাম-দিনার থাকবে না। যদি অত্যাচারীর কাছে নেক আমল থাকে, তা হলে তার সওয়াব থেকে জুলুমের সমপরিমাণ নেওয়া হবে। যদি তার কাছে নেক আমল না থাকে, তা হলে অত্যাচারিতের গুনাহ নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ২৪৪৯]

সুতরাং যে ঋণগ্রহীতা নিজের যিম্মায় অন্যের পাওনা রেখে পরিশোধ না করে মারা যাবে, কিয়ামতের দিন পাওনাদাররা তার নেক আমল থেকে পরিমাণমত নিয়ে নিবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে নিজের যিম্মায় একটি দিনার বা দিরহামের ঋণ নিয়ে মারা যাবে, সেটা তার নেক আমল থেকে পরিশোধ করা হবে। ওখানে দিনার-দিরহাম থাকবে না।

[ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ২৪১৪]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• মানুষকে অপবাদ দানকারী

অপবাদ বলে উদ্দেশ্য কোন নারী বা পুরুষকে যেনা অথবা যেনার পর্যায়ে পড়ে, এমন কোন বিষয়ের অভিযোগ দেওয়া। যে ব্যক্তি অপর কাউকে যেনা বা অন্যকোন দোষের অপবাদ দিবে, তার কাছ থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। যে ব্যক্তি তার গোলাম বা বাদীকে যেনার অপবাদ দিবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তা হলে কিয়ামতের দিন তার উপর দণ্ড কায়েম করা হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি তার গোলাম-বাদীকে যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে, কিয়ামতের দিন তার উপর দণ্ড কার্যকর করা হবে। তবে তার অপবাদ যদি সত্য হয়, তা হলে ভিন্ন কথা। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৪০১]

• দুর্বলের উপর চাপ সৃষ্টিকারী

যে ব্যক্তি শক্তি বা ক্ষমতার বলে দুর্বলের উপর চাপ সৃষ্টি করে, অথবা দুর্বলের উপর জুলুম করার জন্য নিজের পদ, জনবল বা মেধা প্রয়োগ করে, কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

যেমন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা'র হাদীসে আছে– এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসল। তারপর বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে, আমার খিয়ানত করে এবং আমার নাফরমানী করে। আমি তাদেরকে বকি ও প্রহার করি। তা হলে আমি তাদের জন্য কেমন?

নবী আলাইহিস সালাম বললেন, তাদের খিয়ানত, না-ফরমানী ও মিথ্যাকে তোমার শাস্তির সাথে পরিমাপ করা হবে। তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের বরাবর হয়, তা হলে তোমাকে তিরস্কারও করা হবে না; তোমাকে পুরস্কারও দেওয়া হবে না। আর যদি তাদের অপরাধের চেয়ে তোমার শাস্তি কম হয়, তা হলে এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত অনুগ্রহ হয়ে থাকবে। আর যদি তাদের অপরাধের চেয়ে তোমার শাস্তি বেশি হয়, তা হলে অতিরিক্তটার প্রতিশোধ তোমার কাছ থেকে নেওয়া হবে। তখন লোকটি একদিকে সরে গিয়ে কান্না ও চিৎকার শুরু করল।

এই অবস্থা দেখে নবী আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি কি আল্লাহর কিতাবে পড়নি, আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতারাং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। [সুরা আম্বিয়া: ৪৭]

www.QuranerAlo.net

তখন ওই লোকটি বলল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি তো আমার ও এদের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া বাদে আর কোন রাস্তা দেখছি না। আপনাদেরকে আমি সাক্ষী বানিয়ে বলছি, আমার সবগুলো গোলাম আযাদ। [আহমাদ: হাদীস নং- ২৬৪০১] যখন জুলুমের এমনই অবস্থা, তখন আমাদের উচিত জুলুমকে ভয় করা এবং তা থেকে বিরত থাকা। নবী আলাইহিস সালাম সংবাদ দিয়েছেন যে, জুলুম কিয়ামতের দিন জুলুমকারীর জন্য বহু গুণ অন্ধকারে পরিণত হবে। তিনি বলেছেন, তোমরা জুলুম পরিহার করো। কেননা, জুলুম কিয়ামতের দিন বহু গুণ অন্ধকারে পরিণত হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬৭৪২]

প্রশ্ন কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে কীভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে?

উত্তর : যে ব্যক্তি অন্যদের উপর জুলুম করবে, মজলুমরা তার কাছ থেকে জুলুমের সমপরিমাণ নেক আমল নিয়ে যাবে। যদি তার কাছে নেক আমল না থাকে, অথবা যদি নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তা হলে মজলুমদের গুনাহ নিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেমন নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন–

কারও কাছে যদি তার ভাইয়ের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করার ঘটনা থা তা হলে সে যেন তা আজই হালাল করে নেয়, সেই দিন আসার অ যে দিন কোন দিরহাম-দিনার থাকবে না। যদি অত্যাচারীর কাছে আমল থাকে, তা হলে তার সওয়াব থেকে জুলুমের সমপরিমাণ নেও হবে। যদি তার কাছে নেক আমল না থাকে, তা হলে অত্যাচারিতের গুনাহ নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। [বুখারী: হাদীস নং- ২৪৪৯]

- **জীবজন্তুর হকসমূহ**

আল্লাহর ইনসাফ ও সূক্ষ্ম বিচার কেবল এই নয় যে, তিনি শুধু মানবজাতির একের কাছ থেকে অপরের হক আদায় করে দিবেন; বরং জীবজন্তুরও একের কাছ থেকে অপরের প্রতিশোধ নিয়ে দেওয়া হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন হকদারদেরকে হক আদায় করে দেওয়া হবে। এমন কি শিংওয়ালা ছাগল থেকে শিংহীন ছাগলের প্রতিশোধও নিয়ে দেওয়া হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬৮৪৫]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যবর্তী বিচারও করা হবে সে দিন। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন জানোয়ারকে কষ্ট দিবে, কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, এক মহিলা একটি বিড়াল আটকে রেখেছিল এবং বিড়ালটি মারা গিয়েছিল। এজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে: বিড়ালের কারণে সে জাহান্নামে গেছে। সে যখন বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল, তখন সে ওটাকে খেতে দেয়নি; পান করতে দেয়নি। ছেড়েও দেয়নি যে, বিড়ালটা জমীনের কীটপতঙ্গ ধরে খাবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৫৯৮৯]

এটাই চূড়ান্ত পর্যায়ের ইনসাফ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মামলা-মোকদ্দমার বিচার করবেন এবং জালেমের উপর মজলুমকে সাহায্য করবেন। প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করিয়ে দিবেন। যার সম্পদ চুরি হয়েছে, চোরের কাছ থেকে তার হক ফিরিয়ে দিবেন। সবলের কাছ থেকে আদায় করে দিবেন দুর্বলের পাওনা।

• কিয়ামতের আদালতে সাক্ষীগণ

কিয়ামতের দিন জমীন তার প্রতিপালকের আলোতে আলোকিত হবে, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে বিচার-ফায়সালার জন্য আত্মপ্রকাশ করবেন। তখন নবী ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

জমীন তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, নবী ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে; তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। [সুরা যুমার: ৬৯]

সেই মহান আদালতে সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিচার-সালিস করা হবে। আচ্ছা, তখন সাক্ষী হবে কারা? তারা কী বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে?

মানুষকে তার আমল সম্পর্কে সর্বপ্রথম যিনি অবহিত করবেন, তিনি আল্লাহ তাআলা নিজে। তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর সাক্ষী। তিনিই তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁর কাছে কোনকিছুই গোপন নয়। যেমন, তিনি বলেছেন,

তোমরা যা করছ, তা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন।

[সুরা আল-ইমরান: ৯৮]

পারলৌকিক LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

• নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত সাক্ষী

সৃষ্টির উপর দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তাআলা নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। সুসংবাদ দেওয়ার জন্য; ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য। নবীদের কওমগুলোর চরিত্র ছিল নানাবিধ। কেউ হেদায়েত নিত, কেউ নিত না। মিথ্যাপ্রতিপন্ন করত, মুখ ফিরিয়ে নিত। যখন কোন রসূল তাঁর উম্মত নিয়ে কিয়ামতের দিন সমবেত হবেন, এবং সবাই মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তখনকার অবস্থা আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমাদেরকে জানিয়েছেন–

অতএব আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাস করব, যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই রসূলদেরকেও জিজ্ঞাস করব। অতঃপর আমি সজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব। বস্তুত আমি অনুপস্থিত ছিলাম না। [সুরা আ'রাফ: ৬, ৭]

সে দিন যখনই কোন উম্মত মিথ্যা বলবে এবং তাদের রসূল কর্তৃক দাওয়াত পৌঁছানোর কথা অস্বীকার করবে, তখন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মত নবী-রসুলের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে। তারা সাক্ষ্য দিয়ে বলবে যে, নবী-রসূল অবশ্যই তাদের কওমের কাছে দাওয়াত পেশ করেছিলেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য। [সুরা বাকারা: ১৪৩]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, নূহকে কিয়ামতের দিন ডাকা হবে। তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি হাযির; আমি হাযির। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছ? নূহ বলবেন, হাঁ। নূহের উম্মতকে বলা হবে, তিনি কি তোমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। আল্লাহ (নূহকে) বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত। তখন তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, তিনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন। এ বিষয়টি আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেছেন, এমনইভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য। [সুরা বাকারা: ১৪৩]

সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত সমস্ত মানুষের উপর সাক্ষী হবে। কোন কোন বর্ণনায় আছে,

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত সমস্ত নবীর পক্ষে তাদের উম্মতের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

কিয়ামতের দিন কোন নবী উপস্থিত হবেন, তখন তাঁর সাথে একজন লোক থাকবে। কোন নবীর সাথে থাকবে দু'জন অথবা তার চেয়ে বেশি। যা হোক, নবীর কওমকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, ইনি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন? তারা বলবে, না। তখন নবীকে বলা হবে, তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত। তখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মতকে ডাকা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাস করা হবে, এই লোকটি কি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছে? তারা বলবে, হাঁ। আল্লাহ বলবেন, তোমরা একথা কী করে জানলে? তারা তখন বলবে, আমাদের নবী একথা জানিয়েছেন যে, রসুলগণ (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা তা সত্য মনে করেছি। [আহমাদ : হাদীস নং- ১১৫৫৮]

আমাদের নবী সাক্ষ্য দিবেন

আমাদের নবী তাঁর উম্মতের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি আল্লাহর বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং যেকোন কল্যাণের কথা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। যেকোন অমঙ্গল সম্পর্কেও অবহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারীকে এবং তোমাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে। [সুরা নিসা: ৪১]

তিনি আরও বলেন, আর রসূল হবেন তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষী। [সুরা বাকারা: ১৪৩]

উম্মতের জন্য তাঁর মায়া-মহব্বত সীমাহীন। কিয়ামতের দিন তিনি উম্মতের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন, সে কথা স্মরণ করে তিনি কাঁদতেন। এমন কি চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহ আন্হু তাঁর কাছে বসে ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, কুরআন তেলাওয়াত করো। ইবনে মাসউদ বললেন, আমি আপনার কাছে কুরআন তেলাওয়াত করব? অথচ কুরআন তো আপনার উপরই নাযিল হয়েছে?

তিনি বললেন, হাঁ, তা ঠিক; তবে আমি অন্যের মুখে শুনতে ভালোবাসি।

ইবনে মাসউদ বলেন, যা হোক, আমি সুরা নিসা পড়লাম। এক পর্যায়ে যখন আমি এই আয়াতে এলাম, আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে,

www.QuranerAlo.net

যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারীকে এবং তোমাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে। [সুরা নিসা: ৪১]

তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, এখন তুমি থামো।

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৪৫৮২]

উম্মতের জন্য সেই তপ্ত অশ্রুফোঁটা কত পবিত্র! কত নির্মল!! আমাদের জন্য উচিত, আমল সুন্দর করা, যাতে আল্লাহর সাথে আমাদের সাক্ষাতের সময় তিনি আমাদের উপর খুশি থাকেন। আমাদের রসূল আনন্দিত হন।

• প্রত্যেক রসূল তাঁর উম্মতের সাক্ষী

কিয়ামতের ময়দানে অন্যান্য রসুলও নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হবেন। তাঁরা যে উম্মতের কাছে আল্লাহর দীন পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে শিরকের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, তাঁরা সে কথার সাক্ষ্য দিবেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে। [সুরা কাসাস: ৭৫' এই আয়াতে সাক্ষী বলে সেই রসূল উদ্দেশ্য, যাঁকে সংশ্লিষ্ট উম্মতের কাছে পাঠানো হয়েছে।

• পর্যবেক্ষক ফেরেশতা

সফর কিংবা গৃহে, নিদ্রা কিংবা জাগরণে মানুষ থেকে কখনও ফেরেশতা বিচ্ছিন্ন হয় না। ফেরেশতারা মানুষের কাজকর্ম গণনা করেন। তার কথা ও কাজ লিখে রাখেন। মানুষের কোন নড়াচড়া বা নীরবতা তাদেরকে ফাঁকি দিতে পারে না। আল্লাহ যেমন বলেছেন, যে কোন কাজই তোমরা কর আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি। [সুরা ইউনুস: ৬১]

এসব ফেরেশতা কিয়ামতের দিন মানুষের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। মানুষ যে নামায পড়ছে, তা তাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন। তার দোআ তাঁরা শ্রবণ করছেন। তার পদক্ষেপ তাঁরা নিরীক্ষণ করছেন। সফরে তারা সঙ্গে আছেন। গৃহেও তাঁরা তাকে একা ছাড়ছেন না।

কিয়ামতের দিন এসব ফেরেশতাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাঁরা সাক্ষ্য দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, নবী ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। [সুরা যুমার: ৬৯]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• **মানুষের নিজের সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি**

মানুষ নিজেই নিজের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে এবং নিজের আমল স্বীকার করবে। কাফেররা নিজেদের কুফরের সাক্ষ্য দিবে। গুনাহগাররা আপন আপন গুনাহের সাক্ষ্য দিবে। কেউ অস্বীকার বা মিথ্যা বলতে পারবে না। কারণ, অজস্র সাক্ষী উপস্থিত থাকবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিবে যে, তারা কাফের ছিল। [সুরা আ'রাফ: ১৩০]

• **জমীনের সাক্ষ্য**

মানুষ দুনিয়াতে কী কাজ করছে, সে কথার সাক্ষ্য জমীনও প্রদান করবে। মুসল্লীর নামাজ, দানশীলের সদকা, ক্রন্দনকারীর ক্রন্দন ও মুজাহিদের পদক্ষেপ– সবকিছুর ব্যাপারেই কিয়ামতের দিন জমীন সাক্ষ্য দিবে। যেনাকারের অপরাধ, চোরের অন্যায় এবং খুনির পাপ সম্পর্কেও জমীন সাক্ষ্য দিবে।

মানুষের কী সাধ্য আছে যে, কোন বিষয়কে সে আসমান ও জমীন থেকে গোপন করবে, যে আসমান তাকে ছায়া দেয় এবং যে জমীন তাকে কোলে ধারণ করে? আল্লাহ তাআলা বলেন, সে দিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ তোমার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। [সুরা যিলযাল: ৪, ৫]

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, নবী আলাইহিস সালাম (কুরআনের আয়াত) তেলাওয়াত করলেন, (যার অর্থ) সে দিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান তার বৃত্তান্ত কী? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, তার বৃত্তান্ত হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক বান্দা-বান্দী তার পিঠের উপর যেসব আমল করছে, সেগুলোর ব্যাপারে সে সাক্ষ্য দিবে। বলবে, অমুক অমুক কাজ করেছে। এ-ই তার বৃত্তান্ত। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪২৯]

নবীজী বলেছেন, জমীন থেকে তোমরা নিজেদেরকে হেফাজত করো। কেননা, জমীন তোমাদের মা। তার উপর অবস্থান করে নেক অথবা বদ যেকোন কাজ সম্পাদনকারীর ব্যাপারে সে সংবাদ প্রদান করবে। [আলমু'জামুল কাবীর: হাদীস নং- ৪৫৯৬]

তা হলে যতক্ষণ কোন বান্দা বিশ্বাস করে যে, তাকে তার রবের মুখোমুখি হতে হবে এবং তার আমলের কোন তুচ্ছ বিষয়ও গোপন থাকবে না, ততক্ষণ সে পাপ কাজ করার জন্য কীভাবে সাহস করে?

www.QuranerAlo.net

• **মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য**

দেখবার যন্ত্র চোখ, শুনবার যন্ত্র কান, ধরবার যন্ত্র হাত এবং হাঁটবার যন্ত্র পা– এগুলো সবই কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে। এমন কি শরীরের তক পর্যন্ত সাক্ষ্য দিবে এবং পায়ের গোছা, পেট-পিঠ-উরু সবই কথা বলবে।

আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন–

আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। [সুরা ইয়াসীন: ৬৫]

তিনি আরও বলেছেন, যে দিন প্রকাশ করে দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত। [সুরা নূর: ২৪]

ওহ! কত ভয়ঙ্কর হবে সেই ময়দান, যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে এবং কথা বলবে।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। আচানক তিনি হেসে বললেন, তোম কি জান, আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভা জানেন। তিনি বললেন, হাসছি বান্দার সাথে যে আল্লাহর কথোপকথন হবে জন্য। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! তুমি কি আমাকে জুলুম থেকে মুক্তি দিবে না; আল্লাহ বলবেন, হাঁ। সে বলবে, আমি আমার বিপক্ষে নিজের একজন সাক্ষী বাদে আর কাউকে অনুমোদন করি না। আল্লাহ বলবেন, আজ সাক্ষী হিসেবে তুমি ও কেরামান কাতিবীনের উপস্থিতিই যথেষ্ট। এরপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, কথা বলো। তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার আমলের বিবরণ দিবে। এরপর তাকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে। তখন সে বলবে, দূর হও তোমরা এবং লাঞ্ছিত হও। তোমাদের পক্ষ হয়ে আমি বিবাদ করতাম! [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৬২৯]

হাঁ, মানুষের হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা বলো তো তোমরা কী করেছ? ওগুলো তখন কথা বলবে; লজ্জার বিষয়গুলো তুলে ধরবে। বিশ্রী কথাবার্তা বলে দিবে। গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবে। প্রতারিতকে অপদস্থ করবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন বিভিন্ন অপরাধের কথা স্বীকার করবে এবং বলতে থাকবে, সেগুলো মানুষ শুনবে; কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারবে না। কেননা, তার যবান রুদ্ধ থাকবে। পরে তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। তখন সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা শুরু করবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

বলবে, তোমাদের পক্ষেই কি বিবাদ করতাম এবং তোমাদেরকে আগুনে পড়া থেকে রক্ষা করতাম!

নবী আলাইহিস সালাম কিয়ামতের দিন মানুষের কথোপকথন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেছেন–

...এরপর তৃতীয় জন মুখোমুখি হবে। সেও ওই রকমই বলবে। বলবে, হে রব! আমি তোমার উপর, তোমার কিতাব ও তোমার রসূলদের উপর ঈমান এনেছিলাম। নামায পড়েছি; রোযা রেখেছি; সদকা দিয়েছি। যত ভালো প্রশংসা সম্ভব, সে তা করতে থাকবে। আল্লাহ বলবেন, এখন থামো। এরপর তাকে বলা হবে, এখন আমি তোমার বিপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করব। ওই ব্যক্তি মনে মনে ভাবতে থাকবে, কে সাক্ষ্য দিবে আমার বিরুদ্ধে? এরপর তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার উরু, মাংস ও হাড্ডিকে বলা হবে, কথা বলো। তখন তার উরু, মাংস ও হাড্ডি তার আমল সম্পর্কে কথা বলবে। এ রকম করা হবে তাকে অপরাগ করে দেওয়ার জন্য। এই ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক– আল্লাহ এর উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন।

[মুসলিমঃ হাদীস নং- ৭৬২৮]

• পাথর ও গাছগাছালির সাক্ষ্য

পাথর আর গাছগাছালিও মানুষের পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। এর মধ্যে রয়েছে মুয়ায্যিনের জন্য গাছ-গাছালির সাক্ষ্য। আযানের ফযীলত হচ্ছে এই যে, জিন, ইনসান, পাথর ও গাছপালা– যতকিছু আযান শুনবে, সবাই মুয়ায্যিনের জন্য সাক্ষ্য দিবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, মুয়ায্যিনের আওয়াজ মানব-দানবসহ যেসব জিনিস শুনবে, সবই কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। [বুখারীঃ হাদীস নং- ৩২৯৬]

ক্ষীণ আওয়াজ ...

তোমাদের হিসাব হওয়ার আগে নিজেদের হিসাব করে নাও। আদালতে ওজন হওয়ার আগেই নিজেদের আমল ওজন করে নাও। আল্লাহর সামনে মহা-উপস্থিতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

www.QuranerAlo.net

মিযান

www.QuranerAlo.net

হাশরের দিন শেষ পর্যায়ে মানুষের আমল ওজন করার জন্য দাঁড়ি-পাল্লা স্থাপন করা হবে। যেহেতু ওজন হবে প্রতিদান দেওয়ার জন্য, কাজেই আমলের হিসাবের পর ওজন অনুষ্ঠিত হবে। কেননা, আমলের হিসাব অনুষ্ঠিত হবে প্রতিদানের পরিমাণ জানবার জন্য, আর সেই পরিমাণ জানবার জন্য অনুষ্ঠিত হবে ওজন। এখন কয়েকটি প্রশ্ন–

- মিযান বলতে কী বোঝায়?
- মিযানের বৈশিষ্ট্য কী? মিযানের পরিমাপ কেমন হবে?
- কোন্ বস্তু ওজন করা হবে?
- সমস্ত আমলই কি ওজন করা হবে?

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

সূচনা

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মিযান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমলের ওজন হবে বলে আল্লাহ তাআলা সেভাবে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। ওজনের বিবরণ বিশ্লেষণ করেছেন নবী আলাইহিস সালাম। কোন বস্তু মিযানের পাল্লায় ভারী হবে এবং কোন বস্তু মিযানের পাল্লায় হালকা হবে– তাও স্পষ্ট করেছেন।

• ওজনের যথার্থতার যুক্তি-প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।

[সুরা আম্বিয়া: ৪৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, সে দিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের পাল্লা ভারি হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে।

[সুরা মুমিনূন: ১০১-১০৩]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, দুটি কালিমার উচ্চারণ খুব সহজ, মিযানের পাল্লায় সেগুলো ভারি, দয়াময় (আল্লাহ)'র কাছে খুব প্রিয়– তা হল সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম। [বুখারী: হাদীস নং- ৭৫৬৩]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহ আন্হু'র পায়ের গোছাদ্বয়ের ব্যাপারে নবীজী বলেছেন, নিশ্চয়ই ওদুটি মিযানের পাল্লায় উহুদ (পাহাড়)-এর চেয়ে ভারি। সামনে পুরো হাদীস বর্ণনা করা হবে।

তিরমিযীতে কার্ড সংক্রান্ত হাদীস আছে। অতিসত্বর পুরো হাদীস সামনের কোন পৃষ্ঠায় আসবে।

• মিযানের আকৃতি

কুরআন ও হাদীস প্রমাণ করে যে, মিযান একটি প্রত্যক্ষ, চাক্ষুস ও বাস্তব বিষয়। তার একটি দণ্ড ও দুটি পাল্লা আছে। আমলের কারণে ঝুঁকে পড়বে। একটি পাল্লা ভারি হবে, আরেকটি হবে হাল্কা। তার অবয়ব ও আকৃতি সম্পর্কে শুধু আল্লাহ তাআলা অবগত রয়েছেন।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

তবে সেটা অনেক বড় পরিমাপ যন্ত্র। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেন– কিয়ামতের দিন মিযান স্থাপন করা হবে। তাতে যদি আসমান ও জমীন মাপা হয়, তা হলেও সংকুলান হবে। ফেরেশতারা বলবেন, হে রব! এটি এখন কার জন্য পরিমাপ করবে? আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার সৃষ্টি থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করব, তার জন্য। তখন ফেরেশতারা বলবেন, আমরা আপনার যথাযথ এবাদত করতে পারিনি। [হাকেম: হাদীস নং- ৮৭৩৯]

• অতিসূক্ষ্ম মিযান

চূড়ান্ত পর্যায়ের ইনসাফ কায়েম করার জন্য সূক্ষ্ম ও স্থূল, ছোট ও বড়– সবই ওজন করা হবে। কোন কিছু বাড়ানোও হবে না; কমানোও হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। [সুরা আম্বিয়া: ৪৭]

প্রশ্ন মিযান কি মাত্র একটি, না কি অনেক?

মিযান বহুসংখ্যকই হবে। হয়তো প্রত্যেক মুমিনের আমল পরিমাপ করার জন্য একটি করে মিযান থাকবে। অথবা মুমিনদের জন্য একটি, কাফেরদের জন্য একটি। কিংবা প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি করে। এই তথ্য রয়েছে আল্লাহ তাআলার কাছে। তবে সুরা আম্বিয়ার উল্লিখিত ৪৭ নম্বর আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মিযান বহুসংখ্যক হবে। কিন্তু আয়াতে ওজন সম্ভাব্য বস্তুসমূহের কথাও বোঝানো হয়ে থাকতে পারে।

• মিযানে কী রাখা হবে?

ওজন কি আমলের হবে, না কি আমলনামার, না কি মানুষের?
এ ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য বিবিধ। তবে বেশি কাছাকাছি মনে হয় এই যে, এগুলো সবই ওজন করা হবে। নবী আলাইহিস সালামের বিভিন্ন হাদীসও একথা সমর্থন করে।

www.QuranerAlo.net

আমলের ওজন

কিছু হাদীস প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন আমলই মিযানের পাল্লায় রাখা হবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন–

দুটি কালিমার উচ্চারণ খুব সহজ, মিযানের পাল্লায় সেগুলো ভারি, দয়াময় (আল্লাহ)'র কাছে খুব প্রিয়– তা হল সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম। [বুখারী: হাদীস নং- ৭৫৬৩]

নবীজী বলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ' মিযানকে ভরে দেয়।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৫৫৬]

তা ছাড়া নবী আলাইহিস সালাম এমন অনেক আমলের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, এগুলো মিযানের পাল্লায় খুব ভারি হবে। এ থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, কিছু কিছু আমল ওজন করা হবে এবং কিছু কিছু আমল অপর কিছু কিছু আমল থেকে ওজনে ভারি হবে।

আমলনামার ওজন

আমলনামা বলে উদ্দেশ্য যেসব রেজিস্টারে মানুষের ভালো-মন্দ আমল লিখে রাখা হয়। অনেক হাদীসে এসেছে যে, আমলের অনেক রেজিস্টার ওজন করা হবে কালিমায়ে শাহাদত লিখিত কার্ডের ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন-

সমস্ত মাখলুকের সামনে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে। তার সাম নিরানব্বইটি রেজিস্টার মেলে ধরা হবে। প্রত্যেকটি রেজিস্টার দৃষ্টিসীমা পর্য দীর্ঘ। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এগুলোর কোন বিষয় কি তুমি অস্বীকার কর? সে বলবে, না; হে আমার রব! আল্লাহ বলবেন, আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর জুলুম করেছে? সে বলবে, না হে আমার রব! আল্লাহ বলবেন, তোমার কোন ওজর আছে? সে বলবে, না। আল্লাহ বলবেন, হাঁ, আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না। এরপর তার জন্য একটি কার্ড বের করা হবে– তার মধ্যে লেখা থাকবে আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ রসূলুহূ। তখন বান্দা বলবে, হে আমার রব! এই রেজিস্টারগুলোর বিপরীতে এই কার্ডের কী ওজন হবে? আল্লাহ বলবেন, তোমার প্রতি জুলুম করা হবে না। সুতরাং রেজিস্টারগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে, আর কার্ডটি রাখা হবে অপর পাল্লায়।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

রেজিস্টারগুলো হাল্কা এবং কার্ডটি ভারি হয়ে যাবে। আল্লাহর নামের সাথে কোন বস্তুই ভারি হতে পারে না।[তিরমিযী: হাদীস নং- ২৬৩৯]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, অনেক আমলনামা ওজন করা হবে।

ফায়দা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের কারণ**

এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, তাওহীদের কারণে আল্লাহ তাআলা ওইসব গুনাহ মাফ করে দিবেন, যেগুলো মুরতাদ হওয়া এবং ইসলাম থেকে বের হওয়াকে আবশ্যক করে না। যেসব আমল মুরতাদ হওয়াকে আবশ্যক করে, সেগুলো কালিমায়ে তাওহীদকে নাকস করে দেয় এবং কালিমায়ে তাওহীদ অর্থহীন উচ্চারণ সর্বস্ব বিষয়ে পরিণত হয়।

হাসান বসরীকে বলা হল, মানুষ বলাবলি করে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাসান বসরী বললেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার হক আদায় করবে এবং তার কর্তব্য পালন করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ। তবে এর জন্য শর্তাবলি পূরণ হওয়া এবং অন্তরায় দূর হওয়া আবশ্যক। মুনাফিকরাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, কিন্তু এই বলা তাদের কোন উপকার করবে না। তারা জাহান্নামের গভীরতম তলদেশে অবস্থান করবে। কেননা, তারা এই কালিমা শুধু মুখেই উচ্চারণ করে; এর বক্তব্য তারা বিশ্বাস করে না এবং সে অনুযায়ী আমলও করে না।

স্বয়ং আমলকারীকেও ওজন করা হবে

খোদ আমলকারীকেও মিযানের পাল্লায় তুলে দিয়ে ওজন করা হবে। আমলের সুন্দরতা ও মন্দতার উপর বান্দার ওজন কখনও ভারি হবে; কখনও হাল্কা হবে। উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে একটি হাদীস, যাতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র কিস্সা বর্ণিত হয়েছে। একবার তিনি নবী আলাইহিস সালামের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। একসময় একটি গাছের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হলেন তারা। নবীজী তাঁকে গাছে চড়তে এবং মেসওয়াক বানানোর জন্য একটি ডাল ভেঙে আনতে হুকুম দিলেন।

www.QuranerAlo.net

ইবনে মাসউদ গাছে চড়লেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃশকায় ও ছিপছিপে। ভাঙার জন্য একটি ডাল মোড়াতে লাগলেন তিনি। ইতোমধ্যে ঝটকা বাতাস এসে তার কাপড় আন্দোলিত করল এবং পায়ের গোছা উদোম করে দিল। তার পায়ের গোছা ছিল খুব সরু ও ছোট। তা দেখে উপস্থিত লোকজন হাসাহাসি আরম্ভ করল।

তখন নবীজী বললেন, তোমরা হাসছ কেন? তার পায়ের গোছার দুর্বলতা দেখে? যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! এই গোছা দুটি মিযানের পাল্লায় উহুদের চেয়েও ভারি হবে। [আহমাদ: হাদীস নং- ৩৯৯১]

হাঁ, ইবনে মাসউদের পায়ের গোছাদ্বয় দুনিয়াতে খুব হাল্কা ছিল; কিন্তু ওদুটি মিযানের পাল্লায় খুব ভারি হবে।

তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়কে কীসে ভারী করেছে? দীর্ঘ কিয়াম, ধারাবাহিক সিয়াম আর হারাম অভিমুখে যাত্রা থেকে বিরত থাকা।

আর ইবনে মাসউদ বাদে যারা বহির্রূপকে পরিপাটি করেছে, অভ্যন্তরকে কলুষিত করেছে, কাপড় সাদা করেছে; কিন্তু অন্তরকে কালো বানিয়েছে, তাদের ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন–

বিরাটকায় স্বাস্থ্যবান মানুষ কিয়ামতের দিন এগিয়ে আসবে; কিন্তু আল্লাহর কা তার ওজন মশার পাখার সমানও হবে না। এরপর নবীজী বলেন, ইচ্ছা হ তোমরা এই আয়াত তেলাওয়াত করো– (অর্থ) কেয়ামতের দিন তাদের জ আমি মানদণ্ড স্থাপন করব না। [সুরা কাহফ: ১০৫]

আমল ওজনের পর মানুষের গন্তব্য

আমল ওজনের ফলাফল অনুযায়ী মানুষের গন্তব্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। যার বদ আমলের উপর নেক আমল প্রাধান্য লাভ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যার নেক আমলের উপর বদ আমল প্রাধান্য লাভ করবে, সে জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। তবে আল্লাহ যদি অপরাধীকে মাফ করে দেন, অথবা সুপারিশকারীরা যদি কোন অপরাধীর জন্য অনুরোধ করে, তা হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

আর সে দিন যথাযথই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারি হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত। [সুরা আ'রাফ: ৮-৯]

www.QuranerAlo.net
পরকাল LIFE AFTER LIFE

প্রশ্ন যার নেক আমল ও বদ আমল সমান হবে, তার গন্তব্য কোথায়?

উত্তর: যাদের নেক আমল ও বদ আমল বরাবর হবে, তারা আ'রাফের অধিবাসী হবে– যার অবস্থান জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এবং আ'রাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নিবে। [সুরা আ'রাফ: ৪৬]

আ'রাফের অধিবাসীদের বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়া হবে। জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে; জাহান্নামীরা চলে যাবে জাহান্নামে। এরপর আল্লাহ তাআলা সুপারিশের মাধ্যমে আ'রাফের লোকদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। বিষয়টি শুধু আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করবে।

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের আলোচনা করার পর আ'রাফের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, উভয়ের মাঝখানে থাকবে একটি প্রাচীর এবং আ'রাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নিবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের উপর পড়বে, তখন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথি করবেন না। [সুরা আ'রাফ: ৪৬, ৪৭]

- **কাফেরদের আমল**

কাফের হোক, অথবা মুসলিম– আল্লাহ কাউকে জুলুম করবেন না। প্রত্যেকেই শুদ্ধ বা অশুদ্ধ আমল নিয়ে আবেগাচ্ছন্ন থাকবে। কাফেরদের আমলও ওজন করা হবে; কিন্তু তাদের আমল হাল্কা হবে এবং মিযানের পাল্লা উপরে উঠে যাবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তারাই সে লোক, যারা তাদের পালকর্তার নিদর্শনাবলি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি মানদণ্ড স্থাপন করব না। [সুরা কাহফ: ১০৫]

কাফেরদের আমলসমূহ দুই প্রকার–

পরকাল

www.QuranerAlo.net

• প্রথম প্রকার

বিদ্রোহ, না-ফরমানী ও দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। এগুলো ফাসেদ ও বাতিল কাজ। এসব আমল করার সময় তারা কখনও কল্যাণ ও সওয়াবের আশা করত না। আল্লাহ তাআলা এসব আমলকে গহীন অন্ধকার বলে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন–

অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে মেঘমালা। যখন সে হাত বের করে, তখন তা একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই। [সুরা নূর: ৪০]

• দ্বিতীয় প্রকার

এমন কিছু আমলও কাফেররা করে থাকে, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের ধারণা হচ্ছে, সেগুলো তাদের উপকারে আসবে। যেমন, সদকা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, নিপীড়িতের সাহায্য, মানুষের উপকারে আসতে পারে এমন আধুনিক জিনিসপত্রের আবিষ্কার। এসব নেক আমলের প্রতিদান তাদেরকে দুনিয়াতে প্রদান করা হয়। সম্পদ বৃদ্ধি, আন্তরিক স্বস্তি, রোগব্যধি থেকে মুক্তি, বিপদ থেকে সুরক্ষা– এসবের মাধ্যমে তাদেরকে নেক আমলের বদল দেওয়া হয়। কেননা, আমল কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর উপর ঈম থাকা শর্ত।

তবে নেক আমলকারী কাফের এবং বদ আমলকারী কাফের আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিতে বরাবর নয়। এজন্য নেক আমলকারী কাফেরকে দুনিয়াতে তার পাওনা পরিশোধ করে দেওয়া হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দিব, যাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই সেসব লোক যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়েছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বাতিল হয়েছে। [সুরা হূদ: ১৫, ১৬]

কাফেররা যেসব আমল করে, আল্লাহ তাআলা সেগুলোর উদাহরণও বয়ান করেছেন।

www.QuranerAlo.net

কাফেরদের আমল মরীচিকার মত

সদকা ও পরোপকারের মত নেক আমল করার সময় কাফেররা মনে করে যে, এগুলো তাদের উপকার করবে; কিন্তু সেগুলো তাদের কোন উপকার করবে না। সুতরাং কাফেররা হচ্ছে সেই তৃষ্ণাকাতর ব্যক্তির মত, যে সামনের মরীচিকাকে পানি ভেবে তার পিছনে ছুটতে থাকে; অথচ তা পানি নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসিত ব্যক্তি পানি মনে করে। শেষ পর্যন্ত যখন সে তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। [সুরা নূর: ৩৯]

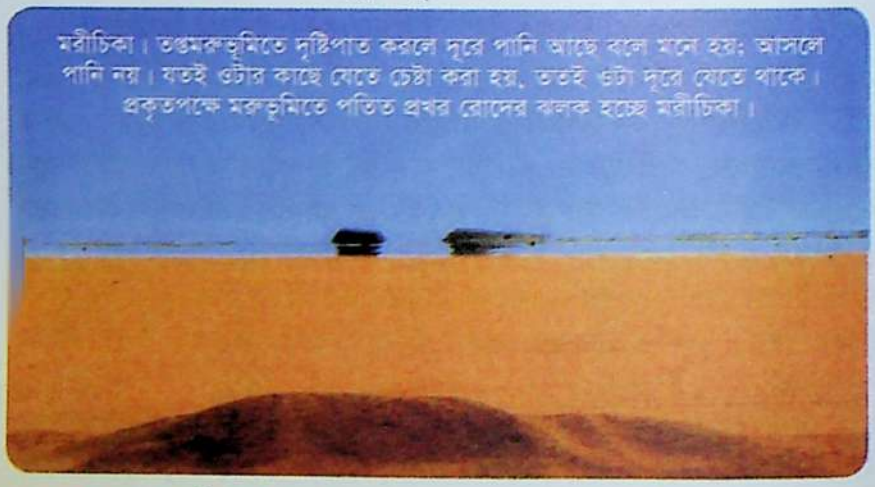

মরীচিকা। তপ্তমরুভূমিতে দৃষ্টিপাত করলে দূরে পানি আছে বলে মনে হয়; আসলে পানি নয়। যতই ওটার কাছে যেতে চেষ্টা করা হয়, ততই ওটা দূরে যেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মরুভূমিতে পতিত প্রখর রোদের ঝলক হচ্ছে মরীচিকা।

তাদের আমল ছাইয়ের মত

কাঠ বা কয়লা পোড়ার পর যে অংশটুকু থাকে, তাকে ছাই বলে। যা দেখতে অনেকটা কালো গুড়ার মত। কাফেরদের আমল স্তূপকৃত ছাইয়ের মত, ঝটকা বাতাস এসে যা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। এভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর মালিক সেগুলো কীভাবে একত্র করবে? যারা পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা। [সুরা ইবরাহীম: ১৮]

www.QuranerAlo.net

প্রশ্ন কাফেরদের আমল কেন কবুল হয় না?

উত্তর: আল্লাহ তাআলা নিজের এবাদতের জন্য মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন। আনুগত্য করার জন্য আদেশ দিয়েছেন তাদেরকে। সুসংবাদ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সোজা পথের কথা স্পষ্ট করে বয়ান করেছেন। তাঁরা মানুষকে দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে বুঝিয়েছেন। এসব কিছুর পর যখন কোন বান্দার কাছে সত্য প্রতিভাত হয় এবং তার কাছে হক স্পষ্ট হয়; কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে চলে এবং মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, অথচ সে মজবুরও নয়; পাগলও নয়, তখন সে নিজ কর্মের জন্য শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করাবেন এবং কিয়ামতের আদলতে সবার হিসাব নিবেন। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? [সুরা কাসাস: ৬২]

হাঁ, আমার শরীকরা কোথায়, তোমরা যাদের উপাসনা করতে; তোম যাদের সম্মান করতে এবং তোমরা যাদের নৈকট্য হাসিল করতে তোমরা তো দাবি করতে যে, আল্লাহর সঙ্গে তারাও উপাস্য। আজ তা কোথায়? আজ কি তারা তোমাদের উপকার করবে? তারা কি তোমাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে?

আল্লাহ তাআলা বলেন, যে দিন আল্লাহ তাদের ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলদেরকে কী উত্তর দিয়েছিলে? [সুরা কাসাস: ৬৫]

তিনি আরও বলেন, আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। তুমি জান তা কী? প্রজ্বলিত আগুন। [সুরা কারিআ: ৮-১১] কার মিযান কাফেরের মিযানের চেয়ে হাল্কা ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে?

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে।

[সুরা মুমিনূন: ১০৩-১০৫]

হাঁ, তারা আপন সত্তার ক্ষতি করেছে; অথচ তারা দুনিয়াতে ব্যক্তিসত্তাকে কত বড় করে দেখত। ব্যক্তিত্বের সম্মান নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; তাদের আত্মসম্মান কোন কাজে আসবে না।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

প্রশ্ন কাফেরদের কী হিসাব হবে?

উত্তর: প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হবে, হিসাব নেওয়া হবে এবং তাদের আমল ওজন করা হবে।

আপত্তি কাফেররা যখন জাহান্নামেই যাবে, তখন তাদের হিসাব হবে কেন? এবং তাদের আমলের ওজন হবে কেন, তাদের আমল তো অসার?

তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। [সুরা সাফফাত: ২৪] আমাদের রব এমনটাই বলেছেন। কয়েক কারণে তাদের হিসাব হবে এবং তাদেরকে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে–

–তাদের বিপক্ষে দলিল প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর ইনসাফ প্রকাশ

তাদের আমলের হিসাব নেওয়া হবে এবং তাদের আমল ওজন করা হবে, যাতে তাদের কোন ওজর ও হুজ্জত অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি– সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। [সূরা কাহফ: ৪৯]

–তাদেরকে জব্দ ও হতভম্ব করার জন্য

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যদি তুমি দেখ; যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ.. আমাদের প্রতিপালকের কসম! তিনি বলবেন, অতএব নিজ কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন করো। [সুরা আনআম: ৩০] সুতরাং যেকোন ধরনের শোক তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে এবং যেকোন অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। কেননা, তারা হক ও সত্য উপলব্ধি করার পর প্রত্যাখ্যান করেছে।

–কাফেররাও একই বিষয়ে আদিষ্ট

কাফেররা শরীয়তের মূল ও শাখা– উভয় প্রকার বিধি-বিধানেরই আওতাভুক্ত। সুতরাং এসব বিষয়ে তারা যেসব অন্যায় করছে এবং সত্যের বিরোধিতা করছে, তা নিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাস করা হবে।

www.QuranerAlo.net

এজন্য যাকাত না দেওয়া এবং নামায না পড়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাস করবেন। আবার তাদের কুফরের হিসাবও হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। [সুরা ফুসসিলাত: ৬, ৭] অপরাধীদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, তোমাদেরকে কীসে জাহান্নামে এনেছে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। [সুরা মুদ্দাস্‌সির: ৪২-৪৬]

–কুফর ও অপরাধের তফাত

যাই হোক, কাফেরদের হিসাব হবে তাদের আযাবের স্তর স্থির করার জন্য; জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য নয়। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম আপন চাচা আবু তালেবের ব্যাপারে অবগত করেছেন। তিনি কুফরের হালাতে মারা গেছেন। নবীজী তার পরকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব একদিন নবীজীকে জিজ্ঞাস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি আবু তালেবের কোন উপকার করে পেরেছেন। তিনি আপনাকে সাহায্য করতেন, আপনার জন্য ক্রু হতেন। নবীজী বললেন, হাঁ, তিনি জাহান্নামের একদম উপরের ভা অবস্থান করছেন। আমি না হলে তিনি জাহান্নামের একদম তলদেশে থাকতেন। [মুসলিম : হাদীস নং- ৫৩১]

আবু তালেবের আযাব আবু লাহাবের চেয়ে অনেক কম।

প্রশ্ন **কাফেরদের আমল কীভাবে ওজন করা হবে? তাদের কি নেক আমল আছে যে, অপর পাল্লায় তা দেওয়া হবে?**

মিযানের দুই পাল্লার মাধ্যমেই কাফেরদের আমল ওজন করা হবে। এক পাল্লায় তার কুফর ও বদ আমল রাখা হবে, আরেক পাল্লা খালিই থেকে যাবে। যখন অপর পাল্লায় রাখার মত কোন নেক আমল পাওয়া যাবে না, তখন গুনাহের পাল্লা ঝুঁকে পড়বে।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, যখন কোন কাফের দুনিয়াতে নেক আমল করে, তখন আল্লাহ তার বদলা এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। আত্মার প্রশান্তি, হৃদয়ের স্বস্তি, জীবিকার প্রশস্ততা ও সম্পদের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে। আল্লাহ কারও প্রতি জুলুম করেন না।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দিই, তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি না করা হয়। এরাই সেসব লোক যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বাতিল।

[সুরা হূদ: ১৫, ১৬]

শিরক নেকী ধ্বংস করে দেয়। কাজেই কাফেরের নেক আমল আখেরাতে কোন উপকার করবে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আসমান ও জমীনের চাবি তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। বলো, হে মূর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ বাদে অন্যের এবাদত করতে আদেশ করছ? তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করো, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন। বরং আল্লাহরই এবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকো। [সুরা যুমার: ৬৩-৬৬]

নবী আলাইহিস সালাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কাফেরকে তার নেক আমলের বিনিময় দুনিয়াতেই দেওয়া হয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তার কোন নেক আমল থাকবে না।

নেক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ কোন মুমিনকে জুলুম করেন না। নেক আমলের কারণে তাকে দুনিয়াতেও প্রতিদান দেন; আখেরাতেও দিবেন। তবে কাফের যদি আল্লাহর জন্য কোন আমল করে, তা হলে সেটার প্রতিদান তাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। কাজেই সে যখন আখেরাতে উপস্থিত হবে, তখন বদলা পাওয়ার মত কোন নেক আমল থাকবে না।

[মুসলিম: হাদীস নং-৭২৬৭]

আপত্তি

আল্লাহ বলেছেন, পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে না। [সুরা কাসাস: ৭৮]

আরও বলেছেন, এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না। এবং কাউকে তাওবা করার অনুমতি দেওয়া হবে না। [সুরা মুরসালাত: ৩৫, ৩৬]

কাফেরদেরকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তা হলে এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কী হবে?

www.QuranerAlo.net

উত্তর: কিয়ামতের দিন কাফেররা দুটি অবস্থার মুখোমুখি হবে–

(ক) নেক ও বদ আমলের পরিমাণ জানার জন্য কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না; যেমনটা হবে মুমিনদের বেলায়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে শুধু নিন্দা করার জন্য; বিরক্ত করার জন্য; ধমকানোর জন্য– কেন চুরি করেছ? কেন যেনা করেছ?

(খ) কিয়ামতের দিন হবে অত্যন্ত দীর্ঘ। সে দিন পরিস্থিতি ও পরিবেশ থাকবে বহুবিধ– হিসাব, আমলনামা, পুলসিরাত, হাউজ ইত্যাদি। কোথাও তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে; কোথাও করা হবে না।

মোটকথা, কিয়ামত বহু পরিস্থিতির সমষ্টি। কোথাও প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা হবে, কোথাও তা হবে না।

• মিযানে সবচেয়ে ভারি বস্তু

যে আমল আল্লাহ তাআলার কাছে যত প্রিয়, সে আমল মিযানের পাল্লায় তত ভারি। যখন নেক আমলের কারণে পাল্লা নুইয়ে পড়বে, তখন বান্দা কামিয়াব ও সফল হবে।

নেক আমল অনেক প্রকারের এবং সেগুলোর মর্যাদা বিভিন্ন রকম। কোন কোনটি অপরটির চেয়ে উত্তম। কোনটি বড়, কোনটি ছোট। কোনটি হাল্কা, কোনটি ভারি। নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে কিছু কিছু আমলের ব্যাপারে জানিয়েছেন যে, এগুলো মিযানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারি। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–

• সদ্ব্যবহার

সদ্ব্যবহার খুবই সহজ একটি ব্যাপার– হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আর কোমল কথাবার্তা।

যাকে সদ্ব্যবহার, মুচকি হাসি, নরম আচরণ ও কোমল ব্যবহারের তৌফীক দেওয়া হয়েছে, তার এই আমল মিযানের পাল্লায় অনেক ভারি; দয়াময় আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়।

আচার-ব্যবহারের দিক থেকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোত্তম মানুষ। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রশংসা করেছেন– অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী। [সুরা ক্বালাম: ৪]

www.QuranerAlo.net

তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছ। পক্ষান্তরে তুমি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয় হতে তা হলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।[সুরা আল-ইমরান: ১৫৯]

সদ্ব্যবহারের তারীফ করতে গিয়ে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মিযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি যে বস্তু রাখা হবে, তা হল সদ্ব্যবহার। নিশ্চয় আল্লাহ অভদ্র কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।[তিরমিযী: হাদীস নং- ২০০২]

• আল্লাহ তাআলার যিকির

অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার যিকির, তাসবীহ, তাহমীদ ও তাহলীল বান্দাকে আল্লাহর প্রিয় ও নিকটবর্তী করে দেয়। যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে, তার নাম বেশি বেশি জপতে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসবে, সেও তাঁর নাম বেশি বেশি জপতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।

[সুরা বাকারা: ১৫২]

তিনি আরও বলেন, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারিণী নারী– তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[সুরা আহযাব: ৩৫]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তোমাদের আমলের মধ্যে সর্বোত্তম, মালিকের কাছে পবিত্রতম, তোমাদের মর্তবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ, সোনা-রূপা খরচ করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হয়ে তোমরা তাদের গলা কাটা এবং তারা তোমাদের গলা কাটার চেয়ে উত্তম আমলের কথা কি বলব না?

সাহাবীরা বললেন, হাঁ; বলুন।

নবীজী বললেন, তা হল আল্লাহ তাআলার যিকির।[তিরমিযী: হাদীস নং- ৩৩৭৭]

এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হল। বলল, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইসলামের নিদর্শন তো অনেক। আমাকে এমন কোন বিষয় বলুন, যেটা আমি আকড়ে ধরে রাখব। নবীজী বললেন, তোমার জিহ্বা যেন সবসময় আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত থাকে।[আহমাদ: হাদীস নং- ১৭৬৯৮]

যিকির মিযানের পাল্লায় খুব ভারি।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, দুটি কালিমার উচ্চারণ খুব সহজ, মিযানের পাল্লায় সেগুলো ভারী, দয়াময় (আল্লাহ)'র কাছে খুব প্রিয়– তা হল সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

[বুখারী: হাদীস নং- ৭৫৬৩]

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

উত্তম যিকির আলহামদু লিল্লাহ বলা। এই যিকিরও মিযানের পাল্লায় ভারি। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আলহামদু লিল্লাহ মিযান ভরে দেয়। সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদু লিল্লাহ আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। [মুসলিম: হাদীস নং- ৫৫৬]

• আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ

সম্পদের কোন অংশ– কোন জমীন, ফসলক্ষেত্র বা অন্যকোন আসবাবপত্র আল্লাহর রাস্তায় নির্দিষ্ট করে দেওয়াকে ওয়াক্‌ফ বলে। এই সম্পদ কখনও বিক্রি করবে না; বরং এর আয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার নেক কাজে ব্যয় করে দিবে। একেই সদকায়ে জারিয়া বলে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যখন আদমসন্তান মারা যায়, তখন তিনটি বাদে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। (সেই তিনটি হচ্ছে) সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম অথবা নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোআ করতে থাকে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৩১০]

তিনি আরও বলেন, মুমিনের মৃত্যুর পর যে আমল ও নেকী তার কাছে গিয়ে যোগ হয়, তা হল ইলম, যা সে অন্যকে শেখাত এবং প্রচার করত; নেককা সন্তান, যাকে সে রেখে গেছে; কুরআন শরীফ যা তার পরিত্যাজ্য সম্পদের ম রয়ে গেছে; মসজিদ, যা সে নির্মাণ করেছে; মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদে জন্য বানিয়ে গেছে; অথবা সদকায়ে জারিয়া, যা সে সুস্থ অবস্থায় ও জীবদ্দশায় নিজের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট করে গেছে– এগুলো তার মৃত্যুর পর তার কাছে গিয়ে যোগ হয়। [ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ২৪২]

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রেখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য মনে করে, আল্লাহর রাস্তার জন্য কোন ঘোড়া লালন করবে, কিয়ামতের দিন তার আহার, পানি, গোবর ও মূত্র নেকী সাব্যস্ত হবে। [বুখারী: হাদীস নং- ২৮৫৩] উল্লিখিত সবই ওয়াকফের ফজীলত প্রমাণ করে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, নবী আলাইহিস সালামের সাহাবীদের মধ্য যারাই সামর্থ্যবান ছিলেন, তাঁরা সবাই ওয়াক্‌ফ করে গেছেন। আনসারী সাহাবীদের মধ্যে আবু তালহার সম্পত্তি ছিল বেশি। তাঁর সবেচেয়ে প্রিয় সম্পদ ছিল বাইরূহা। এটি একটি খেজুরবাগান, যা মসজিদে নববীর পাশেই ছিল। নবী আলাইহিস সালাম এতে প্রবেশ করতেন এবং এই বাগানের মিষ্টি পানি পান করতেন।

www.QuranerAlo.net

যখন আয়াত নাযিল হল, কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। [সুরা আল-ইমরান: ৯২]

তখন আবু তালহা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলছেন, কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।

[সুরা আল-ইমরান: ৯২]

আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হচ্ছে বায়রূহা বাগান। এটা আল্লাহর জন্য সদকা। এর নেকী ও সঞ্চয় আল্লাহর কাছে কামনা করি। হে আল্লাহর রসূল! এটা আপনি যেখানে ইচ্ছা খরচ করুন।

নবী আলাইহিস সালাম বললেন, বাহ! এটা তো অনেক লাভজনক সম্পদ? বাহ এটা তো অনেক লাভজনক সম্পদ? তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনেছি। এটা তুমি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করে দাও।

আবু তালহা সেটা আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

[বুখারী: হাদীস নং- ১৪৪১]

ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, উমর খায়বারের এক টুকরো জমীন পেলেন। তিনি পরামর্শ করার জন্য নবীজীর কাছে এলেন। বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি খায়বারের এক টুকরো জমীন পেয়েছি। এত পছন্দের সম্পদ আর কখনও পাইনি। আপনি সেটা কী করতে বলেন?

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইচ্ছা করলে তুমি এর মূল রেখে সদকা করে দিতে পারো।

উমর সেটা এভাবে সদকা করলেন যে, সেটা বিক্রি করা যাবে না; দান করা যাবে না; তার মধ্যে কোন মিরাস চলবে না। সেটার মুনাফা তিনি সদকা করে দিলেন ফকীর-মিসকীন, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, জেহাদের পথ, মুসাফির ও মেহমানের জন্য। যে ব্যক্তি এর মুতায়াল্লী হবে, সে নিয়মমাফিক এখান থেকে খেতে পারবে; কিন্তু নিজের সম্পদ বানাতে পারবে না।

[বুখারী: হাদীস নং- ২৭৩৮]

ওয়াক্ফ ইসলামের বিশেষত্ব। ওয়াক্ফ মিযানের পাল্লায় খুব ভারি হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রেখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য মনে করে, আল্লাহর রাস্তার জন্য কোন ঘোড়া লালন করবে, কিয়ামতের দিন তার আহার, পানি, গোবর ও মূত্র তার মিযানের পাল্লায় উঠানো হবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ২৮৫৩]

হাদীসের উদ্দেশ্য মুসলমানকে ওয়াক্‌ফ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া। যাতে তারা এর মাধ্যমে উপকার লাভ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া দান করবে, আল্লাহ সেই ঘোড়ার আহার খাবার বানিয়ে, পানকৃত বস্তু পানি বানিয়ে এমন কি তার গোবর ইত্যাদিকেও ভারি বস্তু বানিয়ে কিয়ামতের দিন তার নেকীর পাল্লায় তুলে দিবেন।

- **উপসংহার**

মুমিনের উচিত অধিক নেক আমল করে কিয়ামতের দিন মিযানের পাল্লা ভারি করতে সচেষ্ট হওয়া। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নেক আমলকে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। [মুসলিম: হাদীস নং- ২৭৬৩]

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি কোন নেক আমলের ইচ্ছা করে, কিন্তু আমল করতে পারে না, তাকে একটি নেকী লিখে দেওয়া হয়।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৩৫৪]

মিযান ...

ইখলাস আমলকারীর নৈকট্য ও ঈমান বৃদ্ধি করে এবং মিযানের পাল্লায় তার আমলকে ভারি করে।

www.QuranerAlo.net

হাউজ

www.QuranerAlo.net

হাউজের পাড়ে মুমিনদের নবীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে। তিনি মুবারক হাতে সেখানকার কোমল পানি পান করাবেন। এরপর তারা আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। নবীজীর হাউজের পাড় থেকে মুনাফিক ও মুরতাদদের বিভিন্ন দলকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং তারা পান করার সুযোগ পাবে না। এখন জানার বিষয় হচ্ছে–

- হাউজ কী?
- হাউজের অবস্থান কোথায়?
- হাউজ থেকে পানকারীর বৈশিষ্ট্য কী হবে?

www.QuranerAlo.net

সূচনা

হাশরের ময়দানে মানুষের অবস্থান দীর্ঘ হবে। আদম থেকে আমাদের উম্মতের সর্বশেষ মৃত ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে ভিড় থাকবে। তা ছাড়া তৃষ্ণার্ত অবস্থায়ই মানুষকে কিয়ামতের দিন জড় করা হবে। থাকবে প্রচণ্ড ভয়। এজন্য এক ঢোক পানি পান করে জিহ্বা ভিজানোর জন্য সবাই ব্যাকুল থাকবে। এমন সময় প্রত্যেক উম্মতের সামনে তদীয় নবীর হাউজ প্রকাশ পাবে। সেখান থেকে উক্ত নবীর উম্মত পান করবে। তবে কিছু মানুষ পান করার সুযোগ পাবে; কিছু মানুষকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

হাউজ বলা হয় এমন জায়গাকে যেখানে পানি জমা হয়। নবীজীর হাউজ হচ্ছে পবিত্র পানির এমন স্থান, যদ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামতের মহাসম্মেলনে সম্মানিত করবেন। সেটা এমন হাউজ, যা অত্যন্ত প্রশস্ত, খুব স্বচ্ছ। তার পানি দুধের চেয়েও সাদা ও মধুর চেয়েও মিষ্টি। তার ঘ্রাণ মেশকের চেয়ে উত্তম। তার পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারার চেয়ে বেশি। সেই হাউজে নবীজীর উম্মত উপস্থিত হবে। যে একবার সেখান থেকে পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

প্রশ্ন হাউজ কি শুধু আমাদের নবীর জন্য নির্দিষ্ট?

হাশরের ময়দানে প্রত্যেক নবীরই হাউজ থাকবে। কিন্তু আমাদের নবী আশা করেন যে, তাঁর হাউজে আগন্তুকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকবে, যারা আসবে তাদের নবীর হাতে পানি পান করার জন্য।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, প্রত্যেক নবীরই হাউজ আছে। তাঁরা প্রতিযোগিতা করবেন যে, কার হাউজে আগন্তুকের সংখ্যা বেশি হয়। আমি আশা করি, আমার কাছেই আগন্তুক সবচেয়ে বেশি হবে।

[তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪৪৩]

অর্থাৎ নবীগণ নিজ নিজ উম্মতের ঈমানদারের সংখ্যা বেশি হওয়া নিয়ে গর্ব করবেন। যাঁর উম্মতে ঈমানদারের সংখ্যা বেশি হবে, তাঁর আনন্দ-ফূর্তি অন্য নবীদের উপর বৃদ্ধি পাবে।

• নবীজীর মিম্বার তাঁর হাউজের উপর

এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি আমাদের নবীর মর্যাদা সমস্ত মানুষের উপর বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি কিয়ামতের দিন সমস্ত আদমসন্তানের সরদার হবেন।

www.QuranerAlo.net

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মাঝে জান্নাতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান রয়েছে। আর আমার মিম্বার আমার হাউজের উপর। [বুখারী: হাদীস নং- ১১৯৬]

• হাউজের স্থান ও শ্রেণিবিন্যাস

কিয়ামতের দিন যখন মানুষ হাশরের ময়দানে সমবেত হবে এবং তাদের ভীতি ও তৃষ্ণা তীব্র হবে, তারপর তারা পানি পান করার জন্য কোন হাউজে উপস্থিত হতে চাইবে, তখন পানি পানের জন্য মুমিনদের উপস্থিতি কি পুলসিরাত অতিক্রম করার আগে হবে, না কি তার পরে?

এই বিষয় নিয়ে আলেমদের মতবিরোধ আছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে হাউজে আগমন পুলসিরাত পার হওয়ার আগেই ঘটবে। তার কারণ, মুরতাদ, কাফের ও মুনাফিকরা হাউজ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর অন্যদের সাথে পুলসিরাত পার হতে যাবে; কিন্তু তারা পারবে না। সুতরাং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

• কাউসার ও হাউজের সাথে তার সম্পর্ক

'কাউসার' আধিক্যজ্ঞাপক বিশেষণ। এটা একটা নদী, যা হাউজকে পানি সরবরাহ করে থাকে।

কাউসারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর বর্ণ হাউজের ব্যাপারে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলির সাথে মিলে যায়। অনেক আলেমে বক্তব্য অনুযায়ী সুরা কাউসারে বর্ণিত কাউসার থেকে হাউজই উদ্দেশ্য।

বাহ্যত বোঝা যায় যে, হাউজের অবস্থান হাশরের ময়দানে। আর কাউসার হচ্ছে জান্নাতের একটি নদী। তবে এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, কাউসার নদী হাউজে পানি সরবরাহ করে; হাউজের পানি যোগান দেয়। সুতরাং হাউজ যেন কাউসারের শাখা। এজন্যই একটির বৈশিষ্ট্য আরেকটির ভিতরে ঢুকে গেছে। জান্নাতের আলোচনার সময় কাউসার নদীর বৈশিষ্ট্য, তার প্রবাহ ও উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

• হাউজের বৈশিষ্ট্যাবলি

হাউজ একটি স্থান, যেখানে জান্নাতের পানি জমা হয়। হাশরের দিন সেখান থেকে পান করবে ঈমানদারগণ।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

হাউজের বর্ণনাসমৃদ্ধ হাদীস রয়েছে অনেক।
এসব হাদীসে কারা হাউজ থেকে পান করবে, আর কাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, সে বর্ণনাও রয়েছে।
বিভিন্ন হাদীসে হাউজের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা হল–

- হাউজের দিগন্ত বিস্তৃত।
- তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি ও তার খোশবু মেশকের চেয়ে উন্নত।
- হাউজের পানপাত্র, পেয়ালা অসংখ্য, আকাশের তারকারাজির মত।
- এই উত্তম পানি হাউজে আসে কাউসার থেকে।
- এই হাউজে আমাদের নবীর উম্মত উপস্থিত হবে।
- যে ব্যক্তি সেখান থেকে একবার পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

• হাউজের প্রশস্ততা

হাউজের প্রশস্ততা ও তার আয়তনের বড়ত্ব সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে মানুষের সংকুলান হবে; কোন জটলা সৃষ্টি হবে না। পান করতে গিয়ে কেউ পিছনেও পড়বে না। হাউজের প্রশস্ততার ধারণা দেওয়ার জন্য নবী আলাইহিস সালাম বিভিন্ন শহরের দূরত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। উপলব্ধির কাছাকাছি আনা এবং হাউজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য অনেক শহরের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তোমাদের সামনে একটি হাউজ থাকবে, যার প্রশস্ততা জারবা ও আযরূহের মধ্যবর্তী দূরত্বের মত।

[বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৭৭]

তিনি আরও বলেন, আমার হাউজের পরিধি হল আইলা থেকে ইয়ামানের সানআর মধ্যবর্তী স্থানের মত। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৮০]
আরও বলেন, আমার হাউজের দুই পাড়ের দূরত্ব সানআ ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানের মত। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১৩৮]
আরও বলেন, আমার হাউজ আইলা থেকে আদনের চেয়েও প্রশস্ত।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৬০৪]

আরও বলেন, আমার হাউজ আদন থেকে আম্মানে বালকা পর্যন্ত।

[তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪৪৪]

পারুলে
LIFE SETS LIFE
www.QuranerAlo.net

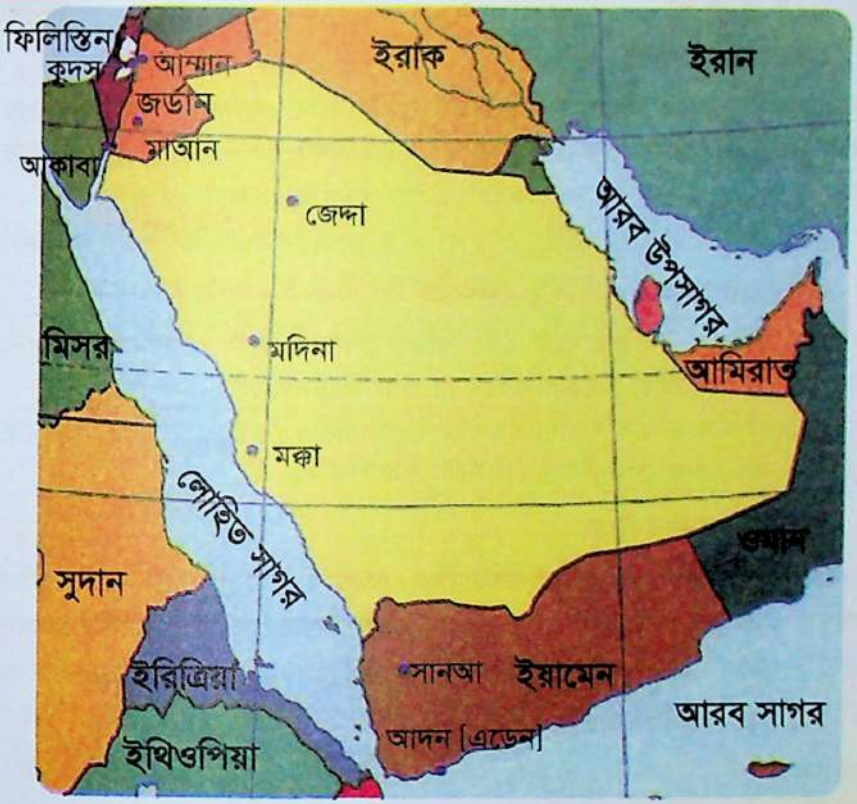

আরও বলেন, আমার হাউজ কাবা থেকে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত।

[ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ৪৩০১]

আরও বলেন, হাউজে আমি তোমাদের আগে থাকব। হাউজের প্রশস্ততা আইলা থেকে জুহফার মধ্যবর্তী স্থানের মত। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১১৭]

নবীজীকে তাঁর হাউজের প্রশস্ততার ব্যাপারে জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বলেন, আমার অবস্থানক্ষেত্র থেকে আম্মান পর্যন্ত। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১৩০]

ফায়দা **বিভিন্ন শহরের উল্লেখ**

এসব হাদীসে দেখার বিষয় হচ্ছে এই যে, নবী আলাইহিস সালাম শহরের নাম উল্লেখ করেছেন অধিক স্পষ্ট করার জন্য। কেউ এক শহর না চিনলে আরেক শহর চিনবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

• হাউজ চার কোণা

বিভিন্ন হাদীসে লক্ষ করলে পরিষ্কার হয় যে, হাউজের প্রশস্ততা একমাসের পথ এবং দৈর্ঘ্য একমাসের পথ। সুতরাং দুই দিক সমান। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমার হাউজ দৈর্ঘ্যে একমাসের পথ এবং তার সমস্ত কোণ সমান।
[মুসলিম: হাদীস নং- ৬১১১]

• পেয়ালার সংখ্যা

মুমিনরা হাউজে উপস্থিত হবে এবং বিভিন্ন পেয়ালা দিয়ে সেখান থেকে পান করবে। সেখানে তারা বিরোধ করবে না এবং ভিড় করবে না।
নবী আলাইহিস সালাম বলেন, সেখানে সোনাচাঁদীর পেয়ালা থাকবে। সংখ্যায় সেগুলো আকাশের তারার মত। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১৪০]

• হাউজের পানির উৎস

হাউজের পানি জান্নাত থেকে উৎসারিত। কাউসার নামক নদী বেয়ে নেমে আসবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তাতে (হাউজে) মিলিত হবে জান্নাত থেকে দু'টি নালা। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১২৯]

• হাউজের পানির বৈশিষ্ট্য

হাউজের পানি অতিউত্তম, অত্যন্ত মিষ্টি ও কোমল। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, এই পানির উৎস হচ্ছে জান্নাত। হাউজের পানির বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তা দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি। জান্নাত থেকে আসা দু'টি নালা সবসময় বর্ষণ করে তাকে ভরে রাখে। একটি স্বর্ণের এবং অপরটি রূপার। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১৩০]
তিনি আরও বলেন, তার সুগন্ধ মেশকের চেয়েও উৎকৃষ্ট। তার পেয়ালাগুলো আকাশের তারার মত অসংখ্য। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১১১]

• তৃষ্ণা মিটাবে এক ঢোক

হাউজের পানির অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি এর এক ঢোক পানি করলে এমন স্বাদ, মজা আর তৃপ্তি অনুভব করবে যে পরে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তাতে পেয়ালা রয়েছে আসমানের তারার মত অসংখ্য। যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হবে, সে হাউজ থেকে পান করবে। এরপর আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১২৮]

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

• হাউজে প্রথম আগমনকারী

হাউজকে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর সম্মান সাব্যস্ত করেছেন। আমাদের রবই সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন। যা হোক, এভাবে আমাদের নবী একরাম ও এহসানের অধিকারী হবেন।

যে মুমিন যত বেশি ঈমান, বিশ্বাস ও নেক আমলের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবে, সে হাউজের পানি পানের ক্ষেত্রেও অগ্রবর্তী হবে। সবার আগে হাউজ থেকে পান করবেন ফকীর মুহাজিরগণ, যারা তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, রক্ত প্রবাহিত করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের সম্পদ ব্যয় করেছেন। তাদের ভিতর-বাহির অবগত সত্তা যেমন তাঁদের ব্যাপারে বয়ান করেছেন–

ধন-সম্পদ ও দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই প্রকৃত সত্যবাদী। [সুরা হাশর: ৮]

এদের প্রথম কাতারে রয়েছেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম। নবী আলাইহিস সালাম যেমন বলেছেন, **হাউজের পেয়ালা আসমানের তারার মত অসংখ্য। যে ব্যক্তি সেখান থেকে এক ঢোক পান করবে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। সবার আগে সেখানে উপস্থিত হবে ফকীর মুহাজিররা, মাথার চুল যাদের এলোমেলো, কাপড়চোপড় নোংরা, যারা বিলাসী নারীদেরকে বিয়ে করে না এবং যাদের জন্য (বড় বড় বাড়ির) ফটক খোলা হয় না।** [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪৪৪]

• ইয়ামানবাসীদের প্রাধান্য

ইয়ামানবাসীদের অন্তর সবচেয়ে বেশি কোমল ও নরম। তাদের স্বভাবচরিত্র অত্যন্ত মার্জিত বলেই তারা সবার আগে মুসাফা'র প্রচলন করেন। হাউজে উপস্থিতির ক্ষেত্রে ইয়ামানীরা আগে আগে থাকবে। অন্যদের আগে নবী আলাইহিস সালাম তাঁদেরকে পান করাবেন। তিনি বলেন–

www.QuranerAlo.net
পরকাল
LIFE AFTER LIFE

হাউজের মূল জায়গায় অবস্থান করব আমি। ইয়ামানীদের জন্য অন্য লোকদেরকে তাড়িয়ে দিব। লাঠি দিয়ে প্রহার করব, ফলে পানি তাদের উপর উপচে পড়বে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১৩০]

এই হাদীসে ইয়ামানীদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসের মানে হচ্ছে আমি হাউজ থেকে অন্য লোকদের সরিয়ে দিব, যাতে ইয়ামানীরা এগিয়ে আসতে পারে এবং পানি তাদের উপর প্রবাহিত হয়।

উত্তম কৃতিত্বের মাধ্যমে ইয়ামানীরা ইসলামের যে খেদমত করেছেন, তার বিনিময় হিসেবেই হাউজের পানি পানের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

• হাউজে আগমনকারী

যে যত বেশি নেককার হবে, সে তত দ্রুত হাউজে উপস্থিত হবে। এই উম্মতের সবচেয়ে নেককার হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। তাদের মধ্যেও নেককার চার খলীফা– আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুম। আনসারী সাহাবীদেরও প্রাধান্য থাকবে। যেমন নবী আলাইহিস সালাম আনসারীদেরকে বলেছেন, নিশ্চয় তোমরা আমার পরে অনেক স্বজনপ্রীতি দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে হাউজে আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত।

অর্থাৎ নবী আলাইহিস সালামের এন্তেকালের পর আনসারীদের খেদমত, কুরবানী ও জেহাদ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও উপহার-উপঢৌকন ও ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

নবী আলাইহিস সালাম একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যে সব মুনাফিক ভিতরে ভিতরে কুফর পুষবে আর বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করবে এবং যারা তাঁর এন্তেকালের পর ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়ে যাবে– কিয়ামতের দিন তাদের প্রকৃতি প্রকাশ পেয়ে যাবে। তাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া হবে। এবং হাউজ থেকে এদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। নবী আলাইহি সালাম বলেন, হাউজে আমি তোমাদের আগে থাকব; তোমাদের প্রতি লক্ষ রাখব। তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে উপস্থিত করা হবে। যখন আমি তাদেরকে চিনব, তখন তাদেরকে আমার পিছনে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে রব! আমার সাহাবী, আমার সাহাবী!! জওয়াবে আমাকে বলা হবে, তুমি জান না, এরা তোমার পরে কী ঘটিয়েছে।

অন্য বর্ণনায় আছে, এরা তোমার পরে পশ্চাদমুখী হয়ে মুরতাদ হয়েছে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৮৩]

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

সাবধান! **সাহাবীদের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই**

এই হাদীসে সাহাবায়ে কেরামকে দোষারোপ করা হয়নি। এই হাদীসের অর্থ হচ্ছে ওইসব লোককে হাউজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, যারা নবী আলাইহিস সালামের ওয়াফাতের পর আবু বকরের খেলাফতকালে ইসলাম ছেড়ে দিয়ে মুরতাদ হয়েছে এবং কুফরের উপরই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

একথাও সবাই জানে যে, কোন প্রসিদ্ধ সাহাবী মুরতাদ হননি। মুরতাদ হয়েছে বেদুইনদের মধ্য থেকে সেইসব মূর্খ ও অসভ্য লোক, যারা দীনকে কোন সাহায্য করেনি। নবীজীর সাথে যাদের ওঠাবসা ছিল না এবং তারা কোন ইলমও অর্জন করেনি, কোন হাদীসও মুখস্থ করেনি। এদেরকেই নবী আলাইহিস সালাম দেখবেন এবং তাদেরকে চিনবেন। তাদেরকে সাহাবী মনে করবেন; কিন্তু তারা মুনাফিক। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার দোসররা, যারা ভিতরে কুফর লালন করে ইসলাম প্রকাশ করত। আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন তথ্য সব জানেন।

• নবীজীর হাউজ, শুধু তার উম্মতের জন্য

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবীর হাউজ থাকবে। তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে যা মুমিন, তারা সেখান থেকে পান করবে। নবী আলাইহিস সালাম জানিয়েছেন যে, তাঁর হাউজ তাঁর উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট, সেখান থেকে আর কেউ পান করতে পারবে না। বরং প্রত্যেক উম্মত তার নবীর হাউজ থেকে পান করবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমার উম্মত হাউজে উপস্থিত হবে। আমি লোকজনকে সেখান থেকে সরিয়ে দিব। যেমন মানুষ নিজের উট থেকে অন্যের উট সরিয়ে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বললেন, হাঁ; তোমাদের বিশেষ নিদর্শন থাকবে, যা অন্যদের থাকবে না। তোমরা উযুর নিদর্শন হিসেবে সাদা কপাল ও হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে। তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তারা আর আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। তখন আমি বলব, হে আমার রব! এরা তো আমার সাহাবী! জওয়াবে একজন ফেরেশতা বলবেন,

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

আপনি কি জানেন এরা আপনার তিরোধানের পর কী ঘটিয়েছে?

[মুসলিম: হাদীস নং- ৬০৫]

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, হাউজ থেকে বিতারিত ব্যক্তিরা মুনাফিক, যারা ভিতরে ভিতরে কুফর লালন করত এবং উপরে উপরে ইসলাম প্রকাশ করত। দুনিয়াতে তারা ওঠাবসা করত নবীজীর সাথে। কেমন যেন তিনি দুনিয়াতে সাবধান করে বলছেন, আমার সাথে ওঠাবসাকারী ব্যক্তিরা শোনো, তোমাদের মধ্য থেকে অনেককে আমার হাউজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে তাদের প্রকৃতি অনুসারে আচরণ করবেন। এরা মুনাফিক। এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নবীজীর যামানায়ই অপদস্থ করা হয়েছে। যেমন ওইসব ব্যক্তি, যারা তাঁর সঙ্গে উহুদের প্রান্তরে গিয়েছিল। ময়দানে পৌঁছানোর পর তারা ফিরে আসে। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' জন পুরুষ।

আবু হোরায়রার বর্ণিত হাদীসে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমি হাউজ থেকে অনেক লোককে তাড়িয়ে দিব, যেমন অপরিচিত উটকে নিজের উটের পাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬১৩৩]

কিয়ামতের দিন অসংখ্য উম্মত ও মাখলুক থাকবে, তাদের সংখ্যাশুমার শুধু আল্লাহ জানেন। কঠিন জটলা থাকবে। পরিস্থিতি ভয়াবহ। অন্যান্য উম্মতের সাথে হিসাব করলে উম্মতে মুহাম্মাদী সংখ্যায় হবে সামান্য।

কিয়ামতের দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং কঠিন মুহূর্তে মানুষ নিজের জন্য সুপারিশ-কারী অনুসন্ধান করবে। নবী-রসূল, ফেরেশতা, শহীদ ও নেককারদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ করার অধিকার থাকবে। সেই বিবরণ আসছে, পরবর্তী অধ্যায়ে।

আকীদা ...

নবীজীর সাহাবীরা উম্মতের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। নবীজীর হাউজে তারা সবার আগে উপস্থিত হবেন।

www.QuranerAlo.net

শাফায়াত

www.QuranerAlo.net

শাফায়াত কিয়ামত দিবসের অন্যতম বড় ঘটনা। সে দিন এর অসামান্য ভূমিকা থাকবে। অনেক কিছু হালকা করবে, অনেক কিছু করবে সহজ। সে দিন মানুষ মুত্তাকী নেতৃবৃন্দের কাছে যাবে; কিন্তু নবী-রসূল সব অপারগতা প্রকাশ করবে। এরপর আল্লাহ আমাদের নবীকে মাকামে মাহমূদ দান করবেন। এখন আমরা জানব–

- শাফায়াত কী?
- শাফায়াতের শর্ত কী কী?
- শাফায়াত কয় প্রকার?
- শাফায়াত কি আমাদের নবীর জন্য নির্দিষ্ট, না কি অন্য নবীদের জন্যও?
- নবী-রসূল বাদেও কি শাফায়াত সম্ভব?

www.QuranerAlo.net

সূচনা

কিয়ামতের দিন যখন সৃষ্টিরাজি একত্র হবে, তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে এবং তাদের ভীতি তীব্র হবে, তখন সীমালঙ্ঘনকারীদের চোখ অশ্রু বর্ষণ করতে থাকবে, ব্যর্থদের আশা ভঙ্গ হবে; সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন নবী-রসূল; দ্বিধায় পড়ে যাবেন মহান ফেরেশতারা; মানুষের প্রাণ কণ্ঠনালীতে এসে পড়বে এবং কাফের ও বদকাররা হতাশ হয়ে যাবে।

এমন সময় মানুষ মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য লোক খুঁজতে থাকবে, যাতে তাদের হিসাব শুরু হয় এবং আমলনামা দেওয়া হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর এবং বড় বড় রসুলের কাছে যাওয়ার পর মানবজাতির সরদার সুপারিশের জন্য উঠবেন। প্রশংসার পতাকা উত্তোলন করবেন। বিনয় ও আশাবাদ নিয়ে দোআ করার জন্য আল্লাহর সামনে সেজদায় পড়ে যাবেন। আল্লাহ তাঁর শাফায়াত কবুল করবেন। এরপর তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ করবেন। তাঁর শাফায়াতে অনেক লোক জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে অনেক মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিশেষত্ব দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর কোনটি আমার পূর্বের কাউকে দেওয়া হয়নি। এক মাসের পথ থাকতেই ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গনীমত হালাল করা হয়েছে, আগে কারও জন্য হালাল ছিল না। পুরো জমীনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতার উৎস বানানো হয়েছে। সুতরাং যেকোন ব্যক্তির সামনে নামাযের সময় হয়ে গেলে সে যেন নামায পড়ে। আমাকে শাফায়াত দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবীকে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁর নিজ কওমের কাছে; অথচ আমি প্রেরীত হয়েছি সমস্ত মানুষের কাছে। [বুখারী: হাদীস নং- ৩৩৫]

• শাফায়াতের সংজ্ঞা

শাফায়াতের শাব্দিক অর্থ যোগ করা; বেজোড়ের বিপরীত। আর পারিভাষিক অর্থে শাফায়াত বলা হয় অন্যের জন্য কল্যাণের আবেদন করাকে। কেননা, মানুষ প্রথম দিকে নিজের প্রয়োজন কামনা করার ক্ষেত্রে একা থাকে। যখন তার সাথে আরেক জন যোগ হয়ে কামনা করা শুরু করে, তখন তারা জোড় হয়।

www.QuranerAlo.net

• শাফায়াতের শর্তাবলি

আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে দুটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। শাফায়াত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং সুপারিশকৃতের জন্য উপকারী হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত দুটি পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। শর্ত দুটি হচ্ছে–

• সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ তাআলার অনুমতি। চাই সুপারিশকারী কোন নবী হোন, অথবা শহীদ, কিংবা ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা বলেন, যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্য বাদে আল্লাহর কাছে কারও জন্য সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। [সুরা সাবা: ২৩]

• সুপারিশকৃতের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা। যেমন, সে এমন অপরাধে অপরাধী, যা শিরকের চেয়ে নীচে। এখন যদি সুপারিশকৃত ব্যক্তি কাফের হয়, তা হলে কেউ তার জন্য সুপারিশ করলেও আল্লাহ কবুল করবেন না। কেননা, আল্লাহর সাথে শরীক করার গুনাহ তিনি মাফ করেন না। এজন্য আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ব্যাপারে বলেছেন, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। [সুরা মুদ্দাস্‌সির: ৪৮]

তিনি আরও বলেছেন, যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ছাড়া আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। [সুরা মারিয়াম: ৮৭]

এখানে প্রতিশ্রুতি বলে উদ্দেশ্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র সাক্ষ্য প্রদান।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে প্রতিশ্রুতি বলে উদ্দেশ্য নামায। কেননা, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমাদের ও তাদের মাঝে চুক্তিপত্র হচ্ছে নামায। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল, সে কুফর করল। [আহমাদ: হাদীস নং- ২২৯৩৭]

আল্লাহর সাথে কাফেরের তাওহীদ ও ঈমানের কোন চুক্তি নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ কবুল করা হবে না। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমার উম্মতের কবীরা গুনাহে লিপ্তদের জন্য আমার শাফায়াত। [আবু দাউদ: হাদীস নং-৪৭৪১]

অর্থাৎ গুনাহগার মুমিনদের জন্য তিনি দেদারসে শাফায়াত করবেন, যদিও তারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক। তবে যে ব্যক্তি কবীরার চেয়ে মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হবে– তা হল শিরক, তার জন্য নবীজী সুপারিশ করবেন না।

শাফায়াতের দুই শর্ত আল্লাহ তাআলা এক আয়াতের মধ্যে বয়ান করেছেন। তিনি বলেছেন,

পারুলেল
LIFE BEFORE LIFE
www.QuranerAlo.net

দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন, সে ছাড়া কারও সুপারিশ সে দিন কোন উপকারে আসবে না। [সুরা ত্বাহা:১০৯]

সুপারিশের অনুমতি দেওয়ার মালিক থাকবেন শুধু আল্লাহ তাআলা। যেমন, তিনি বলেছেন, বলো, সকল সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন। [সুরা যুমার:৪৪]

শাফায়াতের গুরুত্ব

নবীর শাফায়াত বা আল্লাহর প্রিয় শহীদ-গাজী কারও শাফায়াত লাভ করা, বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। এটা শাফায়াতকৃতের জন্য মুক্তি ও সফলতার সনদ।

শাফায়াতের গুরুত্ব এ থেকেও উপলব্ধি করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা নবী আলাইহিস সালামকে তাঁর উম্মতের অর্ধেক জান্নাত দেওয়া এবং শাফায়াতের ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তখন নবীজী শাফায়াতকে গ্রহণ করেন। যেমন, হাদীসে আছে–

তোমরা কি জান আমাকে কোন বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। নবীজী বললেন, তিনি আমাকে আমার উম্মতের আধাআধিকে জান্নাত দেওয়া এবং শাফায়াতের মাঝে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমি শাফায়াতকে গ্রহণ করেছি। সাহাবীরা বললেন, আমাদের জন্য দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত রাখেন। তিনি বললেন, এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য। [ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ৪৩১৭]

• প্রত্যেক নবীর দোআ

শাফায়াতের উপর নবী আলাইহিস সালামের আকর্ষণ থাকার কারণে এর জন্য তিনি খুশী থাকতেন। দুনিয়ায় থাকতেই এর জন্য তিনি প্রস্তুতি নিতেন। এর কারণ, প্রত্যেক নবীর একটি করে দোআ (তাঁর পছন্দমত) কবুল হয়ে থাকে। প্রত্যেক নবীই সেই দোআ দুনিয়াতে ব্যবহার করে গেছেন।

আমাদের নবী দুনিয়াতে কত দুঃখ-যাতনা সয়েছেন, কতবার এই দোআ প্রয়োগের প্রয়োজন তাঁর হয়েছে; কিন্তু তারপরও তিনি সেই দোআ আখেরাতের জন্য সঞ্চিত রেখেছেন।

তিনি বলেন, প্রত্যেক নবীর একটি করে কবুল দোআ রয়েছে।

প্রত্যেক নবীই সে দোআ নগদ গ্রহণ করেছেন।

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

আমি আমার সেই দোআ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি। সেই শাফায়াত প্রত্যেক ওই ব্যক্তি লাভ করবে, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৫১২]

আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও অনুগ্রহ হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর নবীকে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর উম্মতের সত্তর হাজারকে বিনা-হিসাব ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁদের সাথে আরও অনেকে থাকবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমার রব আমাকে ওয়াদা করেছেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজারকে কোন হিসাব ও আযাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। প্রত্যেক হাজারের সাথে আরও থাকবে সত্তর হাজার এবং আল্লাহর নিক্ষেপের তিন নিক্ষেপ। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪৩৭]

• শাফায়াতের প্রকারভেদ

কিয়ামতের দিন সবাই শাফায়াত প্রাপ্তির আশা করবে। কেউ পাবে; কেউ বঞ্চিত হবে। বঞ্চিতদের তালিকায় আগেভাগে থাকবে ওইসব ব্যক্তিরা, যারা দুনিয়াতে কবর, মঠ, পাথরনুড়ি ও দেবদেবীর পূজা করে। এগুলোর কাছে বিভিন্ন জিনিস চায়; বিপদ উদ্ধারের আশা করে। এগুলোর জন্য বিভিন্ন প্রাণী উৎসর্গ করে; আতর, গোলাপ ও সুগন্ধি ছিটায়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যরা উপাসকদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে। তারা উপাসকদের কোন উপকার করবে না; তাদেরকে মুক্তিও দিতে পারবে না।

আল্লাহ খুব চমৎকার বলেছেন, আর কোন কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনই ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। আর কতই না উত্তম হত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিন। স্মরণ করো, অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক। এবং অনুসারীরা বলবে, কতই না ভাল হত, যদি আমাদিগকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হত। তা হলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনই অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি।

www.QuranerAlo.net

এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম, তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্য। অথচ তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না। [সুরা বাকারা: ১৬৫-১৬৭]

শরীয়তের দলিল-প্রমাণ স্পষ্ট করে যে, শাফায়াত দুই প্রকার– (ক) গ্রহণযোগ্য, অনুমোদিত ও উপকারী। (খ) প্রত্যাখ্যত– যা শাফায়াতকারী ও কৃত, কারও কোন উপকার করবে না।

• প্রথম প্রকারের শাফায়াত

প্রথম প্রকারের শাফায়াতের কথা কুরআন ও হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে। চাই তা রসুলুল্লাহর জন্য হোক বা অন্য নবীদের জন্য; ফেরেশতাদের জন্য হোক বা শহীদদের জন্য কিংবা সাধারণ মুমিনদের জন্য। এই প্রকারের শাফায়াত কয়েক ভাগে বিভক্ত এবং কয়েক স্তরে বিন্যস্ত। কোনটি সমস্ত উম্মতের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, কোনটি শুধু এই উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট।

• দ্বিতীয় প্রকারের শাফায়াত

এই প্রকারের শাফায়াত হচ্ছে ভুয়া। মুশরিক ও নাসারারা মনে করে যে তাদের উপাস্যরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। বেদআতীরা তাদের পীরদের ব্যাপারেও একই মনোভাব লালন করে। কবরপূজারীরাও কবরের ব্যক্তিকে শাফায়াতের কাণ্ডারী মনে করে। কিয়ামতের দিন তাদের শাফায়াত লাভের আশায়ই এরা তাদের কাছে কাকুতি-মিনতি করে, তাদের উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গ করে এবং নামায পড়ে।

আল্লাহ এদের শাফায়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং সে দিন কেউ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করবে না। করলেও সুপারিশকারী ও সুপারিশকৃত, কারও জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? [সুরা বাকারা: ২৫৫]

আরও বলেন, তারা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করবে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। [সুরা আম্বিয়া: ২৮]

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

ব্যক্তি কোন কবরে গিয়ে কোন ধরণের বন্দেগী, পশু জবাই, কাকুতি-মিনতি, তওয়াফ বা নামায আদায় করবে, সে মারাত্মক গুমরাহীতে লিপ্ত। শাফায়াত লাভে ব্যর্থ হবে সে।

• কিয়ামত-দিবসে সুপারিশকারী

অনুগ্রহ করে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় ও এবাদতগুযার বান্দাদের সুপারিশ ও মধ্যস্থতা কবুল করবেন এবং এর মাধ্যমে কিছু জাহান্নামীকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন।

শাফায়াতের প্রকারভেদ ও শাফায়াত কবুল হওয়ার শর্তাবলি সম্বলিত হাদীস আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। শর্তাবলির মধ্যে একথাও উল্লেখ করে এসেছি যে, সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ তাআলার অনুমতি থাকতে হবে।

শরীয়তের দলিল-প্রমাণ পর্যালোচনা করে আমরা কিয়ামত-দিবসের সুপারিশকারী হিসেবে যাদের উল্লেখ পাই, তারা হলেন–

নবী-রসূল

মানবসমাজ থেকে আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত প্রতিনিধি হচ্ছেন নবীগণ। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে নবীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, এই রসূলগণ আমি তাদের কাউকে কারও উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হচ্ছে এমন যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন। [সুরা বাকারা: ২৫৩]

আর অনেক বড় মর্যাদা ও সম্মান হচ্ছে কিয়ামতের দিন সুপারিশকারীর সুপারিশ কবুল করা।

www.QuranerAlo.net

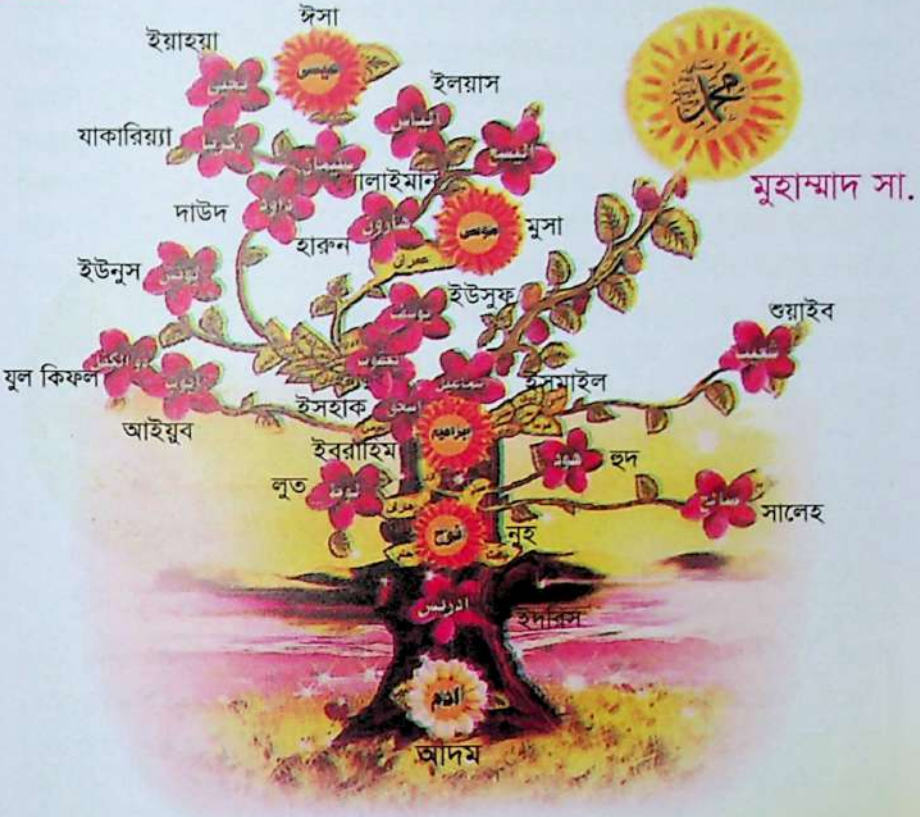

যে আমরা সবার আগে আমাদের নবীর বিভিন্ন শাফায়াত সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর শাফায়াত থেকে মাহরূম না করেন। কোন কোন শাফায়াতের ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট। আবার কোন কোন শাফায়াতের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন নবী ও শহীদসহ আরও অনেকে যুক্ত হবেন।

নবী আলাইহিস সালামের বিভিন্ন প্রকার শাফায়াত নিম্নরূপ–

প্রথম শাফায়াত

নবীজীর প্রথম শাফায়াতকে বলা হয় শাফায়াতে কুবরা বা উযমা। হাশরের ময়দানে উপস্থিত সমস্ত সৃষ্টির জন্যই এই শাফায়াত কার্যকর হবে। কুরআনের ভাষায় একে বলা হয়েছে মাকামে মাহমূদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তোমাকে মাকামে মাহমূদে পৌছাবেন।

[সুরা ইসরা: ৭৯]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

এই শাফায়াত আমাদের নবীর সাথে বিশিষ্ট। কেননা, অন্যান্য নবী এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করবেন। এটাই সবচেয়ে বড় শাফায়াত। হাশরের ময়দানে ভীত সন্ত্রস্ত অস্থির মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে, তখন নবী আলাইহিস সালাম ময়দানের সমস্ত মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন, যাতে তাদের বিচারকাজ শুরু করা হয়। আর এভাবেই তারা ময়দানের ভয়াবহতা, পেরেশানী ও দুর্ভোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

ইবনে উমর বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষ হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়াবে। প্রত্যেক উম্মত তার নবীর কাছে গমন করবে। বলবে, হে অমুক! সুপারিশ করুন; হে অমুক! সুপারিশ করুন। এক পর্যায়ে শাফায়াতের আবেদন এসে ঠেকবে নবীজীর কাছে। ওই দিন আল্লাহ তাঁকে মাকামে মাহমূদ দান করবেন। [বুখারী: হাদীস- ৪৭১৮]

ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু'রই আরেক হাদীসে আছে, তিনি নবী আলাইহিস সালামকে বলতে শুনেছেন, তিনি দীর্ঘ এক হাদীসে কিয়ামতের দিন মানুষের যে অবস্থা হবে, সে কথা বয়ান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সৃষ্টির বিচার আরম্ভ করার জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। তিনি এগিয়ে যাবেন এবং (জান্নাতের) দরজার চৌকাঠ ধরবেন। সে দিন আল্লাহ তাকে মাকামে মাহমূদ দান করবেন। সমবেত সবাই তাঁর প্রশংসা করবে। [বুখারী: হাদীস নং- ১৪৭৫]

এই শাফায়াতের সঙ্গে নবী আলাইহিস সালামের বিশিষ্টতা তাঁর মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য, তাঁর অবস্থান প্রকাশ করার জন্য। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমি আদম-সন্তানের সরদার হব, তবে এতে গর্বের কিছু নেই। কিয়ামতের দিন আমার কবরের মাটি সবার আগে বিদীর্ণ হবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং সবার আগে আমার সুপারিশই গ্রহণ করা হবে, তবে এতে গর্বের কিছু নেই। [ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ৪৩০৮]

এই সুপারিশ হচ্ছে নবী আলাইহিস সালামের সঞ্চিত দোআ। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাস করল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি আল্লাহর কাছে সুলাইমানের রাজত্বের মত রাজত্ব চাননি? একথা শুনে নবীজী হাসলেন।

www.QuranerAlo.net

তারপর বললেন, হয়তো তোমাদের এই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সুলাইমানের রাজত্বের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে একটি করে আবেদনের সুযোগ দিয়েছেন। সেই সুযোগ কেউ কেউ দুনিয়াতে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং তাঁকে দুনিয়া দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ কওমের বিরুদ্ধে বদদোআ করেছেন, যখন তারা বিরোধিতা করেছে। সেই বদদোআর ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আমাকেও আল্লাহ তাআলা একটি আবেদনের সুযোগ দিয়েছেন। আমি আমার রবের কাছে কিয়ামতের দিন সুপারিশের জন্য সেই আবেদন সঞ্চিত রেখেছি। [হাকেম: হাদীস নং- ২২৬]

মুহাম্মাদ সা. বাদে সব নবী অপারগ হবেন

এই শাফায়াতের কথা বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখানে কিছু রেওয়ায়েত একত্র করলাম। নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে অবগত করেছেন যে, আল্লাহ আগের ও পরের সবাইকে এক ভূখণ্ডে সমবেত করবেন। ঘোষকের কথা তাদের কানে এসে পৌঁছবে। সূর্য খুব কাছে অবস্থান করবে। মানুষের দুঃখ ও অস্থিরতা এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যে, তারা সহ্য করতে পারবে না। যখন বিষয়টি এমন কঠিন হয়ে পড়বে, তখন তারা আশা করবে যে, আল্লাহ তাদের মাঝে ফায়সালা করে ফেলুন। তারা একে অপরকে বলবে– তোমরা কি দেখছ না, তোমরা কোন অবস্থায় আছ? কী পরিস্থিতি হয়ে তোমাদের? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজবে না, যিনি তোমাদের ত তোমাদের রবের কাছে সুপারিশ করবেন? তখন কেউ কেউ বলবে, তোমাে পিতা হচ্ছেন আদম।

লোকজন তখন আদমের কাছে আসবে এবং বলবে, আপনি মানবজাতির পিতা। আল্লাহ আপন হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মাঝে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন, তাঁরা আপনাকে সেজদা করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমাদের কী অবস্থা হয়েছে? আদম বলবেন, নিশ্চয় আমার রব আজ এমন ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে আগে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হননি এবং ভবিষ্যতে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হবেন না। তিনি আমাকে গাছের ব্যাপারে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁর না-ফরমানী করেছি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা যাও নূহের কাছে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

লোকজন নূহের কাছে আসবে। বলবে, হে নূহ! আপনি দুনিয়ার প্রথম রসূল। আল্লাহ আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলে উপাধি দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কোন্ হালাতে আছি? আমাদের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে? নূহ বলবেন, নিশ্চয় আমার রব আজ এমন ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে আগে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হননি এবং ভবিষ্যতে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি আমার কওমের বিরুদ্ধে বদদোআ করেছি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা যাও ইবরাহীমের কাছে।

লোকজন ইবরাহীমের কাছে আসবে। বলবে, হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহর নবী। দুনিয়াতে আল্লাহর বন্ধু। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কোন্ হালাতে আছি? আমাদের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে? ইবরাহীম বলবেন, নিশ্চয় আমার রব আজ এমন ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে আগে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হননি এবং ভবিষ্যতে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হবেন না। তিনি তাঁর মিথ্যাগুলোর কথা স্মরণ করবেন। [এরপর বলবেন,] নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা যাও মূসার কাছে।

লোকজন মূসার কাছে আসবে। বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে রিসালাতের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কোন্ হালাতে আছি? আমাদের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে? মূসা বলবেন, নিশ্চয় আমার রব আজ এমন ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে আগে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হননি এবং ভবিষ্যতে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি এক লোককে হত্যা করেছিলাম; অথচ তাকে হত্যা করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা যাও ঈসার কাছে।

লোকজন ঈসার কাছে আসবে। বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রসূল। তাঁর কালিমা, যা তিনি মারয়ামের কাছে প্রত্যাদেশ করেছেন এবং আপনি আল্লাহর রূহ। মায়ের কোলে থেকেই আপনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন; সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কোন্ হালাতে আছি? আমাদের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে? ঈসা বলবেন, নিশ্চয় আমার রব আজ এমন ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে আগে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হননি এবং ভবিষ্যতে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হবেন না। .... তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা যাও মুহাম্মাদের কাছে।

নবীজী বলেন, তখন লোকজন আমার কাছে আসবে।

www.QuranerAlo.net

বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল; শেষ নবী। আল্লাহ আপনার আগে-পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কোন্ হালাতে আছি? আমাদের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে? তখন আমি উঠব। আরশের নীচে গিয়ে দাঁড়াব। আমার রবের উদ্দেশে সেজদায় পড়ে যাব। তখন তিনি হাম্‌দ ও প্রশংসার এমন শব্দমালা আমার অন্তরে ঢেলে দিবেন, যেগুলো আমার আগে আর কারও অন্তরে ঢালেননি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উত্তোলন করো– তুমি চাও, তোমাকে দেওয়া হবে; তুমি সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব, হে রব! আমার উম্মত; আমার উম্মত। হে রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত। হে রব! আমার উম্মত; আমার উম্মত। তখন তিনি বলবেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের যাদের হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। তারা অন্যসব দরজা দিয়েও লোকজনের সাথে অংশ নিতে পারবে। এরপর আল্লাহ তাআলা মানব-জাতির বিচার-ফায়সালা (আরম্ভ) করবেন। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪৩৪]

হাশরের কঠিন ময়দানে চরম অস্থিরতা ও সীমাহীন পেরেশানীর সময় সাইয়িদুল আম্বিয়া ও আতকিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুপারিশ করবেন।

এটি হচ্ছে প্রথম শাফায়াত। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত উম্মত নবী আলাইহি সালামের কাছে আগমন করবে।

• দ্বিতীয় শাফায়াত

দ্বিতীয় শাফায়াতের ঘটনা ঘটবে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশের হুকুম দেওয়ার পর। জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে কে তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারেন, এমন লোক তারা অনুসন্ধান করতে থাকবেন। একসময় তাঁরা আদমের কাছে আসবেন। বলবেন, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাতের উদ্বোধন করে দিন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সমবেত করবেন। তখন মুমিনগণ উঠে দাঁড়াবে। এর মধ্যে তাদের জন্য জান্নাত সাজানো হবে। এজন্য তারা আদমের কাছে এসে বলবেন, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাত উদ্বোধন করে দিন। তখন তিনি বলবেন, তোমাদেরকে তো জান্নাত থেকে তোমাদের পিতা আদমের অপরাধই বের করেছে। আমি এই কাজ পারব না।

www.QuranerAlo.net

পরকাল

তোমরা আমার ছেলে ইবরাহীমের কাছে যাও। তখন ইবরাহীম বলবেন, আমি এই কাজ পারব না। আমি তো খলীল ছিলাম অন্তরাল থেকে। তোমরা মূসার কাছে যাও, আল্লাহ যার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। মুমিনগণ মূসার কাছে আসবেন। তিনি বলবেন, আমি এই কাজ পারব না। তোমরা ঈসা কালিমাতুল্লাহ ও রূহুল্লাহ'র কাছে যাও। ঈসা বলবেন, আমি এই কাজ পারব না। এরপর ঈমানদারগণ মুহাম্মাদের কাছে আসবেন। তখন তিনি উঠবেন। এরপর তার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৫০৩]

হাঁ, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের দরজা খোলা ও তাতে প্রবেশের ক্ষেত্রেও সুপারিশ করবেন। এও মাকামে মাহমূদের অন্তর্ভুক্ত। এই শাফায়াত শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিশিষ্ট। অন্যকোন নবীর এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা থাকবে না। ইবনে উমরের একটি হাদীসও একথার উপর ইঙ্গিত করে। ইবনে উমর বলেন, নবীজী এগিয়ে যাবেন এবং (জান্নাতের) দরজার চৌকাঠ ধরবেন।

[বুখারী: হাদীস নং- ১৪৭৫]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় আসব এবং খুলতে বলব। প্রহরী বলবেন, কে আপনি? আমি বলব, মুহাম্মাদ। তিনি বলবেন, আপনার ব্যাপারেই আদিষ্ট হয়েছি। আপনার আগে আর কারও জন্য খুলব না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৫০৭]

এটা দ্বিতীয় প্রকারের শাফায়াত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদকে সম্মানিত করবেন। এই শাফায়াতের মাধ্যমে তাঁর উম্মত ও অন্যান্য উম্মতের জান্নাতী মুমিনগণ উপকৃত হবে।

• তৃতীয় প্রকারের শাফায়াত

তৃতীয় প্রকারের শাফায়াত ওইসব মুমিনের জন্য খাস, যাদের কোন হিসাব নেই; কোন শাস্তি নেই। তাদের জন্য আমাদের নবী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন, যাতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমি কিয়ামতের দিন মানুষের সরদার হব। তোমরা কি জান বিষয়টি কীভাবে? আল্লাহ আগে ও পরের সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে সমবেত করবেন। ঘোষকের কথা সবার কানে পৌছবে এবং দৃষ্টি তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। সূর্য খুব কাছে থাকবে। মানুষ এমন পেরেশানী আর অস্থিরতায় নিপতিত হবে যে তারা তা সহ্য করতে পারবে না; বরদাশ্‌ত করতে পারবে না।

পরকাল
www.QuranerAlo.net

হাদীসের শেষে নবীজী বলেন, এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উত্তোলন করো– তুমি আবেদন করো, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাব। বলব, হে রব! আমার উম্মত। হে রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তোমার উম্মতের মধ্য থেকে যাদের হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। তারা অন্য লোকদের সাথে অন্যান্য দরজা দিয়েও প্রবেশ করতে পারবে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! জান্নাতের দরজার দুই চৌকাঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব মক্কা ও হিম্‌য়ার বা মক্কা ও বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের মত।

[বুখারী: হাদীস নং- ৪৭১২]

এই শাফায়াতও মাকামে মাহমূদের অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের নবীর বিশেষ মর্যাদা হিসেবে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করেছেন।

• চতুর্থ শাফায়াত

আল্লাহ তাআলার ফযল ও এহসান হচ্ছে এই যে, তিনি মুমিনদের সাথে গযব ও শাস্তির আচরণ করার আগে ক্ষমা ও মার্জনার আচরণ করবেন।

আল্লাহ তাআলার রহমত হিসেবে তিনি আমাদের নবীকে এমন জাহান্নামী কওমের ব্যাপারে সুপারিশের এজাযত দিবেন, যারা তাওহীদপন্থী ঈমানদার গুনাহগার– যাদের মৃত্যু হয়েছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে। তবে গুনাহের উপর অটল থাকাবস্থায় এবং হারাম কাজে লিপ্ত থাকাবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

আমাদের নবী আমাদেরকে অবগত করেছেন যে, তিনি তাদের ব্যাপারেও সুপারিশ করবেন। যেমন, তিনি শাফায়াতের হাদীসে বলেন–

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

... আমি সামনে অগ্রসর হব এবং আমার রবের কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে সেই অনুমতি প্রদান করা হবে। যখন আমি আমার রবকে দেখব, তখন তাঁর উদ্দেশে আমি সেজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত আমাকে সেজদায় পড়ে থাকতে দিবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! ওঠো। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি আবেদন করো, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি আমার রবের এমন প্রশংসা করব, যেগুলো তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব। তখন আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

এরপর আমি আবার ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব, তখন তাঁর উদ্দেশে আমি সেজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত আমাকে সেজদায় পড়ে থাকতে দিবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তুমি ওঠো। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। আবেদন করো, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি আমার রবের এমন প্রশংসা করব, যেগুলো তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব। তখন আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

এরপর আমি আবার ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব, তখন তাঁর উদ্দেশে আমি সেজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত আমাকে সেজদায় পড়ে থাকতে দিবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! ওঠো। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। আবেদন করো, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি আমার রবের এমন প্রশংসা করব, যেগুলো তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব। তখন আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

এরপর আমি আবার ফিরে আসব। বলব, হে রব! জাহান্নামে এখন তারাই রয়েছে, কুরআন যাদেরকে আটকে দিয়েছে এবং যাদের ক্ষেত্রে চিরস্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়েছে। (এখন) জাহান্নাম থেকে তারা বের হোক, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং যাদের অন্তরে জবের দানা পরিমাণ নেকী আছে।

www.QuranerAlo.net

এরপর জাহান্নাম থেকে তারা বের হবে, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছিল এবং তাদের অন্তরে গমের দানা পরিমাণ নেকী থাকবে।

এরপর জাহান্নাম থেকে তারা বের হবে, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছিল এবং তাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ নেকী থাকবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৭৪১০]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমার শাফায়াত আমার উম্মতের ওইসব ব্যক্তির জন্য, যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত। [আহমাদ: হাদীস নং- ১৩২২২]

অন্য রেওয়ায়েতে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, বলা হবে, তুমি যাও, যার অন্তরে গম বা জবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। আমি যাব এবং তা-ই করব। এরপর আমার রবের কাছে ফিরে এসে প্রশংসার ওই শব্দমালা দিয়ে তারীফ করব এবং তাঁর উদ্দেশে সেজদায় পড়ে যাব।

তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা তোলো। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। আবেদন করো, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব, আমার উম্মত: আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, তুমি যাও, যার অন্তরে শরষের দানা পরিমাণ ঈমা আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। আমি যাব এবং তা-ই করব।

এরপর আমি আমার রবের কাছে ফিরে আসব এবং প্রশংসার সেই শব্দ দিয়ে তাঁর তারীফ করব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা তোলো। ব তোমার কথা শোনা হবে। আবেদন করো, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারি করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব, আমার উম্মত: আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, তুমি যাও, যার অন্তরে শরষের দানার চেয়েও কম, আরও কম, আরও কম পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। আমি যাব এবং তা-ই করব।

হাদীসের শেষে আছে, তখন আমি বলব, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে, তার ব্যাপারে অনুমতি দিন। আল্লাহ বলবেন, না: ওটা তোমার জন্য নয়। তবে আমার ইয্যত, আমার বড়ত্ব, আমার মহত্ত্ব ও শক্তির কসম! নিশ্চয় আমি ওই ব্যক্তিকে বের করব, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৫০০]

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

শাফায়াত দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তদের বিবরণ

নবী আলাইহিস সালাম ওইসব গুনাহগার মুওয়াহ্হিদ লোকের বিবরণ দিয়েছেন, যারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পর তাঁর সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করবে। তিনি বলেন, তারা জাহান্নাম থেকে শাফায়াতের মাধ্যমে বের হবে সাআরিরের মত অবস্থায়। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৫৮]

'সাআরির' হচ্ছে ক্ষীরাই জাতীয় ছোট শসা বিশেষ। অথবা শসার চেয়ে একটু লম্বা।

একপ্রকার শসা

হাদীসের মানে হচ্ছে আগুনের তাপে তাদের দেহ বদলে যাবে। চেহারা, অবয়ব কঠিন শাস্তির কারণে পরিবর্তন হয়ে যাবে। একেবারে সাআরিরের মত হয়ে যাবে।

নবী আলাইহিস সালাম তাওহীদপন্থীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের কথা বয়ান করেছেন, যদিও তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। তিনি বলেন–

এক কওম জাহান্নাম থেকে বের হবে, তাদের গায়ে জাহান্নামের কালো দাগ লাগার পর। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতীরা তাদের নাম দিবেন 'জাহান্নামিইয়ীন'। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৫৯]

অমুশরিকদেরকে তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করার পর জাহান্নাম থেকে এই শাফায়াতের মাধ্যমে বের করা হবে। এই শাফায়াত আমাদের নবী ও তাঁর উম্মতের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমস্ত উম্মতের সমস্ত মুমিনের জন্য ব্যাপক। এই শাফায়াতের ক্ষেত্রে অংশ নিবেন বিভিন্ন নবী-রসূল, নেককার লোকজন ও আরও অনেকে। আল্লাহ যাদেরকে অনুমতি দিবেন। তবে এক্ষেত্রে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরাট অংশ থাকবে।

• পঞ্চম শাফায়াত

এটি নবীজীর একটি বিশেষ শাফায়াত, তাঁর চাচা আবু তালেবের জন্য। অন্য কারও জন্য প্রযোজ্য নয়। যদিও আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ব্যাপারে বলেছেন– সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না। [মুদ্দাস্‌সির: ৪৮] কিন্তু আল্লাহ তাআলা আবু তালেবের বিষয়টি ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। নবীজীর শাফায়াত তার কাজে লাগবে। যদিও জাহান্নাম থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নয়; তবে তার আযাব হ্রাস করার ব্যাপারে। তিনি খুব হালকা আযাবের মধ্যে অবস্থান করবেন।

জাহান্নামীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে হাল্‌কা আযাব ভোগ করবেন; জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবেন না।

www.QuranerAlo.net

বিভিন্ন হাদীসে আবু তালেবের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। নবী আলাইহিস সালাম চাচা আবু তালেবের ব্যাপারে বলেছেন যে, তিনি তাকে কঠিন আযাবে নিপতিত পেয়েছিলেন। পরে তিনি তার জন্য সুপারিশ করেছেন। কাজেই তিনি জাহান্নামের খুব হালকা আযাব ভোগ করছেন।

শুধু আবু তালেবের আযাব হ্রাস করার জন্য নবীজী সুপারিশ করেছেন; তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার জন্য নয়। তার কারণ, তিনি কাফের অবস্থায় মারা গেছেন। আর কাফেরের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করেছেন।

চাচা আবু তালেবকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে নবী আলাইহিস সালাম যারপরনাই মেহনত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কখনও নিরাশ হননি। এমন কি তিনি তার মৃত্যুর সময়ও শিয়রে উপস্থিত ছিলেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জন্য অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু আবু তালেব অস্বীকার করছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, তিনি পূর্বপুরুষের ধর্মের উপরই রয়েছেন।

অবশেষে নবী আলাইহিস সালাম তার আযাব হ্রাস করার জন্য সুপারিশ করেন। এজন্য তার শাস্তি হালকা করে দেওয়া হয়। এর কারণ, তিনি নবীজীকে সাহায্য করেছিলেন; মদদ করেছিলেন। এটা আল্লাহ তাআলার কাছে নবী আলাইহিস সালামের বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকার অন্যতম প্রমাণ।

অন্যথায় তিনি তো বলেছেন, তুমি যাকে পছন্দ কর, তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন কর। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। [সুরা কাসাস: ৫৬]

তিনি আরও বলেন, তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। [সুরা বাকারা: ২৭২]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হাল্কা আযাবে থাকবে আবু তালেব। তিনি মনে করবেন, সবচেয়ে কঠিন আযাব তাকেই দেওয়া হচ্ছে। তার আযাব হবে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত। এতে তার মগজ ফুটতে থাকবে।

[হাকেম: হাদীস নং- ৮৭৩৫]

তিনি আরও বলেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম শাস্তি যার হবে, তাকে আগুনের দুটি জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে, যেগুলোর কারণে তার মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে। তার কাছে মনে হবে সবচেয়ে কঠিন আযাব তাকেই দেওয়া হচ্ছে।

অথচ তাকে দেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে হাল্কা আযাব।

www.QuranerAlo.net

অন্য বর্ণনায় আছে, জাহান্নামে সবচেয়ে হাল্কা আযাব দেওয়া হবে আবু তালেবকে। দুটি জুতা পরিধান করে থাকবে সে। সে দুটির কারণে তার দেমাগ ফুটতে থাকবে। [মুসলিম: ৫৩৭]

আল্লাহর কাছে আযাব থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দীনের উপর অবিচলতা চাই।

• ষষ্ঠ শাফায়াত

ষষ্ঠ শাফায়াত ওই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তার অন্যায়-অপরাধের কারণে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। এই শাফায়াতের বদৌলতে সে মুক্তি পাবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। মুমিন-মুসল্লী যারা জাহান্নামে প্রবেশ করে, শাফায়াতের মাধ্যমে সেখান থেকে বের হয়ে আসবে, এই শাফায়াত সেটা নয়। এটা ভিন্ন শাফায়াত। এই শাফায়াতের মাধ্যমে অনেকে জাহান্নামে প্রবেশ থেকেই বেঁচে যাবে।

এই শাফায়াতও আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিশিষ্ট নয়; বরং নবী, সিদ্দীক, নেককার ও ফেরেশতাসহ অনেকেই এই শাফায়াতের হকদার হবেন। ফেরেশতারা সুপারিশ করবেন, নবী-রসূল সুপারিশ করবেন। সুপারিশ করবেন মুমিনরাও। এদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন তাদের ব্যাপারে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, অথবা জাহান্নামে প্রবেশের উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।

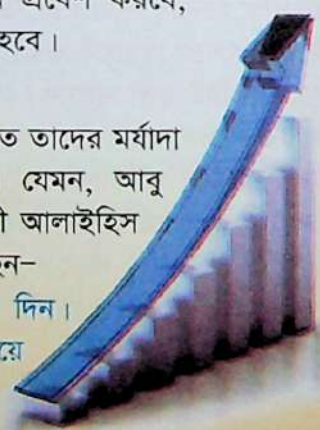

• সপ্তম শাফায়াত

কিছু ঈমানদার জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফায়াতের ব্যবস্থা থাকবে। যেমন, আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র মৃত্যুর পর নবী আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দোআ করতে গিয়ে বলেছেন–

হে আল্লাহ! আবু সালামাকে মাফ করে দিন। হেদায়েতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। পরবর্তীদের জন্য তাকে প্রতিনিধি বানান। হে রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকে এবং তাকে মাফ করে দিন। তার কবর প্রশস্ত করে দিন। কবরে তাকে নূর দান করুন। [মুসলিম: হাদীস নং- ২১৬৯]

www.QuranerAlo.net

• অষ্টম শাফায়াত

এই শাফায়াত ওই ব্যক্তির জন্য, যে মদীনার লু হাওয়া ও কষ্ট বরদাশ্‌ত করে এবং বসবাসের জন্য মদীনা ছেড়ে অন্যকোথাও যায় না। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমার উম্মতের যেকেউ মদীনার সঙ্কট ও কঠোরতা সহ্য করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী বা সাক্ষী হব।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৩৪১৩]

• নবম শাফায়াত

মদীনায় মৃত্যুবরণকারীর জন্য শাফায়াত। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কেউ যদি পারে মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে, তা হলে সে যেন তা করে। কেননা, যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করব।

[আহমাদ: হাদীস নং- ৫৮১৮]

সুতরাং সৌভাগ্য তার, যাকে আল্লাহ মদীনায় বাস করার তৌফীক দেন এবং সৌভাগ্য তারও, যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করে।

এই নয় প্রকারের শাফায়াত– যেগুলোর কোন কোনটি নবীজী এককভাবে করবেন, এবং কোন কোনটিতে তাঁর শাফায়াত অন্যদের শাফায়াতের উপর প্রবল থাকবে। উল্লিখিত শাফায়াতসমূহ ছাড়াও এখানে আরও কিছু শাফায়াত ও শাফায়াতকারী থাকবে, যাদের কথা প্রমাণিত রয়েছে।

সামনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

www.QuranerAlo.net

ফেরেশতা ও ঈমানদারগণ

আল্লাহ তাআলার কাছে ফেরেশতাদের বিশেষ ইয্যত ও সম্মান রয়েছে। বিশেষ সম্মান রয়েছে নেককার মুমিনদেরও। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, ... সুতরাং সুপারিশ করবেন নবীগণ, ফেরেশতাগণ ও ঈমানদারগণ। তখন জাব্বার [আল্লাহ তাআলা] বলবেন, বাকি রয়েছে আমার শাফায়াত। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুষ্টি উঠাবেন। তাতে তুলে আনবেন অনেক লোককে, যারা (পুড়ে) কয়লা হয়ে গেছে। তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশপথে একটি নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। নদীটিকে বলা হয়, হায়াতনদী। নদীর দুই কূলে তারা গজিয়ে উঠবে, স্রোতের পানিতে ভাসমান স্তূপের মধ্যে চারা যেমন গজিয়ে ওঠে। এমন চারা তোমরা পাথরের পাশে অথবা গাছের পাশে দেখেছ। যেটা সূর্যের মুখোমুখি থাকে, সেটা সবুজ হয়; আর যেটা ছায়ার দিকে থাকে, সেটা সাদা হয়। যা হোক, (নদীর পানি থেকে) তারা মুক্তার মত হয়ে বের হয়ে আসবে। তাদের কাঁধে মোহর এঁকে দেওয়া হবে। এরপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন জান্নাতীরা বলবে, এরা দয়াময় আল্লাহ কর্তৃক আযাদকৃত। তিনি এদেরকে কোন আমল না করা সত্ত্বেও এবং কোন নেকী না থাকা সত্ত্বেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা দেখছ, তার সাথে আরও সমপরিমাণ তোমাদেরকে দেওয়া হল। [বুখারী: হাদীস নং- ৭৪৩৯]

অন্য বর্ণনায় আছে, নবী আলাইহিস সালাম বলেন, ... তখন আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতারা সুপারিশ করেছে। নবীরা সুপারিশ করেছে। সুপারিশ করেছে মুমিনরাও। এখন বাকি আছে শুধু আরহামুর রাহিমীন। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুষ্টি তুলবেন। তা থেকে এমন এক কওম বের করবেন, যারা কখনও কোন নেক আমল করেনি। যারা একেবারে কয়লা হয়ে গেছে। তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশপথে একটি নদীতে নিক্ষেপ করবেন। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৭২]

শহীদগণ

যারা আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করে, তারা শহীদ। তাদের মাধ্যমে তাওহীদের পতাকা বুলন্দ হয়। তাদের জেহাদের কারণেই এক আল্লাহর এবাদত করা হয়। তারা পরিবার, দেশ, বন্ধু-বান্ধব, ঘর-দোর সব পরিত্যাগ করে এবং বিদেশ-বিভূঁইয়ে গমন করে। পরিবার ও ছেলেমেয়েও সাথে থাকে না। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

www.QuranerAlo.net

এজন্য আল্লাহ তাআলা তা পরিশোধ করে দিবেন।
নবী আলাইহিস সালাম বলেন, শহীদ তার পরিবারের সত্তর জনের ব্যাপারে সুপারিশ করবে। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ২৫২৪]

নেককার ব্যক্তিবর্গ

নেককার বলতে ওইসব লোক, যারা আল্লাহকে ভালোবাসেন, আল্লাহও তাদেরকে ভালোবাসেন। তারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে চেষ্টা করেন, আল্লাহ তাদেরকে কাছে টানেন। তারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা থাকার কারণে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিবেন এবং তারা সুপারিশ করবেন। যেমন এক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী আলাইহিস সালামকে বলতে শুনেছেন–
আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বনী তামীমের চেয়েও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। বলা হল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপ বাদে? বললেন, আমি বাদে।
রাবী বলেন, যখন নবী আলাইহিস সালাম উঠলেন, তখন বললাম, ইনি কে? সাহাবীরা বললেন, ইনি ইবনে আবুল জাদআ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)।
[তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪৩৮]

আলকুরআন

কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। যে এই কালাম তেলাওয়াত করে, তাকে প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে একটি করে নেকী দেওয়া হয়। তেলাওয়াতকারীর জন্য দুনিয়াতে এই কিতাব ইয্যতের বিষয়; পরকালে মুক্তির উপায়। কিয়ামতের দিন কুরআন তার আপনজনের জন্য সুপারিশ করবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন–
তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন তার আপনজনের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।
... [মুসলিম: হাদীস নং- ১৯১০]
তিনি আরও বলেছেন, কিয়ামতের দিন কুরআন এগিয়ে আসবে। বলবে, হে আমার রব! একে সজ্জিত করো।

www.QuranerAlo.net

তখন তাকে ইয্যতের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর কুরআন বলবে, একে আরও বাড়িয়ে দাও। তখন সম্মানের এক জোড়া তাকে পরিধান করিয়ে দেওয়া হবে। এরপর কুরআন বলবে, হে আমার রব! তুমি এর উপর রাজি হয়ে যাও। তখন আল্লাহ তার উপর রাজি হয়ে যাবেন এবং তিনি বলবেন, তুমি পড়ো আর (উপরের দিকে) উঠতে থাকো। প্রত্যেক আয়াতে এক স্তর করে তার মর্যাদা বাড়ানো হবে।[তিরমিযী: হাদীস নং- ২৯১৫]

তিনি আরও বলেছেন, কিয়ামতের দিন শীর্ণকায় অবস্থায় কুরআন তার সাথির সঙ্গে দেখা করবে, যখন সে তার কবর চিরে উঠবে। কুরআন বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? ওই লোক বলবে, আমি তোমাকে চিনতে পারছি না। কুরআন বলবে, আমি তোমার সাথি কুরআন, যে তোমাকে দুপুর বেলা তৃষ্ণার্ত রেখেছি; রাতের বেলা জাগিয়ে রেখেছি। প্রত্যেক বণিক বাণিজ্যের ফলাফল পরে লাভ করে। আজ তুমি নিজের বাণিজ্যের পূর্ণ ফলাফল লাভ করবে। এরপর তার ডান হাতে রাজত্ব দেওয়া হবে এবং বাম হাতে দেওয়া হবে চিরন্তনতা। তার মাথায় স্থাপন করে দেওয়া হবে গাম্ভীর্যের মুকুট। তার বাবা-মাকে পরিয়ে দেওয়া হবে এমন একজোড়া করে কাপড়, সারা দুনিয়া যেগুলোর সমান হবে না। তারা দু'জন বলবে, কী কারণে আমাদেরকে (এমন মূল্যবান) কাপড় পরানো হল? বলা হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন পাঠের কারণে। এরপর তাকে বলা হবে, পড়ো এবং জান্নাতের বিভিন্ন তলা ও কামরায় উঠতে থাকো। সে উঠতে থাকবে যতক্ষণ সে পড়তে থাকবে– দ্রুত হোক, অথবা ধীরে ধীরে।

[আহমাদ: হাদীস নং- ২২৯৫০]

কুরআন কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে। সুরা বাকারা ও আল-ইমরান তেলাওয়াতকারীর পক্ষ হয়ে বিবাদ করবে। সুতরাং যে অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করবে, বিশেষত সুরা বাকারা ও আল-ইমরান পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে শাফায়াতের উপযুক্ত হবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন তার তেলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে। দুই ফুল সুরা বাকারা ও আল-ইমরান পাঠ করো। কেননা, এই দুই সুরা কিয়ামতের দিন মেঘমালা বা আবর অথবা সারিবদ্ধ পাখির ঝাঁকের মত হয়ে আগমন করবে এবং তেলাওয়াতকারীর পক্ষে বিবাদ করবে।

[আহমাদ: হাদীস নং- ২২১৪৬]

www.QuranerAlo.net

মৃত শিশুসন্তান

সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতার অন্তরে যখম সৃষ্টি হয়, যা কখনও ভালো হয় না। যখন বাবা-মা ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করে, তখন বিষয়টি অত্যন্ত কল্যাণ বয়ে আনে। নবী আলাইহিস সালামের যুগে একলোক ছেলে সাথে নিয়ে নবীজীর খেদমতে আসা-যাওয়া করতেন। আচানক নবীজী খেয়াল করলেন যে, ছেলেটি খেদমতে হাযির হচ্ছে না। তখন তিনি জিজ্ঞাস করলেন, অমুকের ছেলের খবর কী?

সাহাবীরা বললেন, সে মারা গেছে।

একথা শুনে নবী আলাইহিস সালাম তার পিতাকে বললেন, তুমি কি চাও না যে, তুমি জান্নাতের যে দরজার কাছে উপস্থিত হবে, দেখবে সেটা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে?

তখন আরেক ব্যক্তি বললেন, ব্যাপারটি কি তার সাথে বিশিষ্ট, না কি আমাদের সবার জন্য?

নবীজী বললেন, তোমাদের সবার জন্য। [আহমাদ: হাদীস নং- ১৫৫৯৫]

সন্তানাদির দোআ

পিতা-মাতার জন্য সন্তানাদি দোআ করলে, সেই দোআ কিয়ামতের দিন বাবা-মার উপকার করবে। মৃত্যুর পর বাবা-মার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। নবী আলাইহিস সালাম যেমন বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মধ্যে নেককার লোকের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তখন সে বলে, হে আমার রব! এই মর্যাদাবৃদ্ধি কোথেকে? বলা হয়, তোমার সন্তানের এস্তেগফারের কারণে। [আহমাদ: হাদীস নং- ১০২১০]

সিয়াম

উপকারী ও মহান এক এবাদত হচ্ছে রোযা বা সিয়াম। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, বনী আদম যে আমল করে, তার সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে রোযার কথা ভিন্ন। রোযা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। আমার জন্য সে খাহেশ ও পানাহার বিসর্জন দিয়েছে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

রোযাদারের জন্য রয়েছে দুটি আনন্দ– একটি ইফতারের সময়; অন্যটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের চেয়েও অধিক প্রিয়। [বুখারী: হাদীস নং- ৭৪৯২]

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একদিন রোযা রাখবে, সে কারণে ওইদিন আল্লাহ তার চেহারা জাহান্নাম থেকে সত্তর বছর দূরে রাখবেন।

[মুসলিম: হাদীস নং- ২৭৬৭]

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যাকে রাইয়ান বলা হয়। সেই দরজা দিয়ে শুধু রোযাদাররা প্রবেশ করবে; অন্যরা প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের প্রবেশ শেষ হলে দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে; আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

রোযা কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য শাফায়াত করবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, সিয়াম ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে খাবার ও খাহেশ থেকে দিনের বলায় ফিরিয়ে রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। ার কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুম থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। তরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব, তাদের সুপারিশ হণ করা হবে। [আহমাদ: হাদীস নং- ৬৬২৬]

মাইয়েতের জন্য জানাযা-নামায আদায়কারীদের শাফায়াত

মৃত মুসলমানের জানাযা-নামায আদায় করা হয়। জীবিতদের উপর এটা মৃত ব্যক্তির হক। জানাযা-নামায আদায়কারী অনেক বড় সওয়াবের অধিকারী হয়। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে জানাযা-নামায আদায় করে, সে এক কিরাত সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে দাফন পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সে দুই কিরাত সওয়াব লাভ করে। বলা হল, কিরাত কতটুকু? নবীজী বললেন, বড় বড় দুটি পাহাড়ের মত।

[মুসলিম: হাদীস নং- ২২৩২]

www.QuranerAlo.net

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে মাইয়েতের উপর একদল মুসলমান জানাযা-নামায পড়ে, যাদের সংখ্যা একশত হবে, তারা প্রত্যেকে তার জন্য সুপারিশ করে, তাদের সুপারিশ কবুল করা হয়। [মুসলিম: হাদীস নং- ২২৪১]

এখানে সুপারিশ অর্থ মাইয়েতের জন্য দোআ করা এবং তার জন্য আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত কামনা করা।

• নবীজীর শাফায়াত লাভের উপায়

কিয়ামতের দিন নবীজীর শাফায়াত লাভ করা একটি বিরাট সাফল্য। নবী আলাইহিস সালাম অনেক উপায় ও আমল বাতলে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ তাঁর শাফায়াত লাভের নিকটবর্তী হতে পারে। এসব আমলের উপর কোন ব্যক্তির আগ্রহ শাফায়াতের উপর তার ঈমান ও বিশ্বাস থাকার দলিল। এসব আমল ও উপায় নিম্নরূপ–

আযানের পর দোআ

অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে এমন যিকিরের ব্যাপারে অবগত করেছেন, আযানের পর যা পাঠ করলে আমাদের জন্য কিয়ামতের দিন নবীজীর শাফায়াত হালাল হবে। যেমন, তিনি বলেন–

যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দোআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে যাবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৬১৪]

নবীজীর উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের অন্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা। তাঁর অধিক আলোচনা, তাঁর জীবনী বর্ণনা, তাঁর উপর দরূদ পাঠ ইত্যাদি তাঁর প্রতি মহব্বত থাকার দলিল এবং তাঁর শাফায়াত প্রাপ্তির উপায়। যেমন, তিনি বলেছেন–

যে ব্যক্তি সকাল বেলা আমার উপর দশ বার দরূদ পড়বে এবং বিকাল বেলা আমার উপর দশ বার দরূদ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত তার নসীব হবে। [মাজমাউয যাওয়ায়িদ: হাদীস নং- ১৭০২২]

www.QuranerAlo.net

অধিক পরিমাণে নফল নামায

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে নামায। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, মনে রেখো, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হচ্ছে নামায।

[আহমাদ: হাদীস নং- ২২৩৭৮]

ফরয ও নফল নামায নেকী ও শাফায়াত লাভের পথ। নবীজীর খাদেম রবীআ ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, ... আমার প্রয়োজন হচ্ছে কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত লাভ করা। একথা শুনে নবীজী বললেন, তা হলে অধিক সেজদা আদায়ের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো। [আহমাদ: হাদীস নং- ১৬০৭৬]

মুসলমানের প্রয়োজন মেটানো

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন স্তরে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কারও উপর অন্যের মর্তবা বৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং কেউ ধনী; কেউ গরীব। একজন রাজা; আরেক জন প্রজা। আল্লাহ তাআলা উঁচু মর্যাদারও যাকাত নির্ধারণ করেছেন। যেমন স্পদের যাকাত রয়েছে। উঁচু মর্তবার যাকাত হচ্ছে দুর্বল ও মিসকীনদের জন্য সুপারিশ করা এবং তাদের হাজত পুরা করার জন্য চেষ্টা করা। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের হাজত পুরা করবে, আমি তার মিযানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। যদি মিযানের পাল্লা ভারি হয়, তা হলে তো ভালো; অন্যথায় আমি তার জন্য সুপারিশ করব। [হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইম: ৩/১২৬]

আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। [সুরা হুজরাত: ১০]

সুতরাং আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব ঈমানের সহচর। মুমিনগণ মূলত একই রূহ, যা বিভিন্ন দেহে বিভক্ত হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং ভ্রাতৃত্বের হক আদায় করে,

www.QuranerAlo.net

তা হলে দু'জনই নবীজীর শাফায়াত লাভের হকদার হয়ে যাবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

আমি ওই দুই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করব, যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। আমার আবির্ভাব থেকে কিয়ামত পর্যন্ত।

[হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইম: ১/১৯৩]

• অধিক অভিশাপ শাফায়াতের অন্তরায়

যারা অন্যদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে, তারা শাফায়াত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন সাক্ষী ও শাফায়াতকারী হতে পারবে না।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৬৭৭৭]

• শাফায়াত পেয়ে অধিক ভাগ্যবান

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্হু নবী আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাস করেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত লাভ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কামিয়াব হবে কে?

নবী আলাইহিস সালাম বললেন, আবু হোরায়রা! আমি ভেবেছিলাম, এ সম্প তোমার আগে আর কেউ জিজ্ঞাস করবে না। কেননা, হাদীসের উপর তো প্রবল আকর্ষণ লক্ষ করেছি। কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করার সে সবচেয়ে বেশি কামিয়াব হবে ওই ব্যক্তি, যে অন্তরের এখলাসের সাথে লা ইলা ইল্লাল্লাহ বলবে।

নবীজী আরও বলেছেন, এখলাসের সাথে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

বলা হল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এর এখলাস কী জিনিস?

তিনি বললেন, আল্লাহর হারামকৃত বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা।

হিম্মত ...

মুমিনের জন্য শাফায়াত পাওয়ার আশা করে বসে থাকা উচিত নয়; বরং শাফায়াতকারীদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়।

www.QuranerAlo.net

প্রত্যেক জাতি তার উপাস্যের অনুসরণ করবে

www.QuranerAlo.net

হাশরের দিনের শেষের দিকে মানুষকে হয়তো জান্নাতে দেওয়া হবে, নতুবা জাহান্নামে। সমস্ত মানুষের জন্য এই দুটি ঠিকানাই হচ্ছে শেষ গন্তব্য। মৃত্যুর পর জান্নাত অথবা জাহান্নাম ছাড়া তৃতীয় কোন ঠিকানা নেই।

সেই মহান দিনের শেষের দিকে প্রত্যেক উম্মতকে হুকুম করা হবে, সে দুনিয়াতে যার এবাদত করত, সে যেন তাকে অনুসরণ করে। বিভিন্ন প্রকারের উপাস্য প্রকাশ পাবে, দুনিয়াতে যেগুলোর এবাদত করা হত।

www.QuranerAlo.net

উপাসকরা সেগুলোর পিছনে পিছনে চলতে থাকবে। সূর্যের পূজারীরা সূর্যের অনুসরণ করবে। চাঁদের পূজারীরা চাঁদের অনুসরণ করবে। যারা মূর্তি পূজা করত, তাদের সামনে মূর্তির আকৃতি প্রকাশ পাবে এবং পূজারীরা তার পিছনে পিছনে চলতে থাকবে। যারা ফেরাউনের পূজা করত, তারা ফেরাউনকে অনুসরণ করবে। এরপর বাতিল উপাস্যগুলো পূজারীদের সঙ্গে নিয়ে চলতে থাকবে। একসময় সেগুলো জাহান্নামে গিয়ে পড়বে। সেগুলোর পিছনে পিছনে পূজারীরাও পড়বে জাহান্নামে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের ব্যাপারে বলেছেন–

কিয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছে দিবে। আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট স্থান, যেখানে তারা পৌঁছবে। [সুরা হুদ: ৯৮]

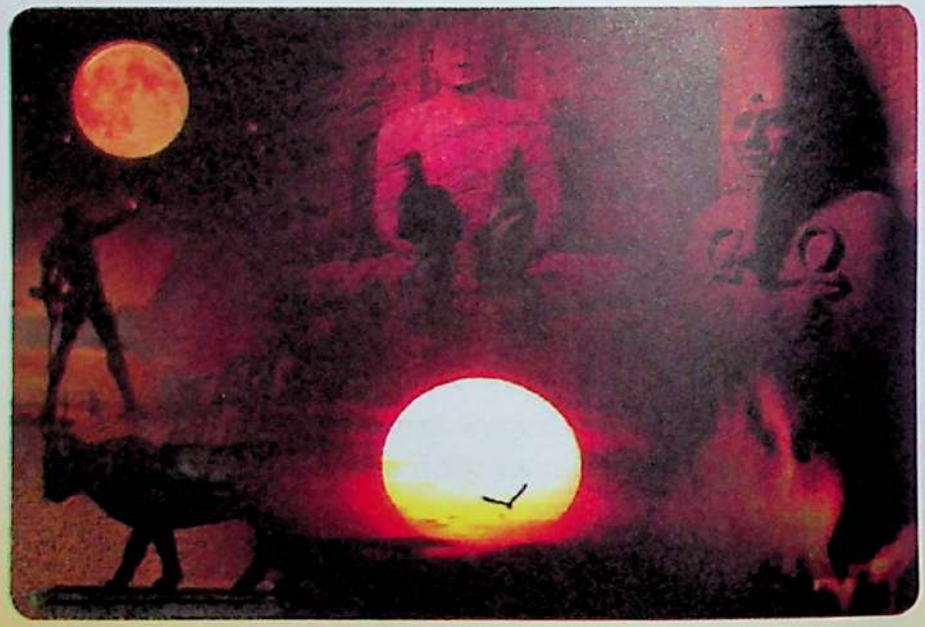

এরপর থাকবে শুধু মুমিন ও কিতাবী সম্প্রদায়। নবী আলাইহিস এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছেন–

www.QuranerAlo.net

যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক জাতি যার পূজা করত, সে যেন তার অনুসরণ করে। এই ঘোষণার পর দেবদেবী ও ক্রুশ ইত্যাদি গাইরুল্লাহর পূজারীরা সবাই জাহান্নামে পতিত হবে। অতঃপর যখন আল্লাহর এবাদতকারী নেককার ও বদকার এবং অবশিষ্ট কিতাবীরা বাদে আর কেউ থাকবে না, তখন ইহুদীদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার উপাসনা করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়েরের পূজা করতাম।

তখন বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কোন স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করেননি। আচ্ছা, এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা তৃষ্ণার্ত। আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে ইশারায় বলা হবে, তোমরা কি অবতরণ করবে না? এরপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। তখন জাহান্নাম হবে মরীচিকার মত, তা একাংশ অপরাংশকে চূর্ণ করতে থাকবে। তখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ থাকবে।

এরপর ডাকা হবে নাসারাদেরকে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার উপাসনা করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মাসীহের পূজা করতাম।

তখন বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কোন স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করেননি। আচ্ছা, এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা তৃষ্ণার্ত। আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে ইশারায় বলা হবে, তোমরা কি অবতরণ করবে না? এরপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। তখন জাহান্নাম হবে মরীচিকার মত, তার একাংশ অপরাংশকে চূর্ণ করতে থাকবে। তখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

অতঃপর যখন আল্লাহর এবাদতকারী নেককার ও বদকার বাদে আর কেউ থাকবে না, তখন রব্বুল আলামীন তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

মুমিনরা আগে তাঁকে যে সুরতে দেখেছে, তার কাছাকাছি সুরতে। তিনি বলবেন, তোমরা কীসের অপেক্ষায় আছ? প্রত্যেক জাতি তার উপাস্যের অনুসরণ করে চলে যাচ্ছে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম, সেই দুনিয়ায়ই আমরা অন্যদের থেকে আলাদা ছিলাম। আমরা তাদের সাহচর্যে থাকিনি।

তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক। ঈমানদাররা বলবে, আমরা তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমরা তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমরা তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করি না। এমন কি কেউ কেউ অবাধ্যতা দেখাতেও উদ্যত হবে।

তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাদের আর তাঁর মাঝে কি কোন নিদর্শন আছে, যদ্বারা তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে। তারা বলবে, অবশ্যই আছে।

এরপর সাক (আল্লাহর কুদরতী কদমের গোছা) উন্মুক্ত করা হবে। তখন দুনিয়ায় যারা স্বপ্রণোদিতভাবে আল্লাহর জন্য সেজদা করত, তাদেরকে সেজদা করার অনুমতি দেওয়া হবে। আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা কোন পার্থিব স্বার্থে আল্লাহকে সেজদা করত, তাদের মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে যাবে। যখনই তারা সেজদা করতে চেষ্টা করবে, তখনই চিৎ হয়ে পড়ে যাবে।

এরপর মুমিনরা তাদের মাথা উত্তোলন করবে। এর মধ্যে আল্লাহকে তারা যে আকৃতিতে প্রথম দেখেছিল, সে আকৃতিতে তার সুরত বদলে যাবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের রব। মুমিনগণ বলবে, অবশ্যই আপনি আমাদের রব। এরপর জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। শাফায়াতেরও অনুমতি দেওয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! নিরাপত্তা দিন; নিরাপত্তা দিন।

বলা হল, ইয়া রসুলাল্লাহ! পুলসিরাত কী জিনিস? তিনি বললেন, এটি এমন এক স্থান (রাস্তা), যেখানে পা পিছলে যায়। আরও রয়েছে নানাপ্রকার লোহার শলা ও কাঁটা, যেগুলো দেখতে নজদের সা'দান গুল্মের কাঁটার মত।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

ঈমানদাররা এই পথ কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে পার হয়ে যাবে। কেউ অক্ষত অবস্থায় পার হয়ে যাবে; কেউ ক্ষতবিক্ষত হয়ে। কেউ কাঁটাবিদ্ধ হয়ে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষ পর্যন্ত মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। ... [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৭২]

পুলসিরাত পার হওয়ার নির্দেশের আগে বিভিন্ন উম্মতের এ হল সাধারণ অবস্থা। এরপর হাশরের ময়দানে বিভিন্ন প্রকারের মুসলমান ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তাদের মধ্যে নেককার, বদকার, বেদআতী, সুন্নতী সবাই থাকবে। তা ছাড়া কিতাবী সম্প্রদায়েরও কিছু লোক থাকবে। এখন জানার বিষয় হচ্ছে–

- এরপর কী ঘটবে?
- তারা কীভাবে পুলসিরাত পার হবে?
- কাফেরদেরকে কীভাবে জাহান্নামে সমবেত করা হবে?

এর বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে সামনের কয়েকটি অনুচ্ছেদে সম্পন্ন হবে।

মুক্তির মূলমন্ত্র ...

দুনিয়াতে যে এক লা-শরীক আল্লাহর এবাদত করবে, কিয়ামতের দিন শুধু সে-ই নাজাত পাবে। অন্যসব উপাস্যরা পূজারীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে জড় করবে।

www.QuranerAlo.net

কাফেরদেরকে দোযখে সমবেতকরণ

www.QuranerAlo.net

সম্মান, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও সাফল্যের সঙ্গে মুমিনদেরকে কীভাবে জান্নাতে সমবেত করা হবে, সে কথা মহান মালিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অবগত করেছেন। একইভাবে কাফেরদেরকে অপমান, লজ্জা, হীনতা ও ব্যর্থতার সঙ্গে কীভাবে জাহান্নামে জড় করা হবে, সে ব্যাপারেও তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন। এসব বিষয় স্পষ্ট বিবরণের সাথে আল্লাহর মহাসত্য গ্রন্থ কুরআনে বিধৃত হয়েছে। তা হলে

- কাফেরদেরকে কীভাবে জাহান্নামের দিকে তাড়ানো হবে?
- তাদের উপাস্যগুলোর অবস্থা হবে কেমন?
- তারা কাছে গেলে জাহান্নামের অবস্থা কেমন হবে?

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর কিতাবে যে ব্যক্তি নজর রাখবে, সে এর কয়েকটি চিত্র লক্ষ করবে। যেমন–

- **প্রথম চিত্র**

কাফেরদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর পালের মত দলে দলে সমবেত করা হবে। চিৎকার দিয়ে তাদেরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে।

[সুরা যুমার: ৭১]

তিনি আরও বলেন, যে দিন তাদেরকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। [সুরা তূর: ১৩]

আরও বলেন, যে দিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। [সুরা ফুসসিলাত: ১৯]

মোট কথা, তাদেরকে সমবেত করা হবে। ভিড় হবে। একজন আরেক জনকে ঠেলতে থাকবে। চতুষ্পদ জন্তুর সাথে মানুষ যেমনটা করে থাকে।

- **দ্বিতীয় চিত্র**

কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে তাদের চেহারার উপর হাঁটিয়ে; দুনিয়ায় যেমন পায়ে ভর করে হাঁটত, সেভাবে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

[সুরা ফুরকান: ৩৪]

এক ব্যক্তি নবী আলাইহিস সালামের কাছে এলেন। প্রশ্ন করে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! কাফেরকে চেহারার উপর হাঁটিয়ে কীভাবে কিয়ামতের দিন জড় করা হবে? নবীজী বললেন, যিনি তাকে দুনিয়াতে পায়ের উপর হাঁটাতে সক্ষম, তিনি কি তাকে চেহারার উপর হাঁটাতে সক্ষম নন?

[বুখারী: হাদীস নং- ৪৭৬০]

www.QuranerAlo.net

চেহারায় হাঁটানোর এই লজ্জাস্কর ও বেদনাদায়ক পন্থায় তাদেরকে জড় করানোর পাশাপাশি তাদেরকে সমবেত করা হবে অন্ধ অবস্থায়; দেখতে পাবে না, বোবা অবস্থায়; কিছু বলতে পারবে না, বধির অবস্থায়; কিছু শুনবে না। আমাদের রব ও মালিক বলেন, আমি কেয়ামতের দিন তাদেরকে সবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই তা নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে, আমি তখন তাদের জন্যে আগুন আরও বৃদ্ধি করে দেব। [সুরা ইসরা: ৯৭]

- **তৃতীয় চিত্র**

তাদেরকে সমবেত করা হবে তাদের বাতিল উপাস্য, তাদের সাহায্যকারী ও অনুসারীদের সাথে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, একত্র করো গুনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের তারা এবাদত করত আল্লাহ বাদে তাদেরকে। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত করো জাহান্নামের দিকে। [সুরা সাফফাত: ২২]

- **চতুর্থ চিত্র**

তাদের এই হাশরে তারা পরাজিত, শাসিত, অপদস্থ ও লজ্জিত হবে; তাদে কোন ইয্যত সম্মান থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, (কাফেরদের বলে দাও, খুব শিগ্গীরই তোমরা পরাভূত হয়ে জাহান্নামের দিকে হাঁ নীত হবে, সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান। [সুরা আল-ইমরান: ১২]

- **পঞ্চম চিত্র**

কাফেরদের কানসমূহ জাহান্নামের আওয়াজ ও চিৎকার শুনতে থাকবে। ফলে ভয়ভীতিতে তাদের অন্তর থাকবে ভরপুর। যেমন, আমাদের রব বলেছেন, আগুন যখন তাদেরকে দূর থেকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুংকার। [সুরা ফুরকান: ১২]

- **ষষ্ঠ চিত্র**

যখন তারা জাহান্নামের মুখোমুখি হবে এবং ভয়ানক বিষয়াদি অবলোকন করবে, তখন লজ্জিত হয়ে দুনিয়াতে ফিরে এসে ঈমান আনতে চাইবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তুমি যদি দেখ, যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে।

www.QuranerAlo.net

তারা বলবে, কতই না ভাল হত, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম; তা হলে আমরা আমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। [সুরা আনআম: ২৭]

কিন্তু তারা জাহান্নাম থেকে পালানোর কোন জায়গা পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝে নিবে যে, তাদেরকে সেখানে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না।

[সুরা কাহফ: ৫৩]

• **সপ্তম চিত্র**

সবশেষে সব কিসিমের অপমান সহকারে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেওয়া হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা। আল্লাহ তাআলা যেমন তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, অতএব জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ করো, এতেই অনন্তকাল বাস করো। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট।

[সুরা নহল: ২৯]

সাবধান ...

আমাদের রব জাল্লা জালালুহু কিয়ামত-দিবসের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন, আমাদের সতর্ক হওয়ার জন্য।

www.QuranerAlo.net

পুলসিরাত

www.QuranerAlo.net

পুলসিরাত পার হওয়ার বিষয়টি কিয়ামত-দিবসের অন্যতম বড় ঘটনা। পুলসিরাত পার হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। ভয়ানক দৃশ্য। আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের কদম পুলসিরাতে অটল রাখবেন, যেমন তিনি দুনিয়াতে দীনের উপর তাদের কলব অটল রেখেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পা পুলসিরাত থেকে ফসকে যাবে, যেমন তাদের অন্তরসমূহ দুনিয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস থেকে ফসকে গেছে। পুলসিরাত একটি কঠিন পরীক্ষা, একটি জটিল পর্যবেক্ষণ। যে ব্যক্তি এই পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, সে কামিয়াব হবে; অনেক বড় পুরস্কার লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি পা ফসকে পরে যাবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে; আযাবের উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। এখন আমরা জানব–

- পুলসিরাত কী?
- পুলসিরাতের বৈশিষ্ট্যাবলি কী?
- এটা কোথায় স্থাপিত হবে?
- এটা পার হতে গিয়ে মানুষের কী অবস্থা হবে?

www.QuranerAlo.net

• সূচনা

নবী আলাইহিস সালাম কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা ও চিত্র উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে পুলসিরাত পার হওয়ার বিষয়টি অন্যতম। তিনি বয়ান করেছেন যে, নবী-রসূল ভীতি ও প্রত্যাশার মাঝে অবস্থান করবেন। তবে নবীজীর উম্মত তাঁর শাফায়াতের মাধ্যমে উপকৃত হবে। পুলসিরাতের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যারা সেটা পার হবে তাদের কিছু বিশেষ হালত থাকবে। আভিধানিক অর্থে সিরাত বলা হয় স্পষ্ট রাস্তাকে।

পরকালের সিরাত হচ্ছে এমন এক সেতু, যেটা জাহান্নামের উপর স্থাপিত হবে এবং আগে-পরের সবাইকে সেটা পার হতে হবে।

• পুলসিরাতের বৈশিষ্ট্যাবলি

সিরাত হচ্ছে জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি সেতু, যা তলোয়ারের চেয়ে ধারালো, চুলের চেয়েও চিকন, তাতে রয়েছে সা'দান উদ্ভিদের কাঁটার মত অসংখ্য কাঁটা ও বড়শি। সেগুলো মানুষকে টেনে ধরবে। পুলসিরাতের দৈর্ঘ্য এক মাসের রাস্তা এবং সেটা অন্ধকারাচ্ছন্ন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, এরপর সেতু আনা হবে এবং সেটা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে। আমরা বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! সে কী জিনিস? তিনি বললেন, এটি এমন এক স্থান (রাস্তা), যেখানে পা পিছলে যায়। আরও রয়েছে নানাপ্রকার লোহার শলা ও কাঁটা, যেগুলো দেখতে নজদের সা'দান গুল্মের কাঁটার মত। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৭২]

একপ্রকারের বড়শি

সা'দানের কাঁটা

সা'দান গুল্ম

আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার কাছে হাদীস পৌঁছেছে যে, পুলসিরাত চুলের চেয়ে চিকন এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৪৭৩]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• পুলসিরাতের সময়

পুলসিরাত পার হওয়ার ঘটনা ঘটবে আমলনামা হাতে আসা, আমলের ওজন, কোন কোন প্রকারের শাফায়াত সংঘটিত হওয়া, হাউজে আগমন, হিসাব-নিকাশ ও বিচার-আচার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর।

• মুশরিক পুলসিরাত পার হতে পারবে না

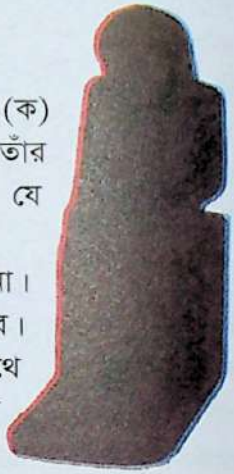

কিয়ামতের দিন মানুষ কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত হবে। (ক) মুখলিস মুমিন, যে শুধু আল্লাহর এবাদত করে, কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক করে না। (খ) মুনাফিক। (গ) মুশরিক, যে আল্লাহর সঙ্গে গাইরুল্লাহর এবাদত করে।

মুশরিকরা কোন প্রকারেই পুলসিরাত পার হতে পারবে না। পুলসিরাত স্থাপনের আগেই তারা জাহান্নামে পড়ে যাবে। পুলসিরাতে শুধু চড়তে পারবে তারা, যারা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং মুমিন ও মুনাফিক– উভয়ই পুলসিরাতে আরোহন করতে পারবে।

মুনাফিক ও পুলসিরাত

নবী-রসুলের তাওহীদপন্থী অনুসারীরা থামবে। তাদের মধ্যে বদকার ও মুনাফিকরাও শামিল থাকবে। পুলসিরাতে ওঠার আগে তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে দেওয়া হবে। এরপর আবার ঈমান ও নেক আমলের অনুপাতে তাদের মধ্যে নূর বণ্টন করা হবে।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা যেমন বলেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাস করা হল, সে দিন মানুষ কোথায় থাকবে, যে দিন জমীন ও আসমান বদলে দেওয়া হবে? তিনি বললেন, পুলসিরাতের গোড়ায় অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করবে।

এখানেই মুনাফিকরা মুমিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে। পিছনে পড়ে যাবে তারা। মুমিনরা আগে চলে যাবে। তারা যেন মুমিনদেরকে ধরতে না পারে, সে জন্য বিশাল বেড়া সৃষ্টি করে বাধা দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যে দিন কপটবিশ্বাসী পুরুষ ও কপটবিশ্বাসী নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করো, আমরা কিছু আলো নিব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর খোঁজ করো।

www.QuranerAlo.net

এরপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা থাকবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব।

[সুরা হাদীদ: ১৩]

কুরআন ও সুন্নাহর আলো অনুসরণকারী মুমিনদেরকে কিয়ামতের দিন একটি আলো প্রদান করা হবে। সেই আলো তাদের জন্য কিয়ামত-দিবসের অন্ধকার ঘুচিয়ে দিবে এবং পুলসিরাতের পিচ্ছিল পথে তাদের পা অবিচল রাখবে।

আর মুনাফিকরা, যারা দুনিয়াতে কুরআন ও সুন্নাহর আলো এড়িয়ে চলেছে, তারা ঘন অন্ধকারের ভিতরে দিশেহারা হয়ে পড়বে। যেমন তারা দুনিয়াতে নিজেদেরকে আলো থেকে বঞ্চিত করেছে। এজন্য মুনাফিকরা ঈমানদারদেরকে অপেক্ষা করতে বলবে, তাদের আলোতে পথ চলার জন্য। কিন্তু তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলো অনুসন্ধ করো। তখন মুনাফিকরা ব্যর্থ হয়ে পিছনে পড়ে যাবে এবং মুমিনরা অগ্রসর যাবে। যখন দুই দলের মধ্যে তফাত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা দলের মধ্যে একটি দেয়াল তুলে দিবেন, যার একটি দরজা থাকবে। ত অভ্যন্তরে থাকবে রহমত, আর বহিরাংশে থাকবে আযাব। এভাবে মুমিন নারী-পুরুষের গন্তব্য হবে জান্নাত এবং মুনাফিক নারী-পুরুষের গন্তব্য হবে জাহান্নাম।

• মুমিনের নূরের পরিমাণ

যারা পুলসিরাতে চড়বে, তাদের মুমিন-মুনাফিক প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নূর প্রদান করা হবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম আল্লাহর দীদারের ব্যাপারে বলেছেন–

... এরপর তিনি তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হবেন তিনি। তারাও তাঁকে অনুসরণ করবে। মুমিন ও মুনাফিক প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি করে নূর দেওয়া হবে। এরপর তারা তাঁর পিছনে চলতে থাকবে। পুলসিরাতের উপর বড়শি ও অসংখ্য কাঁটা থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকে ওগুলো ধরে ফেলবে। এরপর মুনাফিকদের আলো নিভে দেওয়া হবে। মুমিনরা মুক্তি লাভ করবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

মুমিনদের প্রথম যে দল মুক্তি লাভ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত। সংখ্যায় তারা সত্তর হাজার। তাদের কোন হিসাব হবে না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৮৯]

প্রত্যেক মুমিনকে তাঁর নেক আমল অনুযায়ী নূর দান করা হবে। আর সামনের নূর অনুসারেই মুমিন পুলসিরাতের উপর চলবে। নূরের অনুপাতেই তার চলনে গতি থাকবে। সামনে বিচ্ছুরিত আলোর শক্তি অনুযায়ীই তার চলার দ্রুততা ও মন্থরতা নির্ণিত হবে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন–

তাদের মধ্যে কাউকে নূর প্রদান করা হবে পাহাড়ের মত; কাউকে তার চেয়েও বেশি। কাউকে তার ডান হাতে নূর প্রদান করা হবে খেজুর গাছের মত; কাউকে তার চেয়ে কম। এমন কি সর্বশেষ একজনকে নূর প্রদান করা হবে তার পায়ের বৃদ্ধাঙুলে। একবার জ্বলে উঠবে, একবার নিভে যাবে। যখন জ্বলে উঠবে, তখন পা অগ্রসর করবে। যখন নিভে যাবে, তখন থামবে। নবীজী বলেন, যা হোক, সে পার হবে এবং অন্যরাও পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। [হাকেম: হাদীস নং- ৩৪২৪]

• পুলসিরাতে মুমিনদের দোআ

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, যখন মুমিনদের সামনে তাদের নূর ঝলমল করবে, তখন তাদের কণ্ঠে গুঞ্জরিত হতে থাকবে এই দোআ–

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান। [সুরা তাহরীম: ৮]

• পুলসিরাত অতিক্রমকারীদের প্রকারভেদ

মানুষ জাহান্নামে উপস্থিত হবে। তারপর আমল অনুসারে সেখান থেকে উঠতে থাকবে। জাহান্নাম থেকে উঠবার বিচারে তারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে–

- নিরাপদে মুক্ত
- যখম হয়ে মুক্ত
- জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

নবী আলাইহিস সালাম যেমন বলেছেন, জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে, সা'দান গুল্মের কাঁটার মত কাঁটার উপরে। এরপর লোকজন পার হবে। সুতরাং কেউ নিরাপদে পার হবে। কেউ যখম হবে, তারপর মুক্তি পাবে। কেউ আটকে যাবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। [আহমাদ: হাদীস নং- ১১০৮১]

আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র হাদীসে আছে, নবী আলাইহিস সালাম পুলসিরাত সম্পর্কে বলেছেন–

সা'দানের কাঁটা

রয়েছে নানাপ্রকার লোহার শলা এবং চওড়া লতা, যাতে বিষাক্ত কাঁটা রয়েছে, যা নজদে পাওয়া যায়। একে সা'দান বলে। ঈমানদাররা এই পথ কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে পার হয়ে যাবে। কেউ অক্ষত অবস্থায় পার হয়ে যাবে; কেউ ক্ষতবিক্ষত হয়ে। কেউ কাঁটাবিদ্ধ হয়ে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। এমন কি শেষজন পার হবে এভাবে যে, তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৭৪৩৯]

নবী আলাইহিস সালাম জানিয়েছেন যে, পুলসিরাতের কাঁটাসমূহ আকারে বড়। যেমন, তিনি বলেন, ... জাহান্নামে রয়েছে কাঁটা সা'দানের কাঁটার মত। তোমরা কি সা'দান দেখেছ? সাহাবীরা বললেন, হাঁ, ইয়া রসুলাল্লাহ! নবীজী বললেন, সেগুলো সা'দানের কাঁটার মত ঠিক; কিন্তু সেগুলোর আকৃতির স্থূলতা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। ওগুলো মানুষের আমলের কারণে তাদেরকে টেনে ধরবে। কেউ তার আমলের কারণে আটকে থাকবে। কেউ যখম হবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৭৪৩৭]

• পুলসিরাত অতিক্রম করার গতি

পুলসিরাত পার হওয়ার ক্ষেত্রে গতিশীলতার বিচারে মানুষের মধ্যে ব্যবধান থাকবে। এই ব্যবধানের ভিত্তি সেই নূরের শক্তির উপর, যেটা অতিক্রমকারীর সামনে থাকবে এবং সেটার আলোকে সে চলবে। পুলসিরাত পার হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের গতির বিষয়টি নবী আলাইহিস সালাম বয়ান করেছেন। তিনি বলেন–

... পুলসিরাত তলোয়ারের মত ধারালো, অত্যন্ত পিচ্ছিল। বলা হবে, তোমরা নিজ নিজ নূরের আলোতে চলতে থাকো। কেউ তারকা পতনের গতিতে অতিবাহিত হবে। কেউ বাতাসের গতিতে অতিবাহিত হবে। কেউ চোখের পলকে অতিবাহিত হবে।

www.QuranerAlo.net
পরকাল LIFE AFTER LIFE

এমন কি যার নূর থাকবে তার পায়ের বৃদ্ধাঙুলে সে অতিবাহিত হবে এভাবে যে, এক হাত পড়ে যাবে, আরেক হাত আটকে থাকবে; এক পা পড়ে যাবে, আরেক পা আটকে থাকবে। তার দেহের চারপাশের বিভিন্ন অংশে আগুন স্পর্শ করবে। এরপর তারা মুক্তি পাবে। মুক্তি পাওয়ার পর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে তোমাকে দেখানোর পর তোমার থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এমন প্রতিদান দিয়েছেন, যা তিনি কাউকে দেননি। [সহীহ তারগীব ও তারহীব: হাদীস নং- ৩৭০৪]

• সর্বপ্রথম পুলসিরাত অতিক্রমকারী

পুলসিরাত স্থাপনের পর সম্মানের সাথে এবং অত্যন্ত নিরাপদে যিনি সবার আগে তা অতিক্রম করবেন, তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারপর তাঁর উম্মত তাঁকে অনুসরণ করবে। যেমন, তিনি বলেছেন–

এবং জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। আমি ও আমার উম্মত হব সেটার প্রথম অতিক্রমকারী। সে দিন রসুলগণ বাদে আর কেউ কথা বলবে না। আর রসূলদেরও দাবী থাকবে সে দিন, হে আল্লাহ! নিরাপত্তা দিন; নিরাপত্তা দিন।

[বুখারী: হাদীস নং- ৭৪৩৭]

• পুলসিরাতে নবীজী, উম্মতের জন্য দোআ করবেন

মানুষের আমল তাকে পুলসিরাত পার করাবে। কেউ পার হবে পাখির গতিতে; কেউ বাতাসের গতিতে; কেউ বিজলীর গতিতে। নবী আলাইহিস সালাম পুলসিরাতে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বলতে থাকবেন, হে রব! নিরাপত্তা দিন, নিরাপত্তা দিন।

হাদীসে যেমন এসেছে, তোমাদের প্রথম শ্রেণি বিজলীর গতিতে অতিক্রম করবে। তারপর বাতাসের গতিতে। তারপর পাখির গতিতে। তারপর দ্রুত হাঁটবার গতিতে। মানুষকে পার করে নিবে তার আমল। তোমাদের নবী দাঁড়িয়ে থাকবেন পুলসিরাতে। বলতে থাকবেন, হে রব! নিরাপত্তা দিন, নিরাপত্তা দিন। এক পর্যায়ে মানুষের আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। এমন সময় এক ব্যক্তি আসবে। সে হামাগুড়ি ছাড়া চলতে পারবে না।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৫০৩]

www.QuranerAlo.net

• আত্মীয়তা ও আমানত পুলসিরাতের দুই পাশে

কিছু কিছু আমল পুলসিরাতে হাযির হবে। আমলকারীরা সেগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হবে। যেমন, আত্মীয়তা ও আমানতদারী পুলসিরাতের দুই পাশে দাঁড়াবে– ডানে ও বামে। আবু হোরায়রার হাদীসে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমানত ও আত্মীয়তাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এই দুটি আমল পুলসিরাতের দুই পাশে ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে যাবে।

[মুসলিমঃ হাদীস নং- ৫০৩]

উপসংহার

এই ভয়ানক ক্ষেত্রে, চিন্তা করুন, যখন আপনি পুলসিরাতে উঠবেন, নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহান্নাম দেখবেন, লেলিহান শিখা উপর দিকে উঠতে থাকবে আপনি কখনও হাঁটবেন, কখনও হামাগুড়ি দিবেন, আপনার চোখের সামনে ব মানুষ পা ফসকে পড়ে যাবে, আগুনের শিখা কাঁটা ও বড়শি দিয়ে তাদের টেনে নিয়ে যাবে, আপনি তাদের দিকে দেখতে থাকবেন, তাদের মাথা থাক নীচ দিকে, পা উপর দিকে! কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কী কঠিন সেতু! কী সঙ্কীর্ণ পুল!

বাস্তবতা ...

তাওহীদপন্থী ঈমানদারগণই শুধু জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্যরা জাহান্নামে পড়ে যাবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

মুমিনদের প্রতিশোধ পুলসিরাতের পর

www.QuranerAlo.net

পুলসিরাত পার হয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের পর মুমিনদের পরস্পরে বিভিন্ন হক ও অবিচার থেকে যাবে, যেগুলো দুনিয়াতে সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা চাইবেন তাদের জান্নাতে প্রবেশের আগে একের উপর অপরের অন্তর যে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,বলা হবে, এগুলোতে নিরাপ ও শান্তি সহকারে প্রবেশ করো। তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর ক দিব। তারা ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসনে বসবে। [সুরা হিজর: ৪৬, ৪৭

এখন আমরা আলোচনা করব–

- তাদের পরস্পরের সমতা কীভাবে সম্পন্ন হবে?
- এটা কি নতুন হিসাব?
- এর কারণে কি তাদের আযাব বা দুর্ভোগ পোহাতে হবে?

www.QuranerAlo.net

• সূচনা

জান্নাতে প্রবেশের আগে মুমিনদের পারস্পরিক প্রতিশোধের বিষয়টির উপর দলিল হচ্ছে নবী আলাইহিস সালামের এই হাদীস–

যখন মুমিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে, তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটি সাকোর উপর আটকে দেওয়া হবে। এরপর দুনিয়াতে তাদের পরস্পরে যেসব জুলুম-অত্যাচার সঙ্ঘটিত হয়েছিল, সেগুলো পরিশোধ করে দেওয়া হবে। এভাবে যখন তারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। সুতরাং ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মুমিনরা একেক জন দুনিয়াতে তার ঠিকানা যেমন চেনে, জান্নাতের ঠিকানা তার চেয়েও বেশি চিনবে।[বুখারী: হাদীস নং- ২৪৪০]

মুমিনরা একটি সাকোর উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদের পারস্পরিক হিসাব নিবেন। দুনিয়াতে তাদের পরস্পরে যে জুলুম-অত্যাচার ছিল, সগুলো পরিশোধ করে দিবেন। কোন মুমিন তার ভাইয়ের উপর বিদ্বেষ রেখে জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং মন পরিচ্ছন্ন হতে হবে। হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা তাদের মধ্যে থাকবে না।

• প্রতিশোধের পদ্ধতি

মুমিনদের মাঝে সমতাবিধানের সাকো স্থাপিত হবে জান্নাতে প্রবেশের আগে। তখনও হাশরের ময়দানের কষ্টক্লেশ মানুষকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। এই কষ্টক্লেশেরই অংশবিশেষ হচ্ছে মুমিনদের পারস্পরিক প্রতিশোধ।

সে দিন কোন সম্পদ, সন্তান ও দিরহাম-দিনার থাকবে না। প্রতিশোধের এই বিষয়টি অনুষ্ঠিত হবে নেকী-বদীর মাধ্যমে। কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারও উপর কোন জুলুম-অত্যাচার করে থাকবে– যেমন, সম্পদ হরণ, গালি-গালাজ, মারপিট ইত্যাদি, তার নেক আমল থেকে মজলুমরা পরিমাণমত নিয়ে নিবে। এমন কি মজলুমরা নিয়ে যাওয়ার কারণে যখন জালেমের কাছে কোন নেকী থাকবে না, তখন মজলুমদের গুনাহ নিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ দয়া করে বাদী-বিবাদীর মাঝে সমোঝতা করে দিবেন– জালেমকে মাফ করে দিবেন এবং মাজলুমকে খুশি করে দিবেন।

LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

• বাদী-বিবাদীকে সন্তুষ্টকরণ

আবু হোরায়ারা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, একদিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। আচানক দেখলাম, তিনি হাসলেন। এমন কি তাঁর দাঁত দেখা গেল। বলা হল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের দুই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সামনে হাঁটু গেড়ে বসবে। একজন বলবে, হে রব! আমার ভাইয়ের কাছ থেকে আমার প্রতি জুলুমের প্রতিশোধ নিয়ে দিন। আল্লাহ (অপর জনকে) বলবেন, তোমার ভাইকে তার প্রতি কৃত জুলুম শোধ করে দিন। সে বলবে, হে রব! আমার কোন নেক আমল অবশিষ্ট নেই। তখন আগের জন বলবে, তা হলে সে আমার গুনাহ নিয়ে নিক। এরপর রসুলুল্লাহর চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন, নিশ্চয় সে দিন, এমন দিন যে, মানুষ গুনাহমুক্ত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা বাদীকে বলবেন, তুমি মাথা তোলো। সে মাথা তুলবে। বলবে, হে আমার রব! আমি সোনার শহর ও মুক্তাখচিত সোনার অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছি। এটা কোন্ নবীর জন্য? কোন্ সিদ্দীকের জন্য? অথবা কোন্ শহীদের জন্য? আল্লাহ বলবেন, যে আমাকে এটার দাম পরিশোধ করবে, তার জন্য। বাদী বলবে, এর দামের মালিক কে? আল্লাহ বলবেন, তুমি। সে বলবে, কীভাবে? আল্লাহ বলবেন, তোমার ভাইকে মাফ করার মাধ্যমে। বাদী বলবে, নিশ্চয় আমি তাকে মাফ করে দিলাম। আল্লাহ বলবেন, তোমার ভাইয়ের হাত ধরে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।

এরপর রসুলুল্লাহ বললেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা করো। কেননা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন মুমিনদের মাঝে সমঝোতা করে দিবেন। [আবু ইয়ালা বর্ণিত]

এভাবে সেই হিসাব পূর্ণতা লাভ করবে, যা পুলসিরাত পার হওয়ার আগে আরম্ভ হয়েছিল। জানা থাকা দরকার যে, যার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে এবং অন্যের হক আদায় করা হবে, নিঃসন্দেহে সে এতে কষ্ট পাবে; কিন্তু তার সব কষ্টই দূর হয়ে যাবে। শুধু জান্নাতে প্রবেশ করলেই।

আল্লাহর বান্দারা! ...
তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা করো। কেননা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন মুমিনদের মাঝে সমঝোতা করে দিবেন।

www.QuranerAlo.net

আহলুল ফাতরাহ

www.QuranerAlo.net

কিয়ামতের দিন এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে, যারা ইসলামের পরিচয় লাভ করতে পারেনি; অথবা তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আভির্ভাবের আগে দুনিয়ায় ছিল; কিন্তু পূর্ববর্তী কোন নবী-রসূল পায়নি। আলেমগণ এ ধরনের লোকদেরকে 'আহলুল ফাতরাহ' বলে থাকেন ওইসব লোকও এদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কাছে ইসলাম বিকৃত রূপে পৌঁছেছে।

- তা হলে এরা কারা?
- এদের যুক্তি কী?
- আল্লাহ তাআলা এদের সাথে কী আচরণ করবেন?

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

• সূচনা

আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নবী-রসুলের সাথে যোগাযোগ ও তাদের দাওয়াতের ভিত্তিতেই মানুষের হিসাব-নিকাশ নিবেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। [সুরা ইসরা: ১৫]

আমাদের রব মানুষকে উদ্ভ্রান্ত করে ছেড়ে দেননি; বরং তিনি নবী-রসূল পাঠিয়েছেন; কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহ কোন কওমকে সংবাদ না দিয়ে এবং সতর্ক না করে ধ্বংস করেন না। কিয়ামতের দিন দোযখের যে অবস্থা থাকবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে, হাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল। [সুরা মুলক: ৮, ৯]

সুতরাং যার কাছে হকের দাওয়াত পৌছবে এবং সে তা অবিচলতার সাথে গ্রহণ করবে এবং যেই নূর দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে হেদায়েত পেয়ে যাবে এবং হেদায়েতের ফলাফল সে নিজে ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি হকের দাওয়াত এড়িয়ে যাবে এবং হেদায়েতের পথ বর্জন করবে, নিশ্চয় সে নিজের উপর অপরাধ করবে। তার তৎপরতার দুর্ভোগ তার কাঁধেই বর্তাবে। কেউ অন্যের পাপ বহন করে না এবং প্রত্যেকের অপরাধ তার নিজের উপরই সাধিত হয়।

• যার কাছে দাওয়াত পৌছেনি

যার কাছে দাওয়াত পৌছেনি এবং যে ইসলামের কথা শোনেনি– যেমন, ওইসব লোক, যারা আফ্রিকার জঙ্গলে, অথবা দূর-অরণ্যে, কিংবা উত্তর-দক্ষিণ মেরুর কোন পাহাড়ে বাস করে; কেউ ইসলামের কথা শুনেছে বিকৃত নিন্দনীয় রূপে, এজন্য ইসলামের অবাস্তব কোন অর্থ উপলব্ধি করেছে– যেমন পশ্চিমা কিছু প্রচারমাধ্যম এবং ইন্টারনেটের কিছু ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে;

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

কোন ব্যক্তির জন্ম হয়েছে বধির অবস্থায়, যে কিছু শুনতে পায় না; অথবা কেউ বোকা-আহমক, কিছু বোঝে না, কিংবা কেউ থুত্থুড়ে বুড়া; বয়সের ভারে নুব্জ, চারপাশের কিছু উপলব্ধি করে না– এমনসব লোকের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এই কথা প্রযোজ্য–

যদি আমি এদেরকে ইতোপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তা হলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার আগেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম। [সুরা ত্বাহা: ১৩৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, আর এজন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? করলে আমরা আপনার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। [সুরা কাসাস: ৪৭]

সুতরাং নবী-রসুলের কণ্ঠে ভীতি প্রদর্শন ও দায়মুক্তকরণের পরই আল্লাহ তাআলা কাউকে শাস্তি দেন। কোন কোন আলেম বলেছেন যে, এ ধরনের লোকদেরকে কিয়ামতের দিন বিভিন্ন চত্বরে পরীক্ষা করা হবে। যে আনুগত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও আল্লাহ তাআলার ইলম তাদে সৌভাগ্যের ব্যাপারে আগে থেকেই জানে। আর যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করবে, লাঞ্ছিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে। যদিও আল্লাহর ইলম তাদের দুর্ভাগ্যের কথা আগেই জানে।

এই বক্তব্যটি বিভিন্ন প্রকার দলিল-প্রমাণের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সৃষ্টি করে। বাকি আল্লাহ ভালো জানেন।

ইনসাফ ...

কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি প্রদান করি না।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

জাহান্নাম

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলার ইনসাফ ও হেকমত– তিনি দুটি রাস্তা বয়ান করে দিয়েছেন। মানুষকে দুটি পন্থা বাতলে দিয়েছেন। হয়তো কৃতজ্ঞ, নতুবা অকৃতজ্ঞ। অনুগতদেরকে জান্নাত, রহমত ও মাগফেরাতের ওয়াদা করেছেন। অকৃতজ্ঞদেরকে হুমকি দিয়েছেন জাহান্নাম, দুঃখ ও বঞ্চনার। যে ব্যক্তি হেদায়েত গ্রহণ করে, সে নিজের জন্যই গ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সেও নিজের জন্যই হয়।

- দোযখ কী?
- দোযখের বৈশিষ্ট্য কী কী?
- এর উপযুক্ত কারা?
- তারা কেন এতে প্রবেশ করবে?

www.QuranerAlo.net

• সূচনা

আল্লাহ তাআলা জান্নাতী ও দোযখীদের অবস্থার মধ্যে ব্যবধান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, জাহান্নামের অধিকারী আর জান্নাতের অধিকারীরা সমান নয়। জান্নাতের অধিকারীরাই সফল। [সুরা হাশর: ২০]

আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবাদতের জন্য এবং তাদেরকে হুকুম করেছেন তাঁর আনুগত্য করতে। বিশ্বাসীদেরকে ওয়াদা করেছেন জান্নাতের; আর অবিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিয়েছেন জাহান্নামের। সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য সম্মানিত রসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমার ও সাধারণ মানুষের উপমা হচ্ছে ওই ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালিয়েছে। তারপর যখন চারদিক আলোকিত হয়েছে, তখন প্রজাপতি ও অন্যান্য পতঙ্গ– যেগুলো আগুনে পড়ে থাকে, সেগুলো তাতে পড়তে শুরু করেছে।

লোকটি সেগুলোকে বাধা দিতে থাকে; কিন্তু সেগুলো বাধা উপেক্ষা করে আগুনে পড়ে। আমি তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করি; কিন্তু তোমরা (জোর করে) তাতে পতিত হচ্ছ। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৪৮৩]

জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

নবী আলাইহিস সালাম জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। নিজের সাহাবীদেরকেও তিনি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে ও পালায়ন করতে আদেশ করতেন। নীচের দোআটি তিনি তাদেরকে সেভাবেই শেখাতেন, যেভাবে কুরআনের কোন সুরা শেখাতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বলো–

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে। আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আপনার কাছে আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই জীবন-মরণের ফেতনা থেকে। [মুসলিম: হাদীস নং- ১৩৬১]

www.QuranerAlo.net

জাহান্নামের ভয়

নবী আলাইহিস সালাম জাহান্নামের কথা আলোচনা করতেন। সেখানে প্রবেশের ব্যাপারে সতর্ক করতেন এবং সেখান থেকে মুক্তির ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। আল্লাহ যেন তাঁকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, এজন্য দোআ করতেন। তাঁর বেশিরভাগ দোআ ছিল এটা–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের রব! দুনিয়াতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে মুক্তি দিন দোযখের আযাব থেকে।

[সুরা বাকারা: ২০১]

সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আদী ইবনে হাতেম বলেন, নবী আলাইহিস সালাম জাহান্নামের আলোচনা করলেন। তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং চেহারা ঘুরালেন। আবার তিনি জাহান্নামের আলোচনা করলেন। তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং চেহারা ঘুরালেন। এরপর আবার তিনি জাহান্নামের আলোচনা করলেন। তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং চেহারা ঘুরালেন। অতঃপর বললেন, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, একখণ্ড খেজুরের মাধ্যমে হলেও। যদি তুমি তা না পাও, তা হলে একটি ভালো কথার মাধ্যমে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৬০২৩

নু'মান ইবনে বাশীর বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাষণের ভিতরে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদেরকে দোযখের ভয় দেখিয়েছি। আমি তোমাদেরকে দোযখের ভয় দেখিয়েছি। আমি তোমাদেরকে দোযখের ভয় দেখিয়েছি। একথা তিনি বলতেই থাকলেন। এমন কি যদি তিনি এখানে হতেন, তা হলে বাজারের লোকেরা তাঁর কথা শুনত। তাঁর গায়ে চাদর ছিল, সেটা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেল। [হাকেম: হাদীস নং- ১০৫৮]

দোআ ...

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি দোযখ থেকে মুক্তি দিন। আমীন।

www.QuranerAlo.net

দোযখের বিভিন্ন নাম

কোন বস্তুর অধিক নাম থাকা, সেই বস্তুর গুরুত্বের উপর ইঙ্গিত করে। আরবী ভাষায় এটি একটি প্রসিদ্ধ নিয়ম।

- দোযখের কি একাধিক নাম আছে?
- এসব নাম কী বোঝায়?

সূচনা

আকৃতি বিশাল, শাস্তি কঠিন ও দুঃখ সীমাহীন হওয়ার কারণে দোযখের নাম একাধিক হয়েছে। মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে দোযখের অনেক নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন–

• জাহান্নাম

এটা দোযখের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম। আল্লাহ আশ্রয় দান করুন। জাহান্নাম শব্দটি 'জাহমুন' শব্দমূল থেকে নির্গত, যার অর্থ নৈরাশ্য, পাষণ্ডতা ও অন্ধকার। আল্লাহ তাআলা দোযখের এই নাম অনেক বার উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি অপরাধীদের সম্পর্কে বলেন, সে দিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। [সুরা তূর: ১৩] অর্থাৎ অপরাধীদেরকে প্রবল বেগে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

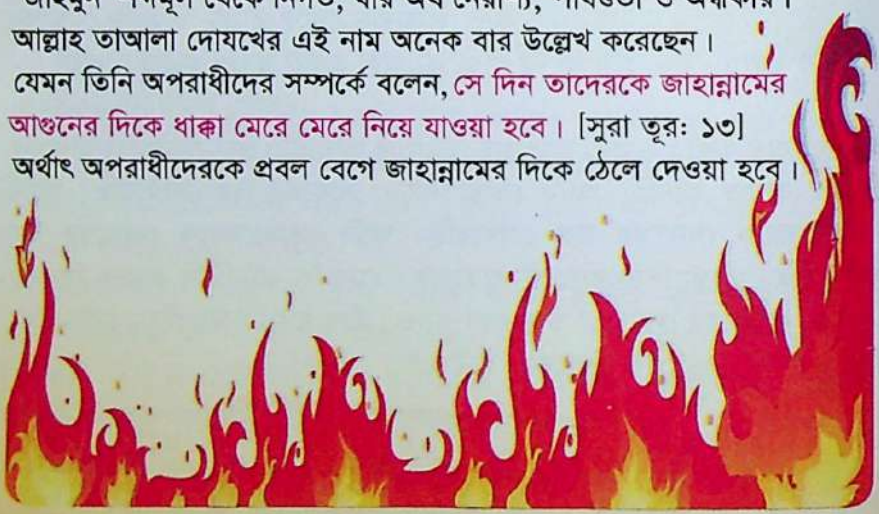

• লাজা

আগুনের দগ্ধকারী শিখাকে লাজা বলা হয়। জাহান্নামের আগুন থেকে শিখা বের হবে, যা মানুষের শরীর ও তক ভস্ম করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, কক্ষণও নয়; নিশ্চয় এটা লাজা (অগ্নিশিখা), যা চামড়া তুলে ফেলবে। [সুরা মাআরিজ: ১৫, ১৬]

www.QuranerAlo.net

• হুতামা

হুতামা শব্দটি চূর্ণ করা, ধ্বংস করা ও ভেঙে ফেলার অর্থে ব্যবহৃত হয়। দোযখের আগুনের তীব্র তাপ একাংশ অপরাংশকে চুরমার করবে; সেখানে যারা থাকবে, তাদেরকেও।

আল্লাহ তাআলা বলেন, কক্ষণও নয়; নিশ্চয় সে হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জান হুতামা কী? আল্লাহর জ্বালানো আগুন, যা হৃদয় স্পর্শ করবে। এটা তাদের উপর বেঁধে দেওয়া হবে, দীর্ঘ খুঁটিতে। [সুরা হুমাযা: ৪-৯]

• সাঈর

প্রজ্বলিত আগুনকে সাঈর বলে। ছোট ছোট কাঠ দিয়ে যখন আগুনকে তীব্র করা হয়, তখন আরবরা তাকে সাঈর বলে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, এমনইভাবে আমি তোমার কাছে আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি মক্কা ও আশপাশের লোকদেরকে সতর্ক কর। আর তুমি সতর্ক করবে সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল যাবে জান্নাতে, আরেক দল সাঈরে। [সুরা শুরা: ৭]

• হাবিয়া

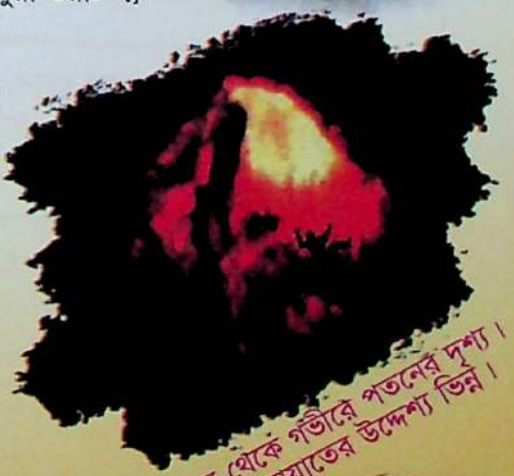

গভীর স্থানে তীব্র পতনশীল বস্তুকে হাবিয়া বলে। দোযখীদের বাসস্থান হাবিয়া; তাদের ঠিকানা আগুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, যার পাল্লা হাল্‌কা হবে, তার ঠিকানা হাবিয়া। তুমি জান, তা কী? জ্বলন্ত আগুন। [সুরা কারিআ: ৮-১০]

উপর থেকে গভীরে পতনের দৃশ্য। তবে আয়াতের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• জাহীম

জাহীম জাহমুন শব্দমূল থেকে নির্গত, যার অর্থ আগুনের তীব্র প্রজ্বলন। আগুন যখন দীর্ঘ শিখাময় হয়ে ওঠে, তখন তাকে জাহীম বলে। আল্লাহ তাআলা বলেন, (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) একে ধরো, তারপর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর জাহীমে নিক্ষেপ করো। [সুরা হাক্কা: ৩০, ৩১] অর্থাৎ জাহান্নাম পরিচালনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, এই গুনাহগার অপরাধীকে ধরো। বেড়ি দিয়ে হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দাও। এরপর তাকে জাহীমে নিক্ষেপ করো, যাতে তার তাপ সহ্য করে।

• সাকার

তাপ প্রখর হলে আরবরা তাকে সাকার বলে। দোযখের তাপ তীব্র হবে বলেই তার এক নাম সাকার। আল্লাহ তাআলা বলেন, যে দিন মুখ থুবড়ে তাদেরকে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামে। (বলা হবে,) সাকারের পরশ আস্বাদন করো।

[সুরা কামার: ৪৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, অচিরেই আমি তাকে সাকারে পৌঁছে দিব। তুমি কি জান, সাকার কী বস্তু? সে অবশিষ্ট রাখে না; ছাড়েও না। এর উপর রয়েছে উনিশ।

[সুরা মুদ্দাস্‌সির: ২৬-৩০]

এগুলো দোযখের নাম। আল্লাহ আশ্রয় দান করুন। নামগুলোই তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই।

আবার শুনুন ...
দোযখের নামগুলোই তার বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরে।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

দোযখ থেকে মুক্তির আমল

আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। উভয় ঠিকানার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন আমাদেরকে। এরপর আমাদেরকে বেকুব বানিয়ে ছেড়ে দেননি; বরং জান্নাতের রাস্তা আমাদেরকে দেখিয়েছেন; জাহান্নামের পথ বুঝিয়ে দিয়েছেন। কোন পথ অবলম্বনের জন্য তিনি আমাদেরকে বাধ্য করেননি; তিনি আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন; জানিয়েছেন; বুঝিয়েছেন; উৎসাহ দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন। যাতে মানুষ ব্যতিক্রম করলে নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।

- তা হলে কোন আমলগুলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়?
- সেগুলোর প্রকারভেদ কী?

সূচনা

কুফরই যেহেতু জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ, কাজেই জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ হবে ঈমান ও নেক আমল দ্বারা। এজন্য মুসলমানরা তাদের রবের সাথে ঈমানের বন্ধন সৃষ্টি করে, যাতে তিনি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে মুক্তি দিন জাহান্নাম থেকে।

[সুরা আল-ইমরান: ১৬]

কুরআন ও সুন্নায় এমনসব আমলের কথা এসেছে, যেগুলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়। যেমন–

• ইখলাসের সাথে কালিমায়ে শাহাদত

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল– এই সাক্ষ্য প্রদান করা। এই সাক্ষ্যই ঈমানের আলামত, জান্নাতের চাবি, আল্লাহর সুদৃঢ় রজ্জু এবং তাঁর সরল পথ। এটাই ঈমানের শর্ত, জান্নাতের প্রবেশপত্র। এটাই দোযখ থেকে মুক্তির সনদ এবং আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির মূলমন্ত্র।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। [মুসলিম: হাদীস নং- ১৫১]

www.QuranerAlo.net

• আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ভালোবাসা

মহব্বত অন্তরের কাজ। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর খুব কাছাকাছি যেতে পারে। বান্দা যদি আল্লাহর মহব্বতের ক্ষেত্রে সাচ্চা হয়, তা হলে জান্নাতে আল্লাহর সাক্ষাৎ পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে, তার এই ভালোবাসা আল্লাহর আনুগত্য ও রসুলের অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

এক ব্যক্তি নবী আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করল, কিয়ামত কবে? নবীজী বললেন, তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বলল, কিছুই না; তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি। নবী আলাইহিস সালাম বললেন, যাঁকে ভালোবাস, তুমি তাঁর সঙ্গেই থাকবে।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, 'যাঁকে ভালোবাস, তুমি তাঁর সঙ্গেই থাকবে।' নবীজীর এই কথা শুনে আমরা যে পরিমাণ খুশি হয়েছিলাম, আর কোন বিষয়ে এমন খুশি হইনি।

আনাস বলেন, নবী আলাইহিস সালাম, আবু বকর ও উমরকে আমি ভালোবাসি। তাঁদের প্রতি আমার এই ভালোবাসার কারণে আশা করি, আমি তাঁদের সঙ্গেই থাকব; যদিও আমি তাঁদের মত আমল করতে না পারি।

[বুখারী: হাদীস নং- ৩৬৮৮]

• সদকা

অন্যতম একটি বড় এবাদত হচ্ছে সদকা। সদকা মানুষের মন ও অভ্যন্তর পরিচ্ছন্ন থাকার উপর ইঙ্গিত করে। নবী আলাইহিস সালাম যেমন বলেছেন, দোযখের আড়াল হতে যে পারে, যদিও একখণ্ড খেজুর দান করেই হোক, সে যেন তা করে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ২৩৯৪]

নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন। আল্লাহ ও তার মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। সে ডানে দেখবে; কিন্তু আমল ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। বামে দেখবে; কিন্তু আমল ছাড়া কিছুই পাবে না।

সামনে দেখবে, তখন চেহারা বরাবর দেখতে পাবে দোযখকে। সুতরাং দোযখ থেকে বাঁচো, চাই একখণ্ড খেজুর দান করেই হোক। [বুখারী: হাদীস নং- ৭৫১২] এই হাদীসে সদকার উপর উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সামান্য হওয়ার কারণে সদকা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কেননা, সামান্যও দোযখ থেকে মুক্তির উপায়।

• নফল রোযা

অন্যতম মহান এবাদত রোযা। এর দ্বারাও আল্লাহ তাআলা মানুষকে দোযখ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, রোযা দোযখ থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল, লড়াইয়ের ময়দানে তোমাদের আত্মরক্ষার ঢালের মত।

[আহমাদ: হাদীস নং- ১৭৯০২]

নফল রোযার ফযীলতও অনেক। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ ওই দিনের কারণে তার চেহারা দোযখ থেকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দিবেন। [আহমাদ: হাদীসনং- ১১২১০]

• জামাতের সাথে নামাযের পাবন্দী

জামাতের সাথে নামাযের পাবন্দী ঈমানের অন্যতম আলামত। আল্লাহর মসজিদসমূহ শুধু তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে। [সুরা তাওবা: ১৮]

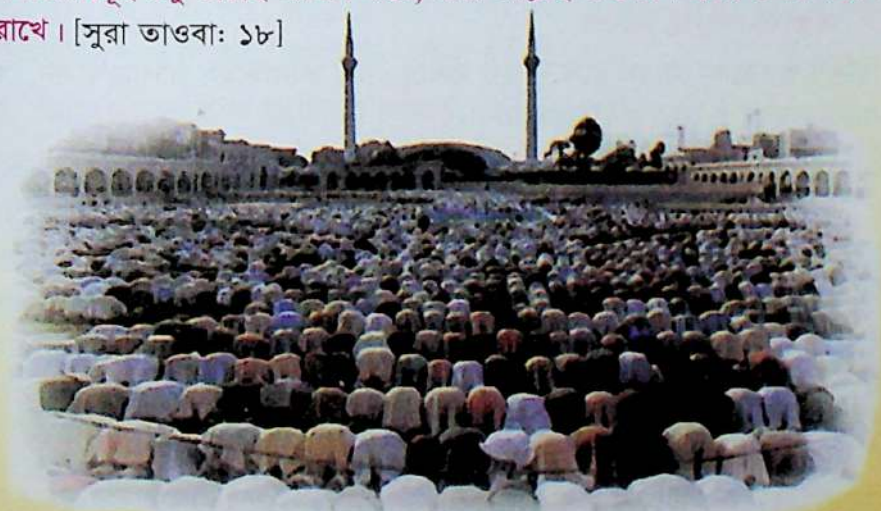

যখন দোযখীদেরকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাস করা হবে– তোমাদেরকে কীসে সাকারে নিয়ে এসেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের দলভুক্ত ছিলাম না।

[সুরা মুদ্দাস্‌সির: ৪২, ৪৩]

সুতরাং নামায হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন জামাতের সাথে এভাবে নামায আদায় করে যে, তাকবীরে উলাও পেয়ে যায়, তার জন্য দুটি পরোয়ানা লিখে দেওয়া হয়– দোযখ হতে মুক্তি, আর মুনাফিকী থেকে পরিচ্ছন্নতা।

[তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪১]

নামায সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেছেন, যে নামাযের পাবন্দী করবে, নামায তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর, দলিল ও নাজাত হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পাবন্দী করবে না, তার কোন দলিল, নূর ও নাজাত থাকবে না। কিয়ামতের দিন সে কারূন, হামান, ফেরাউন ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে। [আহমাদ: হাদীস নং- ৬৫৭৬]

• জামাতের সাথে ফজর ও আসর

প্রত্যেক নামাযেরই স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। পুরুষদের জন্য সব নামাযই জামাতের সাথে আদায় করা কর্তব্য। তবে বিশেষ দুই নামাযের ক্ষেত্রে অলসতা বেশি পাওয়া যায়– ফজর ও আসরের নামায।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, ওই ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে নামায আদায় করে। [মুসলিম: হাদীস নং- ১৪৬৮]

• সকাল-সন্ধ্যার যিকির

যিকির ও দোআ দোযখ হতে মুক্তির মাধ্যম। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি ভোরে ও সন্ধ্যায় এই দোআ–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

(একবার) বলবে, আল্লাহ তার এক চতুর্থাংশকে দোযখ থেকে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি দুই বার বলবে, তার অর্ধেক মুক্ত করে দিবেন। যে ব্যক্তি তিন বার বলবে, তার তিন চতুর্থাংশ মুক্ত করে দিবেন। যদি চার বার বলে, তা হলে আল্লাহ তাকে পুরোপুরি দোযখ থেকে মুক্ত করে দিবেন। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৫০৭১]

• দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

দোআ এমন এক তলোয়ার যা মিস করে না; এমন এক সাহায্যকারী, যা প্রতারণা করে না। দোআ মুমিনের হাতিয়ার, কাফেরের ক্রোধ। আল্লাহ মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আর যারা বলে থাকে, হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব হটিয়ে দাও।

পরকাল
www.QuranerAlo.net

নিশ্চয় তার আযাব বিনাশ। বাসস্থান ও অবস্থানক্ষেত্র হিসেবে সেটা অত্যন্ত নিকৃষ্টতর। [সুরা ফুরকান: ৬৫, ৬৬]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কোন মুসলিম যদি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত চায়, তা হলে জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে দাখিল করে দাও। আবার কোন মুসলিম যদি তিন বার দোযখ হতে মুক্তি চায়, তা হলে দোযখ বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে মুক্তি দিয়ে দাও। [আহমাদ: হাদীস নং- ১২৪৩৯]

অপর এক হাদীসে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যখন তুমি ফজরের নামায আদায় করো, তখন তুমি কারও সাথে কথা বলার আগে সাত বার বলো–

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

যদি তুমি এই দিনে মারা যাও, তা হলে আল্লাহ তোমার জন্য দোযখ হতে মুক্তির পরোয়ানা লিখে দিবেন। আর যখন তুমি মাগরিবের নামায পড়ো, তখন কারও সাথে কথা বলার আগে সাত বার বলো–

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

যদি তুমি এই রাতে মারা যাও, তা হলে আল্লাহ তোমার জন্য দোযখ হতে মুক্তির পরোয়ানা লিখে দিবেন। [আহমাদ: হাদীস নং- ১৮০৫৪]

• যোহরের আগে ও পরে চার রাকাত

নামায রাব্বুল আলামীনের কাছে খুব প্রিয় এবাদত। বান্দা নফল নামাযের মাধ্যমে ক্রমাগত আল্লাহর নিকটবর্তী হতে থাকে। একসময় আল্লাহ তাকে মহব্বত করেন। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে ফরয নামায, তারপর নফল নামায।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি যোহরের আগে ও পরে চার রাকাত (নফল) নিয়মিত আদায়ের পাবন্দী করবে, আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দিবেন।

[আবু দাউদ: হাদীস নং- ১২৭১]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• আল্লাহর রাস্তায় পায়ে ধুলা লাগানো

জেহাদ হচ্ছে ইসলামের সুউচ্চ চূড়া; জান্নাতের রাস্তা। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক বেলা জেহাদ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যার পা আল্লাহর রাস্তায় ধুলায় ধূসরিত হয়, আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন। [বুখারী: হাদীস নং- ৯০৭]

তিনি আরও বলেছেন, যার পা আল্লাহর রাস্তায় ধুলায় ধূসরিত হবে, তাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না।

[বুখারী: হাদীস নং- ২৮১১]

• আল্লাহর ভয়ে কান্না ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ

সবকিছুর মূল হচ্ছে আল্লাহর ভয়। এটাই জান্নাতের পথ। যে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। [সুরা রাহমান: ৪৬]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত দোযখে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দুধ ওলানে ফিরে না যাবে। আর আল্লাহর রাস্তার ধুলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও মুসলমানের নাকের ছিদ্রে একত্র হবে না। [নাসায়ী: হাদীস নং- ৩১০৭]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, দুটি চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না– যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিতে গিয়ে রাত জেগেছে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ১৬৩৯]

• গোলাম আযাদকরণ

গোলাম ও কৃতদাসকে জিম্মী জীবন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার কাছে একটি পছন্দনীয় কাজ এবং দোযখ থেকে মুক্তির উপায়।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম গোলাম আযাদ করে দিবে, আল্লাহ আযাদকৃতের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর

পরকাল

www.QuranerAlo.net

একেক অঙ্গ দোযখ থেকে মুক্ত করে দিবেন। এমন কি তার গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে এর গুপ্তাঙ্গ দোযখ থেকে মুক্ত করবেন। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৭১৫]

এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এল। বলল, আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতের কাছাকাছি করবে এবং দোযখ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। নবী আলাইহিস সালাম বললেন, নিশ্চয় তুমি বক্তব্য সংক্ষেপ করেছ; তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ আবেদন পেশ করেছ। তুমি 'নাসামা' আযাদ করো এবং রাকাবা মুক্ত করো। লোকটি বলল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই দুটি কাজ কি অভিন্ন নয়? তিনি বললেন, না; নাসামা আযাদ করার মানে হচ্ছে তুমি এককভাবে গোলাম আযাদ করে দিবে। আর রাকাবা মুক্ত করার মানে হচ্ছে দামের ক্ষেত্রে তুমি সাহায্য করবে। (আরও কাজ হচ্ছে) দুগ্ধবতী প্রাণী দুধপানের জন্য প্রদান করা। জালেম আত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহ করা। যদি এগুলো তুমি করতে না পারো, কল্যাণের কথা বাদে অন্য সময় তোমার জিহ্বা বন্ধ রাখো। [দারাকুতনী: হাদীস নং- ২০৭৯]

• ইসলামের রুকনসমূহ আদায় করা

একবার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন। আচানক এক বেদুইন উপস্থিত হল। নবীজীর উটের লাগাম ধরে ফেলল সে। বলল, হে আল্লাহর রসূল! অথবা হে মুহাম্মাদ! আমাকে সেই বস্তু সম্পর্কে অবগত করুন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং দোযখ থেকে দূরে সরাবে।

নবী আলাইহিস সালাম থামলেন। এরপর সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ তৌফীক পেয়েছে অথবা বললেন, এ হেদায়েত পেয়ে গেছে। বেদুইনকে বললেন, কীভাবে প্রশ্ন করেছ?

বেদুইন তার প্রশ্ন দোহরাল। নবীজী বললেন, আল্লাহর এবাদত করবে; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে। যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে। এরপর তিনি বেদুইনকে বললেন, (এবার) উট ছেড়ে দাও। [মুসলিম: হাদীস নং- ১১৩]

• মুসলমানের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিবাদ করা

এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের পাওনা হচ্ছে তার অনুপস্থিতিতে তার হক সংরক্ষণ করা; তার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা; তাকে সাহায্য করা এবং মুসলমান ভাই অপদস্থ হলে বা তার মানহানী করা হলে সাহায্য করার সামর্থ্য থাকতে সহ্য না করা।

www.QuranerAlo.net

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কোন মুসলমান অনুপস্থিত থাকাবস্থায় যে ব্যক্তি তার সম্মান রক্ষার্থে প্রতিবাদ করে, তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেওয়া আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে যায়। [বাইহাকী (শুআবুল ঈমান): হাদীস নং- ৭৬৭৩]

• অসুখ : জ্বর

অসুখ-বিসুখ ওই বিপদাপদের অন্তর্ভুক্ত, যার উপর বান্দাকে প্রতিদান দেওয়া হয়ে থাকে। জ্বর এমন অসুখ-বিসুখেরই অন্তর্ভুক্ত। জ্বর হচ্ছে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জ্বর হচ্ছে দোযখের তাপ। মুমিন যে জ্বরে আক্রান্ত হয়, সেটা তার দোযখের অংশ থেকে হয়ে থাকে। [বাইহাকী (সুনানুল কুবরা): হাদীস নং- ৬৩৮৪]

• সদ্ব্যবহার

মানুষকে যা সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে, তা হল সদ্ব্যবহার। কিয়ামতের দিন তারাই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক নিকটবর্তী হবে, যারা আখলাকের দিক থেকে উত্তম। আর যে ব্যক্তি নরম, কোমল ও উত্তম ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দিবেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে, কে দোযখের জন্য হারাম অথবা দোযখ কার জন্য হারাম? প্রত্যেক নরম কোমল ঠান্ডা সহজ প্রকৃতির ব্যক্তির জন্য দোযখ হারাম। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৪৮৮]

• ইনসাফের কথা ও অতিরিক্ত বস্তু দান

এক বেদুইন নবীজীর কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, আমাকে এমন আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী ও দোযখ থেকে দূরবর্তী করবে। নবী আলাইহিস সালাম বললেন, এই দুই বস্তু কি তোমাকে বিচলিত করেছে? বেদুইন বললেন, হাঁ। নবীজী বললেন, ইনসাফের কথা বলবে এবং অতিরিক্তটা দান করবে। বেদুইন বললেন, আল্লাহর কসম! আমি সবসময় ইনসাফের কথা বলতে পারি না এবং অতিরিক্তটা দান করতে পারি না। নবীজী বললেন, তা হলে খাবার খাওয়াবে এবং সালামের প্রচলন করবে। বেদুইন বললেন, এগুলোও অনেক কঠিন।

পরশমণি
www.QuranerAlo.net

নবীজী বললেন, তা হলে তোমার কি উট আছে? বেদুইন বললেন, হাঁ; আছে। নবীজী বললেন, তুমি পাল থেকে একটি উট ও একটি পানির পাত্র নিবে। এরপর তুমি এমন পরিবারের কাছে যাবে, যারা কয়েক দিন পরপর পান করার সুযোগ পায়। তাদেরকে পান করাও। কেননা, হয়তো তোমার উট ধ্বংস হওয়া এবং তোমার পানির পাত্র ছিন্নভিন্ন হওয়ার আগেই তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এরপর বেদুইন তাকবীর বলতে বলতে চলে গেলেন। পরে তার পানির পাত্র ছিন্নভিন্ন হতে এবং তার উট ধ্বংস হতে পারল না, তার আগেই তিনি শহীদ হয়ে নিহত হলেন। [মাজামাউয যাওয়ায়িদ: হাদীস নং- ৪৭২৯]

• সন্তানের মৃত্যুর সময় সবর

বিপদাপদ গুনাহ মিটিয়ে দেয়; মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আর অন্যতম বড় বিপদ হচ্ছে সন্তান হারানো। কেননা, আমাদের সন্তানাদি হচ্ছে জমীনের উপর চলমান আমাদের কলিজার টুকরা। সন্তান মারা গেলে হৃদয়ে যখম হয়, যা কখনও সুস্থ হয় না। এজন্য সন্তানের মৃত্যু দোযখের অন্তরায়।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যার তিনটি সন্তান মারা যাবে এবং সে সওয়াবের আশা (করে ধৈর্যধারণ) করবে, সন্তানগুলো তার জন্য দোযখ থেকে বাঁচার ঢাল হবে।

[আ-হাদ ওয়া মাসানী: হাদীস নং- ২১৬৬]

নারীসমাজকে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, তোমাদের যেকেউ যদি তিনটি সন্তান আগে প্রেরণ করে, তা হলে তারা তার জন্য দোযখের অন্তরায় হবে। তখন এক মহিলা বলল, দুটি সন্তান প্রেরণ করলে? নবীজী বললেন, দুটি প্রেরণ করলেও। [বুখারী: হাদীস নং- ১০১]

• মেয়ে প্রতিপালনে সবর

জাহেলী যুগে আরবরা মেয়ে প্রতিপালনকে ভয় করত এবং অপছন্দ করত। কেননা, ছেলে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে। বড় হয়ে বাবাকে সাহায্য করতে পারে এবং বাবার মান রাখতে পারে। পক্ষান্তরে মেয়ে প্রতিপালন করতে হয় বিয়ে দেওয়ার জন্য। মেয়ে পিত্রালয় থেকে চলে যায় এবং স্বামী-সন্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরপর ইসলাম আগমন করে এবং এই অন্ধ ধারণা বিলুপ্ত করে। ছেলের মত মেয়ের জন্য অধিকার নিশ্চিত করে।

www.QuranerAlo.net

বরং নবী আলাইহিস সালাম পুত্র প্রতিপালনের চেয়ে কন্যা প্রতিপালনকে উত্তম সাব্যস্ত করেন এবং কন্যা প্রতিপালনকে দোযখের অন্তরায় বলে উল্লেখ করেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যার তিনটি মেয়ে বা বোন থাকবে, অথবা দুটি মেয়ে বা বোন থাকবে, আর সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাদের প্রতি তাদের বিয়ে হওয়া বা মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করবে, তারা তার জন্য দোযখের অন্তরায় হবে। [আহমাদ: হাদীস নং- ২৩৯৯১]

• দোযখ থেকে মুক্তির বিবিধ আমল

নেক আমল জান্নাত লাভের মাধ্যম এবং দোযখ থেকে মুক্তির উপায়। সাহাবায়ে কেরাম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপকারী মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাস করতেন। দোযখ থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করতেন তাঁরা।

আবু যার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! বান্দাকে দোযখ হতে কীসে মুক্তি দেয়? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান।

আমি বললাম, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! ঈমানের সাথে কি আমলও থাকতে হবে? তিনি বললেন, আল্লাহপ্রদত্ত জীবিকা থেকে খরচ করবে।

আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! কী বলেন, লোকটি যদি গরীব হয় এবং খরচ করার মত কিছু না পায়? তিনি বললেন, সৎকাজে আদেশ করবে এবং গর্হিত কাজ থেকে বারণ করবে।

আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! কী বলেন, লোকটি যদি নির্বোধ হয় যে, সৎকাজে আদেশ এবং গর্হিত কাজ থেকে বারণ করতে পারে না? তিনি বললেন, কোন বোকা লোকের কাজ করে দিবে।

আমি বললাম, কী বলেন, সে (নিজেই) যদি বোকা হয় যে, সে কোন কাজ করতে পারে না? তিনি বললেন, কোন মজলুমকে সাহায্য করবে।

আমি বললাম, কী বলেন, সে যদি দুর্বল হয়; মজলুমকে সাহায্য করতে না পারে? তিনি বললেন, তুমি আসলে এই লোকের মধ্যে কোন কল্যাণই রাখতে চাও না। মানুষকে কষ্ট দেয়, এমন বস্তু সরিয়ে ফেলবে।

তখন আমি বললাম, যদি সে এই কাজ করে, তা হলে সে কি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, যেকোন মুসলমান এই কাজগুলির কোন একটি করবে, তাকে সেই কাজ হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে।

[বাইহাকী (শুআবুল ঈমান): হাদীস নং- ৩৩২৮]

www.QuranerAlo.net

• যিকিরের বিভিন্ন মজলিস

যিকির ও খায়রের বিভিন্ন মজলিস কল্যাণ, ইলম, শিক্ষা ও তালীমের পথ। এটা দোযখ হতে মুক্তিরও রাস্তা। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

নিশ্চয় আল্লাহর ফেরেশতারা পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ান। যিকিরকারীদেরকে খুঁজে ফেরেন তাঁরা। যখন তাঁরা এমন কোন কওমকে পেয়ে যান, যারা আল্লাহর যিকির করতে থাকে, তখন তাঁরা একে অপরকে ডাকেন, তোমরা আসো তোমাদের লক্ষপানে। এরপর তারা যিকিরকারীদেরকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত ঢেকে ফেলেন। তখন আল্লাহ তাদের চেয়ে বেশি অবগত হওয়ার পরও তাদেরকে জিজ্ঞাস করেন, আমার বান্দারা কী বলছে? ফেরেশতারা বলেন, তারা আপনার পবিত্রতা বয়ান করে আপনার বড়ত্ব প্রকাশ করছে; আপনার প্রশংসা করছে এবং আপনার মা জ্ঞাপন করছে। আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশত বলেন, না; আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখত, তা হলে কেমন হত? ফেরেশতারা বলেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তা হলে আরও শক্তভাবে আপনার এবাদত করত: আরও শক্তভাবে আপনার মহত্ত্ব জ্ঞাপন করত: আরও অধিক আপনার পবিত্রতা জ্ঞাপন করত। আল্লাহ বলেন, তারা আমার কাছে কী চায়? ফেরেশতারা বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, না: হে রব! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ বলেন, যদি তারা তা দেখত, তা হলে কেমন হত? ফেরেশতারা বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখত, তা হলে জান্নাতের ব্যাপারে আরও শক্ত আগ্রহ লালন করত: আরও শক্তভাবে চাইত: আরও বড় আকর্ষণ বোধ করত। আল্লাহ বলেন, তারা পানাহ চায় কোন্ বস্তু থেকে? ফেরেশতারা বলেন, তারা পানাহ চায় দোযখ থেকে। আল্লাহ বলেন, তারা কি দোযখ দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, না; আল্লাহর কসম! তারা তা দেখেনি।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

আল্লাহ বলেন, যদি তারা দোযখ দেখত, তা হলে কেমন হত? ফেরেশতারা বলেন, যদি তারা তা দেখত, তা হলে আরও শক্তভাবে তা থেকে পলায়ন করত; আরও শক্তভাবে ভয় করত। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। তখন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি রয়েছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; সে কোন এক প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ বলেন, তারা এমন এক উপবেশনকারী দল, যাদের কোন সাথি বঞ্চিত হয় না। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৪০৮]

- স্থায়ী নেক আমল

এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। [সুরা কাহফ: ৭৬]

আল্লাহ তাআলা এভাবেই বলেছেন, নেক আমলের আগ্রহ দেওয়ার জন্য। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

তোমরা ঢাল ধারণ করো। আমরা বললাম, এমন শত্রুর বিরুদ্ধে, যে উপস্থিত হয়েছে? নবীজী বললেন, না; দোযখ থেকে বাঁচার জন্য ঢাল ধারণ করো। বলো, সুবহানাল্লাহ, ওয়াল-হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। এই কালিমাগুলো কিয়ামতের দিন মুক্তিদাতা ও অগ্রবর্তী হিসেবে আগমন করবে। এগুলোই স্থায়ী নেক আমল। [হাকেম: হাদীস নং- ১৯৮৫]

এসব আমল দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেয়; আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। সুতরাং দোযখ থেকে মুক্তিকামীর জন্য উচিত নবী-রসূল, নেককার ও ওলীদের পথ অনুসরণ করা।

বিরতি ...

প্রকৃত মুমিন দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে ক্ষান্ত হয় না; বরং দোযখ থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন আমল করে।

www.QuranerAlo.net

দোযখের প্রহরী

প্রকাণ্ড দেহের অধিকারী পাষাণ কিছু ফেরেশতা দোযখে নিযুক্ত আছেন। তাদের প্রহার খুব কঠিন। তারা দোযখের প্রহরী।

- দোযখের প্রহরীদের সংখ্যা কত?
- তাদের মধ্যে বড় কে?

সূচনা

দোযখের প্রহরী বড় বড় কিছু ফেরেশতা, যারা আল্লাহর হুকুমের কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করেন না। তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তা-ই তারা করে থাকেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না। এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তারা তাই করে। [সুরা তাহরীম: ৬]

দোযখের প্রহরীদের সংখ্যা

যেসব ফেরেশতা দোযখে নিয়োজিত আছেন, তারা দোযখের প্রহরী। তাদের প্রকাণ্ডতা, তাদের শক্তি ও তাদের ক্ষমতা– এমন বিষয়, যা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে অনুমান করা সম্ভব নয়। তাদের সংখ্যা উনিশ। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তাকে প্রবেশ করাব সাকার তথা আগুনে। তুমি কি বুঝলে সাকার কী? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ (ফেরেশতা)। আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। [সুরা মুদ্দাস্‌সির: ২৬-৩১]

এই ফেরেশতারাই দোযখের প্রহরী। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বলো, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন। [সুরা গাফির: ৪৯]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

দোযখের প্রহরীদের কাজ

দোযখের প্রহরী ফেরেশতাদের কিছু কাজ ও দায়িত্ব রয়েছে। দোযখীদের আযাব নিয়ন্ত্রণ করবেন তারা। দোযখীদেরকে তিরস্কার করা, তাদেরকে ধমকানো, আগুন সতেজ করা ইত্যাদিও তাদের কাঁধে নিযুক্ত থাকবে। যখন দোযখীরা তাদের অনুগ্রহ কামনা করবে, তখন তারা খুব কঠোর ও পাষাণ আচরণ করবেন। কেননা, আল্লাহ সৃষ্টির সময়ে তাদের স্বভাবে কঠোরতা, পাষণ্ডতা ও ভরে দিয়েছেন। এজন্য তারা অন্তরের দিক থেকে পাষাণ এবং দেহ ও শরীরের দিক থেকে প্রকাণ্ড ও শক্তিশালী। তাদের অন্তরে কোন মায়া-মমতা নেই। কেননা, তারা সৃষ্ট হয়েছেনই আযাবের জন্য।

মিনহাল ইবনে আমর বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, একে তোমরা ধরো এবং বেড়ি লাগাও [সুরা হাক্কা: ৩০], তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার কাছে ছুটে আসবেন। তাদের মধ্য থেকে বিশেষ ফেরেশতা এ রকম করবেন– অর্থাৎ হাত খুলে ইশারা করবেন এবং এভাবেই তিনি সত্তর হাজারকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। [ইবনে কাসীর: ৮/২১৬]

দোযখীরা প্রবেশ করার পর দোযখের প্রহরীরা কী করবেন, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের ব্যাপারে? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। [সুরা যুমার: ৭১]

দোযখের প্রহরীদের নেতা

দোযখের প্রহরীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় এবং তাদের নেতা, তিনিও একজন ফেরেশতা। তাঁর নাম মালেক। আল্লাহ তাআলা তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে–

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

তারা ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার পালনকর্তা আমাদের কিসসাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। [সুরা যুখরুফ: ৭৭]

একবার নবীজী দীর্ঘ এক স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আযাব প্রত্যক্ষ করেন। স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন, আমরা চললাম। এলাম এক লোকের কাছে। তোমার দেখা সবচেয়ে বিশ্রী চেহারার লোকের মত সে দেখতে। তার পাশে রয়েছে আগুন। সে তা প্রজ্বলিত করছে এবং তার পাশে দৌড়াদৌড়ি করছে। আমি বললাম, এ কী? তারা দু'জন বললেন, চলুন; চলুন।...

হাদীসের শেষে নবীজী বলেন, বিশ্রী চেহারার লোকটিকে যে আগুনের পাশে দেখলেন, সে তা প্রজ্বলিত করছে। সে হচ্ছে মালেক। দোযখের প্রহরী।

[বুখারী: হাদীস নং- ৬৬৪০]

এ হল দোযখের প্রহরী ও তাদের কর্তব্যের বিবরণ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করার জন্য বয়ান করে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ করে দোযখ থেকে মুক্তি দিন। আমীন।

আহ্বান ...

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে দোযখ থেকে রক্ষা করো।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

দোযখের দরজাসমূহ

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করার জন্য দোযখ, তার বিভিন্ন দরজা ও বেড়ি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুতরাং এখন আলোচনা করব–

- দোযখের দরজা কয়টি?
- সেগুলো খোলা, না কি বন্ধ?
- সেগুলো চারদিকে, না কি একটির উপর আরেকটি?

সূচনা

জান্নাতের প্রশস্ত কিছু দরজা আছে। জান্নাতীগণ সেই দরজাগুলো দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। খুশি হয়ে হাসতে হাসতে। তাদের চেহারা থাকবে তখন পূর্ণিমার চাঁদের মত। তাদের পরস্পরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। একইভাবে দোযখের বিভিন্ন দরজা দিয়ে তার বাসিন্দারা প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা থাকবে কালো; অন্তর থাকবে আচ্ছন্ন। একজন আরেক জনকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকবে। দোযখের দরজাসমূহের দিকে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হবে। ঠাঁসাঠাঁসি করে জ্বলতে শুরু করবে তারা।

দোযখের দরজার সংখ্যা

দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে, সেগুলোর ভিতর দিয়ে অপরাধীরা প্রবেশ করবে। অধিবাসীর সংখ্যা বেশি হবে বলেই এতগুলো দরজার ব্যবস্থা। প্রত্যেক দরজার জন্য প্রবেশকারী অপরাধীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য আছে একেকটি পৃথক দল।

[সুরা হিজর: ৪৩, ৪৪]

যখন কাফেররা দোযখের সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার দরজাসমূহ খোলা হবে। এরপর তারা সেখানে চিরস্থায়ী হিসেবে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের ব্যাপারে? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। বলা হবে তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। [সুরা যুমার: ৭১, ৭২]

দোযখের দরজা একটির উপর আরেকটি

দোযখের দরজাগুলো একটির উপর আরেকটি স্থাপিত। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে; একটি আরেকটির উপরে। আগে প্রথমটি পূর্ণ হবে, তারপর দ্বিতীয়টি, তারপর তৃতীয়টি। এভাবে সবগুলো।

[তাফসীরে তাবারী: সুরা যুমার- ৭১, ৭২ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য]

ইবনে জুরাইজ বলেন, দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে– প্রথমটি জাহান্নাম, তারপর লাজা, তারপর হুতামা, তারপর সাঈর, তারপর সাকার, তারপর জাহীম, তারপর হাবিয়া। [প্রাগুক্ত]

দোযখের দরজাসমূহ রুদ্ধ

অপরাধীদের শাস্তি ও আযাব হিসেবে দোযখের দরজাসমূহ রুদ্ধ থাকবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই বামপন্থী। তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

[সুরা বালাদ: ১৯, ২০]

এরাই হচ্ছে বামের দল, যাদেরকে কিয়ামতের দিন আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে। এদের বিষয়েই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা। তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে, উত্তপ্ত পানিতে এবং ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। [সুরা ওয়াকিআ: ৪১-৪৪]

হাঁ, কিয়ামতের দিন দোযখের দরজাগুলো বন্ধ থাকবে। মানে, তারা প্রবেশ করার পর দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাদের উপর আযাব কার্যকর হয়ে যাবে। সুতরাং তারা মুক্তির কোন সামর্থ্য রাখবে না।

দুনিয়া থাকতে জাহান্নামের দরজাগুলো খোলা থাকে। তবে রমযানে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যখন রমযান আসে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে অবরুদ্ধ করা হয়। [মুসলিম]

একেক দরজা একেক শ্রেণির আমলকারীর জন্য জান্নাতের একেক দরজা যেমন একশ্রেণির নেক আমলকারীদের জন্য। এজন্য জেহাদের দরজা দিয়ে মুজাহিদরা প্রবেশ করবে, রাইয়ান দরজা দিয়ে রোযাদাররা প্রবেশ করবে।.... কোন কোন আলেমের মতে দোযখের দরজাগুলোও তেমনই। এজন্য এক প্রকারের ফাসেদ আমলকারী ব্যক্তিরা একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। এ কারণেই রমযানে দোযখের দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয় অপরাধীদেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করতে।

হিসাব ...

দোযখীদের উপর দোযখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। সুতরাং উত্তাপ, উৎকণ্ঠা আর উৎপীড়নের মধ্যে তাদেরকে সেখানেই থাকতে হবে।
হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মুক্তি দাও।

www.QuranerAlo.net

দোযখের জ্বালানী

দোযখ সবসময় জ্বলমান। কখনও দুর্বল হবে না; কখনও নিভবে না। এর জ্বালানী চিরস্থায়ী। এর অধিবাসীদের আযাবও স্থায়ী। তারা সাহায্য চাইবে; কিন্তু সাহায্যকারী থাকবে না। আল্লাহ ছাড়া পালানোর কোন জায়গা নেই; কিন্তু তারা আগেই তাঁকে অস্বীকার করে এসেছে; তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এসেছে। সুতরাং পালিয়ে কীভাবে তাঁর আশ্রয়ে যাবে, অথবা কীভাবে তাঁর রহমতের আশা করবে! তাদের ঠিকানা জাহান্নাম; এটাই তাদের আশ্রয়। দোযখ কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্য। যা হোক–

দুনিয়ার আগুনের চিত্র। আখেরাতের আগুন এর চেয়ে সত্তরগুণ সতেজ হবে।

- দোযখের জ্বালানী কী?
- মূর্তি ও দেবদেবীর দোযখে প্রবেশের হেকমত কী?

সূচনা

দোযখের স্থায়ী উত্তাপ ও প্রজ্বলনের জন্য ইন্ধন থাকা জরুরী, যাতে তার জ্বলা জ্বালানো অব্যাহত থাকে। এতদসত্ত্বেও তাতে অন্ধকার ও সাপ-বিচ্ছু থাকবে দোযখীর ভীতি, আহাজারী ও কান্না বৃদ্ধির জন্য।

দোযখের জ্বালানী

পাথর ও দাম্ভিক কাফেররা হচ্ছে দোযখের জ্বালানী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। [সুরা তাহরীম: ৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, সেই জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করো, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

[সুরা বাকারা: ২৪]

কত ভয়ঙ্কর কথা যে, দোযখকে এদের মাধ্যমেই জ্বালানো হবে। এরা আযাবও ভোগ করবে এবং জ্বলতেও থাকবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

কাফেররা জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে, আর জাহান্নাম এভাবেই সতেজ থাকবে। পাথর বলে উদ্দেশ্য বারুদজাতীয় কালো পাথর, যা জ্বলতে পারে এবং জ্বালাতে পারে।

দোযখকে আরও প্রজ্বলিত করা হবে ওইসব মূর্তির মাধ্যমে, যেগুলো দুনিয়াতে পূজা করা হত। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করো, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। তারা সেখানে চিৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। [সুরা আম্বিয়া: ৯৮-১০০]

আয়াতের অর্থ হচ্ছে হে কাফেররা! নিশ্চয় তোমরা যারা গাইরুল্লাহর এবাদত করেছ, তোমরা কিয়ামতের দিন দোযখে থাকবে। দোযখ প্রজ্বলিত থাকবে তোমাদের দ্বারা এবং সেইসব মূর্তি, পাথর ও দেবদেবীর দ্বারা, তোমরা যেগুলোর উপাসনা করতে। সুতরাং তোমরাই জাহান্নামের জ্বালানী ও খড়ি। তোমরাই তাতে উপাস্যদের নিয়ে অবতরণ করবে।

প্রশ্ন ? মূর্তিসমূহ কেন দোযখে যাবে, ওগুলো তো নিষ্প্রাণ, নির্বোধ ও নিষ্পাপ?

উত্তর: আল্লাহ তাআলা মূর্তিসমূহকে দোযখে দিবেন, ওগুলোকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়; বরং যারা ওগুলো উপাস্য সাব্যস্ত করেছে, তাদের মিথ্যা ও বানোয়াটি প্রকাশ করার জন্য। যাতে তারা দেখতে পায় যে, উপাস্য হিসেবে যেগুলোকে তারা সম্মান করত, যেগুলোর কাছে তারা কল্যাণের আশা করত, সেগুলোই তাদের সাথে দোযখে। এমনটা দেখলে তাদের আযাব ও যাতনা আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ? কাফেররা যেগুলোর পূজা করে, সেগুলোর মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালাম রয়েছেন। কোন কোন কাফের জনগোষ্ঠী ফেরেশতাদেরও পূজা করে। তা হলে এরাও কি দোযখে থাকবেন?

www.QuranerAlo.net

জওয়াব: আল্লাহর নবী ঈসা, উযাইর এবং আল্লাহর ফেরেশতা ও ওলী-আওলিয়া, দুনিয়াতে যাদের এবাদত করা হয়ে থাকে, তাদের কাউকে দোযখে আযাব দেওয়া হবে না এবং তারা সেখানে প্রবেশও করবেন না। কেননা, আল্লাহ তাআলা (সুরা আম্বিয়ার ৯৮ নং আয়াতে) বলেছেন, 'তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে।' এরপর বলেছেন, যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে। তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে। [সুরা আম্বিয়া: ১০১, ১০২]

দোযখের জ্বালানীর বিবরণ দেওয়া হল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দোযখ ও তার উত্তাপ থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

দায়মুক্তি ...

পথভ্রষ্ট অনুসৃতরা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সুতরাং গাইরুল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক করবে, সে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

তাপ ও শীতের প্রচণ্ডতা

আল্লাহ মাখলুককে হুকুম দিয়েছেন তাঁর আনুগত্য করতে; সাবধান করেছেন না-ফরমানী করার ব্যাপারে। অনুগতদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন এবং অবাধ্যদের জন্য দোযখের হুমকি দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা দোযখের উত্তাপের প্রচণ্ডতা ও তার গভীরতার বিবরণও দিয়েছেন। সুতরাং এখন আমরা জানব যে,

- এই আগুনের বৈশিষ্ট্য কী?
- আগুনের ছায়া কী হবে?
- পরকালের আগুনের সাথে দুনিয়ার আগুনের অনুপাত কত?

সূচনা

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আগুনকে পরকালের আগুনের স্মারক বানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যে আগুন জ্বালাও, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? আমি সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা। [সুরা ওয়াকিআ: ৭১-৭৩]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, তোমাদের এই আগুন, যা বনী আদম প্রজ্বলিত করে, জাহান্নামের তাপের সত্তর ভাগের একভাগ। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল? নবীজী বললেন, পরকালের আগুনকে আরও উনসত্তর গুণ তীব্র করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের তাপ দুনিয়ার আগুনের মত। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৪৪]

বামপাশের লোকজন

আল্লাহ তাআলা বলেন, বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা। তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে, উত্তপ্ত পানিতে এবং ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।

[সুরা ওয়াকিআ: ৪১-৪৪]

অর্থাৎ বাম পাশের লোকজন হচ্ছে জাহান্নামী, যারা দুনিয়াতে সত্য এড়িয়ে চলেছে, তাদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে। হাশরের ময়দানে তারা বামপাশে অবস্থান করবে। কে বলবে, তখন তাদের কী অবস্থা হবে? কঠিন তাপ তাদের লোমকূপের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করবে। প্রচণ্ড গরম পানি তারা পান করবে। তাদের উপর ধোঁয়ার ছায়া থাকবে, যা ঠান্ডাও নয়; আরামদায়কও নয়।

পরকাল

www.QuranerAlo.net

দোযখের ভয়াবহতা আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বর্ণনা করেছেন, আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। তুমি জান তা কী? প্রজ্বলিত আগুন!

[সুরা ক্বারিআ: ৮-১১]

হাঁ, হাবিয়া দোযখ এবং তার উত্তাপ ও আযাব সম্পর্কে কে অবহিত করবে? সেটা কঠিন তাপের ভয়াবহ আগুন। জালেম অপরাধী তাতে পরিপূর্ণ বদলা পাওয়ার জন্য পতিত হবে। সে যেহেতু দুনিয়াতে লিপ্ত হয়ে শয়তানের আনুগত্য করে, সেজন্য কিয়ামতের দিন দোযখে লিপ্ত হবে।

দোযখের ছায়া

দোযখের ছায়ার অভ্যন্তর শীতল নয়; দৃশ্যতও মনোহর নয়। সে হচ্ছে কালো ধোঁয়ার ছায়া। আল্লাহ তাআলা এই ছায়ার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, চলো তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং আগুনের উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। যেন তা হলুদ বর্ণের উটবহর। [সুরা মুরসালাত: ৩০-৩৩]

সবসময় জ্বলমান

দোযখের আগুন কখনও নিস্তেজ হবে না। দীর্ঘ কাল ও বহু দিন অতিবাহি হওয়ার পরও তার প্রজ্বলন হ্রাস পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, অত তোমরা আস্বাদন করো, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি কর [সুরা নাবা: ৩০] তারপরও দোযখ প্রতিদিনই প্রজ্বলিত করা হয়।

আমর ইবনে আবাসা সুলামী বলেন, জাহেলী যুগে আমি ধারণা করতাম যে, মানুষ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত আছে। তারা গ্রহণযোগ্য কোন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা মূর্তি পূজা করে। এরই মধ্যে মক্কায় এক লোকের আবির্ভাবের কথা শুনলাম, যিনি অনেক সংবাদ দিয়ে থাকেন। বিলম্ব না করে আমি যানবাহনে চড়লাম এবং তাঁর এলাকায় উপস্থিত হলাম। জানলাম তিনি রসুলুল্লাহ, আত্মগোপন করে চলছেন। তাঁর কওম তাঁর উপর ক্ষিপ্ত। আমি তাঁর প্রতি মায়া অনুভব করলাম এবং মক্কায় তাঁর ঘরে উপস্থিত হলাম। বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি একজন নবী। আমি বললাম, নবী কী জিনিস? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমি বললাম, কী দিয়ে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন, আত্মীয়তা সংরক্ষণ, মূর্তিসমূহ বিচূর্ণায়ন এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে তাঁকে এক সাব্যস্ত করার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

এক পর্যায়ে আমর বললেন, আমাকে নামায সম্পর্কে বলুন।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নবী বললেন, ফজরের নামায পড়ো। তারপর সূর্য উদিত হয়ে খানিকটা উপরে ওঠা পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকো। কেননা, যখন সূর্য উদিত হয়, তখন তা উদিত হয় শয়তানের দুই শিঙের মাঝে। তখন কাফেররা সূর্যের উদ্দেশ্যে সেজদা করে। এরপর তুমি নামায পড়ো। কেননা, নামাযকে সাক্ষী বানানো হবে; উপস্থিত করা হবে। (নামায পড়ো) ছায়া বর্শার সাথে লেপ্টে যাওয়া পর্যন্ত। এরপর নামায থেকে বিরত হও। কেননা, এ সময় জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হয়। এরপর যখন ছায়া এগিয়ে যায়, তখন নামায পড়ো। কেননা, নামাযকে সাক্ষী বানানো হবে; উপস্থিত করা হবে। কতক্ষণ পর আসরের নামায পড়ো। এরপর সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য ডোবে শয়তানের দুই শিঙের মাঝে এবং এ সময়ই সূর্যের উদ্দেশ্যে কাফেররা সেজদা করে। [মুসলিম: হাদীস নং- ১৯৬৭]

কিয়ামতের দিনও দোযখ প্রজ্বলিত করা হবে, যখন দোযখীরা তার মুখোমুখি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন জাহীমকে প্রজ্বলিত করা হবে। [সুরা তাকভীর: ১২]

তীব্র তাপ দোযখের প্রশ্বাস

দুনিয়ার তাপে কখনও কখনও মানুষ মারা যায় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাহ্যিকভাবে এর কারণ সূর্যের কিরণ বা অন্যকিছু মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার তাপের প্রচণ্ডতাও জাহান্নামের প্রশ্বাস থেকে আসে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যখন তাপ তীব্র হয়ে পড়ে, তখন নামায ঠান্ডা করে আদায় করো। কেননা, তাপের প্রচণ্ডতার উৎস জাহান্নামের প্রশ্বাস। দোযখ তার রবের কাছে নালিশ করে বলেছিল যে, হে রব! আমার একাংশ আরেকাংশকে খেয়ে ফেলল। তখন তিনি তাকে দুইবার শ্বাস নেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন– এক শ্বাস শীতে, আরেক শ্বাস গ্রীষ্মে। তীব্র গরম, যা তোমরা অনুভব কর এবং তীব্র শীত, যা তোমরা অনুভব কর, তা এ কারণেই। [ইবনে হিব্বান: হাদীস নং-৭৪৬৬]

নিরাপত্তা ...

দোযখ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হচ্ছে নামায। সুতরাং যখন দোযখ প্রজ্বলিত করা হয়, তখন নামায থেকে বিরত থাকুন।

www.QuranerAlo.net

দোযখের প্রকাণ্ডতা ও গভীরতা

দোযখ আকারে বিশাল; কিন্তু অধিবাসীদের জন্য সঙ্কীর্ণ। দোযখের ভিতরে লোকজন ঠাঁসাঠাঁসি করে বাস করবে। তাদের একেক জনের দেহ এত বিরাট হবে যে, সামনের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত। আর তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দৈর্ঘ্য হবে তিনদিনের পথ। এখন আমরা আলোচনা করব–

- দোযখের প্রকাণ্ডতা কেমন?
- তার গভীরতার অবস্থা কী?
- কেউ দোযখে প্রবেশের পর কি সেখান থেকে বের হতে পারবে?

সূচনা

যে দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে, আরও আছে কি? [সুরা কাফ: ৩০] এভাবেই আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের অবস্থা, তার আযাবের অবস্থা এবং প্রবেশকারীদেরকে আযাব দেওয়ার ব্যাপারে তার উৎসাহের অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

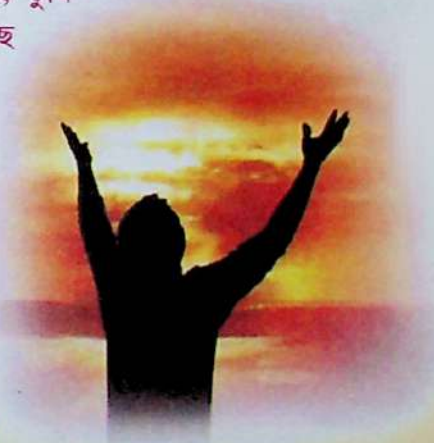

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, সে দিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা, তারা সেই লাগাম টানতে থাকবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৪৩]

এবার আপনি এই ভয়ঙ্কর সৃষ্টি দোযখের আকৃতির ব্যাপারে চিন্তা করুন। কত বিশাল হলে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ফেরেশতাদের এমন বিশাল জামাতের প্রয়োজন হতে পারে, যাদের শক্তিমত্তার সীমা জানেন শুধু আল্লাহ তাআলা।

দোযখের গভীরতা

বিরাটাকারের এক অন্ধকার ক্ষেত্র হচ্ছে দোযখ; তার তলদেশ অত্যন্ত গভীর। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যদি একটি পাথর জাহান্নামের ভিতর নিক্ষেপ করা হয়, তা হলে তলা পাওয়ার আগে সেটা সত্তর বছর নীচে পড়তে থাকবে। [ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৭৪৬৮]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

দোযখের বিভিন্ন দার্ক

উত্তাপ ও অপরাধীর শাস্তির মাত্রাহিসেবে দোযখের আগুনের পর্যায় থাকবে বহুবিধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন দার্কে। আর তোমরা তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

[সুরা নিসা: ১৪৫]

কোন বস্তুর নিম্নমুখী স্তরকে দার্ক বলা হয়। আর কোন বস্তুর উর্ধ্বমুখী স্তরকে দারাজ বলা হয়। এজন্য জান্নাতের স্তরসমূহকে বলা হয় 'দারাজাত', এবং দোযখের স্তরসমূহকে বলা হয় 'দারাকাত'।

প্রশ্ন ? 'জাহান্নামিয়্যীন' কাদেরকে বলা হয়? এরা কি জাহান্নামে প্রবেশের পর আবার সেখান থেকে বের হবে?

উত্তর: হাঁ। এরা এমন কিছু লোক, যারা একত্ববাদে বিশ্বাস করত এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু কিছু লোক তাদের অপরাধের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ যত দিন চান, তাদেরকে আযাব দিবেন। এরপর তারা সেখান থেকে বের হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

আল্লাহ শাস্তি প্রদানের পর অনেক মুমিনকে দোযখ থেকে বের করবেন। নবীজী বলেন, যখন আল্লাহ তাদেরকে মুশরিকদের সাথে দোযখে দিবেন, তখন মুশরিকরা বলবে, তোমরা কি দুনিয়াতে বলতে না যে, তোমরা ওলী, এখন তোমরা আমাদের সাথে দোযখে কেন? যখন আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের একথা শুনবেন, তখন তিনি শাফায়াতের অনুমতি দিবেন। সুতরাং ফেরেশতা ও নবীগণ তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তারা আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে বের হয়ে আসবে। যখন তাদেরকে বের করা হবে, তখন মুশরিকরা বলবে, হায়রে আমরা যদি তোমাদের মত হতাম, তা হলে আমরাও শাফায়াত পেতাম এবং আমাদেরকে দোযখ থেকে বের করা হত। একথাই আল্লাহ [কুরআনে] বলেছেন, কোনসময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে, কত ভালো হত, যদি তারা মুসলমান হত। [সুরা হিজর: ২]

যা হোক, জান্নাতে তাদেরকে নাম দেওয়া হবে 'জাহান্নামিয়্যীন'।

www.QuranerAlo.net

তাদের চেহারায় কালো রেখা থাকার কারণে। তারা বলবে, আমাদের এই নাম দূর করে দিন। তখন আল্লাহ তাদেরকে হুকুম করবেন। তারা জান্নাতের একটি নদীতে গোসল করবে। তখন দাগ দূর হয়ে যাবে।

[ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৭৪৩২]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, ... একসময় যখন আল্লাহ বান্দাদের হিসাব থেকে ফারেগ হবেন এবং যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে দোযখ থেকে মুক্ত করতে চাইবেন, তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিবেন, তারা যেন দোযখ থেকে ওই ব্যক্তিকে বের করেন, যে আল্লাহর সাথে কোনকিছু শরীক সাব্যস্ত করেনি এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ফেরেশতারা তাদেরকে সেজদার চিহ্নের কারণে চিনতে পারবেন। আগুন ইবনে আদমের সেজদার চিহ্ন ছাড়া সব খেয়ে ফেলবে। আগুনের জন্য সেজদার চিহ্ন খাওয়া আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। যা হোক, তারা কয়লা হওয়ার পর দোযখ থেকে বের হবে। এজন্য তাদের উপর হায়াতের পানি ঢেলে দেওয়া হবে। তখন তারা এই পানির নীচ থেকে বের হয়ে আসবে, স্রোতের পানিতে ভাসমান স্তুপ থেকে যেমন চারা গজিয়ে উঠে। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৭৩]

নবী আলাইহিস সালাম জানিয়েছেন যে, তাদের নাম হবে 'জাহান্নামিয়্যীন'। তিনি বলেন, মুহাম্মাদের সুপারিশে এক কওম দোযখ থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের না দেওয়া হবে, জাহান্নামিয়্যীন। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪৭৪২]

দুঃখ ...

দোযখের কাফেররা যখন দেখবে যে, তাওহীদপন্থীরা বের হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের দুঃখ আরও বেড়ে যাবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

দোযখীদের আযাবের ব্যবধান

যেহেতু দোযখের বিভিন্ন স্তর আযাব ও ভীতির দিক থেকে বেশকম, এজন্য দোযখের অধিবাসীরাও শাস্তির দিক থেকে বেশকম হবে। আল্লাহ তাআলার ইনসাফ এর মূল কারণ। যা হোক–

- এই ব্যবধানটা কী?
- কাফেরদের মাঝেও কি আযাবের দিক থেকে ব্যবধান থাকবে?
- কার আযাব সবচেয়ে কম হবে, আর কার আযাব হবে সবচেয়ে বেশি?

সূচনা

তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। [সুরা কাহাফ: ৪৯] এটা আল্লাহ তাআলার কথা। দুনিয়ার আমল অনুযায়ী কিয়ামতের দিন তিনি মাখলুকাতের মধ্যে সমতাবিধান করবেন। হাঁ, তিনি মাখলুকের আমল হিসাব করে রাখেন এবং আমলের পুরো বদলা তিনি দিবেন। সুতরাং যে নেক আমল করতে পারে, সে যেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি ব্যতিক্রম করে, সে যেন নিজকেই ভর্ৎসনা করে। দোযখীদের শাস্তি যে বেশকম হবে, তার দলিল নবী আলাইহিস সালামের হাদীস–

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হাল্কা আযাব হবে ওই ব্যক্তির, যাকে আগুনের দুটি জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। সেই জুতা দুটির কারণে তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে। কেউ দোযখে হাঁটু পর্যন্ত আগুনের মধ্যে থাকবে, সাথে থাকবে আযাবের অন্যান্য অংশ। কেউ দোযখে বুক পর্যন্ত আগুনের মধ্যে থাকবে, সাথে থাকবে আযাবের অন্যান্য অংশ। কেউ দোযখে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত আগুনের মধ্যে থাকবে, সাথে থাকবে আযাবের অন্যান্য অংশ। কেউ দোযখের আগুনের মধ্যে ডুবে যাবে। [মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ১৮৬২৮]

মুসলিম অপরাধীদের ব্যবধান

দোযখে তাওহীদপন্থী অপরাধীদের শাস্তি হবে তাদের আমল অনুযায়ী। সুতরাং কবীরা গুনাহের অপরাধীদের শাস্তি সগীরা গুনাহের অপরাধীদেরকে দেওয়া হবে না।

www.QuranerAlo.net

কারও কারও শাস্তি হ্রাস করা হবে তাদের অন্যান্য নেক আমল অথবা বিশেষকোন কারণ বিবেচনা করে।

কাফেরদের প্রকারভেদ ও বিভিন্ন স্তর

কাফেরদের কুফরের ক্ষেত্রে বেশকম আছে। এজন্য তাদের আযাবের ক্ষেত্রেও বেশকম হবে। একজন কুফর করেছে; আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে; নবী-রসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে; খাহেশের পিছনে ছুটেছে এবং শয়তানের আনুগত্য করেছে; কিন্তু কাউকে হত্যা করেনি; চুরি-ডাকাতি করেনি, তা হলে এর শাস্তি ওই কাফেরের চেয়ে কম হবে, যে কুফর করেছে; আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছে; না-ফরমানী করেছে; দাম্ভিকতা দেখিয়েছে; নবীদেরকে হত্যা করেছে; মুসলমানদের আব্রু লুণ্ঠন করেছে; জমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং মানুষের ইজ্জত হরণ করেছে। এজন্যই আবু তালেবের আযাব দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে কম হবে। তার দুই পায়ের নীচে দুটি আগুনের কাঁকর রাখা হবে, আর সে কারণেই তার মাথার মগজ টগবট করতে থাকবে।

সবচেয়ে কম আযাবের দোযখী

দোযখে যার আযাব সবচেয়ে কম হবে, নবী আলাইহিস সালাম তার সম্পর্কে অবহিত করেছেন; তার অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। একথাও তিনি বয়ান করেছেন যে, অন্যের তুলনায় তার আযাব কম হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে মনে হবে, তাকেই সবচেয়ে বেশি আযাব দেওয়া হচ্ছে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, দোযখে সবচেয়ে কম আযাব যার হবে, সে আগুনের দুটি জুতা পরিধান করবে; আর এতেই তার মাথার মগজ টগবট করতে থাকবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৫৩৬]

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (একবার) বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি আবু তালেবের কোন উপকার করেছেন? তিনি আপনাকে হেফাজত করতেন; আপনার ক্রোধের কারণে ক্রুদ্ধ হতেন। নবীজী বললেন, হাঁ; তিনি এখন সামান্য আগুনে। যদি আমার উপকার না থাকত, তা হলে তিনি দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন। [মুসলিম: হাদীস নং- ৫৩১]

প্রশ্ন কাফেরদের নেক আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। তা হলে তা কীভাবে তাদের উপকার করবে এবং তাদের আযাব হাল্কা করবে?

উত্তর: কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ইসলাম।

www.QuranerAlo.net

এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। [সুরা আল-ইমরান: ৮৫] সুতরাং দোযখ থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে কাফেরদের আমল কোন উপকার করবে না এবং গৃহীতও হবে না। তবে তাদের নেক আমল আযাব হাল্কা করার ক্ষেত্রে উপকার করবে। যেমন, নবীজীর চাচা আবু তালেবের ক্ষেত্রে ঘটেছে। নবীজীর পদক্ষেপে তার শাস্তি লঘু করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যেহেতু মূর্তিপূজারী ছিলেন; আল্লাহর সাথে শিরক করতেন; আল্লাহকে এক বলে মানতেন না, এজন্য তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন না; দোযখ থেকে মুক্তি পাবেন না। তবে অন্যদের তুলনায় তার শাস্তি কম। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সুরা মায়িদা: ৭২]

দোযখীদের লজ্জা

সাগরে আঙুল চুবিয়ে বের করে আনলে আঙুলে যে পরিমাণ পানি উঠে আসে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন সে পরিমাণ। কাজেই কাফেররা যখন আখেরাতের আযাব দেখবে, তখন তারা দুনিয়ার স্বাদ ভুলে যাবে। তারা লজ্জিত হবে এবং কুফর ও গুমরাহীর কারণে আফসোস করতে থাকবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হালকা আযাবে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ যদি তোমার কাছে থাকত, তা হলে তা কি তুমি মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করতে? তখন সে বলবে, হাঁ; অবশ্যই প্রদান করতাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি আদমের পিঠে থাকতেই এর চেয়ে তুচ্ছ বিষয় তোমার কাছে আমি চেয়েছিলাম। তা হল এই যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। কিন্তু তুমি অস্বীকার করেছ এবং আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছ। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৫৭]

ইনসাফ ...

কুফরের ক্ষেত্রে সবার অপরাধ সমান হওয়া সত্ত্বেও আমলের ব্যবধানের কারণে তাদের প্রতিদান বেশকম হবে।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

দোযখীদের পানীয়

আল্লাহ তাআলা দোযখীদের খাবার ও পানীয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। খাবার-পানীয়ও তাদের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদে দোযখীদের বিভিন্ন প্রকার পানীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তা হলে–

- এ প্রকারগুলো কী কী?
- এগুলোর নাম উল্লেখ করার ফায়দা কী?
- তারা কি এসব পানীয় স্বেচ্ছায় পান করবে?

সূচনা

যেকোন বিষয়ের বিশ্লেষণ সম্পর্কে বান্দার অবগতি সে বিষয়ের ব্যাপারে ঈমান ও বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের দীন সম্পর্কে বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। মুত্তাকীদের প্রতিদান এবং অমান্যকারী ও মিথ্যা সাব্যস্তকারীর শাস্তি বর্ণনা করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তাআলা দোযখীদের চার প্রকার পানীয়ের কথা বর্ণনা করেছেন।

হামীম

হামীম হচ্ছে জাহান্নামের আগুনে ফুটানো গরম পানি। এই পানি পান করার পর পেটের ভিতরকার সবকিছু গলে যাবে। আঁতুড়ি তরল পদার্থের মত গড়িয়ে পড়বে এবং চামড়া ঝলসে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে। [সুরা মুহাম্মাদ: ১৫]

গাস্‌সাক

গাস্‌সাক হচ্ছে অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি। অধিক ঠান্ডা হওয়ার কারণে যা পান করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, এ হচ্ছে হামীম ও গাস্‌সাক, অতঃপর তারা একে আস্বাদন করুক! [সুরা সাদ: ৫৭]

www.QuranerAlo.net

সদীদ

দোযখে জ্বলতে জ্বলতে কাফেরের গোশ্ত ও চামড়া থেকে যাকিছু বিগলিত হয়ে গড়িয়ে পড়বে, সেটাই সদীদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, তার পিছনে থাকবে জাহান্নাম। তাতে পূঁজ মেশানো পানি পান করানো হবে। (দোযখী) ঢোক গিলে তা পান করবে; কিন্তু গলার ভিতরে প্রবেশ করাতে পারবে না। প্রত্যেক দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে; তবে সে মরবে না। তার পিছনেও থাকবে কঠোর আযাব। [সুরা ইবরাহীম: ১৬, ১৭]

অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও ঘন হওয়ার কারণে ঢোক গিলতে পারবে না। কেননা, এই পানিতে থাকবে রক্ত ও পূঁজের সংমিশ্রণ।

গাদের মত পানি

তেল ও শরবতের মত তরল বস্তুর নীচে গাদ জমে। দোযখীদেরকে যে পানি পান করতে দেওয়া হবে, তা যাইতুন তেলের গাদের মত দেখা যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে তবে গাদের মত পানীয় দেওয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে দিবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়। [সুরা কাহফ: ২৯]

আরও কিছু পানীয়

কুরআন মাজীদে আরও কিছু পানীয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো দোযখীরা পান করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এটাতো শুনলে, এখন দুষ্টদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল। এটা হামীম ও গাস্সাক; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। [সুরা সোয়াদ: ৫৫-৫৮]

হামীম, গাস্সাক ও সদীদ তো দোযখীরা বাধ্য হয়ে পান করবে। তা ছাড়া আরও কিছু পানীয় দোযখে থাকবে, সেগুলোর বিবরণ আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে পেশ করেননি।

বাধ্য হয়ে পান করবে

এই বিভিন্ন প্রকারের পানীয় দোযখী লোকজন নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে ঢোকে ঢোকে পান করবে। বিস্বাদ, দুর্গন্ধময় ও উত্তপ্ত হওয়ার কারণে গিলতে পারবে না। তারপরও যখন জোর করে গিলবে, তখন নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

www.QuranerAlo.net

প্রশ্ন এমন উত্তপ্ত পানীয় পান করেও কি মানুষ মরবে না?

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রকারের আযাব দোযখীদেরকে ঘিরে রাখবে। প্রত্যেকটা আযাব মৃত্যু নিশ্চিত করার মত। কিন্তু তারা মরবে না; বরং আগুন ও আযাবের মধ্যে চিরকাল থাকবে। এই অবস্থাটাও তাদের জন্য মারাত্মক এক আযাব সাব্যস্ত হবে।

মদপানকারী সদীদ পান করবে

ইয়ামানের জায়শান এলাকার এক ব্যক্তি নবীজীর খেদমতে হাযির হলেন। এক প্রকারের মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলেন, যেটা তারা নিজেদের অঞ্চলে পান করে থাকেন। যাকে 'মিয্‌র' বলা হয়। নবীজী বললেন, ওটা কি মাদকতা সৃষ্টি করে? লোকটি বললেন, হাঁ।

নবী আলাইহিস সালাম বললেন, মাদকতা সৃষ্টিকারী সবকিছু হারাম। মাদক সেবনকারীর ব্যাপারে আল্লাহর একটি অঙ্গীকার রয়েছে এই যে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন।

সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কী?

নবীজী বললেন, দোযখীদের বর্জ্য। [মুসলিমঃ হাদীস নং- ৫৩৩৫]

আল্লাহ যেন আমাদেরকে সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে আরোহন করিয়ে সুউচ্চ দালানকোঠায় জান্নাতের নহর থেকে মধু ও দুধ পান করান এবং জাহান্নাম ও দোযখ এবং যাক্কুম থেকে আশ্রয় দান করেন। আমীন।

> **মদ ...**
> যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে,
> সে (জাহান্নামে) তীনাতুল খাবাল
> থেকে পান করবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

দোযখীদের আহার

যেমনইভাবে দোযখের লোকজন হামীম ও গাস্‌সাক পান করবে, তেমনইভাবে তারা আগুনের খাবার খেতে বাধ্য হবে। এখন আমরা আলোচনা করব–

- দোযখীদের খাবার কী?
- সেই খাবার তারা কীভাবে খাবে?
- সেই খাবারের নাম কী?

সূচনা

দোযখের লোকজন আযাবের চোটে চিৎকার করবে; কাঁদবে এবং খাবার চাইবে। তখন এমন খাবার উপস্থিত করা হবে, যার কারণে তাদের দুঃখ ও দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

দরী'

দরী উদ্ভীদ

এক প্রকারের কাঁটা। বিস্বাদ ও ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণে জীবজন্তুও খায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, দরী' (কাঁটার ঝাড়) ছাড়া তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। সেটি তাদেরকে মোটা-তাজাও করবে না এবং ক্ষুধা নিবারণেরও কাজ দিবে না। [সুরা গাশিয়া: ৬, ৭]

দোযখীরা যখন খাবার চাইবে, তখন তাদের জন্য দরী' উপস্থিত করা হবে। দরী' হচ্ছে এক প্রকার তিতা, দুর্গন্ধময় কাঁটাদার উদ্ভিদ। এই দরী' তাদের ক্ষুধা মিটাবে না; তাদেরকে মোটা তাজাও করবে না। আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, এই দরী'র মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এজন্যই তা মোটাতাজা করে না; কোন উপকার করে না এবং ক্ষুধা নিবারণও করে না।

গিস্‌লীন

দোযখীদের শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত, পানি ও পূঁজের সমষ্টি হচ্ছে গিস্‌লীন। আল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব, আজকের দিনে এখানে তার কোন সুহৃদ নেই। এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষত-নিঃসৃত গিস্‌লীন ছাড়া। অপরাধী বাদে কেউ এটা খাবে না। [সুরা হাক্কা: ৩৫-৩৭]

পড়ুয়াল
www.QuranerAlo.net

কাফের কিয়ামতের দিন দয়ালু আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু পাবে না, যে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্ত করতে পারে। সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তা ছাড়া কাফের দোযখীদের দেহ থেকে প্রবাহিত রক্ত ও পূঁজ ছাড়া অন্যকোন খাবারও পাবে না। পূঁজ অত্যন্ত বিস্বাদ বস্তু; কিন্তু সেটাই তারা ঢকঢক করে গিলবে, যেমন তারা দুনিয়াতে হারাম বস্তু গিলত। সমান প্রতিদান।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, নিশ্চয় আমার নিকট আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

[সুরা মুযযাম্মিল: ১২-১৩]

কাফের কাঁটাদার বস্তু খাওয়ার চেষ্টা করবে। এতে তার মুখ ছিলে যাবে। গলার ভিতর গিয়ে আটকে যাবে; ভিতরেও ঢুকবে না; বেরও হবে না। আবার তার শরীর ও হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকবে।

যাক্কুম

যাক্কুম এক প্রকার খবীস গাছের ফল, যা জাহান্নামের গভীরে উৎপন্ন হবে। এই ফল অত্যন্ত বিরক্তকর। দোযখীরা অপছন্দ সত্ত্বেও এই ফল গলধঃ করবে। যাক্কুম খেয়ে তারা কোন উপকার পাবে না। এর কোন স্বাদও পাবে না; দেহের কোন ফায়দাও হবে না। এও এক প্রকার আযাব, যা তারা ভোগ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় যাক্কুম গাছ পাপীর খাদ্য হবে; গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে। যেরকম ফুটে পানি। একে ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও, স্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। [সুরা দুখান: ৪৩-৫০]

আল্লাহ তাআলা অপরাধীদেরকে দুনিয়াতে হুমকি দিয়ে বলেছেন, অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম গাছ থেকে।

[সুরা ওয়াকিআ: ৫১, ৫২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, এটি একটি গাছ, যা উৎপন্ন হয় জাহান্নামের মূলে। এর গুচ্ছ শয়তানের মাথার মত। কাফেররা এ থেকে খাবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। [সুরা সাফফাত: ৬৪-৬৬]

যাক্কুমের ফল ও তার গুচ্ছ দেখতে অত্যন্ত বিশ্রী। একেবারে শয়তানের মাথার মত।

www.QuranerAlo.net

প্রশ্ন মানুষ তো শয়তানের মাথা দেখেনি। তা হলে আল্লাহ যাক্কুম গাছকে কীভাবে তার সাথে উপমা দিলেন?

উত্তর: মানুষ জানে যে, শয়তানরা দেখতে অত্যন্ত বিশ্রী। তাদের মাথা ও চেহারাও বিশ্রী। এজন্য আল্লাহ তাআলা যাক্কুমকে শয়তানদের মাথার সাথে তুলনা করে যাক্কুমের কদর্যতা প্রকাশ করতে এবং শ্রোতাদেরকে সতর্ক করতে চেয়েছেন।

যাক্কুমের কদর্যতা

যাক্কুমের কদর্যতা ও তার ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমন ভয় করতে থাকো। এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

[সুরা আল-ইমরান: ১০২]

এরপর তিনি বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি যাক্কুমের একফোঁটা দুনিয়ার সাগরগুলোতে ফেলা হয়, তা হলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় আছে, ... দুনিয়াবাসীদের সমস্ত জীবনোপকরণ তিতা বানিয়ে দিবে। তা হলে এই যাক্কুম যার আহার হবে, তার অবস্থা কেমন হবে?

[হাকেম: হাদীস নং- ৩১৫৮]

আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত ও নেয়ামত দান করুন এবং জাহান্নাম ও তার যাক্কুম, গিসলীন, হামীম থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

হাল ...

দোযখের মানুষ খাবে ও পান করবে; কিন্তু তাদের খাবার ও পানীয় অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

www.QuranerAlo.net

দোযখীদের পোশাক ও বিছানাপত্র

দোযখের অধিবাসীরা পোশাক পরবে; আহার করবে; পান করবে। তাদের জন্য বিছানা ও লেপের ব্যবস্থা থাকবে; কিন্তু তাদের পোশাক, খাবার, পানীয় ও বিছানা– সব আগুনের। সুতরাং এগুলো সবই আযাব ও শাস্তি। আমরা এখানে জানব–

- দোযখীদের পোশাক কেমন?
- কীভাবে তারা পোশাক পরবে?
- তাদের বিছানা ও লেপ কীসের তৈরী?

প্রতীকী চিত্র

সূচনা

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, দোযখীদের জন্য আগুনের অলঙ্কার বানানো হবে এবং তাদের নীচে ও উপরে থাকবে আগুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। [সুরা হজ্ব: ১৯]

দোযখীদের দেহের মাপে পোশাক তৈরী করে পরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের গরম পানি তাদের মাথার উপর ঢালা হবে। ফলে তাদের চেহারা ও দেহ ঝলসে যাবে এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে নাড়িভুঁড়ি।

দোযখীদের পোশাকের তারতম্য

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তাদের কাউকে আগুন গ্রাস করবে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত; কাউকে আগুন গ্রাস করবে হাঁটু পর্যন্ত; কাউকে আগুন গ্রাস করবে কাঁখ পর্যন্ত; কাউকে আগুন গ্রাস করবে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত। [আহমাদ: হাদীস নং- ২০১০৩]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি কাজ থাকবে; এগুলো তারা ছাড়বে না। বংশ নিয়ে গৌরব; বংশ উল্লেখ করে ভর্ৎসনা; নক্ষত্রের কাছে বৃষ্টি কামনা; মৃতের জন্য বিলাপ। বিলাপকারিণী যদি নিজের মৃত্যুর আগে তওবা না করে, তা হলে কিয়ামতের দিন তার পরণে থাকবে আলকাতরার জামা, তার উপর জ্বলতে থাকবে অগ্নিশিখার বর্ম।

[মুসলিম: হাদীস নং- ২২০৩]

www.QuranerAlo.net

দোযখীদের বিছানা ও চাদর

শোয়ার সময় মানুষের নীচে যে কাপড় থাকে, সেটাকে বিছানা এবং উপরে যেটা থাকে, সেটাকে লেপ বলে। কিন্তু দোযখীদের নীচেও থাকবে আগুন, উপরেও থাকবে আগুন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের মিহাদ এবং উপর থেকে গাওয়াশ। আমি এমনইভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করব।

[সুরা আ'রাফ: ৪১]

মিহাদ হচ্ছে নীচের বিছানা এবং গাওয়াশ হচ্ছে উপরে ব্যবহারের চাদর।

সারকথা, জাহান্নামীদের নীচে বিছিয়ে দেওয়া হবে আগুনের বিছানা এবং উপর থেকে জড়িয়ে দেওয়া হবে আগুনের লেপ। হে আল্লাহ! দয়া করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। [সুরা যুমার: ১৬]

সুতরাং দোযখীদের উপর থেকে পরতে পরতে আগুন থাকবে। দেখতে সেগুলো মেঘমালার মত মনে হবে। তাদের নীচ থেকেও থাকবে কয়েক পরত আগুন। এভাবে আগুন তাদেরকে চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করবে।

ফায়দা

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কাফেরদের কী অবস্থা হবে, সেটা বয়ান করেছেন সে দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য, যাতে বিবেকবানরা কুফর ও অন্যায়ের ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর আনুগত্যের সাথে আমল করে।

আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং গজব ও আযাব থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

বাস্তবতা ...

দুনিয়াতে বান্দার আমল আখেরাতের প্রতিদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এজন্য বিলাপকারিণী আগুনের কাপড় পরিধান করবে।

www.QuranerAlo.net

দোযখীদের আকার-আকৃতি ও দুর্দশা

দোযখীদের চেহারা ও আকৃতি হবে অত্যন্ত বিশ্রী ও কুচকুচে কালো। কুৎসিৎ চেহারা, ধূসরিত ললাট, ভস্ম তক– সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা। আমরা এখানে জানব–

- দোযখীদের আকার-আকৃতি কেমন হবে?
- তাদের আকার কি পরিবর্তন হবে?
- এক্ষেত্রে হেকমত কী?

সূচনা

দোযখের অধিবাসীরা দুনিয়াতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়; সত্য এড়িয়ে চলে; আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে; এবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে শরীক করে; তাঁর রসূলদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তাঁর কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে। আর এসব আমলের কারণেই তারা শাস্তির উপযুক্ত হবে।

দোযখীদের আকার-আকৃতি

প্রকাণ্ড আকৃতি নিয়ে দোযখীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদের আকৃতির বিশালতার পরিমাণ শুধু তাদের স্রষ্টাই জানেন। তবে তাদের দেহ আকারে অনেক বড় হবে এবং চামড়া খুব পুর হবে, যাতে তাদের আযাব বৃদ্ধি পায়।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কাফেরের দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব দ্রুতগামী বাহনে তিনদিনের রাস্তা। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৫১]

তিনি আরও বলেন, কাফেরের দাঁত (হবে) উহুদের মত। আর তার চামড়ার পুরুত্ব (হবে) তিনদিনের রাস্তা। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৬৪]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় কাফেরের চামড়ার পুরুত্ব হবে বিয়াল্লিশ হাত এবং তার দাঁত হবে উহুদের মত। তার বসার জায়গা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানের মত। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৫৮৭]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

দোযখীদের রং

কঠিন আযাব ও প্রজ্বলনের সাথে তাদের গায়ের রং হবে কুচকুচে কালো। জ্বলতে জ্বলতে তাদের কদর্যতা আরও বাড়তে থাকবে। সুরা মুমিনূনের ১০৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আগুন দোযখীকে ঝলসে ফেলবে। ফলে তার উপরের ঠোঁট জড় হতে হতে মাথার মাঝখান পর্যন্ত উঠবে। আর নীচের ঠোঁট ঝুলতে ঝুলতে নাভী পর্যন্ত নামবে।

[হাকেম: হাদীস নং- ২৯৭১]

লজ্জা

চেহারার বিষদৃশ্য দোযখীদের দুঃখ বাড়াবে। এজন্য একজন আরেক জনকে দেখার মাধ্যমে তাদের আযাব আরও বাড়তে থাকবে।

LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

আযাবের আরও কয়েকটি প্রকার

মানুষের বিপক্ষে হুজ্জত কায়েমের জন্য, আপত্তিকারীদের আপত্তি প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ তাআলা দয়া করে শাস্তি ও পুরস্কারের বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণ করে বয়ান করেছেন। মানুষকে জান্নাতের পথে উৎসাহ দিয়েছেন; জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

যদিও আল্লাহর রহমত তাঁর গযবের উপর এবং তাঁর মার্জনা শাস্তির উপর বিজয়ী থাকে, তবুও তাঁর পাকড়াও খুব শক্ত এবং তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ। এজন্যই তিনি সতর্ক ও সাবধান করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের আযাবের কথা বিশ্লেষণ করেছেন। এখন আমরা জানব–

- দোযখে কী কী প্রকারের আযাব রয়েছে?
- আযাবের প্রকার বিশ্লেষণের হেকমত কী?
- এই বিভিন্ন প্রকারের আযাবের সময় দোযখীদের দশা কী হবে?

সূচনা

দোযখে অপরাধীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের আযাবের ব্যবস্থা থাকবে, যাতে তারা অধিক পরিমাণে দগ্ধ হয়। বিষয়টি আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বয়ান করেছেন।

হাতুড়ির প্রহার

আল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি।[সুরা হজ: ১৯, ২০]

কাফেরদেরকে লোহার গরম ছড়ি ও হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে। এতে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। এরপর আবার তাদের দেহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং আবার পেটানো হবে।

প্রতীকী চিত্র

www.QuranerAlo.net

ঝলসিত চামড়া বদলে যাবে

শাস্তি অনুভবের স্থান হচ্ছে চামড়া। আগুন দোযখীদের চামড়া ঝলসে দিবে। এরপর আল্লাহ তাদের ঝলসিত চামড়ার বদলে নতুন চামড়া দিবেন, যাতে নতুন করে আবার দগ্ধ হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, সন্দেহ নেই যে, আমার আয়াতসমূহ যারা অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করব। যতবার তাদের চামড়া জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে, ততবার আমি বদলিয়ে নতুন চামড়া দিব, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। [সুরা নিসা: ৫৬]

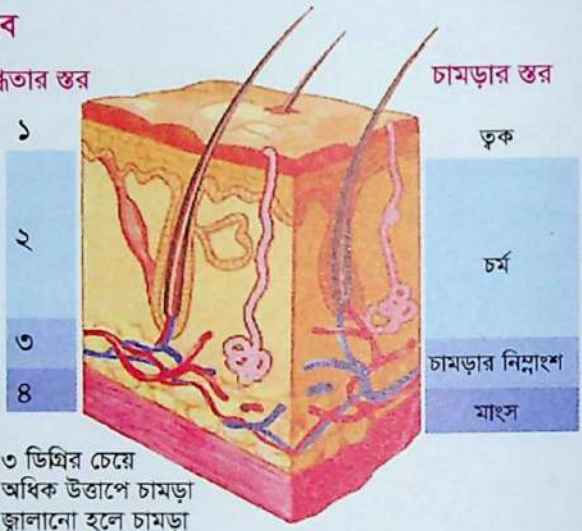

৩ ডিগ্রির চেয়ে অধিক উত্তাপে চামড়া জ্বালানো হলে চামড়া অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। এজন্য বারবার জাহান্নামীদের চামড়া বদলিয়ে দেওয়া হবে।

শিকল পরিয়ে টানাহেঁচড়া

আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় আমার কাছে রয়েছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড এবং গলায় আটকে যাওয়ার মত খাবার ও মর্মন্তুদ শাস্তি। [সুরা মুযযাম্মিল: ১২, ১৩] অর্থাৎ মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী কাফেরদের জন্য আখেরাতে ভারি ভারি শিকলের ব্যবস্থা থাকবে। তাদেরকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে সেগুলো তাদের পায়ে পরিয়ে দেওয়া হবে। আরও থাকবে দগদগে আগুন, যার মধ্যে তারা পতিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন তাদের গলায় শিকল ও বেড়ি পড়বে। টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তাদেরকে ফুটন্ত পানিতে। এরপর জ্বালানো হবে আগুনে।

[সুরা গাফের: ৭১, ৭২]

তিনি আরও বলেন, নিশ্চয় অপরাধীরা গুমরাহ ও বিকারগ্রস্ত। যে দিন তাদেরকে পতিত মুখে টেনে নেওয়া হবে দোযখে। (বলা হবে,) আস্বাদন করো আগুনের পরশ। [সুরা কামার: ৪৭, ৪৮]

www.QuranerAlo.net

উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ

উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা কাফেরদের জন্য অবধারিত আযাবের একটি। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় অপরাধীরা গুমরাহ ও বিকারগ্রস্ত। যে দিন তাদেরকে পতিত মুখে টেনে নেওয়া হবে দোযখে। (বলা হবে,) আস্বাদন করো আগুনের পরশ। [সুরা কামার: ৪৭, ৪৮]

উপুড় করে হিঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপের সময় শিকল ও বেড়ি দিয়ে বেষ্টিত থাকার কারণে তাদের দুঃখ ও যন্ত্রণা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন– তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে ঝগড়া করে? তাদেরকে কোথায় ঘুরানো হচ্ছে? যারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে কিতাবকে এবং আমি যে বিষয় দিয়ে রসূলদেরকে পাঠিয়েছি, সে বিষয়কে। অতএব, অতিসত্বর তারা জানবে। যখন তাদের গলায় পড়বে শিকল ও বেড়ি। টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তাদেরকে ফুটন্ত পানিতে। এরপর জ্বালানো হবে আগুনে। [সুরা গাফের: ৬৯-৭২]

গরম পানিতে ফুটানো

দোযখীর মাথায় হামীম ঢেলে দেওয়া অন্যতম এক প্রকারের আযাব। পানি চরম পর্যায়ে গরম হলে তাকে হামীম বলে। গরমের তীব্রতা অধিক হওয়ার কারণে তাদের নাড়িভুঁড়ি ও পেটের অভ্যন্তরের সবকিছু গলে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। [সুরা হজ: ১৯, ২০]

আগুনের তাপে চেহারার বিকৃতি

প্রতীকী চিত্র

চেহারাই মানুষের সবচেয়ে সম্মানের অঙ্গ। এজন্য নবীজী আমাদেরকে চেহারায় প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু দোযখীদের লাঞ্ছনার বিষয় হচ্ছে এই যে, শিখা পৌঁছানোর আগেই আগুনের তাপ তাদের চেহারা আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং ঝলসে দিবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করবে এবং তারা সেথায় বীভৎস হবে।

[সুরা মুমিনূন: ১০৪]

www.QuranerAlo.net

হাঁ, আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করে ঝলসে দিবে। এতে তাদের ঠোঁট জড় হয়ে যাবে; মাংস নষ্ট হয়ে যাবে এবং উপুড় করে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি খারাপ আমল নিয়ে আসবে, তাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদেরকে তো তারই প্রতিদান দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে। [সুরা নামল: ২৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, তাদের জামা হবে পোড়া আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে আগুন। [সুরা ইবরাহীম: ৫০]

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে অশুভ আযাব ঠেকাবে। জালেমদেরকে বলা হবে, স্বাদ আস্বাদন করো তোমাদের কর্মের। [সুরা যুমার: ২৪]

এসবকিছু সত্ত্বেও তাদেরকে কিয়ামতের দিন উপুড় করে উঠানো হবে অন্ধ, বধির ও নির্বাক অবস্থায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে উপুড় করে একত্র করব অন্ধ, বধির ও নির্বাক অবস্থায়। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই তা নিভে যাওয়ার উপক্রম হবে, তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দিব। [সুরা ইসরা: ৯৭]

দোযখের চূড়ায় আরোহন ও সেখান থেকে পতন

জাহান্নামে আগুনের পাহাড় থাকবে। কাফেরকে তার চূড়ায় উঠতে বাধ্য করা হবে। চূড়ায় ওঠার পর সেখান থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হবে। তখন পড়তে পড়তে জাহান্নামের গভীর তলায় এসে পৌছবে। এও এক প্রকারের আযাব। আল্লাহ তাআলা বলেন, অতিসত্বর আমি তাকে শাস্তির পাহাড়ে চড়াব। [সুরা মুদ্দাস্‌সির: ১৭]

চেহারা কালো করে দেওয়া

পরকালে আল্লাহ তাআলা দোযখীদের চেহারা কালো করে দিবেন। তিনি বলেন, সে দিন কিছু চেহারা সাদা হবে এবং কিছু চেহারা কালো হবে। যাদের চেহারা কালো হবে, (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা কি ঈমানের পর কুফর করেছ? তা হলে তোমরা যে কুফর করতে, তার স্বাদ আস্বাদন করো। [সুরা আল-ইমরান: ১০৬]

তাদের চেহারার কৃষ্ণতা এতটাই তীব্র হবে যে, মনে হবে রাতের যাবতীয় অন্ধকার তাদের চেহারার মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা অপকর্ম সঞ্চয় করেছে, (তাদের) অপকর্মের বদলা সমপরিমাণ। তাদেরকে আবৃত করবে অপমান। আল্লাহর হাত থেকে তাদেরকে বাঁচানোর কেউ নেই। তাদের চেহারা যেন ঢেকে দেওয়া হয়েছে আঁধারের বিভিন্ন টুকরা দিয়ে। ওরাই জাহান্নামী। সেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। [সুরা ইউনুস: ২৭]

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

কাফেরদেরকে আগুনের পরিবেষ্টন

আগুন কাফেরদের উপর-নীচ সবদিক থেকে পরিবেষ্টন করবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে দিন আযাব তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। (আল্লাহ) বলবেন, তোমরা যা করতে তার ফল আস্বাদন করো। [সুরা আনকাবূত: ৫৫]

অর্থাৎ আযাব তাদেরকে বেষ্টন করবে। সবদিক থেকে ঘেরাও করবে– উপর থেকে, পায়ের নীচ থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে। তিরস্কার ও ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে বলা হবে, আযাবের স্বাদ উপভোগ করো, তোমাদের বদআমল যেখানে নিয়ে এসেছে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, তাদের জন্য উপর থেকে এবং নীচ থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা! কাজেই তোমরা আমাকে ভয় করো। [সুরা যুমার: ১৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলে। অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করবে। [সুরা আনকাবূত: ৫৪]

আগুনের দেয়াল

দোযখে আগুনের দেয়াল আছে। কাফেররা সেটা টপকাতে পারবে না। সেখান থেকে বের হতেও পারবে না। আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, তার দেয়াল তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। যদি পানীয় প্রার্থনা করে, তা হলে পুঁজের মত পানি তাদেরকে দেওয়া হবে, যা তাদের চেহারা ঝলসে দিবে। সেটা কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং দোযখ কত খারাপ আশ্রয়! [সুরা কাহ্ফ: ২৯]

কলিজায় আগুনের প্রবেশ

দোযখে জাহান্নামীদের দেহ বিরাটাকার ধারণ করবে। এরপরও আগুন তাদের দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করবে। এমন কি আগুন তাদের কলিজা ভস্ম করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, কক্ষণও নয়; নিশ্চয় সে হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জান হুতামা কী? আল্লাহর জ্বালানো আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। [সুরা হুমাযা: ৪-৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, অচিরেই আমি তাকে সাকারে পৌঁছে দিব। তুমি কি জান সাকার কী? সেটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে জ্বালাবে। [সুরা মুদ্দাস্সির: ২৬-২৯]

এখানে অক্ষত না রাখার মানে হচ্ছে আগুন তার হাড্ডি, মাংস, মগজ– সব খাবে।

www.QuranerAlo.net

নবী আলাইহিস সালাম এ দিকেই ইশারা করে বলেছেন, যে ব্যক্তি লোহার যন্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, লৌহ যন্ত্র তার হাতেই থাকবে, সেটা দিয়ে নিজের পেটে সে ঘাই দিতে থাকবে। চিরকাল সর্বক্ষণ এভাবেই চলবে। আর যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে বিষপান করতে থাকবে। চিরকাল এভাবেই চলবে। আর যে ব্যক্তি কোন পাহাড় থেকে নিজকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে নিজকে ফেলতে থাকবে। এভাবেই চলবে চিরকাল সবসময়। [মুসলিম: হাদীস নং- ৩১৩]

শোক ও পরিতাপ

কাফেররা দোযখের আগুন দেখে যারপরনাই লজ্জিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা জুলুম করেছে, তাদের প্রত্যেকে যদি জমিনের সমুদয় সম্পত্তি লাভ করত, তা হলে সেটা দিয়ে সে মুক্তিপণ প্রদান করত এবং লজ্জা আবৃত করত। বস্তুত তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করা হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। [সুরা ইউনুস: ৫৪]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কাফেরকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে, তাকে বলা হবে, কী বলো, তোমার যদি দুনিয়াভরা সোনা থাকত, তুমি কি তা দিয়ে মুক্তিপণ দিতে? তখন সে বলবে, হাঁ (দিতাম)। এই জওয়াব শুনে তাকে বলা হবে, অথচ তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ বিষয় চাওয়া হয়েছিল। [বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৩৮] অর্থাৎ তোমার কাছে চাওয়া হয়েছিল আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস; এককভাবে তাঁর এবাদত। এটা তোমার জন্য খুব সহজ ছিল; কিন্তু তুমি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছ এবং সত্য এড়িয়ে চলেছ। আজ তোমার কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না।

নাড়ি-ভুঁড়ির আগুনে পতন

এ বিষয়টি বদনিয়তী কপট ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, যে দেখানো ও সুনামের উদ্দেশ্যে মানুষকে সৎকাজের আদেশ করে; কিন্তু সেই সৎকাজ নিজে করে না। মানুষকে সে অসৎকাজ থেকে বারণ করে, তাদের কাছে নিজের তাকওয়া ও পরহেযগারী যাহির করার জন্য; কিন্তু নিজে সেই অসৎকাজ নির্দ্বিধায় করতে থাকে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, এক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে। এরপর নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

www.QuranerAlo.net

সেখানে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। সে সেগুলোর চারপাশে ঘুরবে, যেমন গাধা পেষণযন্ত্রের চারদিকে ঘোরে। দোযখের (অনেক) লোক তার কাছে জমা হবে। তারা বলবে, হে অমুক! তোমার কী হয়েছে? তুমি কি সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজ থেকে বারণ করতে না? সে তখন বলবে, হাঁ; আমি সৎকাজের আদেশ করতাম; কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর অসৎকাজ থেকে বারণ করতাম; কিন্তু নিজে বিরত থাকতাম না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৬৭৪]

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি আমর ইবনে আমের খুযায়ীকে দোযখে দেখেছি নাড়ি-ভুঁড়ি টানাটানি করতে। সে-ই সবার আগে সায়িবা পশুর প্রথা চালু করে। [বুখারী: হাদীস নং- ৩৫২১]

সায়িবা ওই পশুকে বলা হয়, যেটা দেবদেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেটা যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়। দেবদেবীর সন্তুষ্টির আশায় তার উপর চড়া হয় না এবং বোঝাও বহন করা হয় না। আমর ইবনে আমের হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি, যে এই শিরকী কুসংস্কার চালু করেছিল। এরপর মানুষ তার অনুসরণ করেছে।

উপাস্য ও উপাসকের সম্মিলন

কাফের মুশরিকরা যেসব দেবদেবীর পূজা করে, সেগুলোকে তারা যারপরনাই সম্মান করে। সেগুলোর পক্ষে তারা লড়াই করে এবং জান-মাল খরচ করে। তারা বিশ্বাস করে, এসব দেবদেবী উপকার ও ক্ষতি করতে পারে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সব দেবদেবীকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন, সেগুলোর পূজারীদেরকে অপমান-অপদস্থ করার জন্য। সুতরাং সেগুলো যখন নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না, তখন পূজারীদেরকে বাঁচাবে কীভাবে?

আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেগুলোর পূজা তোমরা কর, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। সেখানে তোমরা প্রবেশ করবে। এগুলো যদি ইলাহ হত, তা হলে দোযখে প্রবেশ করত না। আর সবই সেখানে চিরকাল থাকবে। [সুরা আম্বিয়া: ৯৮, ৯৯]

মানুষকে শাস্তি দেওয়ার সময় যখন শাস্তির কার্যকারণকে যোগ করা হয়, তখন দুঃখ ও কষ্ট অনেক বেশি হয়। কাজেই দোযখে পূজারীর মনোকষ্ট বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উপাস্য বস্তুগুলো তার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

দোযখীদের চিৎকার ও আবদার

এসময় দোযখীদের চিৎকার ও আর্তনাদ বিকট হবে। আল্লাহ হয়তো তাদেরকে দোযখ থেকে বের করবেন, এই আশায় তারা তাঁকে ডাকতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা সেখানে চিৎকার করবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করুন। আমরা যে আমল করতাম, তা বাদ দিয়ে নেক আমল করব। (তিনি বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে উপদেশ গ্রহণকারী ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া তোমাদের কাছে এসেছে সতর্ককারী (রসূল)। সুতরাং আস্বাদন করো। জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সুরা ফাতির: ৩৭]

সুবহানাল্লাহ! যখন তোমরা গাইরুল্লাহর পূজা করতে এবং রসূলদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে, তখন তোমাদের এই কান্না কোথায় ছিল? যখন তোমরা যেনা করতে, নির্দ্বিধায় শরাব পান করতে, তখন এই কান্না কোথায় ছিল? যখন তোমরা হারাম খেতে এবং পিতা-মাতার না-ফরমানী করতে, তখন তোমাদের এই কান্না কোথায় ছিল?

দোযখীদের স্বীকারোক্তি

প্রতীকী চিত্র

আযাব দেখে দোযখীরা তাদের ভ্রষ্টতা ও কুফরের কথা স্বীকার করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম, অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তা হলে দোযখীদের মধ্যে থাকতাম না। সুতরাং তারা অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। [সুরা মুলক: ১০, ১১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য বিজয়ী হয়েছে, আর আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন। আমরা যদি আবার এমন করি, তা হলে আমরা অবশ্যই জালেম হব। [সুরা মুমিনূন: ১০৬, ১০৭]

কিন্তু কোথায় তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে! বরং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা ধিকৃত হয়ে এখানেই পড়ে থাকো; আমার সাথে কথা বোলো না। [সুরা মুমিনূন: ১০৮]

প্রহরীদের কাছে দোযখীদের অনুরোধ

যখন দোযখীরা আল্লাহর সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে, তখন দোযখের প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণের দিকে মনোযোগ দিবে। সুপারিশ করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করবে, যেন আল্লাহ তাদের আযাব হাল্কা করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, দোযখীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো, তিনি যেন কোন একদিন আমাদের আযাব হাল্কা করে দেন।

www.QuranerAlo.net

তারা বলবে, তোমাদের কাছে কি রসুলগণ দলিল-প্রমাণ নিয়ে আসেননি? তারা বলবে, হাঁ। প্রহরীরা বলবে, তা হলে (তাদেরকেই) ডাকো। বস্তুত কাফেরদের ডাকাডাকি নিষ্ফল। [সুরা গাফের: ৪৯, ৫০]

দোযখীদের মৃত্যু কামনা

যখন দোযখীরা আযাব কমার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে, তখন তারা নিষ্কৃতির জন্য মৃত্যু কামনা করবে। আসলে মৃত্যুকে আরোগ্য মনে করা আরেক বড় রোগ। আল্লাহ তাআলা বলেন, দোযখীরা ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার রব আমাদের ব্যাপারটা সমাপ্ত করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। [সুরা যুখরুফ: ৭৭]

তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এতে প্রবেশ করো। তারপর তোমরা ধৈর্য ধর, অথবা না ধর, উভয়ই সমান। তোমরা যা করতে, কেবল তারই বদলা দেওয়া হবে। [সুরা তূর: ১৬]

সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ

আল্লাহ তাআলা দোযখ সম্পর্কে বলেন, দোযখ যখন তাদেরকে দূর থেকে দেখবে, তখন তারা গর্জন ও হুঙ্কার শুনবে। আর যখন তাদেরকে শিকলে বেঁধে দোযখের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যু কাম করবে। (বলা হবে,) আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা কোরো না; বরং বহু মৃ কামনা করো। [সুরা ফুরকান: ১২-১৪]

অর্থাৎ দোযখের কোন সংকীর্ণ স্থানে যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে এব তাদের হাতগুলো গলার সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা থাকবে, তখন আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মৃত্যু কামনা করে ডাকাডাকি করবে।

কিন্তু তিরস্কার করে তাদেরকে বলা হবে, একবার নয়; বার বার মৃত্যু কামনা করো; তবে তোমাদের মুক্তির কোন ব্যবস্থা হবে না।

ক্রন্দন ও চিৎকার

আল্লাহ তাআলা বলেন, সেখানে তাদের যাফীর ও শাহীক থাকবে। [সুরা হূদ: ১০৬] ইবনে আব্বাস বলেন, যাফীর ও শাহীক হচ্ছে (ক্রন্দনের) তীব্র ও ক্ষীণ আওয়াজ। [তাফসীরে তাবারী]

উপদেশ ...

খেজুরের কোন টুকরো সদকা করে হলেও দোযখের আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা করো।

www.QuranerAlo.net

নারী জান্নাতে অধিক, না কি জাহান্নামে

বিভিন্ন হাদীস প্রমাণ করে যে, জান্নাতে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। তারা জাহান্নামেও পুরুষের চেয়ে বেশি।

- বিষয়টি কীভাবে সম্ভব?
- এর উপর দলিল কী?
- এর হেকমত কী?

সূচনা

আমাদের সৃষ্টিকর্তা দু'চারটি বিষয় বাদে সবক্ষেত্রেই পুরুষ ও নারীর মাঝে সমতাবিধান করেছেন। দু'চারটি বিষয় যে ব্যতিক্রম তা নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক চাহিদার কারণে।

নারী-পুরুষের তারতম্যের দিকগুলোর চেয়ে ঐক্যের দিকগুলো বেশি। যেমন, উভয়ের উপরই পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযান মাসের রোযা, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ ও সম্পদের যাকাত ফরয। উভয়ের জন্যই যেনা, মিথ্যা ও মদপান হারাম।

আল্লাহ তাআলা মুমিন-মুমিনা উভয়ের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

প্রশ্ন ? জান্নাতে অধিক হবে কোন্ জাত– পুরুষ, না কি নারী?

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম একবার এই প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। তখন আবু হোরায়রা বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি যে, প্রথম দল জান্নাতে প্রবেশ করবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত চেহারা নিয়ে। এই দলের পিছনে পিছনে এক দল প্রবেশ করবে আসমানের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকার মত চেহারা নিয়ে। এই দুই দলের প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। তাদের পায়ের গোছার মজ্জা গোশ্ত ভেদ করে দেখা যাবে। জান্নাতে স্বামী/স্ত্রীহীন কেউ থাকবে না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩২৫]

এই হাদীস স্পষ্ট দলিল যে, জান্নাতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি থাকবে। জান্নাতে নারীর সংখ্যা হবে পুরুষদের দ্বিগুণ; বরং তারও বেশি।

www.QuranerAlo.net

সামনে আলোচনা আসবে যে, নেককার নারীগণ জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের নাজ-নিয়ামত হুরদের নাজনিয়ামতের চেয়ে বেশি থাকবে।

প্রশ্ন এই হাদীস থেকে বোঝা গেল জান্নাতীদের বেশিরভাগ নারী। আরেক হাদীস থেকে বোঝা যায় দোযখীদের বেশিরভাগ নারী। তা হলে এই দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে হতে পারে?

উত্তর: প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতেই নারীদের সংখ্যা বেশি। হাদীসে এসেছে, শেষ যামানায় একজন পুরুষের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন নারী থাকবে। আমাদের এই যুগে লক্ষণীয়ভাবে মেয়ে শিশুর জন্মের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি কোন কোন শহরে একটি ছেলে শিশুর বিপরীতে পাঁচটি মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করছে। এভাবে মানবজাতির অস্তিত্বে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং দুনিয়ার পুরুষদের যদি অর্ধেক জান্নাতে যায় এবং দুনিয়ার নারীদেরও যদি অর্ধেকই জান্নাতে প্রবেশ করে, তা হলে জান্নাতে নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কেননা, দুনিয়াতে নারীর সংখ্যা বেশি। একই অবস্থা হবে দোযখেও। সুতরাং যদি দুনিয়ার এক চতুর্থাংশ পুরুষ দোযখে প্রবেশ করে এবং দুনিয়ার নারীদেরও এ চতুর্থাংশ দোযখে প্রবেশ করে, তা হলে দোযখেও নারীদের সংখ্যা বে হবে। কেননা, দুনিয়াতেই তারা অধিক।

এজন্য 'দোযখীদের বেশিরভাগই নারী' এই হাদীস থেকে নারী জাতির নিন্দা, অথবা তাদেরকে খাটো করা, কিংবা পুরুষের তুলনায় তাদের অপরাধপ্রবণতা বেশি– এমন কিছু বোঝা যায় না।

উপলব্ধি ...

শরীয়তের বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতি যে গভীর মনোযোগ দিবে, সে দেখতে পাবে যে, নারীসমাজের বেশিরভাগ দোযখী হওয়ার আগেই তাদের বেশিরভাগ জান্নাতী।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

দোযখীদের বিবাদ

অনেক পাপী-তাপী জাহান্নামী দুনিয়াতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্ধুত্বের সাথে বাস করে। পাপ আর সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তারা একে অপরকে সাহায্যও করে।

- কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা কী হবে?
- তাদের বন্ধুত্ব কোথায় যাবে?
- তারা কি ঝগড়া-বিবাদও করবে?

সূচনা

না-ফরমানী ও অন্যায়, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের উপর যেসব বন্ধুত্ব কায়েম হয়, কিয়ামতের দিন তা শত্রুতা, বঞ্চনা, শোক ও বেদনায় পরিণত হবে। দুনিয়াতে তারা পরস্পরে নির্মল প্রেমে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু কিয়ামতের দিন শত্রুতে পরিণত হবে।

না-ফরমানদের অভিসম্পাত

বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং তোমরা একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।[সুরা আনকাবূত: ২৫]

হাঁ, আখেরাতে গিয়ে তারা একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। অপরাধী যখন তার দুনিয়ার পাপ ও রঙ্গশালার সাথিকে দেখবে, তখন তার মনে পড়ে যাবে যে, এই বন্ধু তাকে গুনাহ ও সীমালঙ্ঘন করার জন্য উৎসাহ দিত। এজন্য সে তাকে অভিসম্পাত করবে; গালিগালাজ করবে। বন্ধুও তাকে একই রকম প্রতিউত্তর করবে।

সরদার ও নেতৃবর্গ

ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা ও শক্তির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ব্যবধান আছে। কারও ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী নেতৃত্বের গুণ আছে। এজন্য সে অনুসরণীয়। কারও ব্যক্তিত্ব দুর্বল। অন্যের নেতৃত্ব তার উপর কার্যকর হয়। এজন্য সে অনুসারী। কাজেই কিয়ামতের দিন অনুসারী অনুসরণীয় ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করবে। প্রজা শাসককে তিরস্কার করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

তখন দুর্বলরা বড়দেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে কিছুটা রক্ষা করবে কি? তারা বলবে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে হেদায়েত দিতেন, তা হলে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়েত করতাম। এখন আমরা বিচলিত হই, অথবা ধৈর্যধারণ করি– উভয়ই আমাদের জন্য সমান; আমাদের কোন রেহাই নেই। [সুরা ইবরাহীম: ২১]

সুতরাং দুর্ভোগ অন্যায়ের নেতৃত্বদাতার জন্য; ভ্রষ্টতার জনকের জন্য; অকল্যাণের দিকে সঞ্চালকের জন্য।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, স্মরণ করো ওই সময়কে, যখন তারা জাহান্নামে ঝগড়া করবে। দুর্বলরা বড়দেরকে বলবে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। সুতরাং তোমরা কি আগুনের একাংশ আমাদের থেকে হ্রাস করবে? বড়রা বলবে, আমরা সবাই তো এখানেই আছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিচার করেছেন। [সুরা গাফের: ৪৭, ৪৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, যে দিন দোযখের আগুনে তাদের চেহারা ঘোরানো ফেরানো হবে, সে দিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রসুলের অনুসরণ করতাম। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বড়দের আনুগত্য করেছি। তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে আপনি দ্বিগুণ আযাব দিন এবং বড় ধরণের অভিসম্পাত করুন। [সুরা আহযাব: ৬৬-৬৮]

ভ্রষ্টতার এটাই পথ। তারা নেতৃবর্গ ও বড়দের আনুগত্য করে। বন্ধু ও নেতাদের কথামত চলে। অথচ তারা তাদের দীন বরবাদ করে দেয়। নেতারা তাদেরকে যেনায় উদ্বুদ্ধ করে, এজন্য তারা যেনায় লিপ্ত হয়। নেতারা মানুষের উপর জুলুম ও তাদের হক নষ্ট করার প্রতি উৎসাহ দেয়, তারা তা-ই করে। নেতারা তাদেরকে পিতা-মাতার আনুগত্য, সন্তান প্রতিপালন, নামায, রোযা ইত্যাদি থেকে ফিরিয়ে রাখে। তারা তাই ফিরে থাকে। কিয়ামতের দিন পর্দা ছিঁড়ে যাবে, গোপন রহস্য প্রকাশ পাবে। অনুসারীরা নেতাদেরকে গালিগালাজ করবে। শাসিত শাসককে অভিসম্পাত করবে। কিন্তু অনুতাপ অনুশোচনা কোনই কাজে আসবে না।

সমাপ্তি ...

গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব, কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

জাহান্নামের উদ্বোধন

সৃষ্টির পর থেকেই দোযখের আগুন জ্বলছে। একটি মুহূর্তের জন্যও কখনও নেভেনি। ক্রোধে তার অবস্থা ফেটে পড়ার মত। কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলা পূর্বাপর সব মানুষের হিসাব নিবেন, তখন কয়েক জনকে উপস্থিত করা হবে এবং তাদের মাধ্যমে জাহান্নামের উদ্বোধন করা হবে। প্রশ্ন হচ্ছে–

- এই লোকগুলো কারা?
- কী তাদের অপরাধ?

সূচনা

আমল কবুল হওয়ার মূল বিষয় হচ্ছে এখলাস ও শরীয়তের পাবন্দী। এই দুটি বিষয় পাওয়া গেলে আমল রিয়া ও বেদআত থকে নিরাপদ থাকে। আর রিয়া ও বেদআত থেকে নিরাপদ থাকলেই মানুষ সফল ও কামিয়াব হয়।

শুফাই আসবাহী (নামক এক তাবেয়ী) বলেন, আমি মদীনায় প্রবেশ করলাম। দেখলাম, এক লোকের চারপাশে বহু মানুষ জমা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাস করলাম, ইনি কে? লোকজন বলল, ইনি আবু হোরায়রা।

আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। একেবারে সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি লোকজনের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন।

যখন তিনি হাদীস বর্ণনা বন্ধ করে নির্জনে গেলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এমন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শুনেছেন এবং খুব ভালো করে বুঝেছেন।

আবু হোরায়রা বললেন, হাঁ; আমি তোমাকে অবশ্যই এমন একটি হাদীস শোনাব, যা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে বয়ান করেছেন এবং আমি খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছি, মুখস্থ করেছি।

www.QuranerAlo.net

এরপর আবু হোরায়রা বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে স্বাভাবিক হলেন। তখন তিনি বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলব, যা আমার কাছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়ান করেছেন। এই বাড়িতে আমি আর তিনি ছিলাম। আমরা দু'জন বাদে আর কেউ ছিল না।

এরপর আবু হোরায়রা আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বেহুঁশ থাকার পর তিনি স্বাভাবিক হলেন। চেহারা মুছলেন তিনি। বললেন, হাঁ; আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলব, যা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে বয়ান করেছেন। এই বাড়িতে তখন আমি আর তিনি ছিলাম। এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

এরপর আবু হোরায়রা আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেন। সামনের দিকে পড়ে গেলেন। আমি অনেক ক্ষণ তাকে ঠেস দিয়ে রাখলাম। পরে তিনি স্বাভাবিক হলেন। তারপর বললেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে বয়ান করেছেন–

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাবান্দীর বিচার করার জন্য তাদের কাছে নেমে আসবেন। সে দিন সবাই উবু হয়ে বসে থাকবে। প্রথম যাদেরকে তিনি ডাকবেন, তাদের মধ্য থেকে একজন হবে সে, যে কুরআন মুখস্থ করেছিল। আরেক জন হবে সে, যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছিল। তৃতীয় জন হবে সে যে ছিল অনেক বড় সম্পদশালী।

কুরআন মুখস্থকারীকে আল্লাহ বলবেন, আমি আমার রসুলের উপর যা নাযিল করেছিলাম, তা কি তোমাকে শিক্ষা দেইনি? সে বলবে, হাঁ; অবশ্যই দিয়েছেন। আল্লাহ বলবেন, তা হলে যতটুকু জেনেছিলে, তার কতটুকু আমল করেছিলে? কুরআন মুখস্থকারী বলবে, আমি রাতদিন তা নামাযে তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশ্‌তারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার ইচ্ছা ছিল লোকে তোমাকে বড় কারী বলবে। তা তো বলা হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

এরপর সম্পদশালী ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, আমি কি তোমার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দিয়ে তোমাকে অভাবমুক্ত করে দিইনি? সে বলবে, হাঁ; অবশ্যই। আল্লাহ বলবেন, আমি যা দিয়েছিলাম, তা তুমি কোথায় ব্যয় করেছ? সে বলবে, আমি আত্মীয়তার হক আদায় করতাম এবং সদকা করতাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশ্‌তারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ বলবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল লোকজন তোমাকে দানবীর বলবে। তা তো বলা হয়েছে।

এরপর আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। তাকে জিজ্ঞাস করা হবে, তোমাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? সে বলবে, আপনি আপনার রাস্তায় জেহাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্য আমি লড়াই করেছি এবং এক পর্যায়ে নিহত হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশ্‌তারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ বলবেন, তোমার বরং উদ্দেশ্য ছিল যেন বলা হয়, অমুক বড় সাহসী। সে কথা তো বলা হয়েছে।

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাঁটুতে ঢু মেরে বললেন, আবু হোরায়রা! আল্লাহর মাখলুকের মধ্য থেকে এই তিনজনকে দিয়ে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম দোযখ প্রজ্বলিত করা হবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৩৮২]

এই হাদীস নিয়তের মহত্ত্ব ও এখলাসের গুরুত্ব প্রমাণ করে। কাজেই বান্দার জন্য জরুরী নিয়ত পরখ করা এবং নিজের সাথে সবসময় হিসাব-নিকাশ করা।

প্রদীপ্ত বাণী ...

ওই ব্যক্তি হচ্ছে মুখলিস, যে নিজের দোষ লুকানোর মত নেক আমলও গোপন রাখে।

পরশমণি

www.QuranerAlo.net

কিছু অপরাধের প্রতিশ্রুতি জাহান্নাম

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী-রসূলকে সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর রসূল কখনও প্রবৃত্তি অনুসারে কথা বলেন না। তাঁর কাছে যা প্রত্যাদেশ করা হয়, তা-ই তিনি বলে থাকেন।

গুনাহ-খাতা কয়েক প্রকার। কিছু আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত। কিছু বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত। সবকিছুই এমন কিতাবে লিপিবদ্ধ, যা ছোট-বড় কোনটিই ছাড়ে না; সবই সংরক্ষণ করে। এমন কিছু অন্যায় আছে, যেগুলোর ভয়াবহতা সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম সতর্ক করে গেছেন।

- এই অন্যায়গুলো কী কী?
- এসব অন্যায়ের শিকার কারা?
- অন্যগুলোর চেয়ে এগুলো ভয়াবহ হওয়ার কারণ কী?

সূচনা

গোপন ও অতিগোপন, সবই আমাদের সৃষ্টিকর্তা জানেন। তাঁর চেয়ে ন্যায়পরায়ণ, তাঁর চেয়ে অধিক জান্তা আর কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব নিতে পারেন। তিনি বিচারকদের বিচারক।

কঠিন হুমকি সত্ত্বেও যেসব অন্যায় মানবসমাজে ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়, সেগুলো এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

বিচারের ক্ষেত্রে নিপীড়ন

মানুষ যাতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, সেজন্য আল্লাহ তাআলা শরীয়ত নাযিল করেছেন এবং মানুষকে হুকুম দিয়েছেন সমতা রক্ষা করতে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ হুকুম করেন ইনসাফ ও অনুগ্রহ করতে এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করতে। তিনি নিষেধ করেন অশ্লীল ও গর্হিত কাজ এবং নিপীড়ন থেকে। তিনি উপদেশ করে থাকেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। [সুরা নাহ্‌ল: ৯০]

যে ব্যক্তি বিচার-সালিসের দায়িত্ব নেয়, তারপর জুলুম ও অন্যায় করে, ঘুস নেয়, মানুষের হক খেয়ে ফেলে, সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, বিচারক তিন জন। একজন জান্নাতী, দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতী হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে হক জানে এবং সে অনুযায়ী বিচার করে। আরেক জন হক জেনেও বিচারের ক্ষেত্রে জুলুম করে, সে জাহান্নামী। আরেক জন না জেনেই বিচার করে, সেও জাহান্নামী।

[আবু দাউদ: হাদীস নং- ৩৫৭৫]

নবীজীর উপর মিথ্যারোপ

মিথ্যা হাদীস গড়ে সেটা নবীজীর দিকে সম্পৃক্ত করা অন্যতম কবীরা গুনাহ এবং অনেক বড় পাপ। মিথ্যা হাদীস গড়ার সুযোগ যদি সৃষ্টি করা হয়, তা হলে শরীয়তের হুকুম-আহকাম বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে এবং দীনী বিষয়াদি গোলমাল হয়ে যাবে। এজন্য যে ব্যক্তি নবীজীর উপর মিথ্যারোপ করে এবং হাদীস জাল করে, তাকে তিনি কঠিন হুমকি দিয়েছেন।

তিনি বলেন, তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ১০৬]

না-হক খুন

খুন মারাত্মক গুনাহ। কিয়ামতের দিন মানুষের পারস্পরিক যে বিষয়ের বিচার সবার আগে হবে, তা হল খুন-খারাবী। আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার বদলা হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন; তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য বিরাট আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন।

[সুরা নিসা: ৯৩]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যদি মানব-দানব উভয় সম্প্রদায় কোন মুমিনকে হত্যা করার ক্ষেত্রে অংশ নেয়, তা হলে সবাইকে আল্লাহ উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ হত্যাকারী ও হত্যার নির্দেশকারীর উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। [ইস্পাহানি বর্ণিত]

www.QuranerAlo.net

সুদ খাওয়া

ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ মানবজীবনের প্রতিটি শাখা সুবিন্যস্ত করার জন্য ইসলামের আগমন। এজন্য অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রদান করতে গিয়ে ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন; আর সুদকে করেছেন হারাম। সুতরাং যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা গত হয়েছে সেটা তার। তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে অর্পিত। আর যারা আবার সুদে ফিরে যাবে, তারা জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

[সুরা বাকারা: ২৭৫]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বিরত থাকো। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! সেগুলো কী কী? বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, জাদু করা, অনর্থক কাউকে হত্যা করা– আল্লাহ যা হার করেছেন, সুদ খাওয়া...। [বুখারী: হাদীস নং- ২৭৬৬]

অন্যের সম্পদ হরণ

অনেক বড় এক অপরাধ, যার কারণে মানুষ জাহান্নামের উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তা হল অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ খেয়ো না; তবে তোমাদের সন্তুষ্টিক্রমে যদি ব্যবসা হয়, তা হলে সেটা বৈধ। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর দয়াশীল। যে ব্যক্তি এই কাজ শত্রুতা ও জুলুমের বশবর্তী হয়ে করবে, তাকে অচিরেই আমি জাহান্নামে পৌছে দিব। কাজটি আল্লাহর জন্য খুব সহজ। [সুরা নিসা: ২৯, ৩০]

জালেমদের পক্ষপাত

জুলুমের পরিণতি অশুভ। আল্লাহ তাআলা নিজের উপর জুলুমকে হারাম করেছেন। তাঁর সৃষ্টিকুলের পারস্পরিক জুলুমকেও হারাম সাব্যস্ত করেছেন। জীবিকা, সম্মান, সুনাম বা চাকরি-বাকরির কোন ক্ষেত্রে মানুষের উপর জুলুম করা হারাম।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

জালেমদের সাহায্য করা, তাদের পক্ষপাতিত্ব করা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের উপর সহায়তা করার সমার্থক।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা জালেমদের পক্ষপাতিত্ব কোরো না। তা হলে তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই। অতঃপর তোমরা সাহায্য পাবে না। [সুরা হূদ: ১১৩]

অর্থাৎ জালেমদেরকে সাহায্য কোরো না; তাদের উপর আস্থা রেখো না; তাদের সহায়তা নিয়ো না; তাদের পথ ও পন্থাকে ভালো মনে কোরো না। কেননা, এমনটা করলে বোঝা যাবে, তোমরা তাদের কাজে সন্তুষ্ট। যদি তা-ই হয়, তা হলে দোযখ তোমাদেরকে পেয়ে বসবে এবং আল্লাহর আযাব থেকে সাহায্য করার কাউকে পাবে না।

জীবজন্তুর প্রতি নিপীড়ন

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, এক মহিলাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ, সে একটি বিড়াল আটকিয়েছিল এবং সেটা মারা গিয়েছিল। এজন্য মহিলা দোযখে গেছে। মহিলা যখন বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল, তখন সেটাকে খেতে পান করতে দেয়নি; ছেড়েও দেয়নি যে, পোকা-মাকড় ধরে খাবে। [বুখারী: হাদীস নং- ২৩৬৫]

কাপড় পরেও নগ্নতা ও মানুষকে প্রহার

পোশাকের ক্ষেত্রে নগ্নতা, বেহায়াপনা ও পর্দাহীনতা ফাসাদ ও অশ্লীলতা সৃষ্টি করে। এজন্য আল্লাহ তাআলা পর্দা ও পবিত্রতার হুকুম দিয়েছেন।

নবী আলাইহিস সালাম অবগত করেছেন যে, নগ্ন দেহে পরিভ্রমণকারিণী নারী জাহান্নামী। একইভাবে যেসব জালেম মানুষকে কষ্ট দেয় এবং লাঠি ও ছড়ি দিয়ে প্রহার করে, তারাও জাহান্নামী। এই দুই দল সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে নবীজী বলেন, দুই দল জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। একদলের কাছে গরুর লেজের মত ছড়ি থাকবে, সেটা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। আরেক দল হচ্ছে ওইসব নারী, যারা কাপড় পরিধান করেও নগ্ন; অন্যদেরকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরা আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা বুখতী উটের কুঁজের মত দোলায়মান। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না; অথচ তার খোশবু এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৭৩]

নিন্দিত প্রহার হচ্ছে জালেমের না-হক প্রহার। তবে হকভাবে অপরাধীকে প্রহার, একইভাবে দণ্ড ও শরয়ী শাসন উপলক্ষে প্রহার ইত্যাদিতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যেনাকারিণী ও যেনাকার, উভয়ের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করো। [সুরা নূর: ০২]

আত্মহত্যা

অনর্থক প্রাণী হত্যা অন্যতম কবীরা গুনাহ। এমন কি যদি মানুষ নিজকে হত্যা করে, তা হলেও এবং হত্যার পন্থা যা-ই হোক না কেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি লোহার যন্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, লৌহ যন্ত্র তার হাতেই থাকবে, সেটা দিয়ে নিজের পেটে সে ঘাই দিতে থাকবে। চিরকাল সর্বক্ষণ এভাবেই চলবে। আর যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে বিষপান করতে থাকবে। চিরকাল এভাবেই চলবে। আর যে ব্যক্তি কোন পাহাড় থেকে নিজকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে নিজকে ফেলতে থাকবে। এভাবেই চলবে চিরকাল সবসময়। [মুসলিম: হাদীস নং- ৩১৩]

নিষ্ঠাহীন ইলম অর্জন

এখলাস ও সুন্নতের এত্তেবা– এই দুটি বস্তু আমল কবুল হওয়ার মূল বিষয়। অন্যতম একটি নেক আমল হচ্ছে ইলম হাসিল করা। এটা নবীদের মিরাস এবং মুমিনদের হেদায়েতের রাস্তা। এখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়ত দ্বারা ইলম বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যেই ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যেত, তা যদি কেউ দুনিয়ার সম্পদ লাভের জন্য হাসিল করে, তাহলে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। [আবু দাউদ: হাদীস নং- ৩৬৬৬]

সোনা-রূপার বরতনে পানাহার

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য পবিত্র বস্তু মুবাহ করে দিয়েছেন। দুনিয়ার সবকিছু তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেকোন পবিত্র বরতনে পান করা জায়েয। তবে সোনা ও রূপার বরতনের কথা ভিন্ন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার বরতনে পান করে,

www.QuranerAlo.net

সে তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৫৩৪১]

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি রূপার বরতনে পান করে, সে তার পেটের ভিতরে জাহান্নামের আগুন ভরে। [বুখারী: হাদীস নং- ৫৬৩৪]

কিবির/অহংকার

কিবির হচ্ছে অহমিকা, দাম্ভিকতা, মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-অপমান করা। অহমিকা মানুষকে পরের হক উপলব্ধি করা থেকে বিরত রাখে। মুমিনদেরকে কষ্ট দিতে উদ্বুদ্ধ করে। কাউকে ক্ষমা করতে দেয় না। কারও সাথে সম্পর্ক রাখতে দেয় না। দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের ভিড়ের অজুহাতে অহমিকা মানুষকে জামাতের সাথে নামায পড়া থেকেও ফিরিয়ে রাখে।

নবী আলাইহিস বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার আচ্ছাদন। এগুলোর কোন একটি নিয়ে যে ব্যক্তি আমার সাথে বিবাদ করবে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব। আর যে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসবে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসবে, আমি তার দিকে এক গজ এগিয়ে যাব। যে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসবে, আমি তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাব। যে ব্যক্তি আমার দিকে দ্রু এগিয়ে আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করবে, আমি তাকে মনে মনে স্মরণ করব। যে ব্যক্তি আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ করবে, আমি তাকে আরও বড় ও উত্তম মজলিসে স্মরণ করব।

[ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৩২৮]

বাস্তবতা ...

যে ব্যক্তি কোন নেক আমল করবে, সেটা তার নিজের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ আমল করবে, সেটার দায় তার উপরই বর্তাবে।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

সর্বশেষ দোযখ থেকে মুক্ত

নবী আলাইহিস সালাম কিয়ামত-দিবসের অনেক তথ্য আমাদেরকে অবহিত করেছেন। মুমিন যখন এসব তথ্য পাঠ করবে, তখন সে নেক আমল করা এবং বদ আমল ছাড়ার জন্য উৎসাহিত হবে। এসব তথ্যের মধ্যে সবশেষে এক ব্যক্তির দোযখ থেকে মুক্তিলাভ এবং জান্নাতে প্রবেশের কথাও আছে।

- কী সেই কথা?
- লোকটি কীভাবে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে?
- জান্নাতে তার জন্য কী কী নেয়ামত থাকবে?

সূচনা

আমাদের নবী আলাইহিস সালাম প্রবৃত্তি অনুসরণ করে কোন কথা বলতেন না। সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন; তিনি উত্তর দিতেন। একবার তাঁরা জান্নাতে মুমিনদের আল্লাহর দিদার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, কয়েক জন লোক বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, সূর্য দেখতে কী তোমাদের সমস্যা হয়, যদি মেঘ না থাকে। সাহাবীরা বললেন, না; ইয়া রসুলাল্লাহ! নবীজী বললেন, কিয়ামতের দিন তোমরা তাঁকে এভাবেই দেখতে পাবে। আল্লাহ মানুষকে একত্র করবেন এবং বলবেন, যে যার পূজা করত, সে যেন তার অনুসরণ করে। এই ঘোষণার পর সূর্যের পূজারী, চন্দ্রের পূজারী ও দেবদেবীর পূজারী ওগুলোর পিছনে ছুটবে। থাকবে শুধু এই উম্মত। তাদের মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। তখন আল্লাহ অপরিচিত এক সুরতে তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, নাউযু বিল্লাহি মিনকা। আমাদের রব না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। যখন আমাদের রব আসবেন, আমরা তাঁকে চিনব। তখন আল্লাহ তাআলা পরিচিত সুরতে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, (হাঁ) আপনি আমাদের রব। এরপর তারা তাঁকে অনুসরণ করবে।

এরপর জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। সেটার উপর দিয়ে আমি সবার আগে অতিবাহিত হব। নবী-রসূল বলতে থাকবেন, হে আল্লাহ! নিরাপত্তা দিন; নিরাপত্তা দিন।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

তাতে রয়েছে নানাপ্রকার লোহার শলা ও কাঁটা, যেগুলো দেখতে সা'দান গুল্মের কাঁটার মত। তোমরা কি সা'দান গুল্মের কাঁটা দেখনি? সাহাবীরা বললেন, হাঁ, ইয়া রসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, নিশ্চয় সেগুলো সা'দান গুল্মের কাঁটার মত। তবে সেগুলো কত বড়, সে কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমলের বিচারে সেগুলো মানুষকে ছো মারবে। কেউ আমলের কারণে ধ্বংস হবে; কেউ পড়ে যাবে, এরপর মুক্তি পাবে। এরপর যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিচার থেকে অবসর হবেন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দানকারীদের মধ্য থেকে যাকে দোযখ থেকে বের করার ইচ্ছা, তাকে বের করতে চাইবেন, তখন তিনি তাদের বের করার জন্য ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিবেন। তাঁরা তাদেরকে সেজদার চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন। আল্লাহ দোযখের জন্য বনী আদমের সেজদার চিহ্ন খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফেরেশতারা তাদেরকে বের করবেন। তারা একেবারে কয়লা হয়ে থাকবে। তখন তাদের গায়ে এক প্রকার পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যাকে বলা হয় হায়াতের পানি। তখন তারা বন্যার পানিতে ভাসমান আবর্জনায় উৎপন্ন চারার মত উৎপন্ন হবে। একটি লোক জাহান্নামের দিকে মুখ করে অবস্থান করতে থাকবে। সে বলবে, হে রব! অগ্নিবায়ু আমাকে চৌচির করে দিল; এর তেজ আমাকে জ্বালিয়ে ফেলল। আমার চেহারাটা দোযখ থেকে ঘুরিয়ে দিন। এভাবে সে আল্লাহকে ডাকতেই থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন, যদি তোমাকে এটা দিই, তা হলে হয়তো তুমি আরেকটা চাইবে। সে বলবে, আপনার ইয্যতের কসম! আর কিছু চাইব না। তখন আল্লাহ তার চেহারা দোযখের দিক থেকে ঘুরিয়ে দিবেন। এরপর সে বলবে, হে রব! আমাকে জান্নাতের দরজার কাছে নিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি বলনি যে, আর কিছু চাইবে না? ইবনে আদম! আফসোস তোমার জন্য। কত বিশ্বাসঘাতক তুমি! কিন্তু সে ডাকতেই থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন, যদি তোমাকে এটা দিই, তা হলে হয়তো তুমি আরেকটা চাইবে। সে বলবে, আপনার ইয্যতের কসম! আর কিছু চাইব না। এরপর অন্যকিছু না চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহকে বিভিন্ন প্রকার ওয়াদা-অঙ্গীকার দিবে। আল্লাহ তাকে জান্নাতের দরজার কাছে নিয়ে দিবেন। সে যখন জান্নাতের নাজ-নিয়ামত দেখবে, তখন যতটুকু সম্ভব নীরব থাকবে। এরপর বলবে, হে রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি বলনি যে, আর কিছু চাইবে না? ইবনে আদম! আফসোস তোমার জন্য। কত বিশ্বাসঘাতক তুমি! তখন সে বলবে, হে রব! আপনার সৃষ্টির সবচেয়ে হতভাগা আমাকে বানাবেন না। এভাবে সে আল্লাহকে ডাকতেই থাকবে। একসময় আল্লাহ হাসবেন।

www.QuranerAlo.net

যখন তিনি হাসবেন, তখন তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, অমুকটা কামনা করো। সে কামনা করবে। এরপর তাকে বলা হবে, অমুকটা কামনা করো। সে তা কামনা করবে। একসময় তার তামান্না শেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাকে এ-ও দেওয়া হল, এর সাথে আরও সমপরিমাণ।

আবু হোরায়রা বলেন, এই লোকটি সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী।

[বুখারী: হাদীস নং- ৬৫৭৩]

কিছু লোক দোযখে যাবে, পরে আবার বের হবে

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) জাহান্নাম থেকে বের করো যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং যার অন্তরে গমের দানা বরাবর কল্যাণ আছে। জাহান্নাম থেকে বের করো যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং যার অন্তরে জবের দানা বরাবর কল্যাণ আছে। জাহান্নাম থেকে বের করো যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং যার অন্তরে সরষের দানা বরাবর কল্যাণ আছে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৪৯৯]

কামনা করি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন এবং আমা নবীর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত না করেন।

চিরস্থায়ী জাহান্নামী

জাহান্নামে যারা চিরস্থায়ী হবে, সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং বিলুপ্ত হবে না, তারা হচ্ছে কাফের ও মুশরিক। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা কুফর করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তাদেরকে বিলুপ্ত করা হবে না যে, মারা যাবে এবং তাদের থেকে দোযখের আযাব হ্রাসও করা হবে না। যেকোন বিদ্রোহীকে আমি এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি। [সুরা ফাতির: ৩৬]

তিনি আরও বলেন, যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা সবসময় থাকবে।

[সুরা বাকারা: ৩৯]

আস্থা ...

আল্লাহর কুদরত, ইলম, মাগফেরাত ও রহমতের উপর বান্দার আস্থা, তাকে দোআ ও কাকুতি-মিনতি করতে উদ্বুদ্ধ করে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পারস্পরিক সম্বোধন

মুমিনরা জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানকার নেয়ামতের মধ্যে ডুবে যাবে। পানি ও মধু পান করবে। আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করবে। কাফের-মুশরিক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সেখানকার আযাবে নিষ্পেষিত হবে। যাক্কুম ও গাস্‌সাক খাবে। এভাবে উভয় শ্রেণি নিজ নিজ ঠিকানায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের মাঝে কয়েক দফায় সম্বোধন ও সংলাপ হবে।

- কী সংলাপ হবে?
- উভয় দলের অবস্থা কেমন থাকবে?
- সংলাপ কীভাবে খতম হবে?

সূচনা

মুমিনদেরকে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে– মন যা চায়, যা দেখলে চোখ জুড়ায়, যা অন্তরে উদয় হয়। অতিরিক্ত নেয়ামত হিসেবে থাকবে ওই লোকের ব্যাপারে মনের পরিচ্ছন্নতা, যারা দুনিয়াতে তাদেরকে উপহাস করত; তাদেরকে বোকা ও নির্বোধ মনে করত; বিভিন্ন সময় নিপীড়ন করত। এজন্য পরকালে গিয়ে জান্নাতীরা দোযখীদের আযাব দেখতে পাবে এবং দোযখীদেরকে লা-জওয়াব ও তিরস্কার করার জন্য তাদের সাথে সংলাপ করবে।

• প্রথম সম্বোধন

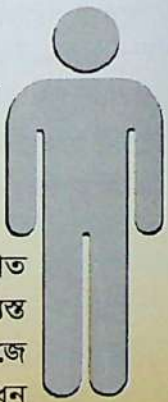

জান্নাতীদের পক্ষ থেকে জাহান্নামীদেরকে সম্বোধন। এটা সংঘটিত হবে জান্নাতীরা নেয়ামত আস্বাদন করা এবং যথার্থ রূপে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত পেয়ে যাওয়ার পর। জান্নাত সত্য; জাহান্নাম সত্য; নেয়ামত ও আযাব সত্য। জান্নাতীরা আপসে ওইসব লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, যারা দুনিয়াতে জান্নাত ও জাহান্নামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করত। দুনিয়ার জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কোন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকত না; কোন নেক কাজে উৎসাহ বোধ করত না। তখন জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে সম্বোধন করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে,

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

আমাদের রব আমাদেরকে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা যথার্থ রূপে পেয়েছি। তোমাদেরকে তোমাদের রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তা কি যথার্থ রূপে পেয়েছ? তারা বলবে, হাঁ। তখন এক ঘোষক উভয় দলের মাঝে ঘোষণা করবে, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, যারা আল্লাহর রাস্তায় বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত। তারা আখেরাতের ব্যাপারেও অবিশ্বাসী ছিল।

[সুরা আ'রাফ: ৪৪, ৪৫]

এ সময় জাহান্নামীরা চিৎকার করে নিজদেরকে অভিসম্পাত করবে; কিন্তু এই অভিসম্পাতে কোন কাজ হবে না।

• দ্বিতীয় সম্বোধন

দ্বিতীয় সম্বোধন হবে আ'রাফের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে জান্নাতীদের প্রতি। আ'রাফের অধিবাসী হবে এমনসব লোক, যাদের নেক ও বদ আমল বরাবর। এজন্য তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থান করবে। তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না; জাহান্নামেও না। আ'রাফের অধিবাসীরা জান্নাতীদের নিদর্শন– শুভ্রতা, সজীবতা ও সৌন্দর্য দেখে চিনতে পারবে। তারা জাহান্নামীদেরকেও তাদের নিদর্শন– তীব্র কৃষ্ণতা দেখে চিনতে পারবে। আ'রাফের লোকজন জান্নাতীদেরকে সালাম দিয়ে ডেকে ডেকে সম্বোধন করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, উভয় দলের মাঝখানে থাকবে পর্দা। আর আ'রাফে থাকবে কিছু লোক। উভয় দলকে তারা নিদর্শন দেখে চিনবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, সালাম বর্ষিত হোক তোমাদের উপর। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি। তারা (জান্নাতে প্রবেশের) আকাঙ্ক্ষা রাখবে।

[সুরা আ'রাফ: ৪৬]

• তৃতীয় সম্বোধন

তৃতীয় সম্বোধন হবে আ'রাফবাসীদের পক্ষ থেকে জাহান্নামীদের প্রতি। আ'রাফের লোকজন জাহান্নামীদের দেখবে। প্রত্যক্ষ করবে তাদের আযাব ও দুর্ভোগ।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

প্রবাহিত হতে থাকবে তাদের রক্ত। গলে যাবে তাদের চামড়া। বিকট হবে তাদের চিৎকার। বুলন্দ হবে তাদের আর্তনাদ। তখন আ'রাফের লোকজন আল্লাহকে ডেকে বলবে যে, তিনি যেন তাদেরকে জালেমদের সঙ্গী না করেন। এরপর আ'রাফের লোকজন জাহান্নামীদেরকে তিরস্কার করবে।

তারা বলবে, অন্যায়ের উপর তোমাদের ঐক্য তোমাদের কোন উপকার করল না; সম্পদ ও পদ-পদবীর অহংকার তোমাদের কোন কাজে এল না! এখন তোমরা আযাবের মধ্যে জড় হয়েছ?

যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের দলভুক্ত করবেন না। আর আ'রাফের লোকজন কিছু লোককে– যাদের নিদর্শন দেখে তারা তাদেরকে চিনবে– সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের ঐক্য এবং তোমাদের অহংকার তোমাদের কোন উপকার করেনি। এরাই কি তারা, যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করতে যে, আল্লাহ এদেরকে অনুগ্রহ করবেন না। (অথচ এদেরকে বলা হয়েছে,) তোমরা প্রবেশ করো জান্নাতে। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না। [আ'রাফ: ৪৭-৪৯]

চতুর্থ সম্বোধন

চতুর্থ সম্বোধন হচ্ছে দুঃখ, বেদনা ও হতাশার। জাহান্নামীরা আযাবে থাকবে; ফুটন্ত গরম পানি তাদেরকে পান করানো হবে; যাক্কুম খেতে থাকবে; তারা কাঁদবে আর আর্তনাদ করবে। এমন সময় তারা উত্তম পানি ও খাবার চেয়ে জান্নাতীদের কাছে আবদার করবে। জান্নাতীরা তাদেরকে জওয়াব দিবে, তোমরা দোযখে লাঞ্ছিত হও। তোমরাই তো অবহেলা করেছিলে; খেলাধুলাকে ধর্ম ও জীবনপথ বানিয়েছিলে; আখিরাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে; আল্লাহর দিদারের জন্য প্রস্তুতির কথা ভুলে গিয়েছিলে। সুতরাং আজ তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত।

জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি নিক্ষেপ করো, অথবা আল্লাহপ্রদত্ত কিছু রিযিক। জান্নাতীরা বলবে, কাফেরদের জন্য আল্লাহ এগুলো হারাম করেছেন, যারা নিজেদের ধর্ম বানিয়েছে খেল-তামাশাকে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব,

পারলৌকিক LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

যেমন তারা আজকের এই দিনকে ভুলে গিয়েছিল এবং তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত। [সুরা আ'রাফ: ৫০, ৫১]

কারও কারও মতে এই সম্বোধন সঙ্ঘটিত হবে জান্নাতীদের পুলসিরাত পার হওয়া এবং দোযখ থেকে মুক্তিলাভের পর। এসময় তারা জাহান্নামীদের দিকে তাকাবে এবং কথোপকথন করবে।

আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি আমাদেরকে গুমরাহী ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে হেফাযত করুন; আমাদেরকে মাফ করুন এবং দয়া করুন। আমীন।

আশা ...

আমাদের উপর কিছু পানি নিক্ষেপ করো, অথবা আল্লাপ্রদত্ত কিছু রিযিক। জান্নাতীরা বলবে, কাফেরদের জন্য আল্লাহ এগুলো হারাম করেছেন।
হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি দয়া করো।

www.QuranerAlo.net

কিয়ামতের দিন ইবলীসের গন্তব্য

কুমন্ত্রণা ও গুমরাহীর মূল হচ্ছে ইবলীস। নেককারদের শত্রু এবং বদকারদের বন্ধু। যে তার আনুগত্য করবে, সে ধ্বংস হবে; যে তার বিরোধিতা করবে, সে সফল ও কামিয়াব হবে।

- শয়তান কে?
- তার বিবরণ কী?
- কিয়ামতের দিন শয়তানের বক্তব্য কী হবে?
- সে কী বলবে তার অনুসারীদেরকে?

সূচনা

শয়তানের নাম কুরআনে ৮৮ বার এসেছে। উদ্দেশ্য, তার ভয়াবহতা প্রকাশ করা, তার শত্রুতার বিষয়টি স্পষ্ট করা, তার আনুগত্যের ব্যাপারে সতর্ক করা, তার পরিকল্পনা ও পদাঙ্কের কদর্যতা বর্ণনা করা।

শয়তান কিয়ামতের দিন অত্যন্ত কালো গন্তব্যের মুখোমুখি হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করেছেন; তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রুই মনে করো। [সুরা ফাতির: ০৬]

এমন কি নবীগণও নিজ নিজ সন্তানাদিকে এমনই উপদেশ করেছেন। ইয়াকুব তাঁর ছেলে ইউসুফকে বলেছিলেন, নিশ্চয় শয়তান মানুষের দুশমন। [সুরা ইউসুফ: ০৫]

শয়তানের কাহিনীর সূচনা

শয়তান জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের আগে জিন জাতি দুনিয়াতে বসবাস করত। তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত এবং রক্তপাত ঘটাত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য ফেরেশতাদের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। ফেরেশতারা তাদেরকে পিটিয়ে পিটিয়ে সাগরের বিভিন্ন দ্বীপে নিয়ে গেলেন। একসময় তারা ইবলীসকে বন্দী করলেন। ইবলীস নেকভাব প্রকাশ করে ফেরেশতাদের সাথে এবাদতে মগ্ন হয়ে গেল।

www.QuranerAlo.net

যখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলেন আদমকে সেজদা করার জন্য। তখন ইবলীস ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল। সব ফেরেশতা আদমকে সেজদা করল। ইবলীস করল না। সে অহংকার প্রকাশ করল এবং না-ফরমানী করল। সে বলল, আমি কি তাকে সেজদা করব, যাকে তুমি মাটি দিয়ে বানিয়েছ? [সুরা ইসরা: ৬১]

তখন আল্লাহ তাআলা তাকে অভিসম্পাত করলেন এবং তাঁর রহমত থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তারপরও ইবলীস মনক্ষুণ্ন হল না; তওবা করল না এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল না। আল্লাহর কাছে কোন আবেদন করল না। বরং ইবলীস আদম ও তাঁর সন্তানাদির সাথে বিদ্বেষ শুরু করল। মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং তাদেরকে আল্লাহর এবাদত থেকে ফেরানোর হুমকি দিল। আল্লাহ তাআলা নীচে আয়াতগুলোতে বিষয়টি বয়ান করেছেন–

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছি। এর ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সেজদা করো। তারা সেজদা করল; তবে ইবলীস নয়; সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না। আল্লাহ বললেন, আমি হুকুম করার পরও কীসে তোমাকে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে, আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাঁদা থেকে। তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে নেমে যাও। এখানে তোমার অহংকার দেখানোর সুযোগ নেই। বের হয়ে যাও। তুমি তুচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আমাকে সে দিন পর্যন্ত সুযোগ দাও, যে দিন তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে। তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি সুযোগ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, তুমি যে আমাকে দিশেহারা করে দিলে এজন্য তাদের উদ্দেশ্যে তোমার সুদৃঢ় পথে বসে থাকব। এরপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে, পিছন থেকে, তাদের ডান থেকে এবং তাদের বাম থেকে। তাদের অধিকাংশকেই তুমি কৃতজ্ঞ পাবে না। তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের মধ্য থেকে যে তোমার আনুগত্য করবে (করুক), নিশ্চয় আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।

[সুরা আ'রাফ: ১১-১৮]

www.QuranerAlo.net

কিয়ামতের দিন ইবলীসের গন্তব্য

এরপর ইবলীস আদমের ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। এমন কি তাকে ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাত থেকে বের হওয়ার উপকরণ তৈরী করল। পরিণামে আদমসন্তান জান্নাত থেকে বের হতে বাধ্য হল। এরপর সে সবসময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকে এবং যাকে সম্ভব, তাকে পথভ্রষ্ট করে।

শয়তানের সাথে আমাদের শত্রুতা

এ কারণে আল্লাহ আমাদের উপর তার শত্রুতা ও বিরোধিতা ওয়াজিব করেছেন। তার আনুগত্য ও পদাঙ্ক অনুসরণের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রুই মনে করো। [সুরা ফাতির: ০৬]

তিনি আরও বলেন, হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তানের সত্ব কোরো না; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [সুরা ইয়াসীন: ৬০]

য়তান সৃষ্টির হেকমত

মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য দুটি পথ বয়ান করে দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, কসম প্রাণের এবং তাকে যিনি সুবিন্যস্ত করেছেন, তার! অতঃপর তাকে গুনাহ ও তাকওয়ার ব্যাপারে অবহিত করেছেন। যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, সে সফল হয়; আর যে আত্মাকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়। [সুরা শামস: ০৭-১০]

তিনি আরও বলেন, অতএব, যে সীমালঙ্ঘন করেছে; এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, নিশ্চয় জাহান্নামই (তার) ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নিজকে খেয়াল-খুশি থেকে বিরত রেখেছে, নিশ্চয় জান্নাতই (তার) ঠিকানা। [সুরা নাযিআত: ৩৭-৪১]

ইবলীস মানুষের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ব্রত গ্রহণ করেছে। ইবলীস আল্লাহকে বলেছে, দেখো তো, এ তো সেই ব্যক্তি, যাকে আমার উপর মর্যাদা দিয়েছ। যদি তুমি আমাকে কিয়ামত-দিবস পর্যন্ত সুযোগ দাও, তা হলে অল্প-সল্প বাদে তার সন্তানাদিকে সমূলে নষ্ট করে দিব। [সুরা ইসরা: ৬২]

কেমন যেন ইবলীস বলেছে, যে মানুষকে তুমি মর্যাদা দিয়েছ এবং তাকে সেজদা করার জন্য আমাদেরকে হুকুম করেছ, সে দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে।

www.QuranerAlo.net

হে রব! তুমি আমাকে অবকাশ দাও, আমি তাকে প্ররোচনা দিব এবং বিষয়টি প্রমাণ করব।

আল্লাহ তার আবেদন নাকচ করে দিতে পারতেন। সাথে সাথে তাকে জাহান্নামেও নিক্ষেপ করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর হেকমত দাবি করে যে, মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য তাকে অবকাশ দিতে হবে। সুতরাং তিনি ইবলীসকে প্ররোচনার সুযোগ দিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর মাগফিরাত ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় মহাজ্ঞানী। [সুরা বাকারা: ২৬৮]

আল্লাহর রহমত সুপ্রশস্ত। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তওবাকারীদেরকে তিনি ভালোবাসেন। শয়তান মানুষকে শতবার প্ররোচনা দিলেও একটি নেকী সব কৃত অন্যায় মুছে দেয়। তা ছাড়া আল্লাহ কাউকে সতর্ক না করে শাস্তি দেন না। যেমন তিনি বলেছেন, কোন রসূল না পাঠিয়ে আমি শাস্তি প্রদান করি না। [সুরা ইসরা: ১৫]

শয়তানের পদাঙ্ক

মানুষকে গুমরাহ করার জন্য শয়তান ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। ছোট গুনাহ থেকে বড় গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে শিরকে লিপ্ত করে। তার পদাঙ্কের শেষ গন্তব্য হচ্ছে জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [সুরা বাকারা: ১৬৮]

তিনি আরও বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, (সে ধ্বংস হয়ে যাবে।) কেননা, সে অশ্লীল ও গর্হিত কাজের আদেশ করে। [সুরা নূর: ২১]

আল্লাহর কালামের চেয়ে স্পষ্ট বয়ান আর কী হতে পারে; কিন্তু তারপরও অনেক লোক সবসময় শয়তানের পিছনে ছোটে এবং তার আনুগত্য করে।

www.QuranerAlo.net

ইবলীসের সিংহাসন

নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে অবগত করেছেন যে, ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর তার চেলা শয়তানদের ছোট ছোট দল বানিয়ে মানুষকে গুমরাহ করা এবং তাদের মধ্যে সঙ্কট সৃষ্টি করার জন্য প্রেরণ করে। সে তার চেলাদেরকে পরিচালনা করে এবং তাদের নেতৃত্ব দেয়। যে যত বেশি ফেতনা সৃষ্টিতে পারঙ্গম, সে তার কাছে তত বেশি আপন। সে তার চেলাদেরকে বিভিন্ন পুরস্কার দেয়।

এক চেলা এসে বলে, আমি এই এই করেছি। সে বলে, না; তুমি কিছুই করনি। আরেক জন এসে বলে, আমি এই এই করেছি। সে বলে, না; তুমি কিছুই করনি। আরেক জন এসে বলে, আমি তার পিছনে লেগে ছিলাম, এক পর্যায়ে তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে ছেড়েছি। শয়তান তখন একে জড়িয়ে ধরে এবং বলে, তুমি কাজের কাজ করেছ।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৭২৮৪]

মানুষের জানা উচিত যে, প্রত্যেকটি ঝগড়া-বিবাদের মূল শয়তান। এজন্য তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া উচিত এবং তার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

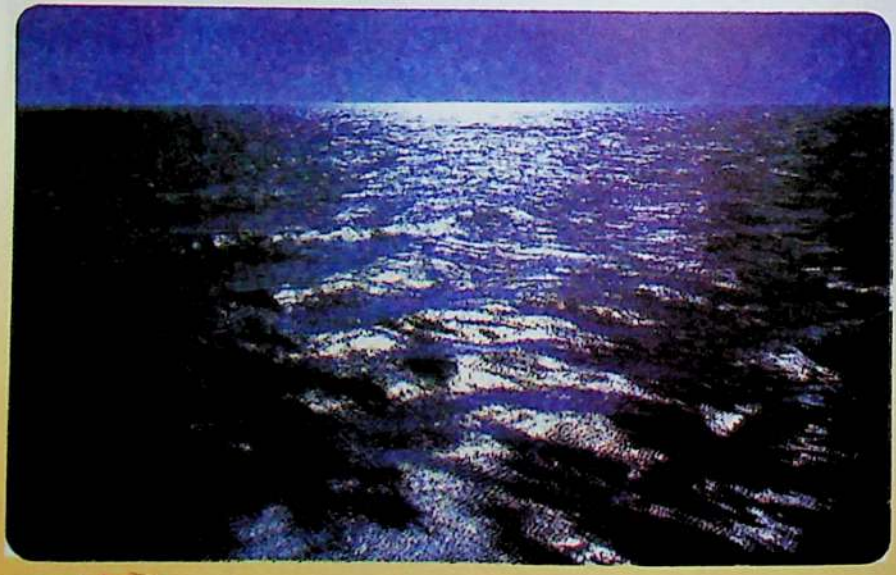

www.QuranerAlo.net

শয়তানের দল

শয়তানের অনুসারী ও তার দলের গন্তব্য হচ্ছে জাহান্নাম। শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রুই মনে করো। নিশ্চয় সে তার দলকে আহ্বান করে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার জন্য। [সুরা ফাতির: ০৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, ওরাই শয়তানের দল। মনে রেখো, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। [সুরা মুজাদালা: ১৯]

প্রশ্ন ইবলীস তো আগুনের তৈরী, তা হলে সে আগুনে শাস্তি ভোগ করবে কীভাবে?

ইবলীস সৃষ্টির মূল উপাদান আগুন। কিন্তু এখন সে আগুন নয়। যেমন, মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি; কিন্তু এখন সে মাটি নয়। মানুষকে মাটির ভিতরে শাস্তি দেওয়া সম্ভব। মানুষ যদি কাঁদামাটির মধ্যে ডুবে যায়, তা হলে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং সে মারা যাবে। যদি মানুষকে মাটি দিয়ে প্রহার করা হয়, তা হলে সে ব্যথা অনুভব করবে। শুকনো মাটি দিয়ে আঘাত করলে সে মারাও যেতে পারে।

এমনইভাবে শয়তান সৃষ্টির মূল উপাদান আগুন। কিয়ামতের দিন তাকে আগুন দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা, এখন সে আগুন নয়; বরং একটি দেহ। তার মুখের মধ্যে লালা আছে। নবী আলাইহিস সালাম নামায পড়ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর কাছে শয়তান আসে তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। নবীজী বললেন, তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এরপর তিনি তিনবার বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর অভিশাপ দিচ্ছি। এরপর তিনি হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি কিছু ধরবেন। যখন তিনি নামায থেকে ফারেগ হলেন, তখন সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আজ আপনাকে নামাযের মধ্যে এমন কিছু বলতে শুনলাম, যা আগে কখনও বলতে শুনিনি। এরপর দেখলাম, আপনি হাত প্রসারিত করেছেন। তখন নবীজী বললেন, আল্লাহর দুশমন ইবলীস আমার চেহারায় নিক্ষেপ করার জন্য আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে এসেছিল। তখন আমি বললাম, আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এরপর বললাম,

www.QuranerAlo.net

আমি তোমাকে আল্লাহর পরিপূর্ণ অভিশাপ দিচ্ছি। আমি তোমাকে আল্লাহর পরিপূর্ণ অভিশাপ দিচ্ছি। আমি তোমাকে আল্লাহর পরিপূর্ণ অভিশাপ দিচ্ছি। তখন সে দৌড় দিল।

নবীজী তাকে গলা চিপে ধরে ফেললেন। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, এমন কি আমি আমার হাতে তার জিহ্বার আর্দ্রতা অনুভব করলাম। আমার ভাই সুলাইমানের দোআ না থাকলে আমি তাকে সকাল পর্যন্ত বেঁধে রাখতাম, যাতে লোকজন তাকে দেখতে পায়।

[মুসলিম: হাদীস নং- ১২৩৯, ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ২৩৫০]

এ থেকে পরিষ্কার হল যে, জিন ও শয়তানরা এখন আগুন নয়। যদি তারা আগুন থাকত, তা হলে নবী আলাইহিস সালাম শয়তানের জিহ্বার আর্দ্রতা হাতে অনুভব করতেন না। তা ছাড়া সে যদি আগুনই হত, তা হলে মানুষকে দেখানোর জন্য তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে নবীজী কীভাবে বাঁধতেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, শয়তান মানুষের রগরেশায় চলাচল করে। [বুখারী: হাদীস নং- ৩২৮১] যদি শয়তান আগুনই থাকত, তা হলে মানুষ জ্বলে যেত। কারণ, সে তো মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে।

শয়তানের বক্তব্য

যখন সিদ্ধান্ত হবে, দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে, মিযান স্থাপিত হবে, আমলনামা উড়তে থাকবে, ডানপন্থীরা আমলনামা পেয়ে যাবে, বামপন্থীরাও আমলনামা পেয়ে যাবে, বিচার করার জন্য আমাদের রব আত্মপ্রকাশ করবেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলনামা অনুসারে বদলা দেওয়া হবে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের কাছে আবদ্ধ হয়ে যাবে। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে দেওয়া হবে, জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে, তখন শয়তান দাঁড়াবে এবং একটি বক্তব্য দিবে, তার পর জাহান্নামীদের জন্য আর বক্তব্য থাকবে না। শয়তান কী বলবে? আল্লাহ তাআলা সেকথা বয়ান করেছেন। তিনি বলেন, যখন বিচার সম্পন্ন হবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে যথার্থ ওয়াদা করেছেন। আর আমি তোমাদেরকে ওয়াদা করে ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না। তবে আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা কোরো না; তোমরা নিজেদেরকে ভর্ৎসনা করো।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে পারব না; তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। ইতোপূর্বে তোমরা যে আমাকে শরীক সাব্যস্ত করেছ, তা অস্বীকার করলাম। নিশ্চয় জালেমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

[সুরা ইবরাহীম: ২২]

হাঁ, সে তার অনুসারীদেরকে বলবে, তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা দিয়ো না। আশ্চর্য ব্যাপার! তা হলে তারা কাকে ভর্ৎসনা দিবে?

কে তাদেরকে অশ্লীল কাজের দিকে আহ্বান করে; রক্তপাত ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে? কে তাদের সামনে হারামকে মোহনীয় করে তুলে ধরে এবং গুনাহ করতে উৎসাহ দেয়? জওয়াব আসবে, তোমরা নিজেদেরকে ভর্ৎসনা দাও।

মূল তথ্য আসবে শয়তানের বক্তব্যের শেষে। সেই তথ্য জাহান্নামীদের দুঃখ ও বেদনা আরও বাড়িয়ে দিবে। সেই তথ্যের মধ্যে শয়তানের প্রকৃতিও প্রকাশ পেয়ে যাবে। সেটা হল অনুসারীদের থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা। শয়তান বলবে, ইতোপূর্বে তোমরা যে আমাকে শরীক সাব্যস্ত করেছ, তা অস্বীকার করলাম। অর্থাৎ তোমাদের আনুগত্য আমি অস্বীকার করলাম। আজ শুধু তোমাদের নেক আমলই উপকারে আসবে।

এরপর সে ফলাফল ঘোষণা করবে, নিশ্চয় জালেমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

এভাবেই তার বক্তব্য শেষ হবে। এ হল কাফেরদের মূল ও অপরাধীদের পরিচালকের অবস্থা।

খিয়ানত ...

অনুসারীদের জন্য ইবলীসের কোন প্রতিশ্রুতি নেই। সে তাদেরকে অভিসম্পাত করবে এবং তাদের থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা করবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

জান্নাত

www.QuranerAlo.net

জান্নাত এমন মহামূল্যবান অভীষ্ট লক্ষ, যার জন্য সচেষ্টরা সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছেন; প্রতিযোগিতা করছেন মুমিনরা। আশিক হৃদয়ের মা'শূকা হচ্ছে জান্নাত। এবাদতগুজার রাত জাগরণ করে, বহু কষ্ট স্বীকার করে, বিপদ মাথা পেতে নেয় জান্নাতের জন্যই। মুত্তাকী, শহীদ ও নেককারদের গন্তব্য হচ্ছে জান্নাত। জান্নাত হচ্ছে জ্যোতির্ময় নূর, মোহনিয়া সুগন্ধি, আর ফুল-ফলের অপূর্ব সমাহার। বান্দার বিলাসবহুল জীবনের ঠিকানা। যেখানে আহার আছে; মলত্যাগের প্রয়োজন নেই। জলযোগ আছে; মূত্রত্যাগের বিড়ম্বনা নেই। সুগন্ধি আছে; শ্লেষ্মা নেই। হাসি আছে; কান্না নেই। অবস্থান আছে; বহিষ্কার নেই। জীবন আছে; মৃত্যু নেই। সেখানে শুধু আনন্দ-উল্লাস।

- সুতরাং জান্নাত কী?
- কী তার বৈশিষ্ট্য?
- কারা হবে সেই জান্নাতের বাসিন্দা?
- এবং তা পাওয়ার উপায় কী?

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের নামসমূহ

দারুস সালাম (শান্তির নীড়)। সেখানে বিপদ বলতে কিছু নেই।
দারুল খুলদ (চিরস্থায়ী নীড়)। সেখানে মানুষ মরবে না, বুড়োও হবে না।
দারুল মুকামা (স্থায়ী নিবাস)। সেখান থেকে মানুষ সরবে না; থাকতে বিরক্তও হবে না।
জান্নাতুল মাওয়া (আশ্রয়)। দুনিয়ার বালামসিবত থেকে মুক্তির পর মুমিনদের আশ্রয়কেন্দ্র।
জান্নাতু আদন (বসবাসের মনোরম নিকুঞ্জ)।
দারুল হায়াওয়ান (সঞ্জীবনগৃহ)।
জান্নাতুল ফিরদাউস (সুসজ্জিত মুগ্ধকর বাগান)।
জান্নাতুন্নাঈম (প্রাচুর্যের বসুন্ধরা)।
আল-মাকামুল আমীন (নিরাপদ স্থান)।
মাকআদু সিদক (সততার আসন)।

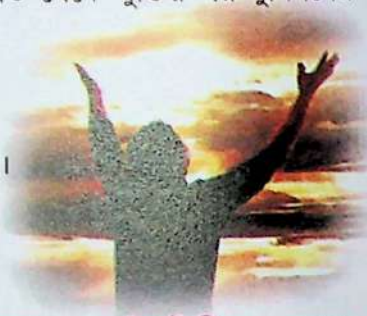

আল্লাহ তাআলা বলেন, মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে। [সুরা কামার: ৫৪, ৫৫]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও সে সম্পর্কে শোনেনি এবং কোন অন্তরে কখনও উদয় হয়নি। আল্লাহর কিতাবে এর সমর্থন রয়েছে, কেউ জানে না তার জন্য কী কী নয়নাভিরাম প্রতিদান লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।

(সুরা সেজদা: ১৭) [বুখারী: হাদীস নং- ৪৭৮৯]

- সুতরাং জান্নাতের নামসমূহ কী?
- কারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি কী?
- কারা সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করবে?
- জান্নাতীদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে কে সবচেয়ে উঁচু এবং কে সবচেয়ে নীচু স্তরের?
- জান্নাতের বাজার কী?
- রবের যিয়ারত আর জান্নাতীদের স্থায়ী হওয়ার মানে কী?

www.QuranerAlo.net

সূচনা

যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে, সব ভুলে যাবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়াতে সবচেয়ে সুখে জীবনযাপনকারী জাহান্নামীকে আনা হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে একটু ঘুরিয়ে এনে বলা হবে, হে আদমসন্তান! তুমি কি কখনও কোন কল্যাণ দেখেছ? কখনও সুখ-শান্তি উপভোগ করেছ? সে বলবে, আল্লাহর কসম, না, হে আমার রব! পক্ষান্তরে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্টে জীবনযাপনকারী জান্নাতীকে আনা হবে। এরপর তাকে জান্নাতে একটু ঘুরিয়ে এনে বলা হবে, হে আদমসন্তান! তুমি কি কখনও অভাব-অনটন দেখেছ? তুমি কি কখনও বিপদগ্রস্ত হয়েছ? সে বলবে, আল্লাহর কসম, না, হে আমার রব! অভাব কাকে বলে তা আমি কখনও দেখিনি। কখনও বিপদাপদের সম্মুখীন হইনি। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭২৬৬]

সাহাবীরা জান্নাতের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। সর্বদা জান্নাতের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। একবার এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাস করল, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে? নবী আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তা হলে তুমি সেখানে ঘোড়ার উপর চড়তে ইচ্ছা করার সাথে সাথে তোমাকে ইয়াকুতের লাল ঘোড়ায় চড়ানো হবে এবং তুমি যেখানে ইচ্ছা করবে, সেখানেই সে তোমাকে নিয়ে উড়ে যাবে।

আরেক ব্যক্তি জিজ্ঞাস করল, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতে কি উট থাকবে? নবীজী তাকে প্রথমজনের মত উত্তর না দিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তা হলে সেখানে তোমার মন যা কিছু কামনা করবে এবং তোমার চোখ যে সব বস্তুতে পুলক অনুভব করবে তা সবই থাকবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৫৪৩]

অন্য একদিন এক বেদুইন এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ঘোড়া পছন্দ করি। জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাকে যদি জান্নাতে দাখিল করা হয়, তা হলে সেখানে তোমার জন্য ইয়াকুতের ঘোড়া থাকবে, যার দু'টি ডানা থাকবে। তোমাকে তাতে চড়ানো হবে এবং তোমার যেখানেই যেতে ইচ্ছে হবে, সেটি তোমাকে নিয়ে সেখানে উড়ে যাবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৫৪৪]

দোআ ...

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই, জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান

যখনই কোন কিছুর প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়, তখন সে তা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তিনি জান্নাতকে তাঁর বান্দাদের জন্য সাজিয়েছেন। তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করেছেন এবং সেজন্য তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

একদিন নবী আলাইহিস সালাম সাহাবীদেরকে বললেন, জান্নাতের জন্য কেউ প্রস্তুত আছে কি? নিশ্চয় জান্নাত এমন জগৎ, যার কল্পনাও কারও মনে উদয় হয়নি। কাবার রবের কসম, নিশ্চয় তা জ্যোতির্ময় নূর, মনমুগ্ধকর খোশবু; সুদৃঢ় বালাখানা; প্রবহমান নদী, পরিপক্ক ফলের প্রাচুর্য; রূপসী সুন্দরী সঙ্গিনী ও অজস্র পরিচ্ছদের সমাহার। উঁচু, নিরাপদ ও সুরম্য নিকেতন; সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিরন্তন ঠিকানা।

সকলেই বললেন, আমরা প্রস্তুত, হে আল্লাহর রসূল!

নবীজী বললেন, বলো, ইনশাআল্লাহ। এরপর তিনি জেহাদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং সাহাবীদেরকে জেহাদের প্রতি উৎসাহ দিলেন।

[ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৭৩৮]

নবী আলাইহিস সালাম বয়ান করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা জান্নাত বানিয়েছেন এবং তা নেককার বান্দাদের জন্য সুসজ্জিত করেছেন। নবীজী বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও সে সম্পর্কে শোনেনি এবং কোন অন্তরে কখনও উদয় হয়নি। আল্লাহর কিতাবে এর সমর্থন রয়েছে, কেউ জানে না তার জন্য কী কী নয়নাভিরাম প্রতিদান লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। (সুরা সেজদা: ১৭)

[বুখারী: হাদীস নং- ৪৭৮৯]

www.QuranerAlo.net

তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে পৃথক

আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় জান্নাত লাভের জন্য জান্নাতীদের আমল করতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে। সাহল ইবনে সাআদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু যেমন বলেছেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বৈঠকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম, যেখানে তিনি জান্নাতের বিবরণ পেশ করেছিলেন। হাদীসের শেষে নবীজী বলেন, জান্নাতে এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত রয়েছে, যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও সে সম্পর্কে শোনেনি এবং কোন অন্তরে কখনও উদয় হয়নি। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন, তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কী নয়নাভিরাম প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। [সুরা সেজদা: ১৬, ১৭]

নবী আলাইহিস সালাম বয়ান করেছেন যে, জান্নাতের সামান্য বস্তু দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। তিনি বলেন, যদি জান্নাতী কোন ব্যক্তির নখের সর্বনিম্ন অংশ দুনিয়াতে প্রকাশ পায়, তা হলে আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী সবকিছু আলোকিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতী কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে উঁকি মারে এবং তার হাতের চুরি প্রকাশ পায়, তা হলে সেটা সূর্যের আলো নিষ্প্রভ করে দিবে। যেমন, সূর্য তারকারাজির আলো নিষ্প্রভ করে দেয়।

[তিরমিযী: হাদীস নং- ২৫৩৮]

মুমিনগণ সফল

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য সবসময় জান্নাত প্রস্তুত করছেন এবং সুসজ্জিত করছেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আদ্নকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাতে ফলফলাদি ঝুলিয়েছেন। তার নহরসমূহ প্রবাহিত করেছেন। এরপর তার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় ঈমানদাররা সফল হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমার ইজ্জতের কসম, কোন কৃপণ তোমার মধ্যে আমার পার্শ্ববর্তী হতে পারবে না।

[আল-মু'জামুল কাবীর: হাদীস নং- ১২৭২৩]

www.QuranerAlo.net

পরলোক LIFE AFTER LIFE

তিনি আরও বলেন, জান্নাতে তোমাদের কারও লাঠির সমান জায়গা এরূপ দুই দুনিয়া থেকে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারও ধনুক পরিমাণ জায়গা এরূপ দুই দুনিয়া থেকে উত্তম। জান্নাতে কোন নারীর ওড়না এরূপ দুই দুনিয়া থেকে উত্তম।[আহমদঃ হাদীস নং- ১০২৭০]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে দুনিয়ার কোন বস্তুই থাকবে না। তবে শুধু সেগুলোর নাম থাকবে। [সহীহ তারগীব ওয়া তারহীবঃ ৩৭৬৯]

সুতরাং দুনিয়াতে যেমন খাবার আছে, বিভিন্ন ফল আছে, জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যেও এসব নামের খাবার ও ফল থাকবে। সুতরাং জান্নাতে ডুমুর ও আঙ্গুর থাকবে। তবে জান্নাতের ডুমুর ও আঙ্গুর দেখতে অনেক মনোহর। ছুঁইতে অনেক কোমল। মজায় অনেক সুস্বাদু। সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক সহজ এবং খাওয়ার বেলায় অপূর্ব।

আগ্রহ ...

কেউ জান্নাতের জন্য প্রস্তুত আছে কি? মুমিন তো জান্নাতের কথা শুনলে, পূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে আমল করতে থাকে।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

জান্নাতের পথসমূহ

কেবল মুত্তাকীরাই জান্নাতের অধিকারী হবেন, যারা দুনিয়াতে নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকেন এবং যথাযথভাবে এবাদত করেন। এবাদতের মধ্যে বান্দার জন্য কিছু কষ্ট ও পরিশ্রম আছে। কিন্তু যখন ঈমান শক্তিশালী হয়, তখন বান্দা তার নফসের খাহেশের উপর বিজয়ী থাকে। রবের আদেশসমূহকে বড় মনে করে। সবসময় এবাদতে মগ্ন থাকে এবং হারাম কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। জান্নাত লাভের অনেক পথ আছে। কুরআন-হাদীসে যেগুলোর কথা বর্ণিত হয়েছে।

- তা হলে সেই পথগুলো কী কী?
- সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পথ কোনটি?
- সে পথের দিকে মানুষকে কীভাবে আহ্বান করব?

সূচনা

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতকে কষ্টদায়ক বিভিন্ন বস্তু দিয়ে বেষ্টন করা হয়েছে এবং জাহান্নামকে আকর্ষণীয় বিভিন্ন বস্তু দিয়ে বেষ্টন করা হয়েছে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩০৮]

মুমিন নফসের বাসনার উপর প্রবল থাকে এবং মনের চাহিদার উপর তাঁর রবের নির্দেশকে প্রাধান্য দেয়। নবী আলাইহিস সালাম জান্নাত লাভের অনেক পথ ও পন্থা বয়ান করেছেন। সেগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–

১. আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ

জেহাদ ইসলামের চূড়া এবং নবী-রসূলের সুন্নত। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা গেল যে, সে জেহাদ করল না এবং তার অন্তরে জেহাদের কোন আগ্রহও সৃষ্টি হল না, সে এক প্রকার মুনাফিকীর সাথে মারা গেল। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। তবে হতে পারে তোমাদের কাছে কোন বিষয় পছন্দসই নয়, কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হতে পারে কোন বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।

[সুরা বাকারা: ২১৬]

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার পথে বের হয়, আল্লাহ তাআলা তার যিম্মাদারী গ্রহণ করেন এবং তার সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান রেখে এবং আমার রসূলদেরকে বিশ্বাস করে কেবল আমার পথে জেহাদ করার জন্যই বের হয়, তার ব্যাপারে আমি এই মর্মে যিম্মাদার যে, তাকে জান্নাতে দাখিল করব অথবা সে যে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল, তাকে সেই ঘরে গনীমত ও সওয়াবসহ পৌঁছে দিব। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আল্লাহর রাস্তায় যে যখম হয়, তা কিয়ামতের দিন হুবহু সেভাবে উঠবে, যখম যেভাবে হয়েছিল। তার রং হবে রক্তের রং; কিন্তু তাতে ঘ্রাণ থাকবে মেশকের। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসলমানদের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তা হলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে বের হওয়া কোন বাহিনী থেকে আমি পিছনে থাকতাম না। কিন্তু আমার সামর্থ্য নেই যে, সবাইকে বাহন দিব। আবার তাদের নিজেদেরও সামর্থ্য নেই। অথচ আমার পশ্চাতে থেকে যেতে তাদের কষ্ট হয়। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমার মন চায় যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হই। আবার জীবিত হই এবং যুদ্ধ করে শহীদ হই। তারপর আবারও জীবিত হই এবং যুদ্ধ করে শহীদ হই।[মুসলিমঃ হাদীস নং- ৪৯৬৭]

২. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অনন্য রহমত হচ্ছে এই যে, তিনি যখন বান্দাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন, তখন বিপদকে জান্নাত লাভের পথ বানিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।

[সুরা আলে ইমরানঃ১৪২]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, মুমিনের শরীর ও সম্পদে সবসময় বিপদ লেগেই থাকে। একসময় সে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করে, যখন তার কোন গুনাহ থাকে না।[হাকেমঃ হাদীস নং- ৭৮৭৯]

সুতরাং যে ব্যক্তি রোগব্যাধি, অভাব, সন্তানের মৃত্যু, জেল-জুলুম ইত্যাদি পার্থিব বিপদে ধৈর্যধারণ করে, তার গুনাহখাতা মাফ হয়ে যায় এবং সওয়াব বৃদ্ধি পায়।

LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ

একটি কষ্টসাধ্য এবাদত। এক্ষেত্রে অনেক সময় দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। লুকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, হে বৎস, নামায কায়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয় এটা সাহসের কাজ। [সুরা লুকমান: ১৭]

৪. ইসলামের বিভিন্ন কষ্টসাধ্য কাজ

ইসলামের বিধানসমূহ নিয়ে যে গবেষণা চালাবে, সে দেখতে পাবে যে, পালনীয় এবাদতবন্দেগী যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ ইত্যাদি পালনে বান্দাকে কিছু কষ্ট পোহাতে হয়। তবে এসব কষ্ট ও পরিশ্রমের বিনিময়ে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। বান্দার ঈমান যতই বৃদ্ধি পায়, তার এবাদতের কষ্ট ততই হালকা হতে থাকে। কারণ, দুর্বল মনের লোকদের জন্য নামায অনেক কঠিন বিষয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্য তা (নামায) যথেষ্ট কঠিন, তবে বিনয়ী লোকদের পক্ষে কঠিন নয়। [সুরা বাকারা: ৪৫] কৃপণ লোকদের জন্য যাকাত কঠিন বিষয় এবং অলস ব্যক্তিদের জন্য হজ কঠিন ব্যাপার। কষ্ট সহ্য করে বান্দা যতই এসব এবাদতে মনোযোগী হয়, ততই সে জান্নাতের নিকটবর্তী হয় এবং দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। পক্ষান্তরে যতই সে অলসতা, অবহেলা ও ঢিলেমি করে, ততই সে দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরে যায় এবং শাস্তি ও দুর্ভোগের নিকটবর্তী হয়।

প্রায় সমস্ত নেককাজই জান্নাত লাভের পথ। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নদনদী। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব জান্নাতে থাকবে বসবাসের পরিচ্ছন্ন ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই বড় সাফল্য। [সুরা তাওবা: ৭২]

রহমত

জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন রকম পথ তৈরী করেছেন, যাতে সেগুলো অবলম্বন করে মানুষের জন্য জান্নাত লাভ করা সহজ হয়।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী

জান্নাতীরাই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করবে, সে সফল ও কামিয়াব হবে। বান্দা জান্নাতের দিকে যতবেশি অগ্রসর হয়, সে ততবেশি সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে।

- সুতরাং কে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন?
- কোন জাতি সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে?
- কারা আগে জান্নাতে যাবে, দরিদ্র ব্যক্তিরা, না কি ধনীরা?

সূচনা

জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতা হচ্ছে মুমিনদের ব্রত এবং তাওহীদপন্থীদের লক্ষ। এজন্য মুমিনরাই জান্নাতের অধিক উপযুক্ত ও হকদার।

জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম মানুষ হচ্ছেন আমাদের রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নিঃসন্দেহে আমাদের নবীর সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি প্রমাণ করে। তাঁরই জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে। যেমন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন সকল নবীর তুলনায় আমার অনুসারী বেশি হবে এবং আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়ব। [মুসলিম: হাদীস নং- ৫০৫]

তিনি আরও বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় এসে খুলতে বলব। তখন জান্নাতের রক্ষী বলবেন, কে আপনি? আমি বলব, মুহাম্মাদ। তিনি বলবেন, আপনার ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আপনার আগে কারও জন্য খুলব না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৫০৭]

সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী জাতি

আমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আমরা জান্নাতীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। কিয়ামতের দিন আমরা সকল উম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিব। এমন কি সে দিন আমরা নবীদের পক্ষে এই সাক্ষ্য প্রদান করব যে, তাঁরা নিজ নিজ উম্মতের কাছে আল্লাহ তাআলার দীন পৌঁছে দিয়েছেন।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

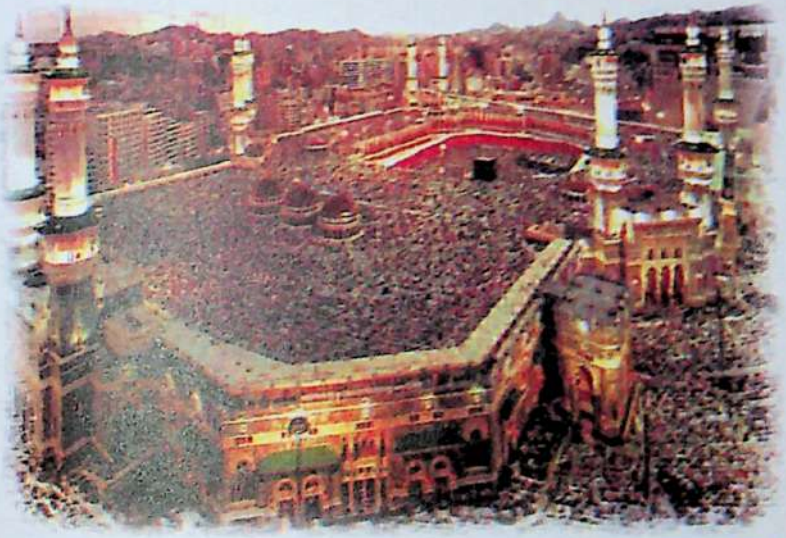

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, (দুনিয়ায় আসার দিক থেকে) আমরা সর্বশেষ এবং কিয়ামতের দিন (জান্নাতে প্রবেশের দিক থেকে) সর্বপ্রথম। আর আমরাই সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করব। [মুসলিম: হাদীস নং- ২০১৭]

এই উম্মতের সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী

এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু। তাঁর সম্মান, নেতৃত্ব, দীনের কাজে সাহায্য, জান-মালের কুরবানী, নবীজীর প্রতি ভালোবাসা এর মূল কারণ। তিনিই রসূলুল্লাহর হিজরতকালে গারে সাওরের সাথি। তিনিই নবীজীর জীবৎকালের প্রতিবেশী। এমন কি মৃত্যুর পরও।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, একবার জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এলেন। হাত ধরে আমাকে নিয়ে চললেন। আমাকে জান্নাতের সেই দরজা দেখালেন, যেটা দিয়ে আমার উম্মত প্রবেশ করবে। তখন আবু বকর বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মন চায়, আমি যদি আপনার সাথে থাকতাম, তা হলে আমিও দেখতে পারতাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শুনে রাখো হে আবু বকর! নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই জান্নাতে প্রবেশ করবে। [আবু দাউদ: ৪৬৫৪]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

ফকীর মুহাজিররা আগে আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন

মুসলিম উম্মাহ অন্যসব জাতির আগে কবর থেকে উঠবে। সবার আগে তারা হিসাব-নিকাশের জন্য দাঁড়াবে। তারাই সবার আগে আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় নিবে। তাদের বিচারকার্যই সবার আগে সমাধা করা হবে। তারাই সবার আগে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। জান্নাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রেও তারা থাকবে সবার আগে। অবশ্য এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাজিরগণ, যারা দীনের সাহায্যার্থে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনার্থে জান-মাল উৎসর্গ করেছেন; পরিবার-পরিজন ও দেশ ত্যাগ করেছেন।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা ঈমান এনেছে, দেশত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের প্রতিপালক তাঁর দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। [সুরা তাওবা: ২০-২২]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মারা গেছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌঁছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে। আর আল্লাহ জ্ঞানবান, সহনশীল।

[সুরা হজ: ৫৮,৫৯]

নবীজী আলাইহিস সালাম বলেন, তোমরা কি জান, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে কারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলই ভাল জানেন। নবী আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে ফকীর মুহাজিররা সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের জন্য সীমান্ত বন্ধ করা হয়েছিল এবং যাদেরকে নিপীড়ন করা হত। তাদের অনেকেই প্রয়োজন পূরণ না করেই মৃত্যুবরণ করেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে লক্ষ করে বলবেন, তাদের কাছে যাও। তাদেরকে সালাম নিবেদন করো। ফেরেশতারা বলবেন, হে আমাদের রব! আমরা আপনার আসমানের বাসিন্দা এবং শ্রেষ্ঠ মাখলুক। আমাদেরকে তাদের কাছে গিয়ে সালাম নিবেদন করতে বলছেন! আল্লাহ তাআলা বলবেন, তারা আমার প্রকৃত বান্দা। তারা আমার এবাদত করত; আমার সাথে কাউকে শরীক করত না।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

যাদের জন্য সীমান্ত বন্ধ করা হয়েছিল এবং তাদেরকে সর্বদা নিপীড়ন করা হত। তাদের অনেকেই প্রয়োজন পূরণ না করেই মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন ফেরেশতারা তাদের কাছে যাবেন এবং তাদের কাছে বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন। তারা বলতে থাকবেন, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণামগৃহ কতই না চমৎকার। [সুরা রা'দ: ২৪]

সুতরাং এরাই হচ্ছে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী।

জান্নাতে আগে প্রবেশকারীদের বিবরণ

নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে জান্নাতে আগেভাগে প্রবেশকারী দলের বিবরণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত করে গেছেন, যাতে করে আমরা আনন্দিত হই, আগ্রহী হই এবং মৃত্যুর সময় প্রশান্ত থাকি। আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন, তিনি যেন আমাদেরকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, প্রথম দল জান্নাতে প্রবেশ করবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত চেহারা নিয়ে। তারা জান্নাতে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, মল-মূত্র ত্যাগ করবে না। তাদের পানপাত্র স্বর্ণের। চিরুনী সোনা ও রূপার। তাদের ধুনুচি সুগন্ধিকাঠের। তাদের ঘামে থাকবে মেশকের ঘ্রাণ। তাদের প্রত্যেকে জন্য থাকবে দু'জন করে স্ত্রী। অতিসৌন্দের্যের কারণে তাদের মাংস ভেদ ক হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। সেখানে তাদের মাঝে কোন বিরোধ ও বিদ্বেষ থাকবে না। সকলের মন হবে এক আত্মার মত। তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৩১৪৯]

প্রশ্ন জান্নাতীরা পানাহার করা সত্ত্বেও প্রস্রাব-পায়খানা না করে কীভাবে থাকবে?

উত্তর: জান্নাতের সমস্ত খাবার খুব বেশি সুস্বাদু, উপকারী ও উন্নত; যা খেতে কোন প্রকার কষ্ট ও পরিশ্রম হবে না এবং তা থেকে এমন কোন বর্জ্যও নির্গত হবে না, যা ঘৃণা সৃষ্টি করে বা শরীর থেকে বের করার প্রয়োজন হয়, যেমনটা হয়ে থাকে দুনিয়ার খাবারে। বরং জান্নাতের খাবার থেকে ঘাম সৃষ্টি হবে, যা তাদের শরীর থেকে সুঘ্রাণ ও সুবাস ছড়াবে। একবার আহলে কিতাবদের এক ব্যক্তি নবী আলাইহিস সালামের কাছে এসে জিজ্ঞাস করল, হে আবুল কাসেম! আপনি তো মনে করেন জান্নাতীরা পানাহার করবে?

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নবীজী বললেন, হাঁ, একেকজন জান্নাতীকে পানাহার ও সঙ্গমের ক্ষেত্রে দুনিয়ার একশত লোকের শক্তি দেওয়া হবে। সে বলল, পানাহার করলে তো প্রস্রাব-পায়খানা করার প্রয়োজন হয়। অথচ জান্নাত তো আবর্জনার জায়গা নয়। নবীজী বললেন, আহারের পর তাদের খাদ্যপানীয় ঘামে পরিণত হবে, যা তাদের শরীর থেকে মেশকের মত ঘ্রাণ ও সুবাস ছড়াবে। [ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৭৪২৪]

জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিনব্যক্তি

আল্লাহ তাআলা কতিপয় ব্যক্তিকে সম্মান দান করবেন, যারা নেক আমল করে থাকবে এবং আগেভাগে জান্নাতে দাখিল হবে। তারা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তার শহীদ, যে আল্লাহ তাআলার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। ওই গোলাম, যে উত্তমরূপে তার রবের এবাদত করেছে এবং তার মনিবের হকও উত্তম রূপে আদায় করেছে। আর ওই ফকীর, যার পরিবারে অনেক লোকজন থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থেকেছে। অথচ অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করত।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আগেভাগে জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন তিন লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, শহীদ। ওই গোলাম, যে উত্তমরূপে তার রবের এবাদত করে এবং তার মনিবেরও কল্যাণ কামনা করে। ওই ফকীর, যার পরিবারে অনেক লোকজন থাকা সত্ত্বেও (চুরি ও অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে) পবিত্র থাকে। [ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৪৩১২]

সম্মান ...

আমাদের নবী আলাইহিস সালাম যেহেতু সমস্ত নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত রসূলের সরদার, এজন্য তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করার হকদার।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী

আমলের পার্থক্য অনুসারে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ আগ-পাছ হবে। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

- তবে জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী কে?
- এবং তার ঘটনা কী?

সূচনা

জান্নাত হল সুখ-শান্তি ও আনন্দের জগৎ। সেখানে রোগী তার রোগের কথা ভুলে যাবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার বিপদের কথা ভুলে যাবে, দরিদ্র ব্যক্তি তার দরিদ্রতার কথা ভুলে যাবে, কারাবন্দী তার বন্দিত্বের কথা ভুলে যাবে, অসুন্দর ব্যক্তি তার অসৌন্দর্যের কথা ভুলে যাবে, মজলুম জুলুমের শিকার হওয়ার কথা ভুলে যাবে। সেখানে ধন-সম্পদ জমা করার কোন ভাবনা থাকবে না। কোন পদ ও পদোন্নতির বাসনা থাকবে না অসুস্থতার কোন আশঙ্কা থাকবে না। কারাবন্দিত্বের কোন ভয় থাকবে না। ঘর নির্মাণের আগ্রহ থাকবে না। থাকবে না শত্রুর ভয়; কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট বা দুঃশ্চিন্তা। থাকবে শুধু সুখ-শান্তি আর আনন্দ-উল্লাস। আপনি সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতীর সংবাদ শুনলেই বুঝতে পারবেন সর্বোচ্চস্তরের জান্নাতীর মান-মর্যাদা কেমন হতে পারে!

জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারীর ঘটনা

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী ব্যক্তি একবার চলবে তো একবার হোঁচট খাবে। আরেকবার আগুন তাকে ঝলসে দিবে। এভাবে সে যখন জাহান্নাম অতিক্রম করে ফেলবে, তখন জাহান্নামের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলবে, বরকতময় সেই সত্তা, যিনি আমাকে তোর থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন নিয়ামত দান করেছেন, যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আর কাউকে দেননি। এরপর তার সামনে একটি গাছ উৎপন্ন

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

হবে। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে একটু এই গাছের নিকটবর্তী করে দাও। যাতে আমি সেটির ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং তার থেকে পানি পান করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! আমি যদি তোমাকে এটা দিই, তা হলে তুমি আরেকটা চেয়ে বসবে। লোকটি বলবে, না হে রব! এরপর সে আল্লাহ তাআলার কাছে অন্যকিছু না চাওয়ার অঙ্গীকার করবে। আল্লাহ তাআলাও তার অযুহাত গ্রহণ করবেন। কারণ সে যা দেখেছে, এরপর ধৈর্যধারণ করে থাকা তার জন্য সম্ভব নয়। যা হোক, আল্লাহ তাআলা তাকে সেই গাছের নিকটবর্তী করে দিবেন। সে ওই গাছটির ছায়ায় আশ্রয় নিবে এবং সেটা থেকে পানি পান করবে। এরপর তার সামনে আরেকটি গাছ উঠবে। এটি প্রথমটির তুলনায় আরও বেশি সুন্দর। লোকটি বলবে হে রব! এই গাছ থেকে পানি পান করতে পারলে এবং এর ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারলে তোমার কাছে আর কিছু চাইব না। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! তুমি কি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করনি যে, আর কিছু চাইবে না? আমি যদি তোমাকে এটা দিই, তা হলে তুমি আরেকটা চেয়ে বসবে। তখন সে আল্লাহ তাআলার কাছে পুনরায় অঙ্গীকার করবে যে, আর কিছু চাইবে না। আল্লাহ তাআলাও তার অযুহাত গ্রহণ করবেন। কারণ সে যা দেখেছে, এরপর ধৈর্যধারণ করে থাকা তার জন্য সম্ভব নয়। যা হোক, আল্লাহ তাআলা তাকে সেই গাছের নিকটবর্তী করে দিবেন। সে ওই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিবে এবং সেটা থেকে পানি পান করবে।

এরপর জান্নাতের দরজার কাছে আরও একটি গাছ উঠবে। এটি আগের দু'টি থেকে অনেক বেশি সুন্দর। লোকটি বলবে, হে আমার রব! আমাকে একটু এই গাছের নিকটবর্তী করে দাও। যাতে আমি সেটির ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং তার থেকে পানি পান করতে পারি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! তুমি কি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করনি যে, আর কিছু চাইবে না? তোমাকে এটির নিকটবর্তী করে দিলে হয়তো তুমি আবার আরেকটি চেয়ে বসবে। তখন সে আল্লাহ তাআলার কাছে পুনরায় অঙ্গীকার করবে যে, আর কিছু চাইবে না। সে বলবে, হে আমার রব! নিশ্চয় অঙ্গীকার করেছিলাম। তবে এটির পর আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ বলবেন, তোমাকে এটির নিকটবর্তী করে দিলে হয়তো তুমি আবার আরেকটি চেয়ে বসবে। তখন সে আল্লাহ তাআলার নিকট পুনরায় অঙ্গীকার করবে যে, আর কিছু চাইবে না। আল্লাহ তাআলা তার অযুহাত গ্রহণ করবেন। কারণ সে যা দেখেছে, এরপর ধৈর্যধারণ করে থাকা তার জন্য সম্ভব নয়।

www.QuranerAlo.net

যা হোক, আল্লাহ তাআলা তাকে সেই গাছের নিকটবর্তী করে দিবেন। যখন সে গাছটির কিটবর্তী হবে, তখন সেখানে জান্নাতীদের আওয়াজ শুনতে পাবে। লোকটি বলবে, হে আমার রব! আমাকে এখানে দাখিল করে দাও। আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! তোমার কবল থেকে আমাকে কীসে মুক্তি দিবে? আমি যদি তোমাকে দুনিয়া ও তার বরাবর দিই, তা হলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ, অথচ তুমি রব্বুল আলামীন?

হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হেসে ফেলেন। তারপর উপস্থিতদেরকে বলেন, তোমরা কি জিজ্ঞাস করবে না, আমি কেন হাসছি? তারা জিজ্ঞাস করলেন, আপনি কেন হাসছেন? তখন তিনি বললেন, রসূল আলাইহিস সালামও একথা বলার সময় হেসেছিলেন। তারপর তিনিও আমাদেরকে জিজ্ঞাস করেছিলেন, তোমরা কি আমাকে জিজ্ঞাস করবে না আমি কেন হাসলাম? সকলে বললেন, আপনি কেন হাসছেন হে আল্লাহর রসূল?! নবীজী বললেন, লোকটি যখন বলবে যে, হে রব! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ, অথচ তুমি রব্ব আলামীন? তখন আল্লাহ তাআলা তার কথা শুনে হেসে দিবেন। তাই আমি হাসলাম। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা কর না। আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। যা হোক, এরপর তাকে বলা হবে, দুনিয়ার কোন বাদশার রাজত্ব পরিমাণ হলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? লোকটি বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি সেটি পাবে এবং সাথে তার সমান আরও, তার সমান আরও, তার সমান আরও। পঞ্চমবারে লোকটি বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এগুলো পাবে এবং এর সাথে আরও দশগুণ পাবে। তোমার মন যা চায় এবং যা পেয়ে তোমার চোখ জুড়ায়, সবই তোমার জন্য থাকবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৮১]

অপর বর্ণনায় এসেছে, তারপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আমার বান্দা! (যা ইচ্ছা) চাও। লোকটি বলবে, আমাকে জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। আল্লাহ তাআলা বলবেন, যাও! তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হও। তখন সে দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করবে। যখন সে লোকজনের নিকটবর্তী হবে, তখন তার জন্য মুক্তার বালাখানা প্রকাশ পাবে। সেটা দেখে সে সেজদায় পড়ে যাবে। তাকে বলা হবে, মাথা উঠাও। কী হয়েছে তোমার! সে বলবে, আমি আমার প্রভুকে দেখেছি। তাকে বলা হবে, মাথা উঠাও, এটা তো তোমার ঘরসমূহের একটি। তারপর এক ব্যক্তিকে দেখে সেজদা করতে চাইবে।

www.QuranerAlo.net

তখন তাকে বলা হবে, কী হয়েছে তোমার! সে বলবে, আমি মনে করেছিলাম আপনি মহান ফেরেশতাদের একজন। সে তাকে বলবে, আমি তো কেবল আপনার একজন রক্ষী এবং কৃতদাসদের একজন। এরপর সে সামনে চলতে থাকবে। এক পর্যায়ে তার জন্য বালাখানা খোলা হবে। দেখা যাবে, সেটা ফাঁপা মুক্তার তৈরী। তার দরজা, জানালা, তালা, চাবি সবই মুক্তার। এই হল সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতীর মর্যদা। [তাবারানী: হাদীস নং- ৯৭৬৩]

সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী

নবী আলাইহিস সালাম তাঁর এই হাদীসে সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী এবং সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী সম্পর্কে তিনি বলেন, আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতীরা হচ্ছে ওইসব লোক, যাদের সম্মানের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে করেছেন এবং তার উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। ফলে কোন চোখ তা দেখেনি, কোন কান তা শুনেনি এবং কোন হৃদয়ে তা উদয় হয়নি। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৮৫]

নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেন, সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি তার রাজ্যে ভ্রমন করবে হাজার বছর। কাছে এবং দূরে একইভাবে দেখতে পাবে। আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী সকাল-সন্ধ্যা তার রবকে দেখবে।

[হাকেম: হাদীস নং- ৩৮৮০]

দয়া ...

আমাদের রবের রহমত তার শাস্তির উপর প্রবল এবং তাঁর ধৈর্য তাঁর ক্রোধের উপর প্রবল। তাওবার দরজা খোলা আছে। সুতরাং পাপী-তাপীদের অজুহাত দেখানোর কোন সুযোগ নেই।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতী পুরুষদের সরদার

আমল অনুপাতে নাযনিয়ামত, বালাখানা ও মর্যাদার দিক থেকে জান্নাতীদের তারতম্য তো থাকবেই। আল্লাহ তাআলার কাছে সম্মান প্রাপ্তির দিক থেকেও তাদের মধ্যে তারতম্য থাকবে।

- সুতরাং জান্নাতীদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত?
- কে জান্নাতী পৌঢ় বয়সীদের সরদার?
- জান্নাতী যুবকদের সরদারই বা কে?

সূচনা

জান্নাতে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা লাভ করবেন নবী ও রসূলগণ। তাঁরাই হচ্ছেন সৃষ্টির মনোনীত ব্যক্তিবর্গ, হকের আহ্বায়ক এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সত্যের বার্তাবাহক। তাঁরাই প্রথম সারির মুত্তাকী, নেককার ও ওলী।

পৌঢ় বয়সী জান্নাতীদের সরদার

পৌঢ় বয়সী জান্নাতীদের সরদার হচ্ছেন আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা। তাঁরা দু'জন নবীজীর জীবদ্দশায় তাঁর প্রধান সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের প্রতিবেশী হয়েছেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আবু বকর ও উমর হল, নবী-রসূল বাদে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বয়স্ক জান্নাতীদের সরদার। [ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৬৯০৪]

প্রশ্ন

একটি প্রশ্ন

জান্নাতে যারা প্রবেশ করবে, তারা তেত্রিশ বছরের যুবক হয়ে প্রবেশ করবে, তা হলে আবু বকর ও উমর কীভাবে জান্নাতী বয়স্ক লোকদের সরদার হবেন?

উত্তর: বয়স্ক বলতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী লোকজনকে বোঝায়।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

সুতরাং যেসব মুসলমান বয়স্ক অবস্থায় মারা যাবে, আবু বকর ও উমর তাদের সরদার হবেন। আর যে সব মুসলমান যুবক অবস্থায় মারা যাবে, হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাদের সরদার হবেন।

নবী আলাইহিস সালাম জান্নাতে উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র বালাখানা দেখে ছিলেন। খুবই দৃষ্টিনন্দন সেই বালাখানা। তার চারপাশে রয়েছে বিভিন্ন নহর ও গাছপালা। ভবনটি তার অধিবাসীর জন্য অপেক্ষা করছিল। সততা, সাধুতা, জেহাদ ও এবাদতের কারণে উমর প্রকৃতপক্ষেই দুনিয়ায় থাকতে এই সুসংবাদ পাওয়ার উপযুক্ত ছিলেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আচানক দেখলাম স্বর্ণের একটি বালাখানা। আমি বললাম, এটা কার জন্য? ফেরেশতা বললেন, কুরাইশের এক ব্যক্তির জন্য। হে ইবনে খাত্তাব! শুধু তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা মনে করে আমি তাতে প্রবেশ করলাম না। উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথেও কি আমার আত্মমর্যাদাবোধের ব্যাপার আছে?

[বুখারী: হাদীস নং- ৬৬২১]

জান্নাতী যুবকদের সরদার

আলী ও ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র ছেলে হাসান ও হুসাইন। এঁরা দু'জন জান্নাতী যুবকদের সরদার। যেসব মুসলমান যুবক অবস্থায় মারা যাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাঁরা দু'জন তাদের সরদার হবেন। দুনিয়াতে তাঁরা ইসলামের জন্য অনেক কুরবানী করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে জীবনদানসহ আরও অনেক অবদান রেখেছেন। এজন্য তাঁরা এই সম্মান লাভ করবেন।

নবী আলাইহিস সালাম যেমন বলেছেন, হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার। [তিরমিযী: হাদীস নং- ৩৭৬৮]

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশব্যক্তি

নবী আলাইহিস সালাম পরিষ্কার ভাষায় তাঁর সাহাবীদের থেকে দশজনের জান্নাতী হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। কারণ, তাঁরা আগেভাগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং জেহাদ ও অন্যান্য কুরবানীর ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী। তবে এর অর্থ এই নয় যে, শুধু এই দশজন সাহাবীই জান্নাতে যাবেন; বরং সমস্ত সাহাবীরই বিশেষ বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

www.QuranerAlo.net

যেমন, বদরী সাহাবীদের সংখ্যা তিনশ'র অধিক। তাঁদের সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, **কে জানে, হয়তো আল্লাহ বদরে অংশগ্রহণকারীদের দিকে উঁকি দিয়ে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।** [ইবনে আবু শাইবা: হাদীস নং- ৩২৩৪৬] হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে যেই ১৪০০ সাহাবী রেদওয়ান গাছের নীচে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার ব্যাপারে বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কেও নবী আলাইহিস সালাম জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, **যারা গাছের নীচে বায়আত গ্রহণ করেছে, তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে; কিন্তু লাল উটের মালিকের কথা ভিন্ন।** [তিরমিযী: হাদীস নং- ৩৮৬৩]

তবে এই দশজনের মর্যাদা ও সম্মান থাকার কারণে নবী আলাইহিস সালাম তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, **দশজন জান্নাতী। আবু বকর জান্নাতী, উমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতী, সাআদ জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়দ জান্নাতী এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী।** [আবু দাউদ: ৪৬৫১]

এঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। এঁদের সম্মান ও মর্যাদা অত্যন্ত ঊর্ধ্বের।

শাহাদাত ...

কুরআন বা হাদীসে যাদের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে, তাদের বাদে অন্য কাউকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

জান্নাতী নারীদের সরদার

মুমিন ও মুমিনা, উভয়ের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিদান সাব্যস্ত করেছেন জান্নাতকে। পুরুষদের মধ্যে যেমন দিনের বেলায় রোযা পালনকারী এবং রাতের বেলায় ক্রন্দনকারী আছে; তেমনই আছে নারীদের মধ্যেও।

- নবীজী কি নারীদের কারও জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন?
- দিয়ে থাকলে তারা কারা?

সূচনা

বহু নারী হক কথা বলা ও নেক কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়েও অগ্রগামী হয়েছেন। আল্লাহ তাআলার এবাদত, দীনের সাহায্য, দান-সদকাসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গেই তারা পুরুষদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়েছেন। এমন কি ইতিহাসের পাতা উল্টালে আপনি দেখতে পাবেন যে, বেশিরভাগ ফযীলত নারীসমাজই আগে লাভ করেছেন।

সর্বপ্রথম যিনি মসজিদে হারামে বসবাস করেছেন, যমযমের পানি পান করেছেন এবং সফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেছেন, তিনি একজন নারী, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মা হাজেরা। সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নবী আলাইহিস সালামকে সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন, তিনি একজন নারী উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আন্হা। সর্বপ্রথম যাকে আল্লাহর পথে নিপীড়ন করে শহীদ করে দেওয়া হয়, তিনিও একজন নারী; আম্মার ইবনে ইয়াসিরের মা সুমাইয়া।

নবী আলাইহিস সালাম কতিপয় নারী সম্পর্কেও জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তাঁরা হলেন–

• উম্মুল মুমিনীন খাদিজা

তিনি হচ্ছেন সমস্ত মুমিন-মুমিনার মা, নেককার নারীদের সরদার, মুত্তাকী নারীকুলের নেত্রী। জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও কুরবানীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। তাঁর সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তোমরা খাদিজাকে সুসংবাদ দাও যে, জান্নাতে তার জন্য ফাঁপা মুক্তার একটি বাড়ি থাকবে। সেখানে কোন শোরগোল নেই; কোন ক্লান্তি নেই। [বুখারী: হাদীস নং- ১৬৯৯]

www.QuranerAlo.net

আবু হোরায়রা বলেন, একবার জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী আলাইহিস সালামের কাছে এলেন। বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ওই যে, খাদীজা, আপনার নিকট খাদ্য ও পানীয়ভর্তি পাত্র নিয়ে আসছেন। তিনি পৌঁছলে, তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং সুসংবাদ দিবেন যে, জান্নাতে তাঁর জন্য ফাঁপা মুক্তার একটি বাড়ি থাকবে। সেখানে কোন শোরগোল নেই; কোন ক্লান্তি নেই। [মুসলিম: হাদীস নং- ৬৪২৬]

• উম্মুল মুমিনীন আয়েশা

তিনি সিদ্দীকের মেয়ে সিদ্দীকা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী ও জীবনসঙ্গিনী। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্রতার কথা বয়ান করেছেন কুরআনের সুরা নূরের দশটি আয়াতে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, পুরুষদের মধ্যে বহু লোক পূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে নারীদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছেন মারইয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। আর সমস্ত নারীর উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব এমন, সমস্ত খাদ্যের উপর সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন। [বুখারী: হাদীস নং- ৩২৩০]

সারীদ রুটি ও গোশ্ত মিশিয়ে প্রস্তুত করা এক প্রকার খাবার। এই খাব নবীজী খুব পছন্দ করতেন।

নবী আলাইহিস সালাম আয়েশাকে বলেছেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তু দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই আমার স্ত্রী থাকবে? আয়েশা বললেন, হাঁ, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট। নবীজী বললেন, তা হলে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী থাকবে। [ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৭০৯৫]

• ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ

তিনি হচ্ছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে, তাঁর আদরের দুলালী, কলিজার টুকরা, তাঁর চাচাতো ভাই আলীর স্ত্রী এবং জান্নাতী যুবকদের সরদার হাসান ও হুসাইনের মা।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় ইনি একজন ফেরেশতা। এই রাতের আগে তিনি আর কখনও জমীনে অবতরণ করেননি। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন যে, আমাকে সালাম দিবেন এবং আমাকে এই সুসংবাদ দিবেন যে, ফাতেমা হচ্ছে জান্নাতী রমনীদের সরদার এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার।

[তিরমিযী: হাদীস নং- ৩৭৮১]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

• মারইয়াম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মুযাহিম

এঁরা দু'জন পূর্ববর্তী উম্মতের নেককার নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঈমান, আনুগত্য, বিপদাপদে ধৈর্য এবং অধিক এবাদত ও দোআর কারণে আল্লাহ তাআলা এঁদেরকে সম্মান দান করেছেন।

মারইয়াম হচ্ছেন ঈসা আলাইহিস সালামের মা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁর কথা আলোচনা করেছেন, যা অবিনশ্বর হয়ে আছে।

আর আসিয়া বিনতে মুযাহিম ফেরাউনের স্ত্রী। কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার পরও তিনি ঈমানের উপর অটল ছিলেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব, আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। [সুরা তাহরীম: ১১]

ইবনে আব্বাস বলেন, একবার নবী আলাইহিস সালাম চারটি রেখা টেনে বললেন, জান এগুলো কী? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ভাল জানেন। নবীজী বললেন, নিশ্চয় জান্নাতী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারইয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম।

এর সাথে আল্লাহ তাআলা নিজেই তার কাহিনী কুরআনে বয়ান করেছেন। আসিয়া বলেছিলেন, হে আমার রব, আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।

(সুরা তাহরীম: ১১) [হাকেম: হাদীস নং- ৪৮৫২]

আসিয়া বিনতে মুযাহিম এবং মারইয়াম বিনতে ইমরান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল, হে আমার রব, আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারিণীদের একজন।

[সুরা তাহরীম: ১১,১২]

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

হকের উপর অবিচল থাকার ব্যাপারে এখানে মুমিন নারীর জন্য শিক্ষা রয়েছে। পূর্ববর্তী নারীদের কেউ কেউ কাফেরদের সংশ্রবে অথবা তাদের শাসনাধীন থাকতে বাধ্য ছিলেন। তবুও তাঁদের ঈমান ও তাকওয়া তাদেরকে কাফেরদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া এবং এদের মনোরঞ্জনের জন্য নিজ দীন হতে পিছপা হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া একজন নিষ্ঠাবান মুমিনা ছিলেন। আর ফেরাউন ছিল প্রতাপশালী অত্যাচারী শাসক। আসিয়া যখন তাঁর রবের আনুগত্য করেছেন, তখন তাঁর স্বামীর কুফর তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে যে, আল্লাহ প্রজ্ঞাময়, ন্যায়বিচারক। তিনি একজনের অপরাধের কারণে অপরজনকে দোষারোপ করেন না। আসিয়া প্রতিপালকের কাছে সান্নিধ্য লাভের জন্য দোআ করেছিলেন। আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে ফেরাউনের দুষ্কর্ম ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি প্রস্তুত করেন। দয়াময় আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করেছেন।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। ত হল মারইয়াম বিনতে ইমরানের দৃষ্টান্ত। যিনি তার সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন এবং তার প্রতিপালককে ভয় করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামকে সম্মানিত করেছেন।

অতএব আমাদের মেয়ে, বোন, স্ত্রী ও অন্যান্য নারীসমাজের উচিত তাঁদেরকে অনুসরণ করতে সচেষ্ট হওয়া।

ভাগ্যবতী নারী! ...

জান্নাত নর-নারী সবার জন্যই।
তবে অনেক মুমিন নারী মুমিন পুরুষের
থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

জান্নাতে প্রবেশের বিবরণ

জান্নাত হচ্ছে সর্বশেষ নিবাস ও সবচেয়ে বড় ঠিকানা। পরম সৌভাগ্য, যারপর আর কোন দুর্ভাগ্য নেই। পরম শান্তি, যারপর আর কোন ক্লান্তি নেই। জান্নাতীরা সেখানে পরম আনন্দে হাসতে হাসতে প্রবেশ করবে। ক্লান্তি ও দুঃখ-বেদনা ফেলে আসবে পিছনে।

- তাদেরকে কীভাবে জান্নাতের দিকে নেওয়া হবে?
- তাদের সৌন্দর্য ও দেহের দৈর্ঘ কী পরিমাণ থাকবে?
- জান্নাতের দরজাসমূহের আয়তন কতটুকু?
- প্রবেশকালে কি তারা জটলার সম্মুখীন হবে?

সূচনা

আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে– যারা তাদের রবকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। [সুরা যুমার: ৭৩]

সুতরাং তারা দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের মন আনন্দ-উল্লাসে ভরপুর থাকবে এবং তাদের চেহারায় থাকবে খুশি ও আনন্দের ঝিলিক।

জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা

প্রবেশকারীদের সংখ্যাধিক্য এবং প্রবেশকালে তাদের আনন্দ-উল্লাস জান্নাতের দরজাসমূহ প্রশস্ত হওয়ার দাবি করে, যাতে করে তারা ভিড় ও জটলা ছাড়া প্রবেশ করতে পারে। নবী আলাইহিস সালাম জান্নাতের দরজাসমূহের প্রশস্ততার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, জান্নাতের প্রত্যেক দুই কপাটের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে সত্তর বছরের রাস্তা।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতে রয়েছে পানির সাগর, মদের সাগর, দুধের সাগর এবং মধুর সাগর। সেগুলো থেকে বের হয়েছে শাখা নদ-নদী।

[আ-হাদ ওয়া মাসানী: হাদীস নং- ১৪৭৫]

নবী আলাইহিস সালাম অন্যত্র বলেন, ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় জান্নাতের দুই কপাটের মাঝে মক্কা ও হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব বিদ্যমান। কিংবা মক্কা ও বুসরার মধ্যকার দূরত্ব বিদ্যমান।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৫০২]

জান্নাতের দরজাগুলোর প্রশস্ততাই প্রমাণ করে তাতে প্রবেশকারীদের সংখ্যা হবে অনেক।

দরজা দিয়ে প্রবেশের বিবরণ

জান্নাতের সমস্ত বাসিন্দার হৃদয় হবে একজনের হৃদয়ের মত। সকলের আকীদা-বিশ্বাসও থাকবে অভিন্ন। তাদের মাঝে কোন মতভেদ থাকবে না, কোন বিদ্বেষ থাকবে না। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত রেখে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের সত্তর হাজার বা সাত লক্ষ মানুষ (সন্দেহ বর্ণনাকারীর) হাতে হাত ধরে এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথম জনও প্রবেশ করবে; প্রবেশ করবে শেষজনও। এ সময় তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। [বুখারী: হাদীস নং- ৬১৭৭]

বুঝা গেল, তারা কাতারবদ্ধ হয়ে একসাথে প্রবেশ করবে।

জান্নাতের দরজাসমূহ

আল্লাহ তাআলা বলেন, স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্য এর দরজাসমূহ উন্মুক্ত থাকবে। [সুরা সাদ: ৫০]

জান্নাতের আটটি দরজা–

অত্যাধিক প্রশস্ত, খুব সুন্দর ও সহজগম্য হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতের দরজা সংখ্যায় অনেক।

www.QuranerAlo.net

পরকাল
LIFE AFTER LIFE

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতের আটটি দরজা আছে। তন্মধ্যে একটির নাম হল 'রাইয়ান'। কেবল রোযাদাররাই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৩০৮৪]

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া বস্তু (যেমন ঘোড়া, উট ইত্যাদি) দান করবে, (কিয়ামতের দিন) তাকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই যে এই দরজাটি উত্তম। নামাযীকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে। মুজাহিদকে জেহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। রোযাদারদেরকে রাইয়ান ফটক থেকে ডাকা হবে। আর সদকাকারীকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। তখন আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, একজনকে সব দরজা থেকে ডাকলে কোন অসুবিধা নেই তো! কাউকে কি সব দরজা থেকে ডাকা হবে? নবীজী বললেন, হাঁ, আমি আশা করছি, তুমি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ১৭৯৮]

প্রশ্ন যে ব্যক্তি নামায, রোযা, সদকা, জেহাদ ইত্যাদি বহু এবাদত করবে, তাকে কোন দরজা থেকে ডাকা হবে?

যে আমলটি সে বেশি ও সুচারুরূপে পালন করবে, চাই তা নামায হোক, রোযা হোক, কিংবা অন্য কোন এবাদত হোক, তাকে সেই আমলের দরজা থেকে ডাকা হবে।

প্রবেশকালে জান্নাতীদের বয়স

জান্নাতীরা সবচেয়ে উপযোগী ও সঙ্গতিপূর্ণ বয়স তথা তেত্রিশ বছরের যুবক অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ সময় তাদের পূর্ণ যৌবন ও পর্যাপ্ত পরিমান শক্তি-সামর্থ্য থাকবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতীরা লোমমুক্ত দেহ ও দাড়িবিহীন চেহারা ও কাজল চোখ নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের বয়স হবে ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৫৪৫]

কতই না মহান সেই সত্তা, যিনি জান্নাতীদেরকে সুসজ্জিত করবেন।

www.QuranerAlo.net

চিরযুবক

জান্নাতীরা হবে চিরযুবক; কখনও তারা বৃদ্ধ হবে না। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতীরা লোমবিহীন দেহ, দাড়িবিহীন চেহারা ও চোখে সুরমা লাগানো অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের যৌবন কখনও নিঃশেষ হবে না এবং তাদের পোষাক কখনও নোংরা হবে না। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৫৩৯]

সুতরাং তাদের দেহ, আকৃতি, সৌন্দর্য ও লাবণ্যতায় বার্ধক্য আসার কোন ভয় থাকবে না। তাদের কাপড়ও পুরান হবে না; বরং সমসময় সুন্দর, আকর্ষণীয় ও অপরিবর্তিত থাকবে।

জান্নাতীদের দৈর্ঘ্য

জান্নাতীদের শরীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে পরিপূর্ণ হবে এবং সৌন্দর্য থাকবে সীমাহীন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতীরা লোমবিহীন দেহ, দাড়িবিহীন চেহারা ও চোখে সুরমা লাগানো অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের বয়স হবে তেত্রিশ বছর। ঠিক যেমন আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত এবং প্রস্থ ছিল সাত হাত।

[ইবনে আবু শায়বা: হাদীস নং- ৩৪০০৬]

তাদের চোখ হবে সুরমাযুক্ত, ত্বক হবে খুবই মসৃণ, রং হবে সাদা, চুল হবে কোমল ও ঈষৎ কোকড়ানো। তাদের বয়স হবে তেত্রিশ বছর। তাদের একেকজনের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত এবং প্রস্থ হবে সাত হাত। দুনিয়াতে তাদের প্রথম যে বিরাট আকৃতি ছিল, সেই আকৃতিই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করবেন। যাতে তারা জান্নাতের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে।

সৌন্দর্য

যে সব বস্তু জান্নাতীদের নিয়ামত বৃদ্ধি করবে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাদের সুদর্শন চেহারা ও সুগঠিত দেহ।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের বিভিন্ন স্তর

জান্নাতে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যার যার আমল অনুসারে মানুষ সেগুলো লাভ করবে। দুনিয়াতে এবাদতের প্রতি অধিক আগ্রহ-উদ্দীপনার দিক থেকে যেমন মুমিনদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, তদ্রূপ পরকালেও আমল অনুপাতে তাদের মর্যাদার বিভিন্ন স্তর থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যারা তার কাছে আসবে ঈমানদার হয়ে এমতাবস্থায় যে সে নেক আমল করেছে, তাদের জন্য থাকবে সুউচ্চ মর্তবা। [সুরা তাহা: ৭৫]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, তোমাদের মধ্যে যে (মক্কা) বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা তাদের চেয়ে বড়, যারা পরে ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। [সুরা হাদীদ: ১০]

- তা হলে জান্নাতের স্তরসমূহ কী কী?
- দুই স্তরের মাঝে ব্যবধান কেমন?
- মানুষ কীভাবে উচ্চ স্তরে উঠতে পারে?

সূচনা

জান্নাত হল বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট ঠিকানা। মর্যাদা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিয়ামতের দিক থেকে স্তরগুলোর মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। যার যার ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে মুমিনরা বিভিন্ন স্তর লাভ করবে।

যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় জান্নাতীরা তাদের উপরের স্তরের অধিবাসীদেরকে দেখতে পাবে। যেমন, দুনিয়াতে তারা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের দূরবর্তী উজ্জ্বল তারকা দেখতে পায়। তাদের আমলের মাঝে ব্যবধান থাকার কারণে এই তারতম্য হবে। সকলে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি নবী-রসূলের বাসস্থান, যেখানে অন্যরা পৌঁছতে পারবে না? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, অবশ্যই পারবে। কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, যে সব লোক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং রসূলদেরকে সত্যায়ন করবে, তারা সকলেই এই স্তরে পৌঁছবে। [বুখারী: হাদীস নং- ৩০৮৩]

www.QuranerAlo.net

জান্নাতে শত স্তর

নবী আলাইহিস সালাম জানিয়েছেন যে, জান্নাতে শত স্তর রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশাল ব্যবধান। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে, নামায কায়েম করবে এবং রোযা পালন করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায়। চাই সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করুক অথবা জন্মভূমিতে বসে থাকুক। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি মানুষকে এই সুসংবাদ দিব না? নবীজী বললেন, নিশ্চয় জান্নাতে শত স্তর রয়েছে। আল্লাহ সেগুলো আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে রয়েছে আসমান-জমীনের ব্যবধান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে (জান্নাত) চাইবে, তখন ফিরদাউস চাইবে। কারণ, সেটা মধ্যখানে এবং সেটা সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাত। সেটার উপরে আল্লাহর আরশ রয়েছে। সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। [বুখারী : হাদীস নং- ২৭৯০]

প্রশ্ন কীভাবে জান্নাতুল ফিরদাউস একই সাথে মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাত হতে পারে?

উত্তর: ফিরদাউস মধ্যবর্তী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এটা সমস্ত জান্নাতের মাঝখানে এবং অন্যান্য জান্নাত এটাকে বেষ্টন করে আছে। এটা সর্বোচ্চ জান্নাত হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা অন্যান্য জান্নাতের চেয়ে উঁচু স্থানে। কেননা, এটার ছাদ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আরশ।

প্রশ্ন এ সব উঁচু স্তর কি কেবল মুজাহিদদের জন্যই?

উত্তর: সব উঁচু স্তর শুধু মুজাহিদদের জন্য নয়, বরং সাফল্য অর্জনকারী সমস্ত মুমিনের জন্য। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতের শত স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে রয়েছে শত বছরের দূরত্ব। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৫২৯]

জান্নাত বহু সংখ্যক

হারেসা ইবনে সুরাকা একজন তরুণ আনসারী সাহাবী। এ বিষয়ে তাঁর একটি আজব ঘটনা রয়েছে। তিনি মুসলমানদের সাথে উহুদের ময়দানে গমন করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পানি পান করার জন্য তিনি একটি কূপের কাছে উপস্থিত হন। এমন সময় একটি তীর এসে তার গলায় বিদ্ধ হয়। তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান।

সাহাবীদেরকে নিয়ে যখন নবীজী মদীনায় ফিরে আসেন, তখন হারেসার মা এসে নবীজীর খেদমতে হাযির হন। তিনি বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। বয়সের ভারে তার হাড় দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ব্যথায় তার বুক চিরে চৌচির হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হারেসার পরণতি সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। যদি সে জান্নাতী হয়ে থাকে, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন, আমি কী করি? অর্থাৎ ছেলের বিচ্ছেদে তিনি বিলাপ ও কান্নাকাটি করবেন। তখনও পর্যন্ত মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারি হারাম হয়নি।

তখন নবী আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, হায়রে বোকা! তুমি পাগল হয়ে গেছ? নিশ্চয় জান্নাতের সংখ্যা হচ্ছে আটটি। তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাত, ফিরদাউস লাভ করেছে।

ইনসাফ ...

মুমিনগণ তাদের আমল অনুসারে জান্নাতে বিভিন্ন স্তর লাভ করবে।

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের রক্ষীগণ

জান্নাত যেমনই বড়, তেমনই সুন্দর। তার বাসিন্দা অনেক। কাজেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতের জন্য অসংখ্য রক্ষী ও খাদেম সৃষ্টি করেছেন।

- কারা সেই রক্ষী?
- তারা কি ফেরেশতা?
- তাদের সংখ্যা কত?
- তাদের দায়িত্ব কী?

সূচনা

আল্লাহ তাআলা জান্নাতের রক্ষী হিসেবে কিছু সম্মানিত ফেরেশতাকে নিযুক্ত করেছেন। প্রবেশকালে তারা জান্নাতীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং সংবর্ধনা দিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

যারা তাদের রবকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে, তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, এবং চিরকাল বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।

[সুরা যুমারঃ ৭৩]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় এসে খুলতে বলব। তখন প্রহরী বলবেন, কে আপনি? আমি বলব, মুহাম্মাদ। তিনি বলবেন, আমাকে শুধু আপনারই জন্য খুলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনার আগে কারও জন্য খুলব না। [মুসলিমঃ হাদীস নং- ৫০৭]

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের প্রহরী রয়েছে। এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার কাছে নবী আলাইহিস সালামের অনেক মর্যাদা রয়েছে। কিয়ামতের দিন তিনিই সমস্ত বনী আদমের সরদার হবেন।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

রক্ষীদের সংখ্যা

ফেরেশতাদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের শুমার শুধু আল্লাহ তাআলা জানেন। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, জান্নাতের অনেক প্রহরী আছে। সেখানে তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলছেন। তারা আল্লাহর কোন নির্দেশ অমান্য করেন না; যা আদেশ করা হয়, তারা তা-ই পালন করেন।

প্রহরীদের দায়িত্ব

জান্নাতের রক্ষীদের বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব রয়েছে। তাদের কেউ কেউ মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশকালে স্বাগত জানাবেন। কেউ প্রথম প্রবেশকারী তথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিবেন। আর কেউ কেউ জান্নাতীদের কাছে বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন।

সম্মানজ্ঞাপন ...
সম্মানিত ফেরেশতারা মুমিনদের
সম্মানার্থে তাদের খেদমত করবেন।

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

জান্নাতের ভূমি ও বাড়ি

জান্নাতীরা বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত ও ভোগ-বিলাসে থাকবে। প্রবহমান ঝর্ণা, পাকা ফল-মূল, মুক্তার তাঁবু, সোনা-রূপার বালাখানা ইত্যাদি। চমৎকার ঘরবাড়ি আর সুখময় জীবন।

- জান্নাতের বালাখানা কেমন?
- জান্নাতী বালাখানার ইট কীসের?

সূচনা

সাহাবায়ে কেরাম নবী আলাইহিস সালামকে জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতেন। নবীজী তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন।

আবু হোরায়রা বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যখন আমরা আপনার কাছে থাকি, তখন আমাদের মন নরম থাকে, পরকাল আমাদের থাকে সামনে। কিন্তু যখন আমরা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হই, তখন দুনিয়ার মোহে পড়ি এবং স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই। নবী আলাইহিস সালাম বললেন, আমার কাছে থাকাকালে তোমাদের যে অবস্থা থাকে, তা যদি সবসময় থাকত, তা হলে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মুসাফা করতেন, যদিও তোমরা যার যার ঘরে থাক না কেন? যদি তোমরা গুনাহ না কর, তা হলে আল্লাহ তাআলা এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে। যাতে তিনি তাদেরকে মাফ করেন। [ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৭৩৮৭]

জান্নাতের বালাখানা

আবু হোরায়রা বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে জান্নাত সম্পর্কে কিছু বলুন, তার ঘরবাড়ি কেমন? নবীজী বললেন, এক ইট স্বর্ণের, আরেক ইট রূপার। তার প্রলেপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত মেশক। তার পাথরগুলো মণি ও ইয়াকুত। মাটি জাফরানের। যে সেখানে প্রবেশ করবে, সে সুখী হবে; কখনও বিরক্ত হবে না। চিরকাল থাকবে; কখনও মরবে না। তার কাপড় কখনও নোংরা হবে না; তার যৌবন কখনও ফুরাবে না। [প্রাগুক্ত]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

অর্থাৎ জান্নাতের বালাখানা যে সব ইট দিয়ে নির্মিত সেগুলো হচ্ছে সোনা ও রূপার। দেয়ালের প্রলেপ হচ্ছে মেশকের। আর মাটি হচ্ছে জাফরানের। যখন সেই মাটি উত্তম পানি দিয়ে গোলানো হয় তখন মেশক হয়ে যায়। আর মাটির উপর ছড়ানো-ছিটানো পাথরগুলো হচ্ছে মণিমুক্তা।

দুনিয়াতে আমরা যা দেখি এগুলো তার ছবি; জান্নাতেরগুলো এর চেয়ে অনেক উত্তম।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় জান্নাতের দেয়ালের এক ইট সোনার, আরেক ইট রূপার। [বায়হাকী (আলবা'সু ওয়ান্‌নুশূর): হাদীস নং- ২৪৬]

পরম সুখ ...

জান্নাতের ঘরবাড়ি সোনা-রূপা,
মণিমুক্তা ও ইয়াকুত-মারজানের তৈরী,
যাতে জান্নাতীদের নয়ন জুড়িয়ে যায়।

পারলৌকিক LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

জান্নাতের কক্ষ ও তাঁবুসমূহ

জান্নাতে বিশাল বিশাল কক্ষ ও অট্টালিকা থাকবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নহর প্রবাহিত হয়। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ কখনও প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। [সুরা যুমার: ২০]

- প্রাসাদের আকৃতি কেমন হবে?
- কারা তাতে বসবাস করবে?
- কোথায় তাঁবু স্থাপন করা হবে?

সূচনা

আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের নেক আমল নষ্ট করবেন না। কাজেই তাদের জন্য থাকবে সুউচ্চ বাড়ি, প্রাসাদের উপর প্রাসাদ, যেগুলো জান্নাতের কাঠামোর উপযোগী করে নির্মিত। সেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদ থাকবে। [সুরা সাবা: ৩৭]

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বান্দাকে রবের কাছাকাছি করতে পারে না। তবে এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যখন নেক আমলে পরিণত হয়, তখন এগুলোই বান্দাকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়। যেমন, কেউ অর্থ ব্যয় করে মসজিদ নির্মাণ করল, কুরআন মাজীদের কপি কিনে বিতরণ করল,

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

এতীমের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করল, কেউ সন্তানকে হাফেজে কুরআন বা আলেম বানাল কিংবা মুসলিম উম্মাহর উপকারে আসার মত করে গড়ে তুলল, তা হলে তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে দিবে। তিনি এমন লোকদের নেক আমলের সওয়াব দশ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন। তাকে সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকতে দিবেন।

প্রাসাদরাজির বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্য

জান্নাতের প্রাসাদসমূহের বাসিন্দা থাকবে। নবী আলাইহিস সালাম তাদের আমলের বিবরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতে বহু প্রাসাদ আছে, যেগুলোর ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা এগুলো ওইসব ব্যক্তির জন্য তৈরী করেছেন, যারা অপরকে আহার করায়, সালামের প্রচার-প্রসার ঘটায় এবং শেষ রাতে উঠে নামায পড়ে, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। [ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৫০৯]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জান্নাতে এমন কিছু প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন, যেগুলো অত্যন্ত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে পিছনের বস্তু দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। এগুলো ওইসব লোকের জন্য, যাদের ব্যবহার উন্নত; মানুষের সাথে যারা নরম ভাষায় কথা বলে; মানুষের অন্যায়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং দুর্ব্যবহারের জওয়াবে উত্তম আচরণ করে।

এমনইভাবে তাদের জন্যও, যারা ধনী-গরীব, ফকীর-মিসকীন, আত্মীয়-অনাত্মীয়, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আহার করায়।

সাথে অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা রাতে কান্নাকাটি করে, রবের কাছে মুনাজাত করে, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। এটা তাদের এখলাস থাকা এবং আল্লাহর সাথে প্রকৃত মহব্বত থাকার প্রমাণ।

প্রশ্ন **জান্নাতীরা তাদের ঠিকানা কীভাবে চিনবে?**

উত্তর: জান্নাতীরা যদিও কখনও তাদের ঠিকানা দেখেনি, তবুও তারা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় যার যার বাসস্থান চিনে ফেলবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, আল্লাহ কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন।

www.QuranerAlo.net

তারপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। [সুরা মুহাম্মাদ: ৪-৬]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার পর কোনটা কার প্রাসাদ ও বাসস্থান তা জানিয়ে দিবেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার পর, মুমিনদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি সেতুতে আটকে দেওয়া হবে। এরপর দুনিয়াতে তাদের পরস্পরে যেসব জুলুম-অত্যাচার সঙ্ঘটিত হয়েছিল, সেগুলো পরিশোধ করে দেওয়া হবে। এভাবে যখন তারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। সুতরাং ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মুমিনরা একেক জন দুনিয়াতে তার ঠিকানা যেমন চেনে, জান্নাতের ঠিকানা তার চেয়েও বেশি চিনবে। [বুখারী: হাদীস নং- ২৪৪০]

জান্নাতের তাঁবুসমূহ

বাসস্থান একাধিক হলে বসবাসকারী সুখ ও আনন্দ বোধ করে। এজন্য সোনা ঘর, রূপার প্রাসাদ, এখানে ওখানে খাটানো তাঁবু। ইচ্ছা হলেই মধুর নহরে পাশে খিমা গাড়তে পারেন, ইচ্ছা হলে খিমা গাড়তে পারেন শরাবের নহরের পাশে। সাথে থাকবে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব।

এসব তাঁবু প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় মুমিনের জন্য জান্নাতে মুক্তার তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। সেখানে মুমিনের একাধিক পরিবার থাকবে। মুমিন তাদের কাছে বেড়াবে। কিন্তু এক পরিবার আরেক পরিবারকে দেখবে না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৩৭]

নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেন, নিশ্চয় তাঁবু হচ্ছে একটি মুক্তা। তার দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। তার প্রত্যেক কোণায় থাকবে মুমিনের ভিন্নভিন্ন পরিবার। এক পরিবার অন্য পরিবারকে দেখবে না। [ইবনে আবু শায়বা: হাদীস নং- ৩৫১১৭]

দুনিয়াতে আরব বেদুইনদের বানানো তাঁবু সাধারণত চারকোণা হয়ে থাকে। মোটা চাদর দিয়ে তৈরী করা হয়।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের তাঁবুর বিবরণ কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। [সুরা রাহমান: ৭২]

কিন্তু জান্নাতের খিমা ব্যতিক্রম। প্রত্যেক মুমিনকে ফাঁপা মুক্তার খিমা দেওয়া হবে, যার ভিতরে খোলা। ভিতরে খোলা থাকার কারণে সেটা খিমার মত দেখা যাবে। মানুষ তাতে প্রবেশ করবে। সেই মুক্তা হবে আকারে বিশাল, অনেক উঁচু। উপর দিকে ষাট মাইল। মুমিন প্রত্যেক কোণায় গিয়ে একেক পরিবারের সাক্ষাৎ পাবে। প্রশস্ততায় বিশাল হওয়ার কারণে স্ত্রীরা একজন আরেক জনকে দেখবে না। আল্লাহ সবকিছুই করতে পারেন।

এসব প্রাসাদ ও তাঁবুতে অবশ্যই মনোমুগ্ধকর খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-কুরসী ও আসবাবপত্র থাকা দরকার। তা হলে সেগুলোর বিবরণ কী?

জান্নাতের কুরসী ও পালঙ্ক

সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতায় জান্নাতের আসবাবপত্র মানুষের মন ও হৃদয় ঠান্ডা করে দিবে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতের আসবাব-পত্রের চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলোর উপযুক্ত প্রশংসা করেছেন এবং সেগুলোর জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছেন।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তথায় থাকবে উন্নত ও সুসজ্জিত আসন, সংরক্ষিত পানপাত্র, সারিসারি গালিচা এবং সুবিস্তৃত বিছানো কার্পেট।

[সুরা গাশিয়া: ১৩-১৬]

সম্মান ...

মানুষের রুচি ও চাহিদা বিভিন্ন রকম,
এজন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে
বিভিন্নরকম বাসস্থান তৈরী করেছেন।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের ঘ্রাণ

জান্নাতে পরিচ্ছন্ন ও মনোমুগ্ধকর সুবাস ও সুগন্ধ থাকবে। সুবাসে আশপাশ মো মো করবে। মুমিনরা অনেক দূর থেকেই জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে। এ সব বিষয়ে নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তিনি এও জানিয়েছেন যে, কিছু গুনাহ আছে এমন, যেগুলো করলে মানুষ জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

- কোন গুনাহ জান্নাতের ঘ্রাণ থেকে মাহরূম করে দেয়?
- ঘ্রাণ না পাওয়ার অর্থ কি জান্নাতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হওয়া?
- তা হলে কি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে যেতে হবে?

সূচনা

নবী আলাইহিস সালাম কিছু বদ আমলের কথা আলোচনা করেছেন। যেগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে তিনি হুমকি দিয়েছেন যে, তারা জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। যেমন, মদপান, দান করে খোটা দেওয়া ইত্যাদি। এর অর্থ এই নয় যে, এসব গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা কাফের। বরং এটা তাদের জন্য হুমকি ও ধমক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাফ করে দিলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে; কিন্তু তারা জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না, যা অন্যরা পাবে।

যারা জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না

১. মদপানে অভ্যস্ত বক্তি

মদ হল সমস্ত অপরাধের মূল ও সকল অশ্লীলতার উৎস। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদপান করবে, সে আখেরাতে জান্নাতের শরাব থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করে, তাকে তীনাতুল খাবাল পান করানো আল্লাহ তাআলার কর্তব্য হয়ে যায়। বলা হল, ইয়া রসূলাল্লাহু! তীনাতুল খাবাল কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের বর্জ্য।

[আহমদ: হাদীস নং- ৬৬৫৯]

যে মদ পান করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। তবে যদি সে মৃত্যুর আগে তাওবা করে এবং আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করে তাকে মাফ করে দেন, তা হলে ভিন্ন কথা।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

২. মানুষকে প্রহারকারী ও বস্ত্রবাহী উলঙ্গ নারী

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, দুই দল জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। একদলের কাছে গরুর লেজের মত ছড়ি থাকবে, সেটা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। আরেক দল হচ্ছে ওইসব নারী, যারা কাপড় পরিধান করেও নগ্ন; অন্যদেরকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরা আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা বুখতী উটের কুঁজের মত দোলায়মান। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না; অথচ তার খোশবু এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।

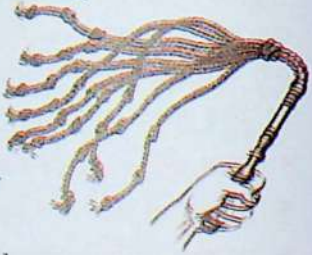

[মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৭৩]

এই হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উপর জুলুম ও অন্যায়ভাবে তাদেরকে প্রহার করা থেকে সতর্ক করেছেন।

একইভাবে নারীদেরকে সতর্ক করেছেন হিযাব ও পর্দা লঙ্ঘন করে দেহ প্রদর্শন করার ব্যাপারে।

এক প্রকার বিশেষ উটকে বুখতী বলা হয়। বুখতী উটের গর্দান লম্বা এবং তার কুঁজ দু'টি।

৩. যিম্মীকে নির্যাতনকারী

যিম্মী হচ্ছে এমন ইহুদী বা নাসারা, যারা যুদ্ধ না করার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন-কানুন মেনে চলার অঙ্গীকার করে মুসলমানদেরই মাঝে বসবাস করে। এরূপ চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তাদেরকে জুলুম-নির্যাতন করা এবং তাদের অধিকার খর্ব করা জায়েয নয়।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, সাবধান! যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে নির্যাতন করে, তার অধিকার খর্ব করে, তার উপর সাধ্যাতীত কাজের দায় চাপিয়ে দেয়, অথবা তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার কোন বস্তু হরণ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার মোকাবেলা করব।

তারপর নবীজী নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন,

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

জেনে রেখো, যে ব্যক্তি এমন চুক্তিবদ্ধ লোককে হত্যা করল, যার জন্য আল্লাহ ও তার রসূলের যিম্মাদারী রয়েছে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাতের ঘ্রাণ হারাম করে দিবেন। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ সত্তর বছরের দূর থেকেও পাওয়া যাবে। [বায়হাকী (সুনানুল কুবরা): হাদীস নং- ১৯২০১]

৪. মাতাপিতার অবাধ্য

মাতাপিতার না-ফরমানী একটি মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ তাআলা নিজের হকের সাথে মাতাপিতার হক জুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না। আর মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। [সুরা ইসরা: ২৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের শোকরের নির্দেশের সাথে সাথে মাতাপিতার শোকর আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, তোমরা আমার কৃতজ্ঞ হও এবং তোমাদের মাতাপিতার প্রতিও (কৃতজ্ঞ হও)। আর আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। [সুরা লুকমান: ১৪]

মাতাপিতার আনুগত্য উভয় জাগতের সৌভাগ্য অর্জনের পথ। নবী আলাইহিস সালাম যেমন বলেছেন, যে ব্যক্তি এতে আনন্দবোধ করে যে, তার রিযিকের মধ্যে বরকত হোক এবং তার হায়াত বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। [বুখারী: হাদীস নং- ১৯৫১]

৫. খোটাদানকারী বখীল

বখীল হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যার পর্যাপ্ত পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য এবং সন্তানাদির জন্য খরচ করে করতে সংকোচ বোধ করে। মেহমানের মেহমানদারী করে না এবং খরচ আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে না। কৃপণতা একটি মারাত্মক ব্যাধি।

আর খোটাদানকারী হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে কাউকে কিছু দেওয়ার পর বারবার দানের কথা বলে বেড়ায় এবং দানগ্রহীতাকে ছোট করার জন্য বারবার তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এরপর যদি খোটা দেওয়ার সাথে কৃপণতা যোগ হয়, তা হলে আঁধারের উপর আঁধার।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তিন প্রকার লোক জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। অথচ এর ঘ্রাণ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থাকতেই পাওয়া যাবে। (সেই তিনজন হচ্ছে) মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান, মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি এবং খোটাদানকারী কৃপণ। [তাহযীবুল আসার: হাদীস নং- ১৫৬৬]

প্রশ্ন এক হাদীসে এসেছে, সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে, আরেক হাদীসে এসেছে, পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে। এই দুই হাদীসের মাঝে কীভাবে সমন্বয় হতে পারে?

উত্তর: লোকজনের ঈমান ও আমলের ব্যবধানের ভিত্তিতে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়ার দূরত্বের মাঝেও ব্যবধান হবে। কেউ কেউ অনেক দূর থেকেই ঘ্রাণ পেয়ে যাবে; কেউ কেউ কাছাকাছি যাওয়ার পর ঘ্রাণ পাবে। যে ব্যক্তি অনেক দূর থেকে ঘ্রাণ পাবে, সে ওই ব্যক্তির তুলনায় উত্তম ও নেককার, যে ব্যক্তি কাছে যাওয়ার পর ঘ্রাণ পাবে। সুতরাং জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া ব্যক্তির ঘ্রাণশক্তি ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং আল্লাহ তাআলার তৌফীক ও ক্ষমতা প্রদানের উপর নির্ভরশীল। তাই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুসারে কেউ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে ঘ্রাণ পাবে, আর কেউ পাবে পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে।

প্রার্থনা

আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন, তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাত নসীব করেন এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন। আমীন।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের গাছগাছালি ও ফলফলাদি

সৌন্দর্য, ছায়া ও সজীবতার পরিপূর্ণতার জন্য জান্নাতে গাছগাছালির সমারোহ আছে। যাতে চোখ জুড়িয়ে যায়; মন আনন্দে নেচে ওঠে এবং সৌভাগ্যের ষোলো কলা পূর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা জান্নাতের গাছগাছালি, তার সজীবতা ও শ্যামলিমার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন–

যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান! তারা থাকবে কাঁটাবিহীণ বড়ই বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, দীর্ঘ ছায়ায়, প্রবাহিত পানিতে এবং প্রচুর ফলমূলে। [সুরা ওয়াকিআ: ২৭-৩১]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট।

[সুরা রাহমান: ৪৮]

তিনি আরও বলেন, তথায় আছে ফলমূল, খেজুর ও আনার। [সুরা রহমান: ৬৮]

জান্নাতের গাছপালা সুবিস্তর ছায়াদার, যেগুলোতে সিঞ্চন করা হয় মিঠা পানি। সেগুলোর দৃশ্য খুবই মনোহর ও উপভোগ্য।

নবী আলাইহিস সালাম যেমন বলেন, নিশ্চয় জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে, এক হাজার বছর অবিরাম চলেও কেউ তার ছায়া শেষ করতে পারবে না। চাইলে তোমরা এই আয়াতটি পাঠ করতে পারো। সুদীর্ঘ ছায়াবিশষ্ট। (সুরা ওয়াকিআ: ৩০) [বুখারী: হাদীস নং- ৪৮৮১]

বড়ই গাছ

একবার বারা ইবনে আযেব নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন, (যার অর্থ হচ্ছে)

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (সুরা ইনসানঃ ১৪) তারপর বলেন, নিশ্চয় জান্নাতবাসী সেই গাছের ফল দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে– যেভাবেই ইচ্ছা খেতে পারবে। [বাইহাকী (আলবা'সু ওয়ান নুশুর): ২৭৩]

স্বাদ

দুনিয়াতে আহার গ্রহণ করা হয় ক্ষুধা নিবারণের জন্য, আর আখেরাতে আহার গ্রহণ করা হবে কেবলই স্বাদ, আনন্দ ও ভোগের উদ্দেশ্যে।

পারলৌকিক LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

জান্নাতীদের খাদ্য

জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য সেখানে তাদের পছন্দমত ফলমূল ও পাখির গোশত থাকবে। সুদর্শন বালকদল খাবার নিয়ে জান্নাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে, জান্নাতীরা তাদের পছন্দমত ফল ও গোশ্‌ত গ্রহণ করবে।

- খাদ্যের প্রকৃতি কেমন হবে?
- খাদ্যের প্রকারাদি কী কী?
- দেহ থেকে গৃহীত খাদ্যের পাচনক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে?

সূচনা

সুস্বাদু খাবার জীবনকে আরও সুন্দর ও সুখময় করে তুলবে। জান্নাতের খাবার, ফলমূল ও পাখির চেয়ে অধিক সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় আর কোন খাবার নেই। যখন সুন্দর দৃশ্য, মজাদার খাবার, আরামদায়ক আসন ও সুদর্শন চেহারা একসাথে হবে, তখন সুখ পূর্ণতা লাভ করবে। অতিরিক্ত অনেক কিছু আছে আমাদের রবের কাছে।

জান্নাতের ফল

জান্নাতের ফলফলাদি খেলে মুখে অনেক স্বাদ অনুভূত হবে এবং হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়। [সুরা ওয়াকিআ: ৩২, ৩৩]

এ সব ফল দেখতে খুব আকর্ষণীয় এবং আকারে অনেক বড় হবে। সূর্যগ্রহণের নামায পড়তে গিয়ে নবী আলাইহিস সালাম জান্নাতের ফল দেখতে পান। নামায শেষে বলেন–

নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে দু'টি নিদর্শন। কারও জন্ম বা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা এই গ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ কোরো। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা দেখলাম, কিছু একটা ধরার জন্য আপনি নিজের জায়গা থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর আবার পিছিয়ে এলেন।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নবীজী বললেন, আমি তখন জান্নাত দেখতে পাচ্ছিলাম। সেখান থেকে একগুচ্ছ ফল নিতে চাচ্ছিলাম। যদি নিতে পারতাম, তা হলে তোমরা দুনিয়া যত দিন আছে, তত দিন খেতে পারতে। [বুখারী: হাদীস নং- ১০০৪]

জান্নাতের ফলমূল খুব কাছে ঝুলে থাকবে, যাতে অতিসহজে হাসিল করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। [সুরা ইনসান: ১৪]

তাসবীহের এলহাম

জান্নাতীদেরকে তাসবীহ ও তাহমীদের এলহাম করা হবে। তারা পানাহার করবে; তবে মল-মূত্র ত্যাগ করবে না।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতবাসীরা সেখানে খাবে, পান করবে; তবে মল-মূত্র ত্যাগ করবে না। নাকও ঝাড়বে না। তাদের সব খাদ্য ঢেকুর হয়ে যাবে, যে ঢেকুর থেকে মেশকের মত সুবাস ছড়াবে। তাদেরকে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত তাসবীহ-তাহমীদের এলহাম করা হবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৩৩]

জান্নাতীদেরকে তাসবীহ-তাহমীদের এলহাম করা হবে– একথার মানে হচ্ছে, যেভাবে মানুষ অনিচ্ছায় শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়ে, দেহের নিয়মহিসেবে, সেভাবে জান্নাতীরা তাসবীহ ও তাহলীল বলবে। এটা তাদের দেহের নিয়ম হয়ে যাবে। এজন্য জিহ্বা সবসময় সচল থাকবে। এই তাসবীহপাঠ নিয়মিত ভোগ ও আনন্দ-ফূর্তিতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না, দুনিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের যেমন কোনকিছুতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

জান্নাতীদের প্রথম খাবার

অজস্র নিয়ামত ও সুস্বাদু খাবারের সমারোহ। তা হলে কী হবে মুমিনদের প্রথম খাবার?

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করলাম, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি আপনাকে (কয়েকটি) প্রশ্ন করতে চাই। তিনি বললেন, যা ইচ্ছা জিজ্ঞাস করো। আমি বললাম, জান্নাতীদের প্রথম খাবার কী হবে?

এরপর ইবনে সালাম দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। এক পর্যায়ে আছে, নবীজী বললেন, মাছের বর্ধিত কলিজা। [আহমাদ: হাদীস নং- ১২৩৮৫]

মাছের কলিজার সাথে অতিরিক্ত একটি অংশ থাকে। সেটা অত্যন্ত সুস্বাদু।

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

সাওবান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আচানক এক ইহুদী পণ্ডিত এল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ কথা শুনে আমি তাকে জোরে ধাক্কা দিলাম। এতে সে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। লোকটি আমাকে বলল, ধাক্কা দিলেন কেন? আমি বললাম, তুমি হে আল্লাহর রসূল! বলতে পারলে না? সে বলল, তাঁর পরিবার যে নাম রেখেছে, আমরা তাকে সেই নাম ধরেই ডাকছি। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার নাম মুহাম্মদ, আমার পরিবারের লোকজন আমার এ নামই রেখেছেন। ইহুদী বলল, আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে এসেছি। নবীজী বললেন, আমি যদি উত্তর দিই, তা হলে কি তোমার কোন উপকার হবে? সে বলল, আমি দুই কান দিয়ে শুনব। এ কথা শুনে তাঁর লাঠি দিয়ে (মাটিতে) আঁচড় কাটলেন রসূলুল্লাহ। তারপর বললেন, জিজ্ঞাস করো। ইহুদী বলল, যে দিন আসমান-জমীন বদলে ফেলা হবে, সে দিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবী আলাইহিস সালাম বললেন, পুল সিরাতের গোড়ায় অন্ধকারে। ইহুদী বলল, সর্বপ্রথম কাদেরকে (জান্নাতে প্রবেশের) অনুমতি দেওয়া হবে? নবীজী বললেন, দরিদ্র মুহাজিরদেরকে। ইহুদী বলল, যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরকে সর্বপ্রথম কী উপঢৌকন দেওয়া হবে? নবীজী বললেন, মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। ইহুদী বলল, তারপর তাদের খাদ্য কী হবে? নবীজী বললেন, তাদের জন্য জান্নাতের ষাড় জবাই করা হবে, যেটা জান্নাতের সবখানে চরে বেড়াত এবং খেত। ইহুদী বলল, তাদের পানীয় কী হবে? নবীজী বললেন, সালসাবীল নামক ঝর্ণার পানি। ইহুদী বলল, আপনি সত্য বলেছেন। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৪২]

হাঁ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন যে, পুলসিরাত পার হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশের জন্য সবার আগে ফকীর মুহাজিরদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে। যারা জান-মাল ও সবকিছু আল্লাহ তাআলার জন্য কুরবান করেছেন।

www.QuranerAlo.net

প্রশ্ন যদি জান্নাতীরা মলমূত্র ত্যাগ না করে, তা হলে খাবার-পানীয় কোথায় যাবে?

উত্তর: আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে যে সব ইয্যত দান করবেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, তারা প্রস্রাব-পায়খানার কদর্যতা ও অপবিত্রতা থেকে পরিচ্ছন্ন থাকবে। তাদের আহারকৃত খাদ্যপানীয় সুগন্ধময় ঘাম ও ঢেকুর হয়ে শরীর থেকে বের হয়ে যাবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, একেকজন জান্নাতীকে পানাহার ও সঙ্গমের ক্ষেত্রে শত মানুষের সমান ক্ষমতা প্রদান করা হবে। তখন এক ইহুদী বলল, যে ব্যক্তি পানাহার করে, সে তো চাপ অনুভব করে? নবীজী বললেন, তাদের চাপ ত্বক থেকে নির্গত ঘামের সাথে উড়ে যাবে। এরপর পেট হালকা হয়ে যাবে। [ইবনে আবু শায়বা: হাদীস নং- ৩৫১২৭]

প্রস্তুতকৃত খাদ্য

জান্নাতে খাদ্য বা পানীয় লাভের জন্য কোন কষ্ট করতে হবে না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, জান্নাতে তুমি পাখির দিকে তাকাবে, তখন তোমার মন সেটা খেতে চাইবে। সাথে সাথে সেটি ভুনা হয়ে তোমার সামনে চলে আসবে। [বাযযার: হাদীস নং- ২০৩২]

নাম অভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন

জান্নাতের খাদ্যের একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হল, কোন মুমিন বা মুমিনা একদিন একটি খাবার খেয়ে এক রকম স্বাদ অনুভব করবে। অন্য দিন যখন সেই একই খাবার খেতে চাইবে, তখন খাবারের আকৃতি ও রং আগের মত থাকবে; তবে ভিন্ন স্বাদ অনুভব করবে, যা আগের চেয়েও উপভোগ্য।

ফলমূল আর পাখির ব্যাপার একই। দেখতে একই রকম থাকবে; কিন্তু খাওয়ার সময় প্রত্যেক বারই নতুন স্বাদ পাবে। ফলে আগ্রহ ও আকর্ষণ অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তুমি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সেই ফলই, যা আমরা এর আগে লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে।

www.QuranerAlo.net

এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অবস্থান করবে অনন্তকাল। [সুরা বাকারা: ২৫]

মোটকথা তাদেরকে আকৃতির দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু স্বাদের দিক থেকে ব্যতিক্রম খাবার দেওয়া হবে।

চিরস্থায়ী খাদ্য সরবরাহ

জান্নাতবাসীরা সেখানে সবসময় পরিপূর্ণভাবে খাবার পাবে; কোনরূপ ঘাটতি পড়বে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, মুত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নীচে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান যারা সাবধানতা অবলম্বন করেছে এবং কাফেরদের প্রতিফল হচ্ছে আগুন। [সুরা রা'দ: ৩৫]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, নিশ্চয় এটা আমার দেওয়া রিযিক, যা শেষ হবার নয়। [সুরা ছদ: ৫৪]

দুনিয়াতে আমরা যা দেখি এগুলো তার ছবি: জান্নাতেরগুলো এর চেয়ে অনেক উত্তম।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়। [সুরা ওয়াকিআ: ৩২, ৩৩]

আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন, তিনি যেন আমাদেরকে এ সব নিয়ামতের অধিকারী বানান এবং দুনিয়াতে এগুলোর জন্য আমল করার তৌফীক দান করেন।

অবগতি ...

আমাদের প্রতিপালক জানেন তাঁর বান্দাদের চাহিদা বিভিন্নরকম। তাই তিনি তাদের জন্য জান্নাতে এগুলোর ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

জান্নাতীদের পানীয়

জান্নাতীদের ভোগ-বিলাসের পূর্ণতার অংশ হচ্ছে জান্নাতের সুপেয় পানীয়। যে ব্যক্তি আহার গ্রহণ করে, তার পানীয়ের প্রয়োজন হয়। এই পানীয় খাবারের স্বাদ আরও বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের পানীয়ের বিবরণ দিয়েছেন এবং তা অর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

- কী হবে তাদের পানীয়?
- তাতে কী মিশানো হবে?
- তাদের পানপাত্রের ধরণ কী হবে?

সূচনা

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে তারা পান করবে এবং কী পান করবে? তিনি বলেছেন–

দুনিয়ার কর্পুর

নিশ্চয় নেক আমলকারীরা কর্পুর মিশ্রিত পেয়ালা থেকে পান করবে। এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে– তারা একে প্রবাহিত করবে। [সুরা ইনসান: ৫, ৬]

অর্থাৎ নেককার বান্দারা, যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, এমন শরাব পান করবে, যার সাথে কর্পুরের পানি মেশানো হবে। এই মিশ্রণ হবে এক ঝর্ণা থেকে, যেখান থেকে আল্লাহর নেককার বান্দারা পান করবে। তারা জান্নাতের ভোগবিলাসে মত্ত থাকবে। যা ইচ্ছা পান করবে; যখন ইচ্ছা পান করবে। বালাখানায়; সমাবেশে; নদনদীতে।

তারা প্রবাহিত করবে

জান্নাতীরা ইচ্ছামত নদী প্রবাহিত করবে। যেমন, মানুষ ইচ্ছামত পানির নালা প্রবাহিত করে। এমনকি ইচ্ছা হলে তারা যে দিকে যাবে, সে দিকে পানি টেনে নিয়ে যেতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতস্থ সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা।

[সুরা ইনসান: ১৭, ১৮]

www.QuranerAlo.net

মিশ্রিত পানীয়

জান্নাতীরা কখনও কর্পুর মিশ্রিত, কখনও যানজাবীল তথা আদা মিশ্রিত পানীয় পান করবে। জান্নাতের পানীয় এই দুই বস্তুর সাথে মেশানো হবে। কারণ, কর্পুর ঠান্ডা ও সুগন্ধময়। আর আদা ঝাল ও গরম। আদার ঘ্রাণের কারণে আরবরা আদা মিশ্রিত পানীয় খুব পছন্দ করে।

দুনিয়ার আদা

পবিত্র পানীয়

আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন, পবিত্র শরবত। [সুরা ইনসান: ২১]

হাঁ, তাদের রব তাদেরকে এমন পবিত্র শরাব পান করাবেন, যা তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করে দিবে। সেই শরাব দুনিয়ার মদের মত নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, স্ত্রীর সাথে বসে থাকা অবস্থায় জান্নাতীর কাছে পানপাত্র আনা হবে। সে তা থেকে পান করবে। তারপর স্ত্রীকে লক্ষ করে বলবে, তুমি তো আমার চোখে আগের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি সুন্দরী হয়ে গেছ।

[ইবনে আবু শায়বা: হাদীস নং- ৩৫১২৬]

আবু উমামা বলেন, জান্নাতী ব্যক্তি শরাব পান করার ইচ্ছা করবে। সাথে সাথে পানপাত্র তার হাতে এসে উপস্থিত হবে। জান্নাতী পান করবে। তারপর পানপাত্র আপন জায়গায় চলে যাবে।

[ইবনে আবুদ্দুন্‌য়া (সিফাতুল জান্নাহ): হাদীস নং- ১২৮]

এই শরাব জান্নাতের বিভিন্ন ঝর্ণা থেকে প্রবাহিত হবে। তাই জানা প্রয়োজন, জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ কী এবং সেগুলোর স্বাদ কেমন?

জান্নাতের ঝর্ণসমূহ

জান্নাতের সৌন্দর্যের পূর্ণতা দানের জন্য আল্লাহ তাআলা তাতে বিভিন্ন নহর ও ঝর্ণা তৈরী করেছেন। সেগুলো থেকে বিভিন্ন স্বাদের এবং রঙ-বেরঙের শরাব ও পানীয় প্রবাহিত হবে।

জান্নাতের ঝর্ণার বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় খোদাভীরুগণ বাগান ও নির্ঝরিণীসমূহে থাকবে।

[সুরা হিজর: ৪৫]

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য কুরআনের বহু জায়গায় এসব ঝর্ণা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

খোদাভীরুগণ জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে। এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দিবেন। নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিল নেককার, তারা রাতের সামান্য অংশেই ঘুমাত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল।[সুরা যারিয়াত: ১৫-১৯]

সালসাবীল ঝর্ণা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কিছু ঝর্ণার নামও বলে দিয়েছেন–

এটা জান্নাতস্থ সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা।[সুরা ইনসান: ১৮]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে– তারা একে প্রবাহিত করবে।[সুরা ইনসান: ৬]

এ সব ঝর্ণা থেকে পরিচ্ছন্ন ও সুমিষ্ট পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে।

- তা হলে জান্নাতের নহরসমূহ কী?
- তার প্রকারসমূহ কী?
- সেখান থেকে পান করার পদ্ধতি কী?

সামনে এ বিষয়ে আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

পরম সুখ ...

জান্নাতের শরাব
অতি সহজেই লাভ করা যাবে।
তার রং ও স্বাদ হবে বিভিন্ন রকম।

পরকাল LIFE AFTER LIFE www.QuranerAlo.net

জান্নাতের নদনদী

জান্নাতে অনেক প্রকারের নহর থাকবে। আল্লাহ তাআলা সেই নহরসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং মানুষকে সেগুলোর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এসব নহর দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে, সেখান থেকে পান করে জিহ্বা তৃপ্তিবোধ করবে এবং সেগুলোর নিকটবর্তী হয়ে মন প্রশান্তি লাভ করবে।

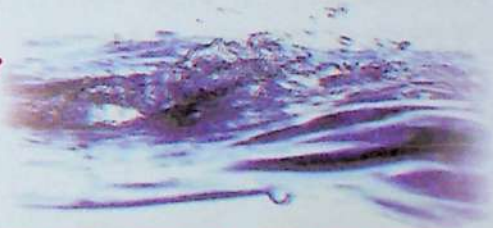

- এ সব নহরের প্রকারসমূহ কী?
- নহরগুলোর রং কী হবে?
- নহরগুলোর নাম কী?

সূচনা

আল্লাহ তাআলা বলেন, হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তুমি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই, যা আমরা ইতোপূর্বে লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে এক প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অবস্থান করবে অনন্তকাল। [সুরা বাকারা: ২৫]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে এগুলোর চেয়েও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব? যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত- তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। [সুরা আলে ইমরান: ১৫]

বাস্তবেই সেগুলো এমন নদী, যেগুলো তাদের প্রাসাদের পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদের কক্ষের সম্মুখ দিয়ে অতিবাহিত হবে এবং তাদের বাগানসমূহ ভরে যাবে।

প্রবাহিত পানি

আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং প্রবাহিত পানিতে। [সুরা ওয়াকিআ: ৩১]

অর্থাৎ এমন নদী যার পানি কোন গর্ত ও নিচু ভূমি ছাড়াই প্রবাহিত হবে। বরং সমতল ভূমির উপর দিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে থাকবে।

www.QuranerAlo.net

নহরের প্রকারভেদ

জান্নাতের নহরগুলোর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ। তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের মত, যারা জাহান্নামে থাকবে অনন্তকাল। এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিবে। [সুরা মুহাম্মদ: ১৫]

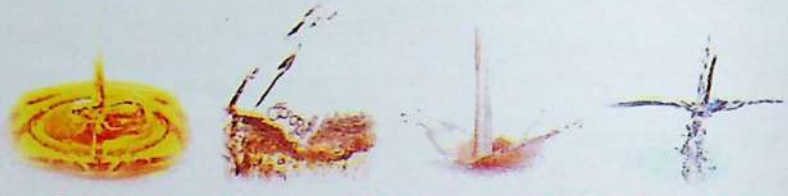

দুনিয়াতে আমরা যা দেখি এগুলো তার ছবি; জান্নাতেরগুলো এর চেয়ে অনেক উত্তম।

আল্লাহ তাআলা এই চার প্রকার নহরের কথা উল্লেখ করেছেন। দুনিয়াতে এ সব বস্তুতে পরিবর্তন আসে এবং সহজে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতে এগুলো নষ্ট ও পরিবর্তন হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

দুনিয়াতে দুধের স্বাদ পরিবর্তন হয়ে টক হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, জান্নাতে দুধের স্বাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবে না।

দুনিয়াতে একই জায়াগায় অনেক সময় আবদ্ধ থাকলে পানির স্বাদ, রং ও ঘ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতে পানির স্বাদ, রং ও ঘ্রাণ কখনই নষ্ট হবে না।

দুনিয়ার শরাবের দুর্গন্ধ আছে এবং রং বিশ্রী। তা পান করলে মানুষ মাতাল হয়, আকল নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতের মদ এমন নয়। বরং তা সুপেয়, সুস্বাদু, সুমিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত।

পাঠাগার
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

দুনিয়ার মধু স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয় না; তাতে বিভিন্ন প্রকার ময়লা থাকে। কিন্তু জান্নাতের মধু এমন নয়। জান্নাতের মধু হবে নির্মল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। বড় আজব বিষয় হচ্ছে এই যে, এসব নদীর পানি কোন গর্ত ও নীচু ভূমি ছাড়াই প্রবাহিত হবে। সমতল ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে।

দুনিয়ার শরাব হচ্ছে নাপাক, শয়তানের কাজ। এটি মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়ায়। আল্লাহ তাআলার যিকির, নামায ইত্যাদি থেকে ফিরিয়ে রাখে। যেনা-ব্যাভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের বিবেক ও মর্যাদাবোধ নষ্ট করে। শরাব বিভিন্ন প্রকার গুনাহ ও অপরাধের জননী; এর থেকেই বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতা ও মন্দ কর্মের সৃষ্টি। এই শরাবে দুর্গন্ধ আছে, রং বিশ্রী। আল্লাহ তাআলা সব দোষ থেকে জান্নাতের শরাবকে পবিত্র রখেছেন। বরং তা সুপেয়, সুস্বাদু, সুমিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত হবে।

কোত্থেকে প্রবাহিত হবে এসব নদী?

এ সব নদী জান্নাতের উঁচু থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে। সেগুলো আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের জন্য তৈরী করেছেন। প্রতিটি স্তরের মাঝে রয়েছে আসমান ও জমীনের মধ্যকার ব্যবধান। যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে, তখন ফিরদাউস চাইবে। কেননা, সেটা হচ্ছে মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চ জান্নাত। তার উপর আল্লাহর আরশ, সেখান থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়। [বুখারী: হাদীস নং-২৬৩৭]

দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি নদী

নবী আলাইহিস সালাম বয়ান করেছেন যে, দুনিয়াতে কয়েকটি নদী আছে, যেগুলো জান্নাতেরও নদী বটে। যেমন, তিনি বলেছেন–

সাইহান, জাইহান, ফুরাত ও নীল এই চারটি জান্নাতের নদী।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৪০]

তিনি আরও বলেন, সিদরাতুল মুন্তাহার গোড়া থেকে জান্নাতের চারটি নদী প্রবাহিত হবে। সেগুলো হচ্ছে নীল, ফুরাত, সাইহান ও জাইহান। [প্রাগুক্ত]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

প্রশ্ন এসব নদী যেহেতু দুনিয়াতে প্রবাহিত হচ্ছে, তা হলে সেগুলো জান্নাতের নদী হয় কীভাবে?

উত্তর: এর মানে এ সব নদীর পানির উৎস হচ্ছে জান্নাত। ঠিক যেমন অধিকাংশ নদ-নদীর পানির উৎস বৃষ্টি। বৃষ্টিও আসমান থেকেই বর্ষিত হয়। তারপর সেই পানি নদ-নদীতে প্রবাহিত হয়। তেমনইভাবে এই নদীগুলোর পানিও জান্নাতের নদী থেকে সিঞ্চিত।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের সবচেয়ে বড় নদী!

কাউসার হল জান্নাতের সবচেয়ে বড় নদী। এখান থেকে হাউযে পানি সরবরাহ করা হবে।

- কাউসারের পানির বৈশিষ্ট কী?
- তা থেকে উপভোগ ও আনন্দের প্রক্রিয়া কী কী?

বহু হাদীসে নাহরে কাউসারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে সে সব বৈশিষ্ট্য হাউয সম্পর্কে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এজন্য অনেক আলেম মনে করেন, আল্লাহ তাআলার বাণী- নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার প্রদান করেছি। [সুরা কাউসার: ১] এর মধ্যে যে কাউসারের কথা উল্লেখ আছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাউয।

তবে কুরআন ও হাদীস থেকে বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে থাকবে হাউয। আর কাউসার হচ্ছে জান্নাতের ভিতরকার একটি নদী। তবে হাউয ও কাউসারের মাঝে সম্পর্ক হল, জান্নাতের এই কাউসার নামক নদী থেকেই হাশরের ময়দানের সেই হাউযের মধ্যে পানি সরবরাহ করা হবে। সুতরাং হাউযটি যেন কাউসারেরই একটি শাখা। এজন্য একটির বৈশিষ্ট্য আরেকটির মধ্যে ঢুকে গেছে।

কাউসার নদীর বৈশিষ্ট্য

কাউসার হল জান্নাতের নদীসমূহের একটি। জান্নাতের নদীগুলোতে যে সৌন্দর্য, বিলাসিতা ও মজা রয়েছে, তা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান সে সম্পর্কে কখনও শোনেনি এবং কোন হৃদয়ে তা কখনও উদয় হয়নি।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে বসে ছিলেন। আচানক তাঁর চোখে তন্দ্রা এসে গেল। একটু পরেই মুচকি হাসতে হাসতে মাথা তুললেন তিনি। আমরা জিজ্ঞাস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন হাসছেন? তিনি বললেন, এইমাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হল। এরপর তিনি পড়লেন–

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। অতএব, আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার শত্রুই লেজকাটা নির্বংশ। [সুরা কাউসার]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান কাউসার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ তাআলা ও তার রসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা নদী, যার প্রতিশ্রুতি আমার রব আমাকে দিয়েছেন। এতে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। তা হচ্ছে একটা হাউয। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত সেখানে উপস্থিত হবে। সংখ্যায় সেটার পানপাত্র হবে আকাশের তারকারাজির মত। আগতদের মধ্য কেউ কাঁপতে শুরু করবে। আমি বলব, হে আমার রব! এ তো আমার উম্মত। তিনি বলবেন, তুমি কী জান, তোমার মৃত্যুর পর সে কী উদ্ভাবন করেছিল? [মুসলিম: হাদীস নং- ৯২১]

দুই পাড়ে ফাঁপা মুক্তার খিমা

কাউসার নদীর ডান-বাম দুই পাড় পরিবেষ্টিত থাকবে ফাঁপা মুক্তার সমাহার দিয়ে। প্রত্যেকটি মুক্তা হবে একেকটি খিমা। এ থেকেই বোঝা যায়, সেই নদী কত মনোহর।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, একবার আমি জান্নাতে ঘুরছিলাম। আচানক আমার সামনে একটি নদী প্রকাশ পেল। তার দুই পাড় ফাঁপা মুক্তার খিমাবেষ্টিত। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন, এটা সেই কাউসার, যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। এখানে ইঙ্গিত হল আল্লাহর বাণী– নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার প্রদান করেছি। [সুরা কাউসার: ১]-এর দিকে। এরপর জীবরাঈল হাত দিয়ে (কাউসারের) মাটিতে নাড়া দিলেন। তখন সেখান থেকে মেশকের সুবাস বের হল। [তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৩৬০]

মণি-মুক্তার উপর প্রবাহিত হবে

কাউসারের তলার মাটি মেশকের এবং তার উপর ছড়ানো পাথর হচ্ছে মণি-মুক্তার। এতে নদীর সৌন্দর্য ও চাকচিক্য আরও বহুগুণে বেড়ে যাবে।

যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কাউসার হল জান্নাতে অবস্থিত একটি নদী। তার দুই পাড় স্বর্ণের। প্রবাহিত হয় মণিমুক্তার উপর। তার মাটি মেশকের চেয়েও উত্তম। তার পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং বরফের চেয়েও সাদা। [তিরমিযী: হাদীস নং- ৩৩৬১]

www.QuranerAlo.net

কাউসারের পাখি

কাউসারের আশপাশে অসংখ্য পাখি ঘোরাফেরা করবে। এতে নদীর পরিবেশ আরও সুন্দর হবে। মুগ্ধ হয়ে যাবে পাড়ের লোকজন। পাখিগুলো দেখতে অনেক সুন্দর এবং আকারে অনেক বড়। তার গর্দান উটের গর্দানের মত। যেমন, আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাস করা হল, কাউসার কী? তিনি বললেন, তা হল একটা নদী। আল্লাহ সেটা আমাকে দান করেছেন। তার পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি। তাতে পাখি আছে, যার গলা উটের গর্দানের মত। উমর বললেন, এ তো খুবই সুখকর। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এগুলো যারা খাবে, তারা আরও সুখী।

[আহমদ: হাদীস নং- ১৩৩৩০]

কাউসার নদীর আরও অনেক সৌন্দর্য আছে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আচানক দেখি আমি একটি নদীর কাছে, যার উভয় পাড় মুক্তার তাঁবুবেষ্টিত। সেখানে প্রবহমান পানিতে হাত দিয়ে নাড়া দিলাম। দেখলাম, সুগন্ধময় মেশক। বললাম, হে জিবরীল! এটা কী? তিনি বললেন, এটা হল কাউসার, আল্লাহ যেটা আপনাকে দান করেছেন।

[আহমদ: হাদীস নং- ১২০২৭]

নবী আলাইহিস সালাম এই কাউসার থেকে পান করবেন। সাথে তাঁর উম্মতও পান করবে। আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন, তিনি যেন আমাদের সকলকে সেখানে উপস্থিত হয়ে মিলিত হওয়ার তৌফীক দেন। আমীন।

প্রসঙ্গত ...

দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা জান্নাতের চারটি নদী দিয়েছেন। জান্নাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের বাসন

বরতনের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য পানাহারের স্বাদ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। যখন মজাদার খাবার আকর্ষণীয় বরতনে রাখা হয়, তখন তৃপ্তি পূর্ণতা লাভ করে।

- বরতন বলতে কী বোঝায়?
- জান্নাতের বরতন কত প্রকার?
- বরতন তৈরীর মূল উপাদান কী?

সূচনা

বাসন-কোসনের নাম দুনিয়া ও আখেরাতে কাছাকাছি ও সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং দুনিয়াতে গেলাস আছে, জান্নাতেও থাকবে। দুনিয়াতে জগ আছে; জান্নাতেও থাকবে। দুনিয়াতে খাওয়ার জন্য থালা আছে। জান্নাতেও থাকবে। কিন্তু মৌলিকতা, সৌন্দর্য, চাকচিক্য ও স্বাদের বিবেচনায় জান্নাতের বরতনগুলো দুনিয়ার তুলনা হওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে।

বরতন ঘুরে বেড়াবে

বরতনের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না জান্নাতীদের। বরং বরতন নিজেই জান্নাতীদের কাছে চলে আসবে এবং সেগুলো তাদের আশপাশে ঘুরতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং সেথায় থাকবে ওই সব বস্তু, যা তাদের মন চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেথায় চিরকাল অবস্থান করবে। [সুরা যুখরুফ: ৭১]

জান্নাতে জায়গা নেওয়ার পর সেখানকার অধিবাসীদের সামনে বিভিন্ন প্রকার স্বর্ণের পাত্র আনা হবে। সেগুলোতে থাকবে বিভিন্ন প্রকার খাবার। আনা হবে স্বর্ণের পানপাত্র। এসব পাত্রে তাদের মন যা চায়, তা-ই পাওয়া যাবে। সুতরাং তারা খাবে, পান করবে, উল্লাস করবে। তাদের আনন্দ বাড়ানোর জন্য বলা হবে, এই নাজ-নিয়ামতের মধ্যে তোমরা ডুবে থাকো। এগুলো কখনও শেষ হবে না, হ্রাসও পাবে না। তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে।

তারা সম্মানের সাথে নিজ নিজ আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। নিজ নিজ প্রাসাদে নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে অবস্থান করতে থাকবে। এ অবস্থায় তাদের কাছে এ সব আকর্ষণীয় পাত্র পরিবেশিত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে।

www.QuranerAlo.net

রূপালি স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশকরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে।

[সুরা ইনসানঃ ১৫, ১৬]

মোটকথা, জান্নাতবাসীর কাছে খাদেম ও গিলমান সোনা-রূপার থালার খাবার এবং রূপা ও কাঁচের পেয়ালায় শরাব নিয়ে ঘুরবে।

পানপাত্রের প্রকারভেদ

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে, জান্নাতবাসী কখনও পেয়ালায় ও কখনও কেতলী দিয়ে পান করবে।

পাত্রের ধরন

জান্নাতের বরতন সোনা ও রূপার তৈরী। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে স্বর্ণরূপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম করেছেন। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তোমরা রেশমী কাপড় পরিধান কোরো না। সোনা-রূপার পেয়ালায় পান করো না। সোনা-রূপার তৈরী থালায় খেয়ো না। কারণ, এগুলো বিধর্মীদের জন্য দুনিয়াতে, আর আমাদের জন্য আখেরাতে। [বুখারীঃ হাদীস নং- ৫১১০]

নবীজী আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে। [বুখারীঃ হাদীস নং- ৫৩১১]

এ তো গেল জান্নাতীদের বাসনকোসন ও সেগুলোর শোভা-সৌন্দর্যের বিবরণ। এখন আলোচনা করব পোশাক সম্পর্কে।

- জান্নাতীদের পোশাক কী হবে?
- পোশাকের সৌন্দর্য ও কমনীয়তা কেমন হবে?
- তারা কী অলংকার পরিধান করবে?

চলুন সামনের অধ্যায়ে।

অভিজ্ঞতা ...

সুন্দর পাত্র পানীয়কে মোহনীয় করে তোলে।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতীদের পোশাক

পোশাক সৌন্দর্য এবং রুচির পরিচায়ক। মানুষের পর্দা ও শোভা। জান্নাতীদের শরীর ও ত্বক খুবই সুদর্শন ও আকর্ষণীয় হবে। সেই সাথে যখন তারা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে, তখন তাদের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বহুগুণে বেড়ে যাবে।

- এই পোশাকের ধরন কী হবে?
- তাদের পোশাকের কী প্রয়োজন?
- তাদের পোশাকের ক্ষেত্রে কি তারতম্য থাকবে?

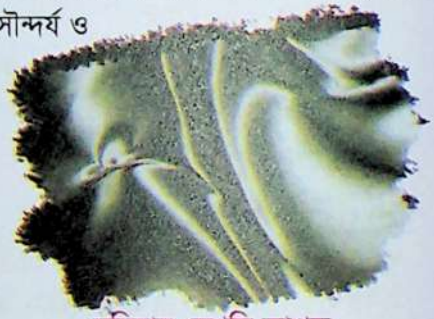

দুনিয়ার রেশমি কাপড়

সূচনা

আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন যে, জান্নাতীদের পোশাক হবে অত্যন্ত সুন্দর ও মোলায়েম। যেমন, তিনি বলেন, নিশ্চয় মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে, উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। [সুরা দুখান: ৫১-৫৩]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ–কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। [সুরা কাহাফ: ৩১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। সেথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মোতিখচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। [সুরা ফাতির: ৩৩]

পোশাকের ধরন

জান্নাতীদের পোশাক হবে পাতলা ও মোটা রেশমের। নবী আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাহাবীদের মন সব সময় জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজির জন্য ব্যাকুল থাকত। একবার নবীজীর কাছে একটি রেশমী চাঁদর উপহার এল। উপস্থিত সবাই একের পর এক সেটি উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখতে থাকলেন।

www.QuranerAlo.net

চাঁদরটির সৌন্দর্য ও কোমলতা দেখে সকলেই মুগ্ধ হলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চাঁদরটি দেখে তোমরা কি অভিভূত হয়ে গেছ? সবাই বললেন, হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ!

নবীজী বললেন, কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার জান, নিশ্চয় জান্নাতে সা'দের রুমাল এর চেয়েও বেশি উত্তম। [বুখারী: হাদীস নং- ৩৫৯১]

এখানে সা'দ বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে সা'দ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আন্হু। তিনি খন্দক যুদ্ধের পর শহীদ হয়েছিলেন।

কাপড় পুরান হবে না

অধিক পরিধান করার পর জান্নাতীদের কাপড়ে কোন প্রভাব পড়বে না। তাদের কাপড় ময়লা হবে না, পুরান হবে না।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে চিরসুখে থাকবে। তার কাপড় কখনও নোংরা হবে না। তার যৌবন কখনও ফুরাবে না।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৩৫]

জান্নাতের বিছানা

জান্নাতবাসী সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরিধান করবে। সব চেয়ে সুস্বাদু খাবার খাবে। সবচেয়ে সুপেয় পানি পান করবে। সেই সাথে তারা মৃত্যু ও অসুখের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকবে। তাদের চেহারা থাকবে লাবণ্যময় ও হাস্যোজ্জ্বল। তাদের দেহ হবে আকর্ষণীয় ও সুঠাম। পাশে থাকবে সুদর্শন গিলমান ও সেবকদল। এ সব নিয়ামত পাওয়ার পর তাদের আগ্রহ জাগবে কোন উচুঁ আসনে হেলান দেওয়ার অথবা মাথার নিচে কোন বালিশ গোঁজার।

জান্নাতের বিছানা হবে খুবই সুন্দর, অত্যন্ত কোমল ও আরামদায়ক। সেই বিছানাতে বিশ্রামকারী কখনও বিরক্ত হবে না এবং অধিক ব্যবহারের কারণে বিছানার সৌন্দর্য ও কোমলতা নষ্ট হবে না। সেগুলো হবে সুউচ্চ ও পরিচ্ছন্ন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে সেই বিছানার বিবরণ পেশ করেছেন এবং তা পাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়।

[সুরা ওয়াকিআ: ৩৪]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তার উচ্চতা হবে জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত আর এই উভয়ের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের রাস্তা।

[তিরমিযী: হাদীস নং- ৩২৯৮]

www.QuranerAlo.net

এই বিছানার সৌন্দর্য ও ভিতরের কোমলতা সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। [সুরা রাহমান: ৫৪]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, তোমাদেরকে জানানো হয়েছে ভিতর সম্পর্কে? তা হলে বাইরের দৃশ্য কেমন হবে?

প্রতিদান ...

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে হারাম পোশাক ত্যাগ করবে,
আখেরাতে তাকে জান্নাতী পোশাকের প্রতিদান দেওয়া হবে।

www.QuranerAlo.net

মুমিনদের শিশুরা জান্নাতে

মুমিনগণ বিভিন্ন বয়সে মারা যায়। কেউ মারা যায় শৈশবে, কেউ বৃদ্ধ হয়ে। যারা যুবক অবস্থায় কিংবা বৃদ্ধ হয়ে মারা যাবে, কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব-কিতাব হবে। তবে যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যায়?

- আখেরাতে তাদের পরিণাম কী হবে?
- তাদের কি হিসাব হবে?
- না কি তারা মা-বাবার সাথে যুক্ত হবে?

সূচনা

আল্লাহ তাআলা পরম দয়ালু। তাঁর দয়া তাঁর ক্রোধের উপর অগ্রগামী। তাঁর সহনশীলতা তাঁর গোস্বার উপর প্রবল। শাস্তি দেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করা তার কাছে বেশি প্রিয়।

মুমিনদের যেসব সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই মারা যায়, তারাও জান্নাতী হবে। তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা এই অনুগ্রহ করবেন যে, তাদেরকে জান্নাতে তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিয়ে দিবেন। যাতে মা-বাবা সন্তানের সঙ্গে একসাথে থাকতে পারে এবং সন্তানকে দেখে তাদের চোখ শীতল হয়, তাদের মন স্বস্তি ও প্রশান্তি বোধ করে।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। [সুরা তুর: ২১]

একবার ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এই আয়াতদুটি পাঠ করলেন–

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; কিন্তু ডানদিকের লোকদের কথা ভিন্ন। [সুরা মুদ্দাসসির: ৩৮, ৩৯]

এরপর বললেন, তারা হল মুসলমানদের শিশু সন্তান। তারা নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে না। বরং পিতৃপুরুষদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। [ইবনে আবু শায়বা: হাদীস নং- ৩৫৭৮১]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যদি কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে এই সন্তানদেরকে এবং তাদের মুসলমান মাতাপিতাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। শিশুদেরকে বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, আমাদের মা-বাবা না আসা পর্যন্ত আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না। আমাদের মা-বাবা না আসা পর্যন্ত আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না। আমাদের মা-বাবা না আসা পর্যন্ত আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না। তখন বলা হবে, তোমরা তোমাদের মা-বাবাকে সাথে নিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করো। [আহমাদঃ হাদীস নং- ১০৬২২]

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি কতই না মেহেরবান! এমন কি মায়ের গর্ভ থেকে অকালে পড়ে যাওয়া বাচ্চাও কিয়ামতের দিন মাতাপিতার উপকারে আসবে।

যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, যদি কোন মুসলিম দম্পতির তিনটি সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যায়, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে এই সন্তানদের মুসলমান মাতাপিতাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি দু'টি সন্তান মারা যায়? তিনি বললেন, দু'টি সন্তান মারা গেলেও। তারা বললেন, যদি একটি সন্তান মারা যায়? তিনি বললেন, একটি সন্তান মারা গেলেও। এরপর নবীজী বললেন, এমন কি মায়ের পেট থেকে অকালে পড়ে যাওয়া সন্তানও নাভি দিয়ে টেনে তার মাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

[মু'জামুল কাবীরঃ হাদীস নং- ৩০০]

প্রশ্ন **মুমিনদের মৃত শিশু সন্তানরা এখন কোথায় আছে?**

উত্তরঃ তারা এখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে আছে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, মুসলমানদের মৃত শিশু সন্তান-সন্ততি জান্নাতে আছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের তত্ত্বাবধান করছেন। [আহমাদঃ হাদীস নং- ৮৩২৪]

করুণা ...

মৃত শিশুর মাতাপিতার প্রতি আল্লাহ তাআলার অপার করুণা যে, এই সন্তান কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সুপারিশ করবে।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী

আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের পর জান্নাতীরা তাদের আমল ও গুণাবলীর কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নবী আলাইহিস সালাম বর্ণনা করে গেছেন যে, এক শ্রেণির লোক জান্নাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।

- এই লোকগুলো কারা?
- কেন তারা জান্নাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে?

সূচনা

জান্নাতে প্রবেশকারীদের অধিকংশই হবে ওইসব দুর্বল লোক, যাদেরকে সমাজের মানুষ কোন পাত্তা দেয় না। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা মহান, তাদের নমনীয়তা, বিনয় এবং বন্দেগীর হক আদায় করার কারণে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের সম্পর্কে সংবাদ দিব না? প্রত্যেক দুর্বল ও বিনয়ী ব্যক্তি; যারা আল্লাহর নামে কসম করলে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দায়মুক্ত করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দিব না? প্রত্যেক রূঢ়, সঞ্চয়কারী কৃপণ ও অহংকারী। [বুখারীঃ হাদীস নং- ৪৬৩৪]

নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেন, একবার আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম, সেখানে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই ফকীর। আরও দেখলাম, ধনীদেরকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। তবে জান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে। আর দোযখের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, সেখানে প্রবেশকারীদের বেশিরভাগ নারী।

[মুসলিমঃ হাদীস নং- ৭১১৩]

ধনীদেরকে ঠেকিয়ে রাখা হবে। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদেরকে পিছিয়ে দেওয়া হবে। যাতে দুর্বল ও ফকীরদের জান্নাতে প্রবেশ সম্পন্ন হয়।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

এখানে এই ধারণা করা ঠিক হবে না যে, যেকোন ধনী লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কেননা, নবীজী অবহিত করেছেন যে, ধনী ঈমানদাররা অচিরেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার কারণ, জাহান্নামীদের দোযখে প্রবেশের নির্দেশ আগেই জারী করা হয়েছে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, একবার আমি জান্নাতে উঁকি দিলাম। দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। [বুখারী: হাদীস নং- ৩০৬৯]

প্রশ্ন **জান্নাতে অধিক হবে কোন্ জাত– পুরুষ, না কি নারী?**

উত্তর: আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম একবার এই প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। তখন আবু হোরায়রা বললেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি যে, প্রথম দল জান্নাতে প্রবেশ করবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত চেহারা নিয়ে। এই দলের পিছনে পিছনে এক দল প্রবেশ করবে আসমানের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকার মত চেহারা নিয়ে। এই দুই দলের প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। তাদের পায়ের গোছার মজ্জা গোশ্ত ভেদ করে দেখা যাবে। জান্নাতে স্বামী/স্ত্রীহীন কেউ থাকবে না। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩২৫]

এই হাদীস স্পষ্ট দলিল যে, জান্নাতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি থাকবে। জান্নাতে নারীর সংখ্যা হবে পুরুষদের দ্বিগুণ; বরং তারও বেশি।

সামনে আলোচনা আসবে যে, নেককার নারীগণ জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের নাজনিয়ামত হুরদের নাজনিয়ামতের চেয়ে বেশি থাকবে।

প্রশ্ন **এই হাদীস থেকে বোঝা গেল জান্নাতীদের বেশিরভাগ নারী। আগের পৃষ্ঠার হাদীস থেকে বোঝা যায় দোযখীদের বেশিরভাগ নারী। তা হলে এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে হতে পারে?**

উত্তর: প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতেই নারীদের সংখ্যা বেশি। হাদীসে এসেছে, শেষ যামানায় একজন পুরুষের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন নারী থাকবে।

www.QuranerAlo.net

আমাদের এই যুগে লক্ষণীয় মাত্রায় মেয়ে শিশুর জন্মের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি কোন কোন শহরে একটি ছেলে শিশুর বিপরীতে পাঁচটি মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করছে। এভাবে মানবজাতির অস্তিত্বে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং দুনিয়ার পুরুষদের যদি অর্ধেক জান্নাতে যায় এবং দুনিয়ার নারীদেরও যদি অর্ধেকই জান্নাতে প্রবেশ করে, তা হলে জান্নাতে নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কেননা, দুনিয়াতে নারীর সংখ্যা বেশি। একই অবস্থা হবে দোযখেও। সুতরাং যদি দুনিয়ার এক চতুর্থাংশ পুরুষ দোযখে প্রবেশ করে এবং দুনিয়ার নারীদেরও এক চতুর্থাংশ দোযখে প্রবেশ করে, তা হলে দোযখেও নারীদের সংখ্যা বেশি হবে। কেননা, দুনিয়াতেই নারী অধিক।

এজন্য 'দোযখীদের বেশিরভাগই নারী' এই হাদীস থেকে নারী জাতির নিন্দা, অথবা তাদেরকে খাটো করা, কিংবা পুরুষের তুলনায় তাদের অপরাধপ্রবণতা বেশি– এমন কিছু বোঝা যায় না।

বুদ্ধি ...

সম্পদ উপার্জনের মধ্যে জীবনের সফলতা নেই। কেননা, ধনীরা জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবে।

www.QuranerAlo.net

মুসলিম উম্মাহর কত ভাগ জান্নাতী?

জান্নাত হচ্ছে সমস্ত উম্মতের মুমিনদের ঠিকানা। তারা সবাই জান্নাতের সুখ-শান্তি ও ভোগবিলাসে শরীক হবে এবং আনন্দ উপভোগ করবে। বিভিন্ন উম্মতের জান্নাতে প্রবেশকারীদের সংখ্যার ক্ষেত্রে তারতম্য হবে।

- কোন উম্মত জান্নাতে সংখ্যায় অধিক হবে?
- জান্নাতে মুসলিম উম্মাহর পরিমাণ কত হবে?

সূচনা

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের বহু দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সংখ্যা আল্লাহ ভাল জানেন।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, আমার সামনে (একবার) সমস্ত উম্মতকে উপস্থিত করা হয়। তখন এক নবী অতিবাহিত হতে থাকেন সাথে তার উম্মত নিয়ে। আরেক নবী অতিবাহিত হতে থাকেন সাথে একটি দল নিয়ে। আরেক নবী অতিবাহিত হতে থাকেন সাথে দশজন নিয়ে। আরেক নবী অতিবাহিত হতে থাকেন সাথে পাঁচজন নিয়ে। আরেক নবী অতিবাহিত হতে থাকেন একা। এরপর আমি তাকিয়ে দেখি, বিশাল একটি দল। বললাম, হে জিবরীল! এরা কি আমার উম্মত? তিনি বললেন, না। বরং উপরের দিকে তাকান। তাকিয়ে দেখি বিশাল দল। জিবরীল বললেন, এরা আপনার উম্মত। এদের সম্মুখ ভাগ থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞাস করলাম, কেন? তিনি বললেন, কেননা, তারা শেক লাগায় না, ঝাড়ফুঁক নেয় না এবং কিছুতে কু-লক্ষণ বিশ্বাস করে না; বরং তাদের রবের উপরই ভরসা করে। [বুখারী: হাদীস নং- ৫৩৭৮]

আরবরা আগের যুগে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে লোহা গরম করে শেক দিত। হাদীসে সে কথাই বোঝানো হয়েছে।

ঝাড়ফুঁক নেয় না, মানে শরীয়তসিদ্ধ ঝাড়ফুঁকও তারা অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করে না; বরং নিজের ঝাড়ফুঁক নিজেই করে।

www.QuranerAlo.net

উক্কাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী

নবী আলাইহিস সালাম যখন এ সব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এবং হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশকারী সত্তর হাজার লোকের প্রশংসা করেন, তখন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। উক্কাশা ইবনে মিহসান দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবীজী বললেন, হে আল্লাহ! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তখন আরেক জন দাঁড়িয়ে বললেন, আমার জন্য দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবীজী বললেন, উক্কাশা তোমার চেয়ে এগিয়ে গেছে।

আশি কাতার

জান্নাতে নিজের উম্মতের আধিক্যের বিবরণ দিতে গিয়ে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কিয়মাতের দিন জান্নাতীদের মোট একশত বিশটি কাতার হবে। তন্মধ্যে তোমাদের হবে আশিটি কাতার। [ইবনে আবু শায়বা: হাদীস নং- ৩১৭১৫]

একদিন নবী আলাইহিস সালাম সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বললেন, কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার জান, আমি আশা করি, তোমরা জান্নাতীদের একচতুর্থাংশ হবে। সাহাবীরা একথা শুনে খুশি ও আনন্দে তাকবীর ধ্বনী দিতে লাগলেন। তখন নবী আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের একতৃতীয়াংশ হবে। সাহাবীরা আবারও তাকবীর ধ্বনী দিলেন। এরপর নবীজী বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। এবারও সাহাবীরা তাকবীর ধ্বনী দিলেন। তখন নবীজী কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের আধিক্যের পরিমাণ বর্ণনা করতে গিয়ে উপমা দিয়ে বললেন, কিয়ামতের দিন তোমরা সাদা ষাড়ের দেহে কালো পশমের মত হবে। অথবা কালো ষাড়ের দেহে সাদা পশমের মত।

[বুখারী: হাদীস নং- ৩১৭০]

নবীজী অবগত করেছেন যে, নবী-রসূলের মধ্যে তাঁর সত্যায়নকারী ঈমানদার অনুসারীর সংখ্যার অধিক। তিনি বলেন, জান্নাতের ব্যাপারে আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী। আমাকে যে পরিমাণ সত্যায়ন করা হয়েছে, অন্য কোন নবীকেই সে পরিমাণ সত্যায়ন করা হয়নি। সে দিন এমন নবীও থাকবেন, যাকে তার উম্মতের মধ্যে মাত্র একজন সত্যায়ন করেছে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৫০৬]

www.QuranerAlo.net
পরকাল LIFE AFTER LIFE

ফায়দা **আমাদের নবীর উম্মত বেশি হওয়ার কারণ**

পূর্ববর্তী নবীগণ দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাদের উম্মতের মাঝে যে পরিমাণ সময় অবস্থান করেছেন, সে তুলনায় আমাদের নবীর অবস্থানকাল খুবই কম। তা ছাড়া একথা বলারও সুযোগ নেই যে, পূর্ববর্তী উম্মতের সংখ্যা এই উম্মতের তুলনায় কম ছিল। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, তারা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। তিনি বলেন, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও তাদের অধিক ছিল। [সুরা তাওবা: ৬৯]

তবে মূল কারণ হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এটি নবী আলাইহিস সালামের সবচেয়ে বড় মুজেযা। এটা এমন ওহী, যা মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়, হৃদয় জয় করে এবং মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এটা এমন মুজেযা, যার অলৌকিকতা কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ও অবশিষ্ট থাকবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, প্রত্যেক নবীকেই এমন কিছু দেওয়া হয়েছে, যা দেখে মানুষ ঈমান আনে। আর আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছে, তা হল ওহী। তাই আমি আশা করি কিয়ামতের দিন তাদের তুলনায় আমার অনুসারী অনেক বেশি হবে।

[বুখারী: হাদীস নং- ৪৬৯৬]

প্রতিযোগিতা ...

সাহস, হিম্মত ও নেককাজের প্রতিযোগিতা উক্কাশাকে অন্যদের উপর অগ্রগামী করে দিয়েছে।

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের সেবক

জান্নাতীদের সীমাহীন ভোগবিলাস, সুখ-সাচ্ছন্দ্য এবং শারিক সৌন্দর্য সত্ত্বেও তাদের জন্য থাকবে মুক্তার মত সুন্দর সেবকদল। এদেরকে দেখে জান্নাতীদের চোখ জুড়িয়ে যাবে এবং এদের সেবা পেয়ে তাদের মন ভরে উঠবে।

- সুতরাং কারা জান্নাতীদের সেবা করবে?
- এই সেবকদের বৈশিষ্ট্য কী?
- তাদের সংখ্যা কত?

সূচনা

জান্নাতীদের আশপাশে অত্যাধিক সুশ্রী কিশোররা ঘোরাফেরা করবে। জান্নাতীদের সেবার জন্যই এদের সৃষ্টি। তাদের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার কারণে মনে হবে যেন তারা এমন মুক্তা, যা ঝিনুক থেকে বের হয়নি এবং তাতে সুর্যের আলো ও বাতাসের স্পর্শ লাগেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন, সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে। [সুরা তুর: ২৪]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোররা। তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে, যেন তারা বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। [সুরা ইনসান: ১৯]

এদেরকে জান্নাতের মধ্যেই জান্নাতীদের সেবক হিসেবে সৃষ্টি করা হবে। ত্বকের সৌন্দর্য, চেহারার লাবণ্য এবং যত্রতত্র অবস্থানের কারণে তাদেরকে বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তার মত মনে হবে। তারা বুড়ো হবে না এবং তাদের স্বাস্থ্যে কোন পরিবর্তনও আসবে না।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

প্রশ্ন জান্নাতে সেবকদের সংখ্যা কত হবে?

উত্তর: সেবকদের সংখ্যা হবে অনেক। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, একজন জান্নাতীর সেবায় এক হাজার সেবক নিয়োজিত থাকবে। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র দায়িত্ব পালন করবে, যা অন্য কোন সেবক করবে না।

[আবু নুআইম (সিফাতুল-জান্নাহ): হাদীস নং- ৩৫৪]

পরম সুখ ...

সেবাকারী গিলমান, পরিবার-পরিজন ও প্রিয়তমা স্ত্রীদের মাঝে জান্নাতী পরম সুখে থাকবে।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতে নারী সম্প্রদায়

জান্নাত নারী-পুরুষ উভয়েরই পরিপূর্ণ ভোগবিলাসের স্থান। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাননকুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এ সব কাননকুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই মহান কৃতকার্যতা। [সুরা তাওবা: ৭২]

বহু হাদীস জান্নাতী পুরুষদের দৈহিক সৌন্দর্যের বিবরণ পেশ করেছে। যাতে নিজের সৌন্দর্যের জন্য মুমিনের আত্মতৃপ্তিবোধ হয় এবং তাদের স্ত্রীরা তৃপ্তি বোধ করতে পারে।

তেমনইভাবে বহু হাদীস জান্নাতী নারীদের সৌন্দর্যের বিবরণ পেশ করেছে। যাতে নিজের সৌন্দর্যের জন্য নারীসমাজ আত্মতৃপ্তিবোধ করে এবং স্বামীদের চোখ জুড়ায়; তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণতা লাভ করে।

- জান্নাতী নারীদের বৈশিষ্ট্য কী?
- সেখানে কি তাদের আকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটবে?
- কার মর্যাদা বেশি থাকবে, দুনিয়ার মুমিন স্ত্রীর, না কি জান্নাতী হুরের?

সূচনা

আল্লাহ তাআলা জান্নাতের হুরদের সৌন্দর্য, তাদের ভিতর-বাহিরের পরিপাটিতা, তাদের রূপ-লাবণ্য– সব বর্ণনা করেছেন। তবে হুরদের যত গুণই বর্ণনা করা হোক, মুমিন স্ত্রীলোক তার চেয়েও বেশি রূপসী ও সুন্দরী হবে।

কারণ, যে মুমিন নারী দুনিয়াতে কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করেছে, নামায পড়েছে, হারাম থেকে দূরে অবস্থান করেছে, দিনের বেলায় রোযা রেখেছে, শেষ রাতে মুনাজাত করেছে– তাকে আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য, লাবণ্য ও সম্মানের ক্ষেত্রে শুধু জান্নাতের জন্য সৃষ্ট, এবাদতের দায়মুক্ত হুরের সমান সাব্যস্ত করবেন না।

www.QuranerAlo.net

সুতরাং হুরের সৌন্দর্যের যত বর্ণনাই পাওয়া যাক, মনে রাখতে হবে ঈমানদার নারী তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বের ও উন্নত হবে।

নবীপত্নী স্ত্রী উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জিজ্ঞাস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! দুনিয়ার স্ত্রী উত্তম, না কি জান্নাতের হুর? নবীজী বললেন, দুনিয়ার ঈমানদার নারী জান্নাতের হুরদের চেয়ে উত্তম হবে। যেমন অন্তর্বাসের চেয়ে উপরে পরিধেয় পোশাক উত্তম। উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কী কারণে তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব? নবীজী বললেন, তাদের নামায, রোযার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের চেহারায় একপ্রকার নূর চড়িয়ে দিবেন। তাদের দেহে সাদা ধবধবে রেশমী কাপড় ও সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। হলুদ রঙের অলঙ্কারে অলংকৃত করবেন। তাদের ধূপদান মোতির এবং চিরুনী সোনার। তারা বলতে থাকবে– শোনো, আমরা চিরস্থায়ী; কখনও মৃত্যুবরণ করব না। জেনে রাখো, আমরা চিরসুখী; কখনও দুঃখী হব না। আমরা অনন্তকাল বসবাস-কারী; কখনও প্রস্থান করব না। আমরা সন্তুষ্ট; কখনও অসন্তুষ্ট হব না। সুতরাং অভিনন্দন তাদের জন্য, যাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যারা।

[তাবারানী (আল-আওসাত): হাদীস নং- ৩১৪১]

নিঃসন্দেহে এসব নাজ-নিয়ামত ও সৌন্দর্য ঈমানদার নারীকে দুনিয়াতে অধিক নেক আমল ও এবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহর পুরস্কারের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে।

জান্নাতী নারীদের সৌন্দর্য, কোমলতা, কমনীয়তা ও লাবণ্য থাকবে চূড়ান্ত পর্যায়ের। তার অনেক বিবরণ কুরআন-হাদীসে বিধৃত হয়েছে। এখানে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. জান্নাতের নারীগণ সুন্দরী-রূপসী

আল্লাহ তাআলা বলেন, এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে হুরে ঈনের সাথে বিবাহ দিব। [সুরা দুখান: ৫৪]

মুমিন বান্দা জান্নাতে তার দুনিয়ার নেককার স্ত্রীকে বিবাহ করবে। তখন সেই স্ত্রীর উভয় চোখ অত্যন্ত সুন্দর হবে। ত্বক হবে লাবণ্যময়। দেহের কাঠামো হবে পরিপূর্ণ এবং তার শরীর হবে মোলায়েম।

হুর অর্থ অপরূপ সুন্দরী যুবতী নারী, যার রূপ-লাবণ্য দর্শককে কর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। ঈন ডাগর চোখ বিশিষ্ট নারী, যার চোখের কালো অংশ খুবই কালো এবং বাকি অংশ অত্যাধিক সাদা।

পরকাল LIFE AFTER LIFE www.QuranerAlo.net

২. পূর্ণযৌবনা

নিজের ও স্বামীর জন্য সবচেয়ে মজার ও আনন্দের বিষয় হচ্ছে যৌবন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি জান্নাতী রমণীদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করব। তারপর তাদেরকে করব চিরকুমারী। কামিনী ও সমবয়স্কা। ডানপন্থী লোকদের জন্য।

[সুরা ওয়াকিআ: ৩৫-৩৮]

বিশেষরূপে সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ঈমানদার নেককার নারীকে নতুন করে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। তখন তারা হবে অনন্ত কুমারী ও যৌবনবতী। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা থেকে বর্ণিত হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, এক আনসারী বৃদ্ধা এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন। নবীজী রসিকতা করে বললেন, নিশ্চয় জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা চিন্তিত মনে ফিরে গেল। সে ভাবল, আসলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

নবীজী নামায পড়তে গেলেন। নামায পড়ে যখন আয়েশার কাছে ফিরে এলেন, তখন আয়েশা বললেন, আজ আপনার কথায় আমি অনেক কষ্ট ও ব্যথা পেয়েছি। নবীজী বললেন, আমি যা বলেছি তাই ঠিক! আল্লাহ যখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তখন তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দিবেন।

অর্থাৎ বুড়ো অবস্থায় কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং জান্নাতে প্রবেশের আগে তারা পূর্ণ যুবতী, সুন্দরী-রূপসী হয়ে যাবে।

ওই বৃদ্ধাকে যখন এই সংবাদ জানানো হল, তখন সে যারপর নাই খুশি ও আনন্দিত হল।

৩. ঋতুস্রাব হবে না

নারীর নিজের এবং তার স্বামীর অব্যাহত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জান্নাতীদের ঋতুস্রাব হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের জন্য থাকবে পবিত্র রমণীগণ।

[সুরা নিসা: ৫৭]

অর্থাৎ তারা হায়য, নেফাস, মল, মূত্র, থুথু, শ্লেষ্মা ইত্যাদি সব নোংরা বিষয় থেকে পবিত্র থাকবে। একইভাবে তারা অসৎ চরিত্র, বদ অভ্যাস, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকেও পবিত্র থাকবে।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

৪. তারা সবচেয়ে সুদর্শন মনে করবে স্বামীকে

দাম্পত্য সুখ-শান্তির পূর্ণতা এখানে। স্বামীর চোখে স্ত্রী অপরূপা এবং স্ত্রীর চোখে স্বামী অপরূপ হওয়া। জান্নাতে এমনই হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণীগণ। [সুরা সফফাত: ৪৮]

অর্থাৎ তাদের দৃষ্টি কেবল নিজ নিজ স্বামীর প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে; অন্যদের প্রতি তারা দৃষ্টি দিবে না। অন্যদের প্রতি আসক্ত হবে না। বরং নিজ স্বামীকেই সবচেয়ে সুদর্শন মনে করবে।

৫. দৈহিক সৌন্দর্য

চেহারা সুন্দর ও লাবণ্যময় করার পাশাপাশি আল্লাহ তাদের দেহও সুন্দর, সুঠাম ও নিখুঁত করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য। উদ্যান ও আঙ্গুরসমূহ এবং সমবয়স্কা ও পূর্ণযৌবনা তরুণীগণ। [সুরা নাবা: ৩১-৩৩]

৬. স্বামীদের প্রতি নমনীয়

জান্নাতী নারীসমাজ স্বামীদের প্রতি অতিসহনশীল হবে; তাদের মধ্যে কোন রূঢ়তা ও কঠোরতা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, কামিনী ও সমবয়স্কা।

[সুরা ওয়াকিআ: ৩৭]

৭. কুমারী

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, সেখানে থাকবে আনতনয়না রমণীগণ, যাদেরকে কোন জিন বা মানব ইতোপূর্বে ব্যবহার করেনি। [সুরা রাহমান: ৫৬]

৮. মণিমুক্তার পরিচ্ছন্ন মসৃণ ত্বক

তাদের ত্বক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণী। [সুরা রাহমান: ৫৮]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত। তাদের পরপরই যে দলটি প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে আকাশের প্রখর তারার মত আলোকিত। তাদের সকলের দিল হবে এক ব্যক্তির দিলের মত। তাদের মাঝে কোন মতভেদ ও বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুজন করে স্ত্রী থাকবে, যাদের পায়ের হাড়ের মজ্জা গোশত ভেদ করে দেখা যাবে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৩০]

ইয়াকুত ও মারজানের খণ্ড

www.QuranerAlo.net

৯. চরিত্রবতী

আল্লাহ তাআলা জান্নাতী নারীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি চরিত্রবতীও হবে। যেমন, তিনি বলেছেন, সেথায় থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। [সুরা রাহমান: ৭০]

১০ চেহারায় থাকবে নূরের উজ্জ্বলতা

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতের কোন নারী যদি দুনিয়াতে উঁকি দেয়, তা হলে চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠবে। আসমান-জমীনের মধ্যবর্তী খালি জায়গা ঘ্রাণে সুবাসিত হয়ে যাবে। নিশ্চয় তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তার চেয়ে উত্তম। [বুখারী: হাদীস নং-৬১৯৯]

আল্লাহ তাআলার বাণী- যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণী। [সুরা রাহমান: ৫৮] এর ব্যাখ্যায় নবী আলাইহিস সালাম বলেন, স্বামী তার চেহারার গালের দিকে তাকাবে, তখন সে তাকে আয়নার চেয়েও বেশি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখতে পাবে। নিশ্চয় তার সামান্য অলঙ্কার দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সবকিছু আলোকিত করে তুলবে। তার পরিধানে সত্তরটি কাপড় থাকবে। তারপরও সেগুলো ভেদ করে তার পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে।

[হাকেম: হাদীস নং- ৩৭৭৪]

ইনসাফ ...

পরহেযগার ও নেককার নারী জান্নাতের হুরের চেয়েও উত্তম।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

দুনিয়া ও আখেরাতের স্ত্রী

দুনিয়াতে মুমিনের স্ত্রী যদি নেককার হয়, তা হলে স্বামীকে খুব ভালবাসে এবং স্বামীও তাকে ভালবাসে–

- তা হলে সে-ই কি জান্নাতে উক্ত মুমিনের স্ত্রী হবে?
- মর্যাদার দিক থেকে কি তাদের মাঝে কোন ব্যবধান থাকবে?

সূচনা

মুমিনের দুনিয়ার স্ত্রী জান্নাতেও তার স্ত্রী হবে। তবে আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চেহারাতেই সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিবেন এবং তাদের আখলাক-চরিত্র আরও সুন্দর করে দিবেন।

শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে স্ত্রীর মর্যাদা স্বামীর স্তরে পৌঁছে দিবেন, যদি জান্নাতে স্বামীর মর্যাদা স্ত্রীর চেয়ে উন্নত হয়। এমনইভাবে স্বামীকে স্ত্রীর স্তরে পৌঁছে দিবেন, যদি স্ত্রীর মর্যাদা স্বামীর চেয়ে উন্নত হয়।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তা হল বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের নেককার বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার। [সুরা রা'দ: ২৩, ২৪]

উত্তম পরিণামগৃহ

উত্তম পরিণামগৃহ হচ্ছে জান্নাতে আদন। তাতে মানুষ চিরকাল থাকবে। সেখান থেকে তারা কখনও বের হবে না। নাজনিয়ামত প্রতি মুহূর্তে নতুন ও আধুনিক হতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা জান্নাতে মুমিনদেরকে তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, পিতৃপুরুষ এবং নেককার সন্তানদের সাথে মিলিয়ে দিবেন। যাতে পরিবারের লোকজন পেয়ে তাদের চোখ শীতল হয়। ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে সালাম

www.QuranerAlo.net

দিবেন এবং স্বাগত জানাবেন। চিরস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার সুসংবাদ দিবেন। বলবেন, দুনিয়াতে তোমাদের নেক আমল এবং আল্লাহর জন্য কষ্ট স্বীকারের প্রতিদানহিসাবে তোমরা চিরসুখে বাস করতে থাকো। তোমাদের পরিণামফল কতই না চমৎকার। তোমাদের প্রতিদান কতই না মহান।

মুমিন বান্দা ও ফেরেশতাদের মধ্যকার এই সুসম্পর্ক কোন নতুন বিষয় নয়। বরং দুনিয়াতে অবস্থানকালেই এই নেকাকার বান্দাদের জন্য আরশবাহী এবং তাদের আশপাশের ফেরেশতারা মাগফেরাত ও জান্নাত লাভের দোআ করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের রব! তোমার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুই পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তাওবা করে এবং তোমার পথে চলে তাদেরকে ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।

[সুরা গাফির: ৭]

জান্নাতীরা ব্যস্ত থাকবে

হাঁ, জান্নাতীগণ জান্নাতে পরম সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস ও স্ত্রীদের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগে ব্যস্ত থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, এ দিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে।

[সুরা ইয়াসিন: ৫৫, ৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। জান্নাতে প্রবেশ করো তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ, সানন্দে। [সুরা যুখরুফ: ৬৯,৭০]

প্রশ্ন একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি যে, মহিলারা জান্নাতে সেই স্বামীর সাথেই থাকবে, দুনিয়াতে যার সাথে সংসার করেছিল। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, দুনিয়াতে যেই মহিলার পালাক্রমে দুই স্বামী ছিল, যদি উভয় স্বামীই জান্নাতে যায়, তা হলে সে কোন জনের স্ত্রী হবে, প্রথম স্বামীর না কি দ্বিতীয় স্বামীর?

www.QuranerAlo.net

উত্তরঃ উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা নবী আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, হে আল্লাহর রসূল! দুনিয়াতে তো কোন কোন মহিলার দু'জন স্বামী থাকে। মৃত্যুর পর সে এবং তার উভয় স্বামী যদি জান্নাতে যায়, তবে সে কার স্ত্রী হবে, প্রথম জনের, না কি দ্বিতীয় জনের?

নবী আলাইহিস সালাম বললেন, দু'জনের মধ্য থেকে যে দুনিয়াতে তার সাথে বেশি সদ্ব্যবহার করেছে, তাকে পছন্দ করার জন্য মহিলাকে অনুমতি দেওয়া হবে। তারপর সে-ই উক্ত মহিলার জান্নাতের স্বামী সাব্যস্ত হবে। এরপর রসূল আলাইহিস সালাম বললেন, হে উম্মে হাবীবা! সদ্ব্যবহার উভয় জগতের কল্যাণ হাতিয়ে নিয়েছে।

[আবদ ইবনে হুমাইদ]

প্রতিশ্রুতি ...

দীনের ব্যাপারে যদি স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সাহায্য করে, তা হলে আল্লাহ তাআলা উভয়কে জান্নাতে একত্র করে দিবেন।

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের বাজার

জান্নাতের নাজনিয়ামত ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য অপরিসীম। খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা, প্রেম-প্রীতি, খুশি-আনন্দ– কোনকিছুর অভাব নেই। প্রতিনিয়ত সেখানকার আনন্দ-সুখ নতুন রূপ লাভ করতে থাকবে। অজস্র আনন্দোপকরণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেখানকার বাজার।

- জান্নাতের বাজার বলতে কী বোঝায়?
- সেখানে কী বেচাকেনা হবে?
- তারা তো মন যা চায়, তা-ই পাবে, তা হলে সেখানে বাজারের কী গুরুত্ব থাকতে পারে?

সূচনা

মানুষ যত বিচিত্র জীবনোপকরণ লাভ করে, ততই তার জীবন সুখময় ও আনন্দঘন হয়ে ওঠে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে বাজারের ব্যবস্থা রাখবেন। কেননা, দুনিয়াতে কিছু মানুষ বাজারে যাওয়া-আসা ও বিভিন্ন বস্তু দর্শন করে সুখ বোধ করে।

জান্নাতের বাজারের সৌন্দর্য

জান্নাতের বাজার শোভা-সৌন্দর্য এবং সেখানকার আনন্দ-ফূর্তির বিচারে দুনিয়ার বাজারের মত নয়।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় জান্নাতে বাজার থাকবে। জান্নাতীরা সেখানে প্রতি জুমাবারে একত্র হবে। তারপর উত্তর দিক থেকে একপ্রকার সুবাতাস বয়ে যাবে। তাদের চেহারা ও পোশাক ছুঁয়ে যাবে সেই বাতাস। এতে তাদের শোভা-সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এই সৌন্দর্য নিয়ে তারা পরিবারের নিকট ফিরে আসবে। তখন পরিবারের লোকেরা বলবে, আল্লাহর কসম, তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য তো আগের চেয়ে বেড়ে গেছ। তারা বলবে, আল্লাহর কসম, তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩২৪]

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

এ হল জান্নাতের বাজার। দুনিয়াতে মানুষ যেমন বাজারে ভিড় জমায় ও একত্র হয়, জান্নাতেও তাই করবে।

বিশেষভাবে উত্তর দিকের বাতাসের কথা বলা হয়েছে। কেননা, আরবদের দৃষ্টিতে উত্তরের বাতাস বৃষ্টি বয়ে আনে, যা শামের দিক থেকে প্রবাহিত হয়। জান্নাতে এই বাতাস এসে সবদিকে মেশকের সুবাস ছড়িয়ে দিবে।

বাজারের প্রতি তাদের আগ্রহ

জান্নাতের বাজারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ থাকবে প্রচুর। বাজারও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একটি উপকরণ।

একবার সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র সাথে দেখা করেন। তখন আবু হোরায়রা তাকে বললেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে ও আমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ বললেন, সেখানে কী বাজার থাকবে? তিনি বললেন, হাঁ, থাকবে। আমাকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা আমল অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের মর্যাদা লাভ হবে। এরপর দুনিয়ার সময় অনুসারে সপ্তাহশেষে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে। তারা আল্লাহর সাথে দেখা করবে। নিজের আরশ তিনি প্রকাশ করে দিবেন। জান্নাতের কোন একটি বাগানে আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন। তারপর তাদের জন্য কিছু নূরের আসন, কিছু মোতির আসন, কিছু ইয়াকূতের আসন, কিছু যাবারজাদের আসন, কিছু স্বর্ণের আসন আর কিছু রূপার আসন বসানো হবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তি মেশক ও কর্পুরের টিলার উপর বসবে। অবশ্য সেখানে নিম্নশ্রেণীর বলতে কেউ থাকবে না। তাদের কাছে মনে হবে না যে, চেয়ারে বসা লোকগুলো তাদের চেয়ে মর্যাদার বিচারে শ্রেষ্ঠ।

আবু হোরায়রা বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হাঁ, দেখতে পাবে। সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? আমরা বললাম, না; হয় না। তিনি বললেন, তেমনই তোমাদের রবকে দেখতেও তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। আল্লাহ তাআলা সেই মজলিসে বসা প্রত্যেককেই সরাসরি সম্বোধন করবেন। এমনকি একজনকে বলবেন, হে অমুক! তোমার অমুক দিনের কথা মনে পড়ে, যে দিন তুমি এমন এমন কাজ করেছিলে?

পরকাল
LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

এভাবে তাকে তার কোন গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে বলবে, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে মাফ করে দেননি? আল্লাহ তাআলা বলবেন, হাঁ, মাফ করেছি বলেই তো তুমি আজ এ স্তরে পৌছতে পেরেছ। এভাবেই কথোপকথন চলতে থাকবে। আচানক মেঘমালা তাদেরকে উপর থেকে ঢেকে নিবে। তারপর তাদের উপর এমন সুগন্ধিময় বৃষ্টি বর্ষণ হবে, যার ঘ্রাণ তারা এর আগে কখনও পায়নি। তারপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা ওঠো, তোমাদের জন্য যে সম্মান প্রস্তুত করেছি, সেখান থেকে যা ইচ্ছা নাও। তখন আমরা এমন এক বাজারে যাব, যেটা ফেরেশতারা বেষ্টন করে থাকবেন। সেটা এতই সুন্দর হবে যে, আগে কোন চোখ তা দেখেনি, কোন কান তার সম্পর্কে শোনেনি এবং কোন অন্তরে তার ধারণা জাগ্রত হয়নি। এরপর আমাদের জন্য মনের চাহিদা মত অনেক বস্তু উপস্থিত করা হবে। সেখানে কোন প্রকার বেচাকেনা থাকবে না। সেই বাজারে মূলত জান্নাতীরা একে অপরের সাথে দেখা করবে।

অতপর উঁচু মর্তবার কোন ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসবে এবং নীচু মর্তবার এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবে। অবশ্য তাদের মধ্যে তুচ্ছ কেউ থাকবে না। উঁচু মর্তবার লোকটির পোশাক দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যাবে। এরপর তাদের কথাবার্তা শেষ না হতেই এই লোককেও আরও উৎকৃষ্ট পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, কারও পেরেশানী জান্নাতের উপযুক্ত নয়। তারপর আমরা ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীদের সাথে দেখা করব। তখন তারা বলবে, সুভেচ্ছা ও স্বাগতম তোমাকে; তুমি তো আগের চেয়ে অনেক সৌন্দর্য ও রূপলাবণ্য নিয়ে ফিরে এসেছ। আমরা একেকজন বলব, হাঁ, আজ আমরা আমাদের মহান রবের সঙ্গে বসেছিলাম। এজন্য এরূপ সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে আসাই বাঞ্ছনীয়।

[ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৭৪৩৮]

অবগতি ...

আল্লাহ তাআলা জানেন যে, মানুষের চাহিদা ও রুচি বিভিন্ন রকম। তাই তিনি জান্নাতের নাজ-নিয়ামতও বিভিন্ন রকম করে তৈরী করেছেন।

www.QuranerAlo.net

আমার এক বন্ধু ছিল

জান্নাতীদের রুচিবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন রকম হবে। তবুও যার মন যা চাইবে, যার চোখে যেটা ভাল লাগবে এবং যার মনে যেটা পাওয়ার কল্পনা উদয় হবে, সে তা-ই পেয়ে যাবে।

- সেখানে কি তাদের দুনিয়ার কথা মনে পড়বে?
- তাদের পরিচিত জাহান্নামীদের কী অবস্থা হবে?
- তাদের পারস্পরিক আলোচনা কী হবে?

সূচনা

জান্নাতীরা পরস্পর গল্পের আসর বসাবে। সেখানে তাদের মন যা চায়, তা নিয়ে গল্প করবে। কখনও দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে কথাবার্তা বলবে। কখনও নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহর কাছে তাদের আবেদন সম্পর্কে আলোচনা করবে। তারা জাহান্নামীদের কথাও স্মরণ করবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ায় আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে।

বন্ধুর গল্প

জান্নাতীরা পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করবে। দুনিয়ায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। দুনিয়াতে যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাস করবে। একে অপরকে তার পার্থিব বিষয়ে জিজ্ঞাস করবে। উঁচু আসনে হেলান দিয়ে বসবে। এভাবে তাদের মাঝে বিভিন্ন রকম গল্প জমে উঠবে। একপর্যায়ে মুমিনদের একজন এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা জুড়ে দিবে, যার সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। লোকটি পরকাল অস্বীকার করত এবং আল্লাহর সাক্ষাৎ বিশ্বাস করত না। এই মুমিন তার এই বদকার বন্ধুর কথা সাথি মুমিনদেরকে শোনাবে। তাদের এই আলাপচারিতা আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল।

পরকাল LIFE AFTER LIFE

www.QuranerAlo.net

সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? [সুরা সাফফাত: ৫০-৫৩]

তখন তারা বুঝতে পারবে, সে লোকটি তাদের সঙ্গে জান্নাতে নেই। তখন কোন কোন মুমিন অপরকে অনুরোধ করবে লোকটিকে দেখার জন্য দৃষ্টি দিতে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও?

[সুরা সফফাত: ৫৪]

বন্ধুর পরিণতি

তখন উক্ত মুমিন ও তার সাথিরা জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি দিবে। দেখবে, লোকটি জাহান্নামের আগুনের বিভিন্ন ধাপে গড়াগড়ি খাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে, সাহায্যকারী ডাকছে; কিন্তু কোন সাহায্যকারী নেই। তার চারপাশে আগুনের সাপ। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মধ্যখানে দেখতে পাবে। [সুরা সফফাত: ৫৫]

হাঁ, সে তাকে জাহান্নামের মাঝে দেখতে পাবে। তার গায়ের রং কালো হয়ে গেছে। চামড়া ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কঠিন শাস্তি ভোগ করছে। এটাই হল সীমালঙ্ঘনকারী ও অহংকারীদের শাস্তি। তখন মুমিন লোকটির মন খুশি ও আনন্দে নেচে উঠবে। পাপিষ্ঠ বন্ধুর অনুসরণ করেনি বলে আল্লাহর প্রশংসা করবে। আর বন্ধুকে ভর্ৎসনা করবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার রবের অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না; আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। নিশ্চয় এটা মহাসমাফল্য। এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। [সুরা সফফাত: ৫৬-৬১]

হাঁ, সে যদি কুফর ও পরকাল অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বন্ধুর অনুসরণ করত, তা হলে অবশ্যই তাকে তার সাথে জাহান্নামে উপস্থিত হতে লাগত।

সুযোগ ...

জীবন এক মহাসুযোগ। তা দ্বিতীয়বার আসবে না। অতএব অসৎ সঙ্গ গ্রহণ করে সর্বনাশ করার ব্যাপারে সতর্ক হোন।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

মুমিনদের দিদারে এলাহী

পরকালে আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভই হবে মুমিনদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত, সর্বোচ্চ লক্ষ ও চূড়ান্ত বাসনা। আল্লাহ তাআলার দিদারের স্বাদের সাথে তুলনা করলে জান্নাতের যেকোন নিয়ামত ও ভোগবিলাস তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর দিদার নসীব করেন।

- সুতরাং মুমিনরা কখন আল্লাহর দিদার লাভ করবে?
- দিদারের নিশ্চয়তার দলিল-প্রমাণ কী?
- দিদারে মুমিনদের স্বাদ বলতে কী বোঝায়?

সূচনা

আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন যে, অনুগত, পরহেযগার ও নিকবর্তী মুমিনরা তার দিদার লাভ করবে। যেমন, তিনি বলেন, যারা নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি কিছু। [সুরা ইউনুস: ২৬]

এখানে 'কল্যাণ' বলে জান্নাত এবং 'বেশি কিছু' বলে মহান প্রতিপালকের দিদার উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা আপন প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। [সুরা কিয়ামাহ: ২২, ২৩]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কি এমন কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত দিব? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? তখন পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হবে। দেখা যাবে, আল্লাহর দিদারের চেয়ে অধিক প্রিয় কোন কিছু তাদেরকে দেওয়া হয়নি। তারপর নবীজী এই আয়াত পাঠ করেন–

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

পরকাল LIFE AFTER LIFE
www.QuranerAlo.net

যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি। আর তাদের মুখমণ্ডল আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল।

[সুরা ইউনুস: ২৬]

দিদার সম্পর্কে সাহাবীদের জিজ্ঞাসা

সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মুমিন ও নেককারদের আদর্শ। তাদের অন্তর ছিল আল্লাহ তাআলার ভালবাসায় ভরপুর। এই উম্মতের মধ্যে তাঁদের ঈমান সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণ। তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন এবং তাঁরাই সবচেয়ে বেশি এবাদতকারী।

কিছু সাহাবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? তারা বললেন, না, হে আল্লাহর রসূল! নবীজী বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়? তারা বললেন, না, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তদ্রূপ আল্লাহ তাআলাকেও দেখতে পাবে।

[মুসলিম: হাদীস নং- ৪৬৯]

প্রশ্ন ? **জান্নাতীগণ কখন তাদের রবের দিদার লাভ করবে?**

উত্তর: রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা ইউনুসের উল্লিখিত আয়াত পাঠ করে বলেন, যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন এক ঘোষক ঘোষণা দিবে, হে জান্নাতবাসীরা! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের জন্য একটি অঙ্গীকার রয়েছে। তিনি সেটি পূরণ করার ইচ্ছা করেছেন। তখন জান্নাতীরা বলবে, সেটি আবার কী? তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? তখন পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হবে। তখন তারা আল্লাহ তাআলাকে দেখবে। দেখা যাবে, আল্লাহ তাআলার এই দিদারের চেয়ে অধিক প্রিয় কোন কিছু তাদেরকে দেওয়া হয়নি। (আয়াতে) 'বেশি কিছু' বলে এটাই উদ্দেশ্য। [তিরমিযী: হাদীস নং- ৩১০৫]

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দিদার

আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে তাঁর দিদার ও সন্তুষ্টি উভয়টিই প্রদান করবেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন–

আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতীরা! তারা বলবে, আমরা হাযির হে আমাদের রব। আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আমরা সন্তুষ্ট হব না কেন? আপনি তো আমাদেরকে এমন সব নিয়ামত দিয়েছেন, যা আপনার সৃষ্টির অন্য কাউকে দেননি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দিব। তারা বলবে, হে রব! এর চেয়ে উত্তম বস্তু আবার কোনটি? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি ঘোষণা করছি; আর কখনও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।

[বুখারী: হাদীস নং- ৬১৮৩]

নামাযীরা দিদার লাভের বেশি হকদার

নবী আলাইহিস সালাম প্রায়ই সাহাবীদেরকে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার দিদারের কথা মনে করিয়ে দিতেন। দিদার লাভের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন; তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, যারা ফজর ও আসরের নামাযের প্রতি যত্নবান হবে, তারা আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের উপযুক্ত হবে।

যেমন, জারীর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, একবার আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে ছিলাম। সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। তিনি আসমানের দিকে মাথা তুলে চাঁদের দিকে দেখলেন। বললেন, অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে সরাসরি দেখবে, যেমন এই চাঁদটা দেখছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। যদি তোমরা পার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগের নামাযের ব্যাপারে পরাস্ত না হতে, তা হলে তোমরা তা কোরো। [বুখারী: হাদীস নং- ৫৪৭] অর্থাৎ যদি তোমরা পার, তা হলে চেষ্টা কোরো, যাতে তোমাদের উপর শয়তান বিজয়ী না হয় এবং ঘুম ও বিশ্রামের বাহানায় সে তোমাদের এই দুই নামায ফওত করে না দেয়।

www.QuranerAlo.net

দিদার সবচেয়ে বড় নিয়ামত

নবী আলাইহিস সালাম জান্নাতের সোনা-রূপার ঘরবাড়ি এবং সেগুলোর সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের বিবরণ দিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন, তারা অনেক ভোগবিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নাজ-নিয়ামতের মধ্যে থাকবে। তবুও আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের পর তাদের আনন্দ-ফূর্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরও বেড়ে যাবে।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, রূপার তৈরী দু'টি বাগান থাকবে। সেগুলোর পানপাত্র এবং আরও যাকিছু তাতে থাকবে, সবই রূপার। দুটি বাগান থাকবে সোনার। সেগুলোর পানপাত্র ও তাতে যাকিছু থাকবে, সবই সোনার। আল্লাহ তাআলা এবং তাদের মাঝখানে আবরণ থাকবে শুধু আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের। আর এটা হবে জান্নাতে আদনে। [বুখারী: হাদীস নং- ৪৫৯]

আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর দিদারের এই মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না করেন। আমীন।

সকাল-সন্ধ্যা দিদার

মর্যাদার দিক থেকে যেহেতু জান্নাতীদের বিভিন্ন স্তর থাকবে। এজন্য কারও কারও নিয়ামত কারও কারও তুলনায় বেশি থাকবে। এ বিষয়ে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতী তার রাজ্যে এক হাজার বছর চলবে। শুরু ও প্রান্ত একইভাবে দেখতে পাবে। আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তার রবের দিদার লাভ করবে। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৫৫৩]

স্বাদ ...

আল্লাহর কসম, জান্নাতে যদি আল্লাহর দিদার লাভের সুযোগ না থাকত, তা হলে আল্লাহওয়ালাদের সকল স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হত।

www.QuranerAlo.net

পরকাল LIFE AFTER LIFE

জান্নাতীদের বাসনা

জান্নাতে মন যা চায় এবং চোখ যা দেখে পূলক অনুভব করে, সবই থাকবে। সেখানে বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে। তার মনে যা উদয় হবে, তাই সামনে উপস্থিত দেখবে। তারপরও তাদের বাসনা ও রুচি বিভিন্ন রকম হবে। যেমন–

কৃষিকাজে আগ্রহ

দুনিয়াতে মানুষ জীবিকার তাগিদে এবং সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের আহারের জন্য প্রচুর শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে। রোদ-বৃষ্টি, গরম-ঠান্ডা উপেক্ষা করে অনেক কষ্ট সহ্য করে। তবে জান্নাতে সে থাকবে বহু বাগান, নদ-নদী ও ফল-ফসলের মাঝে। ফলে তার চাষাবাদ করার কোন প্রয়োজন হবে না।

তবুও জান্নাতে এক ব্যক্তির আগ্রহ জাগবে কৃষিকাজ করতে। তার বৃত্তান্ত কী?

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সামনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন গ্রাম্য লোকও ছিল। তিনি বললেন, নিশ্চয় জান্নাতীদের একজন আল্লাহ তাআলার কাছে কৃষিকাজ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি যা চাচ্ছ তা কি পাচ্ছ না? লোকটি বলবে, অবশ্যই পাচ্ছি; কিন্তু আমি কৃষিকাজ করতে চাই। তারপর সে বীজ বপন করবে। চোখের পলকেই বীজ উৎপন্ন হয়ে বড় হয়ে যাবে। পেকে পাহাড়ের আকার ধারণ করবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, নাও হে আদমসন্তান! কোন কিছুই তোমাকে পরিতৃপ্ত করছে না। সাহাবীদের সাথে থাকা গ্রাম্য লোকটি এই ঘটনা শুনে বলে ফেলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম, দেখবেন ওই ব্যক্তি হয়তো কুরাইশী অথবা আনসারী। কারণ, তারাই কৃষিকাজে অভ্যস্ত; আমরা একাজের লোক নই।

[বুখারী: হাদীস নং- ২২২১]

কেউ কামনা করবে সন্তান

আল্লাহ তাআলা জান্নাতে মুমিনদের সাথে তাদের মুমিন সন্তানদেরকে একত্র করে দিবেন। ফলে স্ত্রী ও সন্তান কাছে পেয়ে তাদের সুখ ও আনন্দ আরও বেড়ে যাবে। তারপরও কোন কোন

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা মুহূর্তের মধ্যে তার এই বাসনা পুরা করবেন। তখনই তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে বাচ্চা প্রসব করবে। স্ত্রীর গর্ভধারণের কোন কষ্ট হবে না। বাচ্চা প্রসবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না এবং প্রসবেরও কোন কষ্ট হবে না।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, কোন মুমিন যদি জান্নাতে সন্তান কামনা করে, তা হলে তার কামনা অনুসারে স্ত্রীর গর্ভধারণ, বাচ্চা প্রসব এবং তার বেড়ে উঠা সবই এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। [ইবনে হিব্বান: হাদীস নং- ৭৪০৪]

সামর্থ্য ...

জান্নাত হল পরিপূর্ণ ভোগবিলাসের জায়গা, আমাদের সর্বশক্তিমান রবের বান্দারা সেখানে যা চাইবে, তিনি তা-ই দিবেন।

মৃত্যুকে জবাই

যে বিষয়টি জান্নাতের প্রতি জান্নাতীদের আগ্রহ এবং তার নাজনিয়ামতের স্বাদ বাড়িয়ে দিবে, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেথায় চিরস্থায়ী করে দিবেন। সেখানে তারা মৃত্যুবরণ করবে না, অসুস্থ হবে না এবং কোনরূপ চিন্তিতও হবে না।

- তারা সেথায় কিভাবে চিরস্থায়ী হবে?
- মৃত্যুর অবস্থা কী হবে?

সূচনা

দুনিয়াতে যে বিষয়টি মানুষকে ধন-সম্পদ ও ভোগবিলাস থেকে নিবৃত করে ফেলে, তা হচ্ছে মৃত্যু। তাকে চিন্তা করতে হয় যে, এসব নিয়ামত তো চিরস্থায়ী নয়; অচিরেই এগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ হল দুনিয়ার নিয়ামতের অবস্থা।

www.QuranerAlo.net

তা যত বড় ও বিশালই হোক না কেন, একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জান্নাতের নিয়ামত ও ভোগবিলাস চিরস্থায়ী। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব? যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত, তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। [সুরা আলে ইমরান: ১৫]

জান্নাতে চিরকাল বসবাস

জান্নাতীগণ সেথায় চিরকাল থাকবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদেরই জন্য প্রতিদান হল তাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ, যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। নেককারদের প্রতিদান কতই না চমৎকার। [সুরা আলে ইমরান: ১৩৬]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, আর যারা সৌভাগ্যবান তারা জান্নাতের মাঝে, সেখানেই থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়। [সুরা হুদ: ১০৮]

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, অনন্তকাল জীবিত থাকবে; কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। চিরসুখী হবে; কখনও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে না। কখনও তার কাপড় নোংরা হবে না। তার যৌবনে কখনও ভাটা পড়বে না। তিনি আরও বলেন, এক ঘোষক ঘোষণা দিবে, নিশ্চয় তোমাদের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী সুস্থতা; সুতরাং তোমরা কখনও অসুস্থ হবে না। নিশ্চয় তোমরা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে; কখনও মরবে না। সবসময় যুবক থাকবে; কখনও বৃদ্ধ হবে না। চিরসুখী হবে; কখনও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে না। এ কথাই বলা হয়েছে আল্লাহর এই বাণীতে–

তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দিব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথপ্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে, এটা জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সুরা আ'রাফ: ৪৩)

[মুসলিম: হাদীস নং- ৭৩৩৬]

পরকাল

www.QuranerAlo.net

মৃত্যুর অবসান

মৃত্যু শিশুর কাছে এসে তার জীবন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ব্যবসায়ীর কাছে আসে, ফলে সে ব্যবসা থেকে বঞ্চিত হয়। মৃত্যু আসে অসুস্থ ব্যক্তির কাছেও। ফলে রুগ্ন ব্যক্তি রোগের ধকল থেকে মুক্তি পায়। মৃত্যুর কাছে ছোট-বড়, ধনী-গরীবের মাঝে কোন ব্যবধান নেই; সকলের কাছেই সে আগমন করে। সুতরাং মৃত্যু হচ্ছে একটি দরজা। যে দরজা দিয়ে সকল মানুষকেই প্রবেশ করতে হয়। তবে জান্নাতে মৃত্যু বলতে কোন কিছুই থাকবে না।

নবী আলাইহিস সালাম বলেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে। দেখতে যেন সেটা সাদাকালো ভেড়া। এরপর এক ঘোষক ঘোষণা দিবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা কি একে চেন? তারা প্রত্যেকে চোখ তুলে ভালো করে দেখে বলবে, হাঁ; এ তো মৃত্যু। তারপর ঘোষক ঘোষণা দিবে, হে জাহান্নামীরা! তোমরা কি একে চেন? তারা প্রত্যেকে চোখ তুলে ভালো করে দেখে বলবে, হাঁ; এ তো মৃত্যু। তখন সেটিকে জবাই করে দেওয়া হবে। তারপর ঘোষক ঘোষণা দিবে, হে জান্নাতীরা! তোমাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী বসবাস; কখনও মৃত্যু আসবে না। হে জাহান্নামীরা! অনন্তকাল থাকতে হবে তোমাদের; এখানে কোন মৃত্যু নেই। একথাই বলা হয়েছে আল্লাহর এই বাণীতে– তুমি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দাও, যখন সব ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অসাবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (সুরা মারিয়াম: ৩৯) [আহমদ: হাদীস নং- ১১০৮১]

একথা শোনার পর জান্নাতীগণ সীমাহীন খুশি ও আনন্দিত হবে আর জাহান্নামীদের দুঃখ, কষ্ট, পরিতাপ ও কান্নার সীমা থাকবে না।

প্রত্যক্ষ

জান্নাতী এবং জাহান্নামী সবাই স্বচক্ষে মৃত্যুকে জবাইকৃত অবস্থায় দেখবে, যাতে করে অনন্তকালের বসবাস সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়।

www.QuranerAlo.net

পরিশিষ্ট

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَبَعْدُ!

ভয়-ভীতি ও বিনয়ের সাথে অন্তরকে আল্লাহ তাআলার অভিমুখী করে তোলা ইহকাল ও পরকালের সফলতার উপায়। এর মাধ্যমে রব্বুল আলামীনের মহব্বত এবং তার এবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের ভয় রাখে এবং তার রবের রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। [সূরা যুমার: ৯]

পরকালের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং পরকালের বিভিন্ন বিষয় ও সেগুলোর তত্ত্ব সম্পর্কে অবগতি মানুষকে আল্লাহমুখিতার উপর অবিচল রাখে।

আর এ কারণেই আমি এই কিতাব সংকলন করেছি। এক্ষেত্রে আমি কুরআনে বর্ণিত তথ্য ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত উপাত্তকে সুদৃঢ় অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছি।

এ কিতাবের কাজ করতে গিয়ে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত করেছে, তা হচ্ছে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি ও নকশা নির্বাচন। কারণ, এ কিতাবে জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসিরাত, মীযান ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আর এগুলো এমন বিষয়, যেগুলো আমরা দেখিনি। এগুলোর জন্য দৃঢ়তার সাথে নির্দিষ্ট আকৃতি ও ছবি আনতেও সক্ষম নই।

যা হোক, শরীয়তের মূলনীতি ও বিধিবিধানের গণ্ডির ভিতর থেকে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিপূর্ণ ছবি ও নকশা পেশ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সেই সাথে খেয়াল রেখেছি, যেন কিতাবের সৌন্দর্যে বিঘ্ন না ঘটে। অবশেষে কিতাব বর্তমান সুরত নিয়ে বের হয়েছে, যা আপনাদের সামনে বিদ্যমান।

অনুসন্ধিৎসু ভাই-বোন, যাদের কাছ থেকে এ কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য পাওয়ার আশা করি, তাদের কাছে আবেদন, তারা যেন তাদের এই ভাইয়ের প্রতি দয়ার্দ্র হন এবং তাদের মতামত সরবরাহ করে আমাকে উপকৃত করেন। ইলম তো আলেমদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন।

আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন, তিনি যেন কিতাবকে সকলের জন্য উপকারী বানান। যে ভাইয়ের কাছ থেকে কোন ধারণা পেয়েছি, অথবা তার কিতাব থেকে কোন তথ্য নিয়েছি, তাকে উত্তম ও পরিপূর্ণ বদলা দিন। আমীন।

আরজগুযার

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

অধ্যাপক, বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়

খতীব, আল-বাওয়ারদী জামে মসজিদ

সদস্য, আন্তর্জাতিক মুসলিম উলামা ঐক্য পরিষদ

রিয়াদ, সৌদী আরব

০৯ জিলহজ, ১৪৩২ হি. মোতাবেক, ০৫ নভেম্বর, ২০১১ ইং

www.QuranerAlo.net